মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস

-এস এম ইমামউদ্দিন

মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস

প্রফেসর এস. এম. ইমামউদ্দিন
প্রাক্তন অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান ও চেয়ারম্যান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সম্পাদনা ঃ
ডঃ আয়শা বেগম
প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

ISBN-984-408-036-3

প্রকাশক

কে. এম. ফারুক খান
খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ১৯৯৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ
আগস্ট ২০০১
তৃতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ২০০৬
চতুর্থ মুদ্রণ
জুন ২০০৭
পঞ্চম মুদ্রণ
মে ২০০৮

প্রচ্ছদ

সুখেন দাস

বর্ণ বিন্যাসে

সেতু কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে

সালমানী মুদ্রণ
নয়াবাজার
ঢাকা ১১০০

মূল্য ঃ দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন,
বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

'মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস' প্রফেসর এস. এম. ইমামউদ্দিন প্রণীত *A Political History of Muslim Spain* নামক গ্রন্থের সংশোধিত ও বর্ধিত বাংলা সংস্করণ। মূল ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থটি ঢাকা থেকে একাধিকবার প্রকাশিত হয়—১৯৬১ সনে প্রথম বার এবং ১৯৬৯ সনে সংশোধিত ও বর্ধিত আকারে দ্বিতীয় বার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জন্মলগ্ন থেকে অনার্স ক্লাশের সিলেবাসে একটি পত্র হিসেবে স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইমামউদ্দিনের গ্রন্থটি তাঁর স্পেনে পি.এইচ-ডি গবেষণালব্ধ থিসিসের উপর ভিত্তি করে লেখা। গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হওয়ায় প্রথম থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। বলাবাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক এ গ্রন্থটি সাদরে গৃহীত হয় এবং অতি সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আমরা সবাই অবহিত আছি যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষা দীর্ঘদিন আগেই গৃহীত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই *A Political History of Muslim Spain* বইটির বাংলা সংস্করণের অভাব দারুণভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। অনিবার্য কারণে প্রফেসর ইমামউদ্দিন নিজের বইটি দীর্ঘ দিন ধরে সময় ও শ্রম ব্যয় করে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করেন। বইটির বাংলা সংস্করণের কাজ আরম্ভ করার পর পরই তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীর কাল সমাপ্ত হয়ে গেলে তিনি ১৯৮৪ সনে সপরিবারে করাচীতে (পাকিস্তান) চলে যান। তারপর এ দীর্ঘ দিনের মধ্যে তিনি কখনও ঢাকায় আর আসেন নি। তবে করাচীতে অবস্থান করলেও বইটির বাংলা রূপান্তরকরণ থেকে তিনি বিরত হননি। গত বছর (১৯৯৭) তিনি বাংলা রূপান্তরের কাজটি সমাপ্ত করেন।

মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের অগ্রযাত্রায় স্পেনই পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সভ্যতায় মূরদের প্রভাবে যখন এতদ অঞ্চলে নব দিগন্তের সূচনা হয় তখনও ইয়োরোপে সভ্যতার আলো প্রবেশ করেনি। স্পেনের সুরক্ষিত কর্ডোভা নগরী ছিল তখন বিশ্বের সেরা শহরের একটি; এ সময়ে লন্ডন যে একটি অনুন্নত শহর ছিল তা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। কর্ডোভা মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান বিকাশের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং বাগদাদকেও অতিক্রম করে। কালক্রমে মুসলিম স্পেন ইয়োরোপের শিক্ষা-সংস্কৃতির জ্যোতির্কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে; সঙ্গত কারণে ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ বিকাশে মুসলিম স্পেনের অবদান অনস্বীকার্য।

আলোচ্য বইতে মোট উনিশটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে মুসলমানদের স্পেন বিজয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে দামেস্ক খিলাফতের অধীনে উমাইয়া আমীরদের শাসন

www.pathagar.com

(৭১৪-৭৫৬ খ্রিঃ), তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাধীন উমাইয়া আমীরদের রাজত্ব (৭৫৬-৯২৯ খ্রিঃ) বর্ণনার পর চতুর্থ অধ্যায় থেকে পর্যায়ক্রমে প্রথম হিশাম (৭৮৮-৭৯৬), দ্বিতীয় আবদুর রহমান (৮২২-৮৫২ খ্রিঃ), প্রথম মুহাম্মদ (৮৫২-৮৮৬ খ্রিঃ), তৃতীয় আবদুর রহমান, আল নাসির, দ্বিতীয় হাকাম ও হাজীব আল-মনসুরের উপরে লেখক পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি দ্বাদশ অধ্যায়ে স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের পতনের কারণসমূহ চিহ্নিত করেছেন এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে স্পেনের উত্তরাঞ্চলে খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয় সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। চতুর্দশ অধ্যায় শেষ হয় স্পেনে ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের ইতিবৃত্ত বর্ণনায়। পঞ্চদশ অধ্যায়ে উত্তর আফ্রিকার শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করে পরবর্তী অধ্যায়ে স্পেনে মুসলিম শাসনের পতনের কারণসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সবশেষ অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে স্পেনে মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার উপরে আলোকপাত করা হয়। প্রফেসর ইমামউদ্দিন এক কথায় এ বইটিতে মুসলমানদের আগমন, উত্থান, বিকাশ ও পতনের একটি সামগ্রিক চিত্র সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

আমি প্রফেসর ইমামউদ্দিনের একজন স্নেহধন্য ছাত্রী। আমি তাঁর কাছ থেকে সরাসরি স্পেনে মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেছি (১৯৬৪)। প্রফেসর ইমামউদ্দিন করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর আমাকে তাঁর নিজের লেখা *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস* শীর্ষক বইয়ের (বাংলা) পাণ্ডুলিপিটি পাঠান এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনারের ফান্ড থেকে সম্ভব হলে এ বইটি প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। বিভাগে কিংবা সেমিনারে বই প্রকাশের জন্য কোন ফান্ড থাকে না। তাই এখান থেকে কিছু করার দুরাশা আমার ছিল না। তাছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী ইত্যাদি এ ধরনের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বই প্রকাশ করার প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট নিয়মনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং দীর্ঘ সময় সাপেক্ষও বটে। আমি তখন খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানির সত্বাধিকারী জনাব কে. এম. ফারুক খানকে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি বইটি প্রকাশের প্রস্তাব করেন। পাণ্ডুলিপিটি তাদের দেওয়ার জন্য আমি প্রফেসর ইমামউদ্দিনের অনুমতি চেয়ে পাঠাই। তার উত্তরে অনুমতিসহ আমাকে দায়িত্ব দিয়ে প্রফেসর ইমামউদ্দিন একটি Authority Letter পাঠান যার উপর ভিত্তি করে বইটি প্রকাশের দায়িত্বে অগ্রসর হতে থাকি। একদিকে সমস্যা যখন শেষের পথে তখন বাদ সাধে তাঁর দীর্ঘদিন ধরে লেখা পাণ্ডুলিপির জরাজীর্ণ অবস্থা; একে তো পাণ্ডুলিপি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ তার উপরে বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর লেখা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য এবং পাঠোদ্ধার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে। আমার উপরে দায়িত্ব প্রদান করায় সাহস করে পাণ্ডুলিপিটি পাঠোপযোগী করার উদ্দেশ্যে খুটি-নাটি বিষয়গুলো সংশোধন করতে সচেষ্ট হই। বিদেশী ভাষার উচ্চারণ সঠিক লেখা অত্যন্ত কঠিন বিশেষ করে ব্যক্তির নাম ও স্থানের নাম। এ গ্রন্থের ক্ষেত্রে এ কথা সর্বাংশে প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

যে মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রফেসর ইমামউদ্দিন তাঁর লেখা বাংলা বইটি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন তার তুলনা নেই। এ বই থেকে সংগৃহীত অর্থ তিনি বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের এম ফিল/পি. এইচ-ডি গবেষণার জন্য ব্যয় করতে তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। এ জন্য তাঁর এ বইটি এ বিভাগের প্রাক্তন, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছাত্র-ছাত্রীর নামে উৎসর্গ করা হল। এ বই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ যে যথেষ্ট উপকৃত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বইটি এ বছর (১৯৯৮) থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সিলেবাসে দ্বিতীয় বর্ষ অনার্সের ৬ষ্ঠ (নম্বর ২০৬) কোর্স হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

বইটি প্রকাশে নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে অনেকে যে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের ঋণ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। প্রথম প্রুফ দেখে দেন প্রকাশনা ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ আমাদের প্রাক্তন ছাত্র জনাব শহীদুল্লাহ, তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ। মূল ইংরেজি বই থেকে মানচিত্র নেওয়া হল। জর্জ মিচেল সম্পাদিত *আরকিটেকচার অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড* ও ফিলিপ ব্যামব্রো-র *ট্রেজারস্ অব ইসলাম* থেকে চিত্রগুলো নেওয়া হল; প্রত্যেকটি চিত্র গ্রহণের জন্য প্রাপ্তি স্বীকার করা হল। স্পেনিশ ভাষার শব্দের উচ্চারণে সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও কিছু অসঙ্গতি রয়ে গেল। যে সব ভুলত্রুটি রয়ে গেল সেজন্য ক্ষমা প্রার্থী; পরবর্তী সংস্করণে তা দূর করা হবে। ভবিষ্যতে এ বইয়ের সংশোধনে সহায়তা পেলে তা সাদরে গৃহীত হবে। খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী জনাব কে. এম. ফারুক খান গ্রন্থটি প্রকাশে যে ভাবে যত্নবান হয়েছেন সেজন্য তাকে অশেষ ধন্যবাদ। এ গ্রন্থের সমস্ত কৃতিত্বই প্রফেসর ইমামউদ্দিনের। সম্পাদনায় আমি আমার বিনীত প্রয়াস নিয়েছি মাত্র। সম্পাদনা ক্ষেত্রে আমার অপটুতা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ রইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও জ্ঞান পিপাসু সুধী সমাজ এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হলে লেখকের স্বপ্ন এবং আমার শ্রম সার্থক হবে।

ডঃ আয়শা বেগম
সম্পাদক

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
তারিখ ১লা এপ্রিল ১৯৯৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

এই গ্রন্থে ৭১১ শতাব্দীতে মুসলমানদের স্পেন বিজয় হইতে শুরু করিয়া ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে সেখান হইতে মুসলমানদের শেষ নির্বাসন পর্যন্ত সময়ের স্পেনের সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক রাজনৈতিক ইতিহাস পরিবেশন করা হইয়াছে। ইহা এমন একটি জাতির ইতিহাস যাহারা মুসলিম জগতের পশ্চিম প্রান্তে আটশত বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাচ্যের সংস্কৃতির সাহায্যে ইউরোপীয়গণের মধ্যে জ্ঞানালোক জ্বালাইয়াছিলেন, তাহাদের সভ্যতা বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিচিত্র তাঁহাদের ইতিহাস। স্পেনে মুসলমানদের পতন ঘটে। ইহার জন্য কিছুটা দায়ী তাঁহাদের নিজেদের দোষত্রুটি এবং কিছুটা দায়ী স্পেনের খ্রীস্টানদের গোঁড়ামী ও ধর্মান্ধতা। প্রাচ্যে খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধাদের পরাজয়ের পর স্পেনের মুসলমানগণ তাঁহাদের নিজ বাসভূমিতে বসবাস করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হন। মুসলমানদের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আর কোথাও দেখা যায় না।

মরিস্কোদের সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা লইয়া আমি স্পেনে গিয়েছিলাম। সেখানকার গ্রন্থাগারগুলিতে স্পেনের ইতিহাস, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন করি, স্থাপত্যসৌধ ও যাদুঘরসমূহ দেখি এবং "স্পেনের মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কয়েকটি প্রসঙ্গ" নামক ইহার একটি অনুপূরক গ্রন্থ রচনা করি। ইহা লেইডেনের ই. জি. ব্রিল কর্তৃক ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়।

বর্তমান গ্রন্থ *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস* ১৯৬১ ও ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত *A Political History of Muslim Spain* নামক ইংরেজি গ্রন্থের সংশোধিত ও বর্ধিত সংস্করণ। দুইটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করা ছাড়াও দ্বিতীয় ও বর্ধিত সংস্করণের প্রত্যেক অধ্যায়ে কিছু তথ্য সংযোজন করা হইয়াছে। এই বাংলা সংস্করণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে কোন মত সাদরে গৃহীত হইবে।

এই বাংলা সংস্করণ প্রকাশের জন্য খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী জনাব কে. এম. ফারুক খান-কে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। মূল বাংলা সংস্করণের কিছু সংশোধনের কাজে আমার সহকর্মীবৃন্দ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এই বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা সহজতর হইত না। সে কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

আমার প্রাক্তন ছাত্রী বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসর ডঃ আয়শা বেগমকে আমার লেখা এই গ্রন্থ *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস* প্রকাশ করিবার জন্য দায়িত্ব প্রদান করিলাম। তাঁহাকে এ দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গুলসাল ইকবাল
করাচী, পাকিস্তান।
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭

গ্রন্থাকার
এস. এম. ইমামউদ্দিন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা ১৫—৩৬

স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান ১৫, স্পেনের আবহাওয়া ১৭, ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ ১৮, ইউরোপীয় উৎস ২৪, আধুনিক উপাদান ২৫, মুসলমানদের আগমনের পূর্বে স্পেন ২৯, সামাজিক পরিবেশ ২৯, অর্থনৈতিক অবস্থা ৩১, ধর্মীয় অবস্থা ৩২, রাজনৈতিক অবস্থা ৩৩।

প্রথম অধ্যায় ঃ মুসলমানদের স্পেন বিজয় ৩৭—৪৯

আফ্রিকায় মুসা ৩৭, তারিকের স্পেনে পদার্পণ ৩৭, ওয়াদীলাক্কোর যুদ্ধ ও ভিজিগথদের পরাজয় ৩৮, অবশিষ্ট এলাকাসমূহ বিজয় ৩৯, রাজধানী টলেডোর পতন ৪০, মুসার আগমন ৪১, সহজে স্পেন বিজয়ের কারণসমূহ ৪৩, স্পেন বিজয়ের ফলাফল ৪৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ দামেস্ক-খেলাফতের অধীন উমাইয়া আমীরদের শাসন ৫০—৭০

গভর্নরদের ক্ষমতা ৫০, আবদুল আজিজ ৫১, আইউব ও আল-হুর ৫২, সামাহ বিন মালিক আল-খাওলানী ৫২, তুলুসের যুদ্ধ ৫৩, আনবাসাহ ৫৩, আবদুর রহমান আল গাফিকী ৫৪, তুরস অথবা পইটিয়ার্সের যুদ্ধ ৫৪, গৃহযুদ্ধ ও আরব গোত্রসমূহ ৫৬, আবদুল মালিক ৫৭, উকবাহ ৫৭, আস্তুরিয়া কর্তৃক নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৫৮, বার্বার বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ ৫৮, স্পেনে সিরীয়বাসী ৫৯, মদীনাবাসী ও সিরীয়বাসীদের যুদ্ধ ৬০, আবুল খাত্তার ৬১, ইয়ামানী শিয়া এবং সিরীয় সুন্নীদের মধ্যে যুদ্ধ ৬১, সেকুন্দার যুদ্ধ ৬২, কোরাইশ ও সিরীয়দের যুদ্ধ ৬২, নব মুসলিমগণ ৬৩, ফ্রান্স হইতে মুসলমান উৎখাত ৬৩, ফ্রান্স হইতে মুসলমানদের উৎখাতের কারণসমূহ ৬৪, দামেস্ক-খিলাফতের অধীনস্থ আমীর শাসন আমলের পর্যালোচনা ৬৫।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ স্বাধীন উমাইয়া আমীরদের রাজত্ব ৭১—৮৬

প্রথম আবদুর রহমান ৭১, সিরিয়ায় উমাইয়াদের উপর অত্যাচার ৭১, আবদুর রহমানের দেশ ত্যাগ ৭১, স্পেনের পরিবেশ আবদুর রহমানের অনুকূলে ছিল ৭৩, আবদুর রহমান আমন্ত্রিত ৭৩, আমীর আবদুর রহমান ৭৫, মুসারাহর যুদ্ধ ৭৬, ইউসুফ ও সুমায়েলের বিদ্রোহ ৭৭, দক্ষিণাংশে ইয়ামানীদের বিদ্রোহ ৭৮, টলেডোতে বিদ্রোহ ৭৮, স্পেনে আব্বাসীয় পতাকা ৭৮, বার্বারদের বিদ্রোহ ৭৯, শার্লমান ও আরব নেতাদের মৈত্রী ৮০, চরিত্র ও কৃতিত্ব ৮১।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রথম হিশাম ৮৭—৯৩

হিশামের ভাইদের বিদ্রোহ ৮৭, পূর্ব স্পেনে বিদ্রোহ ৮৮, ফ্রান্স অভিযান ৮৮, স্পেনে মালিকী মতবাদের প্রচলন ৮৯, চরিত্র ও কৃতিত্ব ৯০।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় ঃ প্রথম হাকাম ৯৪—১০৫

সিংহাসনে আরোহণ ৯৪, ফুকাহাদের মধ্যে হাকামের অজনপ্রিয়তা ৯৪, হাকামের চাচার বিদ্রোহ ৯৫, ফ্রাঙ্কদের সহিত যুদ্ধ ৯৬, গথিক সীমান্তে সেনানিবাসের ভিত্তি স্থাপন ৯৬, খন্দক বা পরিখা দিবস ৯৮, বেজা (বাজাটল) ও মেরিদাতে বিদ্রোহ ৯৯, কর্ডোভাবাসীদের বিদ্রোহ ১০০, বেলেয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের দখল ১০১, চরিত্র ও কৃতিত্ব ১০২।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় আবদুর রহমান ১০৬—১২০

সিংহাসনে আরোহণ ১০৬, রাজ-সভাসদ ১০৬, তুদমির ও মেরিদার বিদ্রোহ ১০৮, টলেডোর বিদ্রোহ ১১০, খ্রীস্টান নেতাদের আক্রমণ ১১০, কনস্টান্টিনোপল ও নাভাররের রাষ্ট্রদূতগণ ১১২, নরম্যান আক্রমণ ১১২, কর্ডোভার গোঁড়া খ্রীস্টানগণ ১১৩, চরিত্র ও কৃতিত্ব ১১৫।

সপ্তম অধ্যায় ঃ প্রথম মুহাম্মদ ১২১—১২৮

সিংহাসনে আরোহণ ১২১, টলেডোতে বিদ্রোহীগণ ১২১, কর্ডোভার গোঁড়া খ্রীস্টানগণ ১২২, নাভাররে ও গ্যালেসিয়ার যুদ্ধ ১২২, বানু কাসিদের স্বাধীনতা ঘোষণা ১২৩, ইবনে মারোয়ানের স্বাধীনতা ঘোষণা ১২৪, নরম্যান আক্রমণ ১২৪, ওমর ইবনে হাফসুন ১২৫, চরিত্র ও কৃতিত্ব ১২৭।

অষ্টম অধ্যায় ঃ মুনজির ও আবদুল্লাহ ১২৯—১৩৮

প্রথম মুনজির ঃ সিংহাসনে আরোহণ ১২৯, দ্বিতীয় আবদুল্লাহ ঃ সিংহাসনে আরোহণ ১২৯, এলভিরায় স্পেনীয়দের অভ্যুত্থান ১৩০, সেভিলে আরবদের অভ্যুত্থান ১৩১, ওমর ইবনে হাফসুনের সহিত যুদ্ধ ১৩৪, পোলের যুদ্ধ ১৩৫, পরবর্তী ঘটনাসমূহ ১৩৫, স্বাধীন আমীরদের শাসন আমলের পর্যালোচনা ১৩৬।

নবম অধ্যায় ঃ উমাইয়া খিলাফত ১৩৯—১৬৬

তৃতীয় আবদুর রহমান আল নাসির ঃ সিংহাসনে আরোহণ ১৩৯, সেভিলের বানু হাজ্জাজদের আত্মসমর্পণ ১৪০, ওমর ইবনে হাফসুনের সহিত যুদ্ধ ১৪০, ওমর ইবনে হাফসুনের পুত্রের আত্মসমর্পণ ১৪২, এচিজা, জায়েন ও এলভিরা প্রদেশের পতন ১৪৩, তুদমিরের গুরুত্ব হ্রাস ১৪৩, টলেডোর আত্মসমর্পণ ১৪৩, বৈদেশিক নীতি ১৪৪, দেশের উত্তরাংশে খ্রীস্টান আক্রমণ ১৪৪, লিওন ও নাভাররেদের আত্মসমর্পণ ১৪৫, আলহানদেগার যুদ্ধ ১৪৬, সাঞ্চো ও তুতাহর (থিওডা) কর্ডোভা আগমন ১৪৮, ফাতেমীয়দের সহিত যুদ্ধ ১৪৯, কৃতিত্ব ও অবদান ১৫০, খলিফা উপাধি গ্রহণ ১৫২, বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ১৫৩, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ১৫৪, শিল্পকারখানা ১৫৬, ব্যবসা বাণিজ্য ১৫৭, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ১৫৭, আল জাহরা প্রাসাদ ও কর্ডোভা মীনার ১৬০, সাকালিবাহ ১৬২, একটি নতুন জাতির জন্ম ১৬৩, চরিত্র ১৬৪।

দশম অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় হাকাম ১৬৭—১৭৯

সিংহাসনে আরোহণ ১৬৭, খ্রিস্টান বিদ্রোহ দমন ১৬৮, খ্রীস্টান শাসকদের আত্মসমর্পণ ১৬৭, ফাতেমী ও সানহাজাহদের সহিত যুদ্ধ ১৬৯, কৃতিত্ব ১৭০, বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী আল হাকাম ১৭৪, জনহিতকর কার্যাবলী ১৭৬, কর্ডোভা মসজিদের সংস্কারসাধন ১৭৬, চরিত্র ১৭৭।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায় ঃ হাজীব আল-মনসুর ১৮০—১৯০

হিশামের সিংহাসনে আরোহণ ১৮০, আবু আমীর মুহাম্মদের অভ্যুত্থান ১৮০, সভাসদদের সহিত আবু আমীরের সম্পর্ক ১৮২, আলেমদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ১৮৩, সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ১৮৩, সামরিক অভিযান ১৮৪, চরিত্র ও কৃতিত্ব ১৮৬।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের পতন ১৯১—২০৩

প্রধানমন্ত্রী মুজাফফর ১৯১, চতুর্থ আবদুর রহমান সাঞ্চোল ১৯২, দ্বিতীয় মুহাম্মদ আল মাহদী ১৯২, সুলায়মান ১৯৩, আল মাহদীর রাজধানী পুনরুদ্ধার ১৯৩, অভিভাবকত্ব হইতে দ্বিতীয় হিশামের মুক্তি ১৯৪, দ্বিতীয় দফা সুলায়মান শাসক নিযুক্ত ১৯৪, আলী বিন হাম্মুদ ১৯৫, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আবদুর রহমান ১৯৫, তৃতীয় মুহাম্মদ আল-মুস্তাকফী ১৯৬, মালাগার ইয়াহিয়া ১৯৬, তৃতীয় হিশাম আল-মুতাদ ১৯৬, উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ১৯৭, অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ ১৯৮, বাহ্যিক কারণসমূহ ২০২।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ স্পেনের উত্তরাঞ্চলে খ্রীস্টান রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয় ২০৪—২১১

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ প্রথম পর্যায় ঃ ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ ২১২—২৩৫

স্পেনীয় ক্ষুদ্র শাসকগণ ২১২, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ ২১৪, কর্ডোভার জাহওয়ারী রাজবংশ ২১৪, আবুল হাজম ইবনে জাহওয়ার ২১৪, আবদুল ওয়ালিদ ইবনে জাহওয়ার ২১৫, আবদুল মালিক ২১৫। মালাগা ও আলজেসিরার বানু হাম্মুদ ২১৬, দ্বিতীয় ইদ্রিস ২১৭, গ্রানাডার বানুজিরি রাজবংশ ২১৮, জাওবী ২১৮, হাব্বুস ২১৯, প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল ২১৯, বাদিস ২২০, বাদিসের উত্তরাধিকারীগণ ২২১। আলমেরিয়া, মুরসিয়া, দেনিয়া ও বেলিয়ারিক দ্বীপের ক্ষুদ্র স্লাভ শাসকগণ ২২২, সারাগোসার বানুহুদ ২২২, টলেডোর বানু জুন্নুন রাজবংশ ২২৩, ইয়াহিয়া বিন আল-মামুন বিন ইসমাইল ২২৪, ইয়াহিয়া আল কাদির ২২৫, সেভিলের বানু আব্বাস রাজবংশ ২২৫, প্রথম আবুল কাসেম মুহাম্মদ ২২৬, আবু আমর আব্বাস আল মুতাদিদ ২২৭, খ্রীস্টান অভিযানসমূহ ২৩০, মুতামিদ ২৩১।

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় পর্যায় ঃ উত্তর আফ্রিকার শাসন ২৩৬—২৫৩

মুরাবিতুন রাজবংশ ২৩৬, ইউসুফ বিন তাশুফিন ২৩৭, আলী বিন ইউসুফ ২৪০, আল মুয়াহিদুনের শাসন ২৪০, আবদুল মুমিনের হস্তে মুরাবিতুনদের পরাজয় ২৪২, মুয়াহিদুনদের আগমনের পূর্বে স্পেনের অবস্থা ২৪৩, আবু আমর মুসার স্পেন অভিযান ২৪৪, আবদুল মুমিনের কৃতিত্ব ২৪৫, আবু ইয়াকুব ইউসুফ ২৪৬, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ২৪৭, মুহাম্মদ আল নাসির বিন ইয়াকুব ২৪৯, মুহাম্মদ আল-নাসিরের উত্তরাধিকারীগণ ২৫০, স্পেনে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ২৫১।

www.pathagar.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায় ঃ তৃতীয় পর্যায় ঃ নাসরী রাজবংশ ২৫৪—২৭০

বানু নাসর রাজবংশের পরিচয় ও উত্থান ২৫৪, প্রথম মুহাম্মদ ২৫৪, গ্রানাডার সম্প্রসারণ ২৫৫, রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ ২৫৫, খ্রীস্টানদের সহিত যুদ্ধ ২৫৬, চরিত্র ও কৃতিত্ব ২৫৭, দ্বিতীয় মুহাম্মদ ২৫৮, তৃতীয় মুহাম্মদ ২৫৯, আল নসর ২৫৯, প্রথম ইসমাইল ২৬০, চতুর্থ মুহাম্মদ ২৬০, প্রথম ইউসুফ ২৬১, পঞ্চম মুহাম্মদ ২৬২, দ্বিতীয় ইসমাইল আবু সাঈদ ষষ্ঠ মুহাম্মদ ২৬৩, পঞ্চম মুহাম্মদের পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ ২৬৩, দ্বিতীয় পর্যায় নাসরী রাজবংশের পতনের যুগ ২৬৩, সপ্তম মুহাম্মদ ২৬৩, তৃতীয় ইউসুফ ২৬৪, অষ্টম মুহাম্মদ ২৬৫, নবম মুহাম্মদ ও অষ্টম মুহাম্মদ পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ ২৬৫, চতুর্থ ইউসুফ ও অষ্টম মুহাম্মদের তৃতীয়বার ক্ষমতায় আরোহণ ২৬৫, দশম মুহাম্মদ ও সাদ বিন আলী ২৬৫, আবুল হাসান আলী ২৬৬, একাদশ মুহাম্মদ ২৬৬, দ্বাদশ মুহাম্মদ ২৬৭, দ্বাদশ মুহাম্মদের দ্বিতীয় দফা রাজ্য শাসন ২৬৮।

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ মরিস্ক জাতি ২৭১—২৮৩

গ্রানাডার মরিস্কগণ ২৭২, ভ্যালেন্সিয়া ও আরাগোনের মরিস্কগণ ২৭৩, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মরিস্কগণ ২৭৬, মরিস্কদের নির্বাসন ও পরবর্তী ফলাফল ২৭৮।

অষ্টদশ অধ্যায় ঃ স্পেনে মুসলিম শাসনের পতনের কারণসমূহ ২৮৪—২৯২

উনবিংশ অধ্যায় ঃ শাসনকার্য ও প্রশাসন ২৯৩—৩১০

আমীর ও খলিফা ২৯৩, সরকারি অফিসসমূহ ২৯৪, মন্ত্রীপদ ২৯৪, সচিবালয় (খুত্তাহ) ২৯৫, বিচার বিভাগ ২৯৫, প্রাদেশিক সরকার ২৯৭, রাজস্ব ২৯৮, জনকল্যাণ ও সাহায্য কর্মসূচী ৩০০, সেনাবাহিনী ৩০০, নৌবাহিনী ৩০৩, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ৩০৪।

পরিশিষ্ট-ক ঃ ইক্রিতিশে কর্ডোভান মুসলমানদের শাসন ৩১১—৩২৪

কর্ডোভা বিদ্রোহ ৩১১, স্পেন হইতে বিদ্রোহীদের নির্বাসন ৩১২, ফেজে পুনর্বাসিত কর্ডোভাবাসী, ৩১৩, তাহাদের পুনর্বাসন ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসন ৩১৩, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে তাহাদের উৎখাত ৩১৪, ক্রীট বিজয় ৩১৫, ক্রীটে উপনিবেশ স্থাপন ৩১৫, ক্রীটে মুসলিম নৌঘাটি ৩১৭, স্পেনের সহিত বাইজানটীয়দের সম্পর্ক ৩১৮, স্পেনের সহিত ক্রীটের সম্পর্ক ৩১৮, বাইজান্টীয় কর্তৃক ক্রীট পুনর্বিজয় ৩১৯, ক্রীটবাসী মুসলমানদের খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ ৩২১।

পরিশিষ্ট-খ ঃ স্পেনে মুসলিম শাসকদের বংশানুক্রমিক তালিকা ৩২৫—৩৩২

কর্ডোভার উমাইয়া আমীরগণ ৩২৫, কর্ডোভাতে উমাইয়া শাসকদের বংশলতিকা ৩২৬, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকগণ ৩২৮, উত্তর আফ্রিকার শাসকবৃন্দ ৩৩১, গ্রানাডাতে বনু নসর বংশ ৩৩২।

পরিশিষ্ট-গ ঃ উত্তর-স্পেনে খ্রিস্টান শাসকদের কালানুক্রমিক তালিকা ৩৩৩—৩৩৬

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

স্পেনের[১] ভৌগোলিক অবস্থান ঃ আইবেরিয়ান উপদ্বীপের তের ভাগের এগার ভাগ স্থান জুড়িয়া স্পেন অবস্থিত। ইহার আয়তন বাংলাদেশের প্রায় দ্বিগুণ। চতুর্দিকে প্রাকৃতিক সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত। চৌদ্দ মাইল প্রশস্ত জিব্রাল্টার প্রণালী উত্তর আফ্রিকা এবং তিনশত মাইল দীর্ঘ পীরেনীজ ফ্রান্স ও ইউরোপের অবশিষ্ট ভূ-খণ্ড হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ইহার পূর্বদিকে ভূমধ্যসাগর এবং পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগর। ইহা আফ্রিকার সহিত ইউরোপ মহাদেশের যোগসূত্র রচনা করে এবং ভূমধ্যসাগরে নৌ-চলাচলের মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে। এইরূপে স্পেন তিনদিকের মহাদেশের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রচনার এক অনন্য ভূমিকা পালন করে।

আইবেরিয়ান উপদ্বীপের আটভাগের সাতভাগ ব্যাপিয়া আড়াই হাজার মাইল বিস্তীর্ণ সমুদ্রসীমা থাকা সত্ত্বেও মাত্র কয়েকটি পোতাশ্রয় রহিয়াছে। কারণ ইহার সুউচ্চ এবং খাঁজবিহীন উপকূল ভূমি পোতাশ্রয় উপযোগী নহে। ইহার উত্তর-পূর্ব উপকূলে যে সমস্ত বন্দর রহিয়াছে তাহা—তারাগোনা, ক্যাস্টেলোন ও ভ্যালেন্সিয়া এবং দক্ষিণ উপকূলবর্তী বন্দরসমূহের মধ্যে—আলমেরিয়া, মালাগা, আলজেসিরাস, তারিফা ও কেডিজ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ইহার পশ্চিমে ডুরো ও তাগুস নদীর অববাহিকায় লিসবন এবং অপোর্টোর ন্যায় মনোরম পোতাশ্রয় রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম গ্যালিসিয়ার অস্থায়ী উপকূল রেখা কোরুন্নার মত প্রসিদ্ধ বন্দর সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে।

মেসেতা বলিয়া খ্যাত মধ্য মালভূমি উপকূল হইতে বিচ্ছিন্ন উপদ্বীপের অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়িয়া অবস্থিত এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ও পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইহা ক্রমশঃ ঢালু। পশ্চিমে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং পূর্বদিকে সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই শেষ হইয়াছে। এমন কি পীরেনীজ (পর্বতমালা) হইতে গোয়াদালকুইভিরের যে ঢালু অঞ্চল রহিয়াছে তাহাও ক্রমানুগতিতে শেষ হইয়াছে।

এই মালভূমির উত্তরে ক্যান্টাব্রি গিরিমালার ক্যান্টাব্রি-আস্তুরীয়ান এলাকা হইতে দক্ষিণে সিয়েরা-মরেনা (মারিয়ানিকা রেঞ্জ) পর্যন্ত এবং পুনরায় পূর্বে আইবেরিয়ান পর্বতমালা ও ভ্যালেন্সিয়া উপসাগর হইতে পশ্চিমে ক্যান্টাব্রি-গ্যালেসীয়ান পর্বতমালা ডুরো নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে মেসেতা মালভূমির এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে উচ্চতার গড় দু' হাজার ফুট। এই মালভূমিকে মন্টেস দে-টলেডো উত্তর ও দক্ষিণ উপ-মেসেতায় বিভক্ত করিয়াছে। ইহা তাগুস নদীর অববাহিকা হইতে ডুরো নদীর অববাহিকাকেও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মেসেতা মালভূমির শৈলশ্রেণী উত্তরে অবস্থিত

www.pathagar.com

পীরেনীজ এবং দক্ষিণে সিরেরা-নেভেদা (পেনিবেথিকা রেঞ্জ) পর্বত হইতে নীচু। সিয়েরা-নেভেদার দক্ষিণে, জিব্রাল্টার ও আটলান্টিক উপকূলীয় অঞ্চল অবস্থিত।

পীরেনীজে অতিঅল্প সংখ্যক গিরিপথ রহিয়াছে যেমন—রইসেস ভ্যালী, পেরতুস (সুইনামো-পিরেনো), ভ্যালী দে-আরান এবং সমপোর্ট। এই গিরিপথগুলি ফ্রান্স ও স্পেনকে সংযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত গিরিপথ বৎসরের ছয় মাস প্রায় তুষারাবৃত থাকে। মেসেতা সীমান্তের গিরিপথ এবং সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত নদীপথ ও উপত্যকাসমূহ অর্থাৎ ইবরো, গোয়াদালকুইভির এবং ইহার উপনদী মাগানা ও জালোনের জলপ্রবাহ গোটাদেশের ইতিহাসকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। সিয়েরা দেগুয়াদারমা-র গিরিসঙ্কট সমূহ (কার্পেটো-ভেতমিকা) উপ-মেসেতার (প্রাচীন ক্যাস্টাইল ও নতুন ক্যাস্টাইল) মধ্যে সহজ গমনাগমনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। পর্বত শঙ্কুল হওয়া সত্ত্বেও রোমান এবং আরব শাসনাধীনে যোগাযোগ ব্যবস্থায় খুবই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ফলে দেশের প্রধান প্রধান শহর ও বন্দরের সহিত আইবেরিয়ান উপদ্বীপের সংযোগ সাধিত হইয়াছিল। রোমানদের তৈয়ারী ৩৪টি রাস্তা ৩৭২টি শহরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। এই ৩৪টি রাস্তার সর্বমোট দৈর্ঘ্য ছিল ৬৯৫৫ রোমান লীগ।[২]

পর্বত-সঙ্কুল হওয়ার জন্য স্পেনে অসংখ্য নদ-নদী থাকা সত্ত্বেও উহা নৌ পরিবহন ও সেচকার্যে কোন প্রকার সহায়তা করিতে পারে নাই। কারণ কঙ্করময় উপত্যকার মধ্যদিয়া নদীগুলি প্রবাহিত। এই সমস্ত নদ-নদী-যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টির পানি ধারণ করিতে পারে বলিয়া দ্রুতগতিতে নীচে নামিয়া যায়। ফলে ভয়াবহ প্লাবনের সৃষ্টি হয়। তাগুস, ডুরো, গোয়াদিয়ানা এবং গোয়াদালকুইভির—এই চারিটি বৃহত্তর নদীর পানি উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চল পেনিন সুলার বৃহত্তর অংশ ও ইবরো নদীর জল প্রবাহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশের সেচ প্রয়োজন মিটাইত। মেসেতা মালভূমির পর্বতমালা হইতে যে সমস্ত নদী প্রবাহিত হইয়া ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে উহা আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত নদীগুলির তুলনায় আকারে ছোট। এই সমস্ত নদীর মধ্যে তাগুসই সর্ববৃহৎ (৫৬৫ মিটার)। অন্যান্য নদীর মধ্যে দৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গোয়াদিয়ানা, ডুরো, ইবরো, গোয়াদালকুইভির এবং মিনহো। এই সব নদীর নিম্নভাগই কেবল মাত্র নৌ-চলাচলের উপযোগী। লিসবন হইতে আরাম জুয়েজ পর্যন্ত ১১৯ মাইল দীর্ঘ তাগুস এবং সেভিল পর্যন্ত বিস্তৃত গোয়াদালকুইভির নদীর জলপথে নৌযান চলাচল করিয়া থাকে। মধ্যযুগেও গোয়াদালকুইভির হইতে কর্ডোভা পর্যন্ত নৌ চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। মেসেতা মালভূমির পূর্বপ্রান্তের নদী-বাহিত পলিমাটি উপকূলীয় অঞ্চলকে উর্বরা শক্তি দান করিত এবং গ্রীষ্মকালে পূর্ব স্পেনকে প্লাবিত করিয়া উহার উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করিত। ইহার ফলে প্রচুর ফলমূল ও শস্যাদি উৎপাদনে স্পেন সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিত।

www.pathagar.com

আন্দালুসীয়ার সমৃদ্ধশালী উপত্যকা স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলের মেসেতা মালভূমি হইতে গোয়াদালকুইভির নদী-বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। ইহার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় নদী ইবরো নৌচলাচল উপযোগী না হইলেও পূর্ব-পীরেনীজ এবং সিয়েরা দেলমোনকাইও-র মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাকে প্লাবিত করিত।

স্পেনের আবহাওয়া ঃ স্পেনের আবহাওয়া শীতকালে মৃদু ও আর্দ্র এবং গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আবাহওয়া মোটামুটি নাতিশীতোষ্ণ বলা যাইতে পারে। উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়া অত্যধিক ঠাণ্ডা। গ্যালেসিয়া ও ক্যান্টাব্রিয়া অঞ্চলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। অথচ বৃষ্টিহীনতার দরুন মেসেতা শীতকালে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ক্যাস্টাইল এবং লা মাঞ্চার উচ্চ মালভূমি অঞ্চল অতিশয় শুষ্ক ও চাষাবাদের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এই উপদ্বীপের প্রায় অর্ধাংশ অনুর্বর পর্বত ও গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং সমগ্র এলাকার দুই পঞ্চমাংশের কিছু কম জায়গা কৃষি কার্যের উপযোগী। জলবায়ু-সৃষ্ট প্রতিকূল অসুবিধাগুলির মোকাবেলা করিবার জন্য উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও সৃষ্টি করিয়াছে। উপদ্বীপের সমগ্র পার্বত্য এলাকা বনজ ও খনিজসম্পদ যথা—স্বর্ণ, রৌপ্য , তাম্র, লৌহ, এবং শিল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য ধাতব সম্পদে পরিপূর্ণ। পূর্ব ও দক্ষিণ উপকূলের সমতল ভূমি খুবই উর্বর। এই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে গম, ধান, জলপাই, আঙ্গুর, কমলালেবু, ইক্ষু এবং বিভিন্ন ধরনের ফল, খাদ্যশস্য ও শাকসব্জী উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেশের উত্তর উপকূলীয় ভূ-ভাগ কৃষি সম্পদে সম্পদশালী না হইলেও গোচারণ ভূমি রূপে ইহা অতিশয় সমৃদ্ধ।

উপদ্বীপের বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর-আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় সাহায্য করিয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কিভাবে আদিম আঞ্চলিক অধিবাসীরা রাজনৈতিক সংহতি সত্ত্বেও তাহাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের ফলশ্রুতি হিসাবেই উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল এবং ইহার অধিবাসীরা নিজ নিজ বর্ণবৈশিষ্ট্য, রক্ষণশীল আচার আচরণ বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহাদের এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ সমগ্র স্পেনীয় সভ্যতায় প্রাণ সঞ্চারক শক্তি হিসাবে কাজ করে। অপরদিকে উপদ্বীপ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার ফলে রাইল ক্যাস্টাইল বহু শতাব্দী ধরিয়া সকল বিষয়েই পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত থাকে। উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল বহিরাক্রমণের ভূমিতে পরিণত হইবার ফলে বিদেশী প্রভাবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

উপদ্বীপের অধিবাসীগণ রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সহজ শিকারে পরিণত হয়। রোমানদের শাসন আমলে উপদ্বীপটি বেশ ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু ভ্যাণ্ডাল বার্বারীয়ান এবং গথদের শাসনকালে এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পায়। ইহার

www.pathagar.com

অধিবাসীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, ধনী শ্রেণী, ইহুদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক নৃশংসভাবে নিহত ও দেশ হইতে বহিষ্কৃত হয়। সীমান্তের দুইটি অঞ্চল ব্যতীত মুসলমানদের আগমনের ফলে সারা দেশে পুনরায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সুখ-শান্তি ও ঐশ্বর্য ফিরিয়া আসে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান এবং উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল খ্রীস্টান। খ্রীস্টানদের পুনরাধিকারের ফলে মুসলমান ও ইহুদীগণ দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। মুসলমান ও ইহুদী বিতাড়নের ফলে দেশের অধিকাংশ জনপদ বসতিশূন্য এবং বহু শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। দশম শতাব্দীর কর্ডোভা বর্তমান কর্ডোভা হইতে আকারে বহুলাংশে বৃহৎ ছিল। দশম শতাব্দীতে কর্ডোভার জনসংখ্যা ছিল দশ লক্ষের মত কিন্তু বর্তমানে উহা কমিয়া এক লক্ষেরও নীচে নামিয়া আসিয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে গ্রানাডার লোকসংখ্যা ছিল চারি লক্ষের মত, বর্তমানে উহা হ্রাস পাইয়া মাত্র একলক্ষ সতের হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

আন্দালুসীয়ার ভৌগোলিক অবস্থান দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ইহার ভৌগোলিক অবস্থিতি আফ্রিকা ও ইউরোপের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম এবং আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। ইহা এই অঞ্চলের জল ও স্থলপথের সংযোগ স্থলে অবস্থিত। স্পেনের মত অপর কোন দেশের আবহাওয়া এত বৈচিত্র্যপূর্ণ নয় এবং ভূমিও এত উর্বরা শক্তিসম্পন্ন নয়। ফলে দেশের এক অঞ্চলের অধিবাসী হইতে অন্য অঞ্চলের অধিবাসী আচার আচরণ ও চরিত্রে ভিন্নতর। মেসেতার উচ্চ মালভূমি এবং ভূমির অসমতা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। স্পেনের এই ভৌগোলিক অবস্থিতির দরুন বিশেষ করিয়া মধ্যযুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার পশ্চাৎপদতার কারণে এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে কেন্দ্রবিমুখতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার সৃষ্টি হয়। শক্তিশালী শাসক ও প্রবল সামরিক শক্তি ব্যতীত সমগ্র দেশের উপর একাধিপত্য বজায় রাখা খুবই দুরূহ ছিল। কারণ দেখা গিয়াছে যখনই কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তখনই উচ্চাভিলাসী আঞ্চলিক শাসক ও গোত্রপ্রধানগণ ভৌগোলিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জটিলতার সুযোগ লইয়া আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে এবং স্বাধীন শাসকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যে আকৃষ্ট হইয়া বিদেশীরা বারবার এই দেশ আক্রমণ করিয়াছে। বিভিন্ন এলাকার শাসকদের কেন্দ্রবিমুখতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা বিদেশী শক্তিকে এদেশ সহজে জয় করিতে সাহায্য করিয়াছে।

ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ ঃ স্পেনীয় আরবরা ইতিহাস, ভূগোল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মূল্যবান গ্রন্থ রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। মুসলিম শাসকদের অনেকে বিখ্যাত ও দুর্লভ রচনাবলী সংগ্রহের জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত এবং বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতদিগকে পৃষ্ঠপোষকতা

www.pathagar.com

করিতেন। স্বাধীন নর-নারী. ও ক্রীতদাস সকলেরই জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ছিল। গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া নিজস্ব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রতি স্পেনীয় মুসলমানদের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহাদের সংগৃহীত অধিকাংশ মূল্যবান গ্রন্থই কালের করাল গ্রাসে বিলীন হইয়া গিয়াছে। গ্রানাডা পতনের মাত্র সাত বৎসর পর ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে কার্ডিনাল জিমেনেজ প্রায় আট হাজার আরবী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ধ্বংস সাধন করে। ফলে স্পেনের মুসলিম মনীষীদের লিখিত গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা একান্ত প্রকট হইয়া ওঠে। প্রফেসর নিকলসন মন্তব্য করেন যে, কার্ডিনাল জিমেনেজ মাত্র একদিনে সাত/আট শত বৎসরে গড়িয়া ওঠা মুসলিম সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিবার জন্য ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত মূল্যবান গ্রন্থগুলির মধ্যে আল-রাজী ও ইবনে হাইয়ানের গ্রন্থগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে কার্ডোভার অধিবাসী আহমদ বিন মুহম্মদ আল-রাজী 'আখবারুল মুলুকুল উন্দুলুস' নামে স্পেনে মুসলিম শাসনের উপর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি পরবর্তীকালের ইতিহাসবেত্তাদের জন্য গবেষণার উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। অল্প সংখ্যক আরবী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যাহা এই ধ্বংসলীলার কবল হইতে রক্ষা পায় তাহা হয় পাদ্রীদের অধিকারে যায় অথবা কোন গ্রন্থাগারে অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। এই সমস্ত আরবী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরবর্তীকালে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ (১৫৫৬-৯৮খ্রীঃ) ও তৃতীয় ফিলিপ সংগ্রহ করিয়া মাদ্রিদের সন্নিকটে এস্কোরিয়ালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয়াংশ পর্যন্ত এই গ্রন্থগুলি অযত্নে ও অবহেলিত অবস্থায় থাকে। ১৬৭১ খ্রীস্টাব্দে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এস্কোরিয়াল গ্রন্থাগারে রক্ষিত মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলির তিন চতুর্থাংশ ভস্মীভূত হয়। এই অপূরণীয় ক্ষতির ফলে স্পেন সরকার মহা মূল্যবান গ্রন্থ সম্পদের গুরুত্ব মর্মে মর্মে অনুধাবন করেন। ফলে সরকার দেশবাসীকে আরবী সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত ১৮৫০ খানা পাণ্ডুলিপির একটা বর্ণনামূলক ক্যাটালগ (বিবলিওথিকা এরাবিকো হিস্পানা এস্কোরিয়া লেনসিস) কাসিরী প্রণয়ন করেন। ফরাসী ভাষায় ইহার বিশেষ বিশেষ অংশের অনুবাদ ১৭৬০-৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। অনেক আরবী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মাদ্রিদের জাতীয় গ্রন্থাগারে, রাজকীয় একাডেমীর ইতিহাস গ্রন্থাগারে, মাদ্রিদ ও গ্রানাডার আরবী প্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রন্থাগারে এবং জেনারেল ফ্রাঙ্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তিতুয়ানের (মরক্কো) গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্তু ধর্ম সংক্রান্ত আরবী পাণ্ডুলিপিগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

আরবদের লিখিত গ্রন্থসমূহে প্রচুর ঐতিহাসিক বিবরণী বিদ্যমান। কিন্তু সমসাময়িক কালে ইউরোপীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থে স্পেনে মুসলিম শাসন আমলে যে সমস্ত

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন সাধিত হইয়াছিল তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া লিখিত ইউরোপীয় গ্রন্থকারদের রচনায় মুসলিম মনীষীদের মূল্যবান সাহিত্য অবদান সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সেই সময়কার স্পেনীয় লেখকদের মধ্যে—ইসিডোরাস-প্যাসেন্সিস, মুংক সেবাস্তিয়ান, মুংক ভিজিলা ও স্যাম্পিরোর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিম্নে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত মূল্যবান আরবী গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল ঃ

'তারিখ-ই-ফতেতাহুল আন্দালুস'—ইবনুল কুতীয়া (মৃঃ ৩৬৭/৯৭৭) নামক স্পেনের একজন নওমুসলিম পণ্ডিত কর্তৃক গ্রন্থখানি রচিত। তিনি খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে কর্ডোভাতে বসবাস করিতেন এবং সেখানেই জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। এই গ্রন্থে তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত স্পেনে মুসলিম শাসনের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রিদে 'হিস্টরীয়া দে-লা কংকয়েস্তা দে- এস্পানীয়া' নামে ডন জুলিয়ান রিবেরা গ্রন্থখানিকে সম্পাদনা ও স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থকার তাঁহার রচনায় আগাগোড়াই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দান করিয়াছেন। মধ্য যুগের স্পেনের মুসলমান ও খ্রীস্টান লেখকদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। তিনি পিতার দিক দিয়া আরব ও মাতার দিক দিয়া ছিলেন গথ। ফলে তিনি সব সময়েই উভয় সম্প্রদায়ের মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার পিতা ইসা বিন মুজাহিম ছিলেন খলিফা আবদুল আজিজ কর্তৃক মুক্ত উমাইয়া বংশের একজন স্বাধীন মানুষ। তাঁহার মাতা সাবাহ্ ছিলেন গথরাজ উইতিজার পৌত্রী।

ইবন্ আবদুল হাকাম বিরচিত 'তারিখ ফাতহুল মিসর' গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্বে স্পেন বিজয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ডঃ জন হারেস জন্স্ গোটিনজেনে ইংরেজী অনুবাদসহ গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতের হায়দারাবাদে জামিলুর রহমান কর্তৃক এই আরবী গ্রন্থখানির উর্দু অনুবাদ 'যিকরে ফাতহে উন্দুলুস' নামে প্রকাশিত হয়।

ইবনুল আহমার (মৃঃ ৩৫৮/৯৬০ খৃঃ)[২] তাঁহার রচিত 'উনাক্রন্দিকা এ্যাননিমা দে আবদুর রহমান (তৃতীয়) আল নাসির' গ্রন্থে খলীফা নাসিরের জীবনী এবং তাঁহার অবদান ও কৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা লেভি প্রভেঙ্কাল ও ই. গার্সিয়া গোমেজ কর্তৃক সম্পাদিত ও স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া ১৯৫০ খ্রীঃ মাদ্রিদ-গ্রানাডা হইতে প্রকাশিত হয়।

নাম পরিচয়হীন লেখক কর্তৃক রচিত 'আখবার মাজমুয়া' গ্রন্থখানি ই-লা ফুরেন্তা ই-আলকান্তারার সম্পাদনায় স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ মাদ্রিদে প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। মধ্যযুগের উপকথার প্রভাব মুক্ত এই গ্রন্থখানিতে তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকাল পর্যন্ত স্পেনে মুসলিম শাসনের বাস্তব বর্ণনা বিস্তারিত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রখ্যাত স্পেনীয় ঐতিহাসিক আবু মারওয়ান হাইয়ান ইবনে খালাফ ইবনে হাইয়ান (৯৮৮-১০৭৬ খ্রীঃ) 'আল মুকতাবিস ফি তারিখে রিজালুল আন্দালুস' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার রচিত প্রায় পঞ্চাশখানি মূল্যবান গ্রন্থের অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থই সংরক্ষিত হইয়াছে এবং উল্লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থখানিরও অতি সামান্য অংশই আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে। দশ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিরাট গ্রন্থখানির তৃতীয় খণ্ডে আমীর আবদুল্লাহ বিন মুহম্মদের শাসনকাল আলোচিত হইয়াছে। ইহা বিখ্যাত বডলিয়ান গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ১৯৩২-৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে ম্যালচিওর এম. আন্তনা 'টেক্সটেজ এরাবেস রিলেটিক্স আল হিস্তোয়ায়ের ডেল অক্সিডেন্ট' নামে ইহার সম্পাদনা করেন। কনস্টান্টিনোপলে প্রাপ্ত ইহার অপর এক খণ্ডে দ্বিতীয় আল হাকামের শাসনকালের আংশিক আলোচনা রহিয়াছে। মাদ্রিদের রয়েল একাডেমী গ্রন্থাগারে এই উভয় খণ্ডেরই পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। মুহম্মদ ইবনে আবি নাসরে ফতুহ 'যাজুয়াতুল মুকতাবিস' নামে আল মুকতাবিস গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। উহা বডলিয়ান গ্রন্থাগারে (পাণ্ডুলিপি নং হান্ট ৪৬৪) সংরক্ষিত রহিয়াছে। দশ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে স্পেনের বিখ্যাত মুসলিম মনীষীদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

১২২৪ খ্রীস্টাব্দে আবদুল ওয়াহাব ইবনে আলী আল-তামিমী আল-মারাকুশী মুযাহিদ শাসনের উপর একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির নাম 'আল মুজিব ফি তালখিসে আখবার আল মাগরিব'। ই. ফাগ্নান ফরাসী ভাষায় 'হিস্তোয়ায়ের দেস আল মুহাদেস' (আলজিয়ার্স ১৮৯৩) নামে গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন এবং আর. ডজি ইহা সম্পাদনা করেন। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে আবদুল ওয়াহিদ আল মারাকুশী 'হিস্টরী অব আলমোহেদস' নামে লন্ডন হইতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাতে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের সময় হইতে মুরাবিতিন শাসক ইউসুফ ইবনে তাশুফিনের শাসনকাল পর্যন্ত স্পেনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ নইমুর রহমান মাদ্রাজ হইতে ইহার উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন।

খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মারাকুশের ইবনে ইজারী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-বায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব' রচনা করেন। গ্রন্থকার ঘটনাবলীর বিস্তারিত পর্যালোচনা না করিয়া জায়গা বিশেষে অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া অতিশয়োক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের তিন খণ্ড সংরক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায়। ইহার দুই খণ্ডে স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে স্পেনের মুসলিম বিজয়ের পর হইতে হাজিব আল-মনসুরের রাজত্বকাল এবং দ্বিতীয় খণ্ডে উমাইয়া শাসকদের পতন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকদের

www.pathagar.com

ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লিডেন 'হিস্তোয়ের দেল-আফরিক এট দেল এস্পাগ্ন ইনটিটুলি আল বায়ানুল মাগরিব' প্রথম নামে ডজি প্রথম খণ্ডের সম্পাদনা করেন। এবং ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে 'টেক্সটেস এরাবেস রিলেটিকস আল হিস্তোয়ের দেল-অক্সিডেন্ট মুসলমান' দ্বিতীয় নামে ই লেভি প্রভেঙ্কাল ইহার দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনা করেন। খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রগতিশীল লেখক ইবনে সাহেব আল সালাত মুরাবিতিন ও মুয়াহিদিন শাসনের উপর অপর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে ৫৫৪-৫৬৮ হিঃ/ ১১৫৯-৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে স্পেনে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। ইহা বডলিয়ান গ্রন্থাগারে (পাণ্ডুলিপি নং মার্স ৪৩৩) রক্ষিত আছে। গ্রন্থটির অন্যান্য খণ্ডের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

মুয়াহিদুন (মাহদী—খলিফা আবদুল মুমিন) আন্দোলনের উপর রচিত তিন খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থখানি কাসিরি তালিকাভুক্ত করেন নাই। 'ডকুমেন্টস ইন এডিটস্ দ্য হিস্তোয়ের আলমুহেদ' নামে প্যারিসে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে লেভি প্রভেঙ্কালের সম্পাদনায় ইহার ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহা সমসাময়িক কালের একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। ইহার তৃতীয় খণ্ডে খলিফা আবদুল মুমিনের শাসনামলের পর হইতে মুয়াহিদিন রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ব্যতীত অন্য কেহ ইহার সমাপ্তিপর্ব রচনা করেন। ১৩১৩-১৩৭৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে সাইদ আল-সালমানী "লিসানুদ্দীন ইবনুল খাতিব" এই ছদ্ম নামে গ্রানাডার প্রখ্যাত মনীষীদের জীবন কথা এবং গ্রানাডার শাসকদের বিস্তারিত ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ 'আল ইহাতা ফি তারিখে গারনাতা' রচনা করেন। নাসরীয় শাসক ইউসুফ আল হাজ্জাজ ও পঞ্চম মুহম্মদের শাসনকালে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার সংরক্ষিত বিশটি গ্রন্থের মধ্যে ইহা অন্যতম।

এই গ্রন্থের একটি দুষ্পাপ্য ও মূল্যবান অংশ 'মারকাজুল ইহাতা বি-উদাবা গারনাতা' নামে প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে (পা: নং ৮৬৭) সংরক্ষিত রহিয়াছে। ১৩১৯ হিঃ/১৯০১ খ্রীস্টাব্দে কায়রোতে ইহার দুইটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিউনিসিয়ার সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্র নীতিবিদ—আবদুর রহমান ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রী)ঃ 'কিতাবুল ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খাবার ফি আইয়ামিল আরব ওয়াল আজম ওয়াল বারবারা' গ্রন্থটি রচনা করেন। স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকার ইতিহাসে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং গ্রানাডার নাসরীয় শাসক ষষ্ঠ মুহম্মদের অধীনে দুই বৎসর চাকুরী করেন। একটি মুখবন্ধসহ গ্রন্থখানি তিনটি অংশে বিভক্ত। ১২৮৪ খ্রীস্টাব্দে কায়রোতে ইহা সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই মূল্যবান গ্রন্থের চল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী স্পেনে মুসলিম শাসনের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ইবনুল খাতিব ও ইবনে

www.pathagar.com

খালদুন রচিত দুইখানি গ্রন্থই নাসরীয় শাসন কালের ইতিহাস। নাসরীয় শাসনের শেষ শতাব্দীর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইবনুল আছির ও আল-নুয়াইরীর মত ঐতিহাসিক ও বিশ্বকোষ রচয়িতারা তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ 'আল কামিল' ও 'নিহায়েতুল আরবে' স্পেনের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

স্পেনে মুসলিম শাসনের সম্পূর্ণ ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ 'নাফহুত্তিব মিন গুসনুল আন্দালুস আল-রাতিব ওয়া যিকর ওয়াজির লিসানুদ্দীন ইবনুস খাতিবের' ইতিহাস সংকলক, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত লেখক তিলিসমানের (আলজিয়ার্স) অধিবাসী আহমদ ইবনে মুহম্মদ আল মাক্কারী আলমাগরিবী 'আজহারুর রিয়াদ ফি আখবারে জিয়াদ' গ্রন্থখানি রচনা করেন। মাক্কারী কর্তৃক ১৬২৮-১৬৩০ খ্রীঃ মধ্যে দামেস্কে 'নাফহুত্তিব' গ্রন্থটি সংকলিত হয়। ইহাতে সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। মাক্কারী তাঁহার রচনায় বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস রচনা অপেক্ষা সাহিত্যককুশলতার অধিক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহার রচনায় আপন অভিমত ব্যক্ত না করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার পূর্বসূরিদের রচনার উদ্ধৃতি দান করিয়াছেন। এই সমস্ত দীর্ঘ ও অপ্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি ও কবিতার ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে রচনার মূল বিষয়বস্তুকে দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল উদ্ধৃতি এবং মূল গ্রন্থে যাহা নাই তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ হয়ত এই যে, তিনি তিলিসমানে বসিয়া মূল গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছিলেন এবং সিরিয়ায় যখন প্রবাস জীবন যাপন করেন সেই সময় তিনি ইহা সংকলন করেন। অথবা তিলিসমানে গ্রন্থটির জন্য তিনি যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন সিরিয়ায় যাইবার সময় তাহা তিনি সঙ্গে লইতে পারেন নাই। এইসব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও গ্রন্থখানির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহাতে স্পেনের মুসলিম শাসনের রাজনৈতিক ইতিহাস ও প্রশাসনিক পদ্ধতির পরিপূর্ণ চিত্র রহিয়াছে এবং এমন সমস্ত মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি রহিয়াছে বর্তমানে যাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রন্থটির কোন কোন অধ্যায়ে স্পেনের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বিবরণ এমনভাবে প্রদান করা হইয়াছে যাহা হইতে মধ্যযুগের স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থার নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত গ্রন্থটির কোন কোন অধ্যায়ে স্পেনের মুসলিম শাসনের যে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় তাহা অন্য কোন মৌলিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ১৮৪০ হইতে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লন্ডনে ডন পাস্কল ও গাইয়ানগস ইহা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থটির নামকরণ করা হয় 'দি হিস্ট্রি অব দি মোহামেডান ডাইনাস্টিস ইন স্পেন।' ইহাতে যে ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনী দেওয়া হইয়াছে তাহা খুবই মূল্যবান। উইলিয়াম রাইট গাইয়ানগসের ইংরাজী অনুবাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং নিজে ১৮৫৫ হইতে ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ডজি ও গুস্তাভে ডুকাটের সহযোগিতায় লেডেনে 'এনালেকটেস সুর লা ছিস্তোয়ের

www.pathagar.com

এট-লা-লিটারেচার দেস এরাবেস দ্য এস্পাগ্ন' নামে 'নাফহুত্তিবের' মূল আরবী গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

১২৭৯ হিজরীতে বুলাকে (কায়রো) সপ্ত খণ্ডে ইহা প্রকাশিত হয়। ডজি এবং উইলিয়াম রাইট ইহার ত্রুটিবিচ্যুতির কঠোর সমালোচনা করেন কিন্তু লেনপুল তাঁহাকে জোর সমর্থন জানান। কারণ তিনি ছিলেন এ বিষয়ের পথিকৃৎ এবং এই বিরাট গ্রন্থ অনুবাদের একমাত্র দাবীদার। একথা সত্য যে, ইংরেজী অনুবাদটি সর্বক্ষেত্রেই নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত হয় নাই এবং কোন কোন বিষয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি তিনি তথ্যাদির যে বিবরণ দান করিয়াছেন আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের জন্য তাহা খুবই সহায়ক হইয়াছে। 'কিতাব নাফহুত্তিব' নামে খলিলুর রহমান ইহার উর্দু অনুবাদ করিয়াছেন।

ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়াও সমসাময়িক কালের আত্মচরিত পাঠেও স্পেনের মুসলিম শাসনের ইতিহাস সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। আবি আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে হারিসুল-খুশানী (মৃঃ ৩৬১ হিঃ/৯৭১ খ্রীঃ) রচিত 'কিতাবুল কুযাত বি-কুরতুবাহ' এই পর্যায়ের অপর একখানি গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত এই প্রসঙ্গে আরও যে সমস্ত গ্রন্থের নাম করা যায় তাহা হইল আবি আল হাসান আলী বিন বাসাম (মৃঃ ৫৪২ হিঃ/১১৪৭-৮ খ্রীঃ) রচিত 'আলজাখিরা ফি মাহাসিনিল জাহিরা', ইবনুল ফারাজী নামে পরিচিত আবি আল ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ বিন ইউসুফ আল আজদি (মৃঃ ১০১৩ খ্রীঃ) রচিত 'তারিখ উলামাইল আন্দালুস,' আবিল কাসিম খালাফ বিন আবদুল মালিক বিন বাসকুয়াল (মৃঃ ৫৭৮হিঃ/১১৮৩ খ্রীঃ) রচিত 'কিতাবুস্ সিলাহ ফি তারিখে আইমনাতিল আন্দালুস', আবু জাফর আহমদ বিন ইয়াহিয়া আল জাব্বী (মৃঃ ১২০৩ খ্রীঃ) রচিত 'বুগিয়াতুল মুলতামিস ফি তারিখে রিজাল-আহলুল আন্দালুস' এবং ইবনুল আকবর (মৃঃ ১২৬০ খ্রীঃ) বলিয়া পরিচিত আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে আবি বকর আল কুজা রচিত 'তাকমিলাহ লি কিতাবুস সিলা'।

ইউরোপীয় উৎস ঃ ইউরোপীয় ভাষায় রচিত সমসাময়িক কালের যে সমস্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাতে মুসলিম শাসনকালে স্পেনের যে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন হইয়াছিল তাহার কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। 'স্পেনের ঘটনাপঞ্জী' লেখকদের মধ্যে যাঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, তাঁহারা হইতেছেন—ইসিডোরাস প্যাচেন্সিস, মুংক সেবাসতিয়ান, মুংক ভিজিলা, সাম্পিরো, পিলাগিয়স। টলেডোর আর্চবিশপ ডন রুই জেমেনেজ কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'আরব জাতির ইতিহাস' সমসাময়িককালের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রচুর আরবীগ্রন্থ ও ঘটনাপঞ্জী আলোচনা করার পর তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ভুল তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থখানিতে ১১৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাপঞ্জীর আলোচনা করা হইয়াছে। দশম

www.pathagar.com

আলফন্সোর আদেশে ইহুদী ও মুসলমান লেখকগণ ক্যাস্টিলিয়ান ভাষায় স্পেনের সাধারণ ইতিহাস রচনা করেন। ইহাকে স্পেনীয় খ্রীস্টানদের সামাজিক ইতিহাস না বলিয়া সাহিত্য বলা যাইতে পারে। ফলে জাতীয়তা ও ধর্মীয় গোড়ামীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া পরবর্তীকালের ইতিহাস বেত্তাগণ মুসলিম কীর্তিকলাপকে সম্পূর্ণ অবহেলা ও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আরবী ও হিব্রু ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'লজ লস মোসারাবেস দে-টলেডো অন লস সিগলোস' (১২-১৩ শতাব্দী) মোজারেবদের (যে সমস্ত স্পেনীয় খ্রীস্টান মুসলমানদের সামাজিক নিয়ম কানুন মানিয়া চলিত) সম্পর্কে একটি মূল্যবান সংগ্রহ। মাদ্রিদের জাতীয় মহাফেজ খানা, টলেডোর বিভিন্ন উপাসনালয় ও অপরাপর গীর্জায় ইহা সংরক্ষিত হয়। এঞ্জেল গঞ্জালেস প্যালেন্সিয়া চারি খণ্ডে ইহার সম্পাদনা করেন। ১৯২৬-৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইহা মাদ্রিদে প্রকাশিত হয়।

১০৮৩ হইতে ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলীর বিস্তারিত ও সুষ্ঠু ইতিহাস রহিয়াছে। কিন্তু সমগ্র চতুর্দশ শতাব্দীর ঘটনাবলীর বিক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বর্ণনা বহুল কিছু কিছু রচনা পাওয়া যায়। মুসলিম রাজত্বকালে মুজারেবদের অবস্থার কথা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এই সমস্ত গ্রন্থে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্লোরেজ কর্তৃক একান্ন খণ্ডে বিরচিত 'এস্পানীয়া সাগারদা' গ্রন্থে স্পেনে মুসলিম শাসনামলের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। সাগারদা একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সমসাময়িক কালের এবং তৎপূর্ববর্তী সময়ের ঘটনাপঞ্জির কিছু কিছু অংশ এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মাদ্রিদের রয়েল একাডেমী অব হিস্ট্রি 'কালেকশন দে ডকুমেন্টস ইন এডিতোস প্যারা লা হিস্তোরিয়া দে এস্পানিয়া' নামে ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করে।

আধুনিক উপাদান ঃ জে. এ. কোন্দে রচিত 'হিস্তোরীয়া দে-লস দোমিনাসীয়ন দে-লস এরাবেস এন এস্পানীয়' গ্রন্থখানি ১৩৪৪ খ্রীস্টাব্দে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইলে তখন ইহা উচ্চমানের গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই বিষয়ে পথিকৃৎ হওয়ার দরুন কোন্দে তাহার গ্রন্থে অসংখ্য ভুল তথ্য পরিবেশন করেন। রেইনহার্ট ডজির শিক্ষক প্রফেসর ওয়েজার্স গ্রন্থখানির প্রতি ডজির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রন্থখানির ভুলভ্রান্তি ডজিকে হতাশ করিলেও ইহা তাঁহাকে স্পেনের মুসলমানদের সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার কাজ করে। তিনি আরবী গ্রন্থগুলির সমালোচনামূলক সংস্করণ ও মুসলিম স্পেনের রাজনীতি ও সাহিত্যের ইতিহাস ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। তেলেমসেনের বনু সাইয়ান, সেভিলের আব্বাদী এবং ইবনে আবদুনের কবিতার উপর গ্রন্থ রচনা ছাড়াও ডজি ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে আবদুল ওয়াহিদ আল-মারাকুশী রচিত আলমুয়াহেদুন (মুয়াহ্‌হেদদের ইতিহাস) এবং ১৮৪৮ হইতে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইবনুল ইজারী রচিত 'আলবায়ানুল মাগরিব ফি আখবারিল মাগরিব' গ্রন্থ দুইটি সম্পাদনা করেন। ডজি ক্যাম্ব্রিজের উইলিয়াম রাইট, ফ্রান্সের গুস্তাভে ডুগাত ও জার্মানের লুডলফ

www.pathagar.com

ক্রেলের সহযোগিতায় ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে আল-মাক্কারীর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'নাফহুত্তিব' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ডজির সুনাম সাধারণতঃ চার খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'হিস্তোয়ের দেস মুসলমানস্ দে এস্পাগ্ন'র উপর নির্ভর করে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি আলমুরাবিও অভিযান হইতে শুরু করিয়া সেভিলের আব্বাসী শাসক মুতামিদের (১০৯৫ খ্রীঃ) শাসন কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ডজির লেখায় গভীর পাণ্ডিত্য এবং ঘটনা বিশ্লেষণে ভাষার সাবলীলতা খুবই হৃদয়গ্রাহী। ইহা এই বিষয়ের উপর একখানি উত্তম গ্রন্থ হিসাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ফ্রান্সিস গ্রীফিন স্টকস গ্রন্থখানি 'স্পেনিস ইসলাম' নামে ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ইহা ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। ইহা উর্দুতে অনুবাদ করেন মৌঃ জাকাউল্লার পুত্র মুহম্মদ ইনায়েত উল্লাহ। 'ইব্বত নামায়ে আন্দালুস' নামে গ্রন্থখানি ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে প্রকাশিত হয়। ডজির রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ইহার অসম্পূর্ণতা দৃষ্টিগোচর হয়। ১১১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনের মুসলিম শাসনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হইলেও বার্বার, আল মুরাবিতুন, আল মুয়াহিদুন ও বনু নাসর শাসনের পরবর্তী চার শতাব্দীর ইতিহাস ইহাতে বর্ণিত হয় নাই। স্পেনের মুসলিম শাসনের ইহা একটি অসম্পূর্ণ ইতিহাস। ডজি এই গ্রন্থে সমকালীন সাংস্কৃতিক ও তথ্যবহুল সাহিত্য কর্মকে অবহেলা করিয়া শুধু ঐ সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ডজি ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার শব্দকোষ 'সাপ্লিমেন্ট আত ডিকশনারীস আরাবেস' নামে দুইটি বিরাট খণ্ডে প্রকাশ করেন। শব্দকোষ প্রকাশের দুই বৎসর পর তিনি পরলোক গমন করেন। মজার ব্যাপার এই যে, তিনি তাহার সাহিত্যিক জীবন শুরু করিয়াছিলেন, 'এ ডিকশনারী অব আরাবিক কস্টিউম' সম্পাদনার মাধ্যমে এবং তাহার জীবনের পরিসমাপ্তিও ঘটে উক্ত কর্মের পরিপূরক শব্দকোষ প্রকাশনার মধ্য দিয়া। এই শব্দকোষই ডজিকে ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত করে।

এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ডজি তাহার পূর্ববর্তী লেখকদের অতিক্রম করিয়া ইতিহাস রচনার এক অনির্ধারিত পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এভারেস্ট লেভি প্রভেঙ্কাল তাঁহার পথ অনুসরণ করিয়াছেন। লেভি প্রভেঙ্কালও ডজির ন্যায় বহু লেখার মাধ্যমে মূল আরবী গ্রন্থের উৎসকে সহজলভ্য করিয়াছেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ডজির 'হিস্তোয়ের মুসলমানস দে এস্পাগ্ন' (৭১১-১১১০খ্রীঃ) গ্রন্থটির সংশোধিত সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি স্পেনের মুসলিম ইতিহাসকে নতুন ভাবে লিপিবদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ইন্সক্রীপশন এরাবেস দে এস্পাগ্ন' দুই খণ্ডে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৫০-৫৩ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে 'লে এস্পাগ্ন মুসলমানস আত জেমে সিয়েক্লী ইনস্টিটিউশন এট ভিয়ে সোসিয়াল' তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি ১০৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম শাসনের পূর্ণ ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি ঐতিহাসিক ডজির রচনাকে সম্পূর্ণরূপে

www.pathagar.com

অতিক্রম করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই ঐতিহাসিক পণ্ডিত তাঁহার পরিকল্পিত চতুর্থ খণ্ড স্পেনের বার্বার শাসনের উপর লিখিত গ্রন্থ 'বার্বার এম্পায়ার্স আলমুরাবিত ও আল মুয়াহিদ' প্রকাশের পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু আধুনিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে ১০৩১ খ্রীস্টাব্দের পর এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করে। ডজির ন্যায় ইতিহাস বিশ্লেষণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী না হইলেও লেভি প্রভেঙ্কাল ছিলেন তাহার যোগ্য উত্তরাধিকারী। এমিলিও গার্সিয়া গোমেজ স্পেনীয় ভাষায় লেভি প্রভেঙ্কালের 'হিস্তোয়ের' গ্রন্থটি 'হিস্তোরিয়া দে এস্পানীয়া' (৪র্থ খণ্ড) নামে অনুবাদ করেন এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইহা মাদ্রিদে প্রকাশিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশ ও আলমুহাদ যুগের ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদিগকে ডজি লিখিত ইতিহাসের সংশোধিত সংখ্যা ও আস্‌ব্রোসীয় হুইসী মিরান্দা লিখিত 'হিস্তোরীয়া পলিটিকা দেল এম্পোরীয় আলমুহেদ' নামক গ্রন্থটির উপর নির্ভর করিতে হয়। গ্রন্থটি ১৯৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে তিতুয়ানে প্রকাশিত হয়। মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের উপরে লিখিত এস. পি. স্কটের 'হিস্ট্রি অব দি মূরিশ এম্পায়ার' নামক গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ইহা ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ফিলাডেলফিয়াতে প্রকাশিত হয়। ইহা ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু লেখক তাঁহার এই গ্রন্থে মুসলিম রাজত্বকালে স্পেনের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করেন নাই। তিনি কদাচিৎ তাহার মূল গ্রন্থে বা পাদটীকায় তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে প্রামাণিক সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কিছু কিছু গরমিল পরিলক্ষিত হয়।

স্টেনলী লেনপুল লিখিত 'হিস্ট্রি অব দি মূরস ইন স্পেন' গ্রন্থটি ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক স্পেনের মুসলিম শাসনের পূর্ণ ইতিহাস আলোচনা করিয়া আরব সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ওয়াশিংটন আরভিং কর্তৃক প্রকাশিত 'টেলস অব দি আলহামরা'র অনুকরণে লিখিত লেনপুলের গ্রন্থ সম্পর্কে মন্টোগোমারী বলেন যে, "স্টেনলী লেনপুল আরবদের প্রশংসা করিয়াছেন অপরদিকে সমকালীন স্পেনীয়দের পছন্দ করেন নাই। তাঁহার ধারণা আরবদের জন্যই স্পেনের সুনাম ও প্রাধান্য ছিল। আরবদের বিতাড়িত করার ফলেই স্পেনের অধঃপতন হয়।" আরব দর্শন স্পেনের এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপের অপরাপরাংশে যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে লন্ডনে প্রকাশিত 'ইসলাম ইন স্পেন' গ্রন্থে লেখক ক্যানন শেল সে সম্পর্কে কম গুরুত্ব প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'হিস্তোয়ের দ্য এস্পাগ্ন' নামক গ্রন্থে লেখক লুই বার্ট্র্যান্ড স্পেনের বার্বার ও আরব সংস্কৃতি এবং সভ্যতার গুরুত্বকে খাটো করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতবাদকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, স্পেনীয় সভ্যতায় মুসলমানদের দান খুবই সামান্য।

www.pathagar.com

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত 'দি এস্‌প্লেন্ডার অব মূরিশ স্পেন' গ্রন্থে গ্রন্থকার জসেফ ম্যাক্কার দৃঢ়তার সহিত কতিপয় ইউরোপীয় লেখকের যথা—চার্লস প্লেটরিক ও লুইস বার্ট্র্যান্ডের পক্ষপাতিত্ব মূলক মতামতকে খণ্ডন করিয়াছেন। ব্যাপক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে লিখিত এই গ্রন্থটিতে তিনি বলিয়াছেন যে, আরবরা শুধু প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার মধ্যে যোগসূত্রই রচনা করেন নাই বরং এক নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়া উহা ইউরোপকে উপহার দিয়াছেন।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে লন্ডনে প্রকাশিত 'দি হিস্ট্রি অব ইন্টেলেকচিউয়্যাল ডেভেলপমেন্ট অব মুসলিম স্পেন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের এক শত পৃষ্ঠায় লেখক জন উইলিয়াম ড্রাম্পার তাঁহার নিরপেক্ষ লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট ইউরোপবাসীদের ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে বার্সিলোনায় প্রকাশিত এ গঞ্জালেজ প্যালেন্সিয়া কর্তৃক লিখিত 'হিস্তোরিয়া দেলা এস্পানীয়া মুসলমানা' একখানি জনপ্রিয় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। হেনরী তেরেসা লিখিত ও ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে প্রকাশিত 'ইসলাম দ্য এস্পাগ্নে উনে রিকন্রে দেল ওরিয়েন্ট এট দে-লা অক্সিডেন্ট' গ্রন্থটিতে সাধারণতঃ প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্পকলার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। আমেরিকো ক্যাস্ট্রো লিখিত 'স্ট্রাক্‌চার অব স্পেনীশ হিস্ট্রি' গ্রন্থে ইসলামিক স্পেন সম্পর্কে লেখক যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন হেনরী তেরেসা উহাকে সমর্থন জানান। গ্রন্থটি ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রিন্সটনে ই. এল. কিং অনুবাদ করেন। সি. সাঞ্চেজ আল বার্নোজের লেখা 'এস্পানীয়া এন সু হিস্তোরীয়া, ক্রিস্টিয়ানোস, মূরোস ই খুদিওস' ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে বুয়েনেস আয়ারসে আমেরিকো ক্যাস্ট্রো কর্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত। উল্লিখিত গ্রন্থে ক্যাথলিক মতের বিরুদ্ধে ভিজিগথ যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ক্রিশ্চিয়ান স্পেনের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখক মতামত প্রকাশ করেন যে, পরবর্তীকালের ক্রিশ্চিয়ান স্পেনের ধারাবাহিকতা ভিজিগথ স্পেনের সহিত স্থাপিত হয় অষ্টম শতাব্দীর মুসলিম শাসনের ফলে। আরবদের নিকট হইতে ব্যাপক ভাবে গৃহীত মিশ্র সংস্কৃতি এই শূন্যতা পূরণ করে।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অব দি আরবস' গ্রন্থে গ্রন্থকার ফিলিপ কে. হিট্টি ইহার চতুর্থ খণ্ডের ১০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী লেখায় স্পেনীয় আরব বুদ্ধিজীবীদের অবদান সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। স্পেনের মুসলমান শাসনের একখানি পূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ উর্দু ভাষায় রচনার জন্য পাটনার মৌলানা সাইয়েদ রিয়াসত আলী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 'তারিখে উন্দুলুস' নামে ইহার প্রথম খন্ড ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে আজমগড়ে প্রকাশিত হয়। ইহাতে দ্বিতীয় আবদুর রহমানের (৮৫২ খ্রীঃ) রাজত্বকাল পর্যন্ত স্পেনের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। উর্দু ভাষায় রচিত ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে ইহা একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে এডেনবার্গে প্রকাশিত 'এ হিস্ট্রি অব ইসলামিক স্পেন' গ্রন্থে ডব্লিউ মন্টগোমারী অতি সংক্ষেপে মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এক নতুন প্রেক্ষাপটে রচনা করেন। এই গ্রন্থে মুসলিম স্পেনের স্থাপত্য ও প্রশাসন সম্পর্কিত ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে স্পেন ঃ হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্যে মুসলিম সাম্রাজ্য পূর্বে হিন্দুকুশ হইতে পশ্চিমে আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। স্থায়ীভাবে বসবাসরত ও যাযাবর জাতীয় বার্বারদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ লইয়া মুসলমানগণ শেষ পর্যন্ত তিউনিসিয়াতে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। ৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে বাইজান্টাইনের অধিবাসীগণ তাহাদের উত্তর আফ্রিকার রাজধানী কার্থেজ হইতে বিতাড়িত হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম হইতেই মুসলমানগণ আলজিরিয়ার মধ্য দিয়া মরক্কোতে প্রবেশ করিতে শুরু করে। এই এলাকায় স্থায়ী বসবাসকারী বার্বারগণ মুসলমানদের অগ্রাভিযানে বাধা প্রদান করিলে তিউনিসিয়ার নবনিযুক্ত গভর্নর মুসা বিন নুসাইর তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করেন। মুসা বিন নুসাইর উমাইয়া খলিফাদের অধীন ছিলেন। পূর্বে তিনি মিসরের গভর্নরের অধীনে কায়রোওয়ানের শাসনকর্তা হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। পরবর্তীকালে ৬৭০ খ্রীস্টাব্দে কায়রোওয়ানে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। আমীর আলী বলেন, "ইফ্রিকিয়া যখন মুসলিম শাসনাধীনে সহিষ্ণুতা ও সুবিচারের আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া পার্থিব উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত তখন আইবেরিয়ান উপদ্বীপ ভিজিগথ শাসনের কঠোর ও কঠিন যাতাকলে নিষ্পেষিত হইতেছিল।"[৩]

ভিজিগথ শাসকগণ তাহাদের পূর্ববর্তী সুয়েভী ও ভ্যান্ডাল শাসকদের অপেক্ষা নিজদিগকে উত্তম বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হন। স্পেন প্রায় তিনশত বৎসর (৪০৯-৭১২ খ্রীঃ) ভিজিগথ শাসনাধীনে ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁহারা পূর্ববর্তী শাসক সিজারদের (কায়সার) দুঃশাসন ও অন্যায় অত্যাচারের কালিমা দূরীভূত করিতে ব্যর্থ হন।[৪] বরং তাঁহাদের দুঃশাসনে জনগণের দুঃখকষ্ট আরও বৃদ্ধি পায়। গথিক শাসন "ধ্বংসলীলা, গণহত্যা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্দয়ভাবে দমন এবং আক্রমণকারী বার্বারদের (অসভ্য জাতি) অভ্যন্তরীণ কোন্দলে পরিপূর্ণ।"[৫] রিকার্ডের ক্ষমতা গ্রহণ ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত স্পেনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। উত্তরাধিকারী নির্বাচনে বুদ্ধিজীবীদের গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভিজিগথ রাজতন্ত্র রোমান ইতিহাসের ব্যর্থতার প্রতীক। উঁচু নীচুর ব্যবধান; উত্তরাধিকারী নির্বাচনে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর প্রতি নিম্নশ্রেণীর অসন্তুষ্টি সেনাদের মধ্যে আস্থাহীনতা, অর্থনৈতিক দূরবস্থা ও ইহুদীদের দুর্ভোগের ইতিহাস ভিজিগথ শাসনের ব্যর্থতার স্বাক্ষর বহন করে।[৬]

সামাজিক পরিবেশ ঃ মুসলিম শাসনাধীনে আসিবার পূর্বে স্পেনের অধিবাসীগণ রাজা, ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসক, অমাত্যবর্গ, যাজক, সামন্তরাজ, অভিজাত শ্রেণী, বর্গাদার,

www.pathagar.com

ভূমিদাস (সার্ফ) ও ক্রীতদাস ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ইহাদিগকে মোটামুটিভাবে শাসক ও শাসিত এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রাজা, ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণী। অপরদিকে বর্গাদার, ভূমিদাস (সার্ফ), ক্রীতদাস ও ইহুদীগণ ছিল শাসিত শ্রেণীভুক্ত।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পেনীয় রোমান ও ভিজিগথ অভিজাত সম্প্রদায় সুবিধা-ভোগী শ্রেণী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। প্রশাসনে ইহাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। বিশপ ও রাজার মধ্যে গভীর সান্নিধ্যের কারণে বহু প্রশাসনিক বিষয় চার্চপরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। জনসাধারণের সহিত বিশপদের সরাসরি যোগাযোগ থাকার দরুন তাঁহারা রাজা উয়াম্বা ও উইতিজার বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহ করিতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। বিশপগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন।

যাজকগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা অগাধ ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারাই যাজকদের পরিষদ পরিচালনা করিতেন। যাজক পরিষদের সীমাহীন প্রভাব ছিল জনসাধারণের উপর। যাজকদের কুকর্ম ও অপকর্মের অন্ত ছিল না। তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী রাজা নির্বাচন করিতেন এবং প্রশাসনের মর্যাদাপূর্ণ পদগুলি তাঁহাদের অধিকারে ছিল। চার্চের অধীনস্থ কর্মচারীগণ যাজকের পরিবর্তে কার্য সম্পাদন করিতেন।

যুবরাজ ও সামন্ত প্রভুদের সমন্বয়ে স্পেনের অভিজাত শ্রেণী গড়িয়া ওঠে। জুয়া, মদ, ঘোড়দৌড়, বনভোজন ও বিলাসিতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া তাহারা দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহারা বাস করিতেন সুরম্য ও সুশোভিত রাজপ্রাসাদে। প্রজাকুলের কল্যাণের প্রতি তাঁহাদের কোন দৃষ্টি ছিলনা। শাসকগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, প্রজাদের আনুগত্য, সহযোগিতা ও সমর্থনের উপরই তাহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

প্রজাগণকেও আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। পৌরকার্যক্রম পরিচালনায় নিযুক্ত যাজক ও বর্গাদার সমন্বয়ে গঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনধিক পঁচিশ একর ভূমির মালিক ছিলেন। এই ভূমি হস্তান্তরের অধিকার তাহাদের ছিল না। তাহারা এই জমিগুলি ফসল উৎপাদনের জন্য চাষীদিগকে বর্গা দিতেন। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির ফলে ফসল উৎপন্ন না হইলে বর্গাদারদের নিজের পকেট হইতে জমিদারের খাজনা পরিশোধ করিতে হইত।[৭] ইহার ফলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাহাদের ভূসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া হয় সেনাবাহিনীর চাকুরী গ্রহণ করিতেন অথবা জীবন ধারণের জন্য নীচু পেশা গ্রহণ করিতেন।

স্পেনের সর্বনিম্ন শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল ভূমিদাস (সার্ফ) ও ক্রীতদাসদের সমন্বয়ে। এইসব হিস্পানীয়-রোমান ভূমিদাসগণ ছিল স্বাধীনচেতা ও রোমান

www.pathagar.com

উপনিবেশের উত্তরাধিকারী। বর্গাদার ও ভূমিদাসদের মধ্যবর্তীস্থানে ছিল ইহাদের অবস্থান। কৃষি-শ্রমিক ও সেনা বিভাগের লোক সরবরাহের কঠিন দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাঁহাদের উপর।[৮] ক্রীতদাসদের ভাগ্য বিজড়িত ছিল ভূমির সহিত। জমি বিক্রি বলিতে জমির সহিত সংশ্লিষ্ট ক্রীতদাসকেও বুঝাইত। ভূমিরাজস্ব ব্যতীত তাহাদিগকে ব্যক্তিগত করও প্রদান করিতে হইত। সামান্য ভুল-ক্রটির জন্য তাহাদের উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন চলিত। রোমান শাসনের শেষ অধ্যায়ে তাহাদের অবস্থা প্রায় ক্রীতদাসদের সমপর্যায়ে ছিল। ভিজিগথ শাসনকালে ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের মানবীয় অধিকার সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা বলিতে কোন কিছু ছিল না। দূর-দূরান্ত হইতে পানি বহন ও জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করাই ছিল তাহাদের একমাত্র কাজ। ভূমিদাস ও ক্রীতদাস তাহাদের প্রভুর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করতে পারিত না। প্রভুর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করিলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইত। এবং স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইত। প্রতিবেশী দুই জমিদারের ক্রীতদাসদের মধ্যে বিবাহ-শাদী হইলে উভয় জমিদারই তাহাদের সন্তান-সন্তুতি ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইত। পণ্যসামগ্রীর ন্যায় ক্রীতদাস সর্বদা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইত। সমাজে ক্রীতদাস প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। ৪০০০ হইতে ৮০০০ ক্রীতদাস এক এক ব্যক্তির অধীনে থাকিত।[৯] ভিজিগথ শাসকগণ ক্রীতদাসদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কৃষিজীবী, মেষপালক, মৎস্যজীবী ও কর্মচারী ইত্যাদি। সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী কোন কোন সময় বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করিত এবং দস্যু ও লুণ্ঠনকারীতে পরিণত হইত। রোমান শাসনকাল হইতে ভিজিগথ শাসন পর্যন্ত নাগরিক সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত শহরগুলি তাহারা সময় সময় লুণ্ঠন করিত। নির্মম অত্যাচারের শিকার এই সব জনগণের চারিত্রিক অবনতির সাথে সাথে তাহাদের অর্থনৈতিক দুর্দশাও চরমে পৌঁছে।[১০]

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ মুসলমানদের আগমনের পূর্বে স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল বিপর্যস্ত। স্পেনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ইহুদীদের প্রভাব ছিল সীমাহীন। তাহারা ছিল স্পেনের জাতীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কিন্তু ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার দরুন তাহারা মিল কারখানা, দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করিয়া দেশত্যাগ করে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। একদিকে বিত্তবানদের কর হইতে অব্যাহতি প্রদান অপরদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর সীমাহীন করধার্য করার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে নামিয়া আসে আর্থিক বিপর্যয় ও দুর্ভোগ। আমীর আলী বলেন, "শিল্প কারখানাগুলিতে অতিরিক্ত কর আরোপের ফলে সারাদেশ অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বের কবলে পতিত হয়।"[১১] ভূমিদাস ও ক্রীতদাসগণ জমির মালিক ছিলনা। জমিদার ও

www.pathagar.com

সরকারের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হইলে তাহাদের উপর নামিয়া আসিত কঠোর অত্যাচার ও নির্যাতন। এই নির্মম অত্যাচার হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা বনে জঙ্গলে পলাইয়া যাইত ও দস্যুদের দলে যোগদান করিত। ফলে মিল কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হইত ও সেচকার্যের অভাবে জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুন সমগ্র রাজ্য দস্যুদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। ফলে যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যে অচল অবস্থা দেখা দেয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই অর্থনীতি অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানদের প্রচেষ্টায় পুনর্জীবন লাভ করে।

ধর্মীয় অবস্থা ঃ স্পেনে ধর্মীয় সহনশীলতা ছিল অনুপস্থিত।[১২] ভিজিগথগণ নিজদিগকে আর্য খ্রীস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া দাবী করিত। ৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে তাহাদের রাজা রিকার্ড (৫৮৬-৬০১ খ্রীঃ) ক্যাথলিক ধর্মমত গ্রহণ করেন এবং ইহা রোমানগণ পছন্দ করিত না।[১৩] ক্যাথলিক ধর্মমতকে রাষ্ট্রীয়ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্পেনের ইতিহাসে তিনি সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন। এই সময় হইতেই স্পেন গোঁড়া ধর্মমতে বিশ্বাসী হয় এবং অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। ইহুদীগণ খ্রীস্টানদের কোপানলে পতিত হয়। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিলেও বিশপের অকথ্য নির্যাতন ভোগ করিতে হইত। তাহাদিগকে খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার বিরামহীন প্রচেষ্টা চলিত। ৬১১ খ্রীস্টাব্দে গথিকরাজ সিসেবুত, খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে ইহুদীদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তাহাদেরকে নির্বাসনে পাঠাইবার অধিকার আইনসিদ্ধ করেন। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক ইহুদী নামমাত্র খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। ইহুদীদের উপর অত্যাচার ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের আইন পাশ করিবার জন্য তৎকালীন স্পেনের রাজধানী টলেডোতে সময় সময় গথিকরাজের পরামর্শ পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইত। ৬১২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৬২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ৯০,০০০ ইহুদীকে জোরপূর্বক খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। এডউইন হোলের মতে, "ফুয়েরো খুজগো, ইহুদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বার্ষিক উৎসব ও বিবাহ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কোন ইহুদী তাহার সন্তানকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করিতে অসম্মতি জানাইলে শাস্তিস্বরূপ তাহাকে একশত বেত্রাঘাত, ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও মস্তকমণ্ডন প্রভৃতি শাস্তি ভোগ করিতে হইত।[১৪] ৬৮১ খ্রীস্টাব্দে দ্বাদশতম অধিবেশনে গথিকরাজের পরামর্শ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে হয় ইহুদীগণ খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিবে অন্যথায় তাহাদিগকে দেশত্যাগ করিতে হইবে। ৬৯৩ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত পরামর্শ পরিষদের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে বঞ্চিত করা হয়। অতঃপর উত্তর আফ্রিকার ইহুদীদের সহিত একত্রিত হইয়া স্পেনের ইহুদীগণ ভিজিগথ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে উপদেষ্টা পরিষদ ইহুদীদিগকে তাহাদের সাত বৎসরের পুত্র-কন্যাসহ ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় এবং খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত

www.pathagar.com

করিবার ফরমান জারী করে। অত্যাচারে জর্জরিত, মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ ইহুদীগণ জিব্রাল্টার প্রণালীর অপর পারে উত্তর-আফ্রিকায় বসবাসরত সমগোত্রীয় ও সমধর্মীয় বার্বারদের সহযোগিতায় গথিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা ফাঁস হইয়া যাইবার ফলে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়। তাহাদের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়।[১৫] এই অত্যাচার হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত ইহুদী যুবা, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে ক্রীতদাস হিসাবে খ্রীস্টানদের হস্তে সমর্পিত হয়। বৃদ্ধগণ যদিও তাহাদের পূর্বধর্মে থাকিবার অনুমতি লাভ করে কিন্তু যুব সম্প্রদায় খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহুদীদের সহিত ইহুদীদের বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং খ্রীস্টান ক্রীতদাসদের সহিত ইহুদীদের বিবাহের রেওয়াজ প্রচলিত হয়। এই রূপে গথিক শাসকগণ একটি উন্নত মানব সমাজকে মানবীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। ইহুদীগণ স্বাধীন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় প্রতীক্ষা করিতে থাকে।"

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ স্পেনে বসবাসরত পশ্চিমী রোমানদের উত্তরাধিকারী ভিজিগথ শাসকদের মধ্যে উয়াম্বা এবং উইতিজা সুশাসন ও জনহিতকর কার্যের জন্য সুবিখ্যাত ও জনপ্রিয় ছিলেন। উয়াম্বার শাসনকালে স্পেন শান্তি শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি লাভ করিলেও পরবর্তীকালে উয়াম্বা উচ্চাভিলাষী হইয়া উঠিলে অভিজাত সম্প্রদায় ও যাজকদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়। ফলে স্পেনে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুসা ইবনে নুসাইর[১৬] যখন তিউনিসিয়ার ভাইসরয় ছিলেন সেই সময়ে বায়েটিকার ডিউক ৮২ বৎসর বয়স্ক রডারিক (লুজরিক) রাজা উইতিজাকে[১৭] হত্যা করিয়া আইবেরিয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। উইতিজা ৭০২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পিতা এজিকার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন এবং তিনি তাঁহার পুত্র আচিলাকে (আখিলা) ৪১৪ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে ভিজিগথগণ কর্তৃক দখলকৃত উত্তর-পূর্ব স্পেনের রোমান প্রদেশ তারাকোনেন্সিস-এ গভর্নর নিযুক্ত করেন। আচিলা রডারিক কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া গ্যালিসিয়ায় পলায়ন করেন।

রাজতন্ত্র তাহার পূর্ব জৌলুস হারাইয়া ফেলে। সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তুষ্টির ফলে উত্তরাধিকারীদের জীবনের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। শাসকগণ বিশপদের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। সমাজে বিশপদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। কোন কোন রাজা স্বীয় উত্তরাধিকারীর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য বিশপদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহাদের সহিত অংশীদার রাখিতেন। ইহাতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট হইয়া ওঠেন, কেন না উত্তরাধিকারী নির্বাচনে তাহারাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেন। ৬৮০ খ্রীস্টাব্দে উয়াম্বাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পর স্পেনে ভিজিগথ শাসনের শেষ একত্রিশ বৎসর দারুণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে অতিবাহিত হয়। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে টলেডোর সিংহাসন

www.pathagar.com

অধিকারের প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ইহার ফলে দূরবর্তী প্রদেশের গভর্নর ও বিদ্রোহী নেতাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা ও সৈনিকদের নিয়মিত মাহিনা প্রদান করিতে না পারার দরুন বিদ্রোহ দমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যর্থ হয়। সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষের কারণে রাজার প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল না। রাজার আদেশে সকল সক্ষম ব্যক্তি সেনাবাহিনীতে যোগদান করিলেও মনে মনে অসন্তুষ্ট থাকিত। পরবর্তীকালে পশ্চিম ইউরোপের জায়গীর প্রথার ন্যায় তাহাদের মধ্যে জায়গীর প্রথার প্রচলন করা হয়। সার্বক্ষণিক ও নিয়মিত কোন সেনাবাহিনী ছিল না। ভূমিদাস ও ক্রীতদাসকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে হইত। কিন্তু তাহারা নিয়মিত বেতন পাইত না। এইরূপ অনিয়মিত ও প্রশিক্ষণ বিহীন সেনাবাহিনী গড়িয়া ওঠায় সপ্তম শতাব্দীর শেষাংশে গথিক শাসকগণ প্রয়োজনীয় সেনা সংগ্রহে অসুবিধার সম্মুখীন হন। জার্মান দলপতি-শাসন পদ্ধতির সংগে তৎকালীন ভিজিগথ শাসকগণ স্পেনের পারিপার্শ্বিকতার কারণে খাপ খাওয়াইতে ব্যর্থ হন।

মুসলিম আক্রমণের সাথে সাথে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে উত্তরাধিকার প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। ৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে পিতা এবং পুত্র মিলিতভাবে রাজ্য শাসন করেন। উইতিজার প্রতি দেশের জনগণের সীমাহীন ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। উইতিজা ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হইবে। পুত্রকে উত্তর-পূর্ব তারাকোনেন্সিস প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করিয়া প্রশাসন কার্য পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের জন্য নিজের পাশে পাশে রাখিবেন। অভিজাত শ্রেণীর এক অংশ উইতিজার শাসনের বিরোধিতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত রডারিককে রাজা নির্বাচন করেন। আচিলা নিজ শাসনাধীন প্রদেশ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্বীয় নামে মুদ্রার প্রচলন করেন। সিউটার গভর্নর ও উইতিজার জামাতা কাউন্ট জুলিয়ান (ইলিয়ান) তৎকালীন প্রথানুযায়ী স্বীয় কন্যা ফ্লোরিন্ডাকে[১৮] রাজকীয় আদবকায়দা ও শিষ্টাচার রপ্ত করিবার জন্য রডারিকের রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করেন। ফ্লোরিণ্ডা রডারিক কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়া বিপথগামিনী হন। রডারিকের আচরণে জুলিয়ান গভীরভাবে মর্মাহত হন। জুলিয়ান অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ও আফ্রিকায় বসবাসরত দেশত্যাগীদের অনুরোধে দেশকে বে-আইনী দখল হইতে মুক্ত করিবার জন্য সংকল্প করেন এবং স্পেনের অবস্থা সম্পর্কে মুসাকে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান গোপন তথ্য সরবরাহ করেন। হিট্টি[১৯] এবং হোলের[২০] ন্যায় বিখ্যাত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনার প্রতি অতি সামান্য গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। যে জুলিয়ান দীর্ঘদিন মুসলিম অধিকার হইতে সিউটাকে রক্ষা করেন পরবর্তীকালে সেই জুলিয়ানই সিউটাকে শুধু মুসলমানদের নিকট হস্তান্তরই করেন নাই উপরন্তু স্পেন অধিকার করিতে তারিক ও মুসাকে সর্বপ্রকার

www.pathagar.com

সাহায্য ও সহযোগিতা সক্রীয় ভাবে দান করেন। ইহারও কোন ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকগণ দেন নাই। কিন্তু জুলিয়ানের ব্যবহার এই ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, রডারিক নিশ্চয়ই অশালীন এবং অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। অপরদিকে সমকালীন আরব ও স্পেনীয় ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে ফ্লোরিণ্ডার উপাখ্যান ব্যতীত অন্য কোন দুর্ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। ফলে রডারিক মৃত রাজার পুত্র ও ভ্রাতাদের আত্মীয় স্বজনের নেতৃত্বে গঠিত এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীর বিরোধিতার সম্মুখীন হন এবং অবিশ্বাসী সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। উইতিজার ভ্রাতাদের মধ্যে বিশপ অপ্পাস ও সিসবার্ট এবং পুত্রদের মধ্যে আচিলা ছিলেন বিশেষ প্রভাবশালী। ভিজিগথ অভিজাত সম্প্রদায় ও রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে রাজ্যে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

দারিদ্র্যক্লিষ্ট জনসাধারণ, দুঃখী ক্রীতদাস, দুর্ভাগা ভূমিদাস এবং উৎপীড়িত ইহুদীগণ সকলে সমবেতভাবে একজন ত্রাণকর্তার অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্পেনের মোহাজেরগণ যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন শেষপর্যন্ত সেই মুসলিম আফ্রিকা হইতেই তাঁহার আগমন ঘটিল। সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধনী জমিদারগণ রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিবার ফলে শৌর্যবীর্য ও কর্মক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন। দুঃশাসন, যাজকদের অতিরিক্ত প্রভাব, অভ্যন্তরীণ অনৈক্য, শত্রুতা, ষড়যন্ত্র এবং প্রজাদের অসন্তুষ্টিই ভিজিগথ শাসন অবসানের প্রকৃত কারণ। খণ্ড বিখণ্ড ও ধ্বংসপ্রাপ্ত গথিক সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষার দায়িত্ব অর্পিত ছিল অনিয়মিত বেতন প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর উপর, যাহারা প্রভুর পক্ষে যুদ্ধ না করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সুযোগ বুঝিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিত। এই অসন্তোষ ভিজিগথ সেনাবাহিনীর মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার সৃষ্টি করে এবং ১২,০০০ সৈনিকের এক ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী ভিজিগথ শাসনকে প্রথম আঘাতেই সমূলে উৎখাত করে।[২১]

তথ্য নির্দেশ

১। এস. এম. ইমামউদ্দিন, *সাম অ্যাসপেক্টস্ অব দ্যা সোশিও-ইকোনোমিক এ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন (৭১১-১৪৯২)*, লেডেন, ১৯৬৫, পৃঃ ১-৯; চপম্যান, চার্লস ই, *এ হিস্ট্রি অব স্পেন*, নিউইয়র্ক, ১৯৫৪, পৃঃ ১-৫।

২। দ্রষ্টব্য ঃ ডাবলার, *ইউবার ডাস উইন্সক্যাফট্স্লিবেন*, সুইজারল্যান্ড, ১৯৪৩, পৃঃ ৮।

৩। ক) আমীর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা স্যারাসিন্স*, লন্ডন, ১৯৫১, পৃঃ ১০৬।

খ) ইমামউদ্দিন, *সোশিও-ইকোনোমিক এ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন*, লেডেন, ১৯৬৫, পৃঃ ১৫

গ) *জার্নাল অব পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি*, করাচি, ১৯৫৮, পৃঃ ১১৭

৪। ক) ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, লন্ডন, ১৯১৩. পৃঃ ২১৫।

www.pathagar.com

খ) উইলকিনসন, *লিটেরেরি হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস,* পৃঃ ৪৩৫।

৫। ক) লুইস বারট্রান্ড, *দ্যা হিস্ট্রি অব স্পেন,* লন্ডন, ১৯৫৬, পৃঃ ১৮।

খ) *জার্নাল অব পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি,* ১৯৫৮, পৃঃ ১১৭।

৬। লুইস, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৯; এম. এম. ইমামউদ্দিন, *আল-আন্দালুস,* মাদ্রিদ, গ্রানাডা, পৃঃ ২১০-১১।

৭। ক) ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২১৬।

খ) ইবনে খালিক্যান (অনুবাদ দ্য শ্লেভ), ১১, পৃঃ ১৪, ৫৫৮।

৮। ডজি, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ২২৯।

৯। *ঐ* পৃ. ২১৭-২১৮।

১০। আমীর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা স্যারাসিন্স,* পৃঃ ১০৭; ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২২৮।

১১। আমীর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা স্যারাসিন্স,* পৃঃ ১০৬।

১২। দ্রষ্টব্য ঃ এমিলিও গার্সিয়া গমেজ, *হিস্টোরিয়া ডি ইস্পানা,* ভল্যুম ৪, মাদ্রিদ, ১৯৫০, পৃঃ ৪-৫।

১৩। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২২৩ ও টীকা ২; দ্রষ্টব্য *দ্যা স্ট্রাকচার অব স্পেনিশ হিস্ট্রি,* ১৯৫৪, পৃঃ ৬৩।

১৪। আন্দালুস, *স্পেন আন্ডার দ্যা মুসলিমস,* লন্ডন, ১৯৫৮, পৃ. ৫, ১০।

১৫। আমীর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা স্যারাসিনস্,* পৃঃ ১০৭।

১৬। মুসার পিতা নুসাইরকে বন্দি হিসেবে আইন তামার থেকে আনা হয়।

১৭। *ডজি, স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২৩১; দ্রষ্টব্য, *স্পেন আন্ডার দ্যা ভিজিগথ্স, কেমব্রীজ মেডিয়াভ্যাল হিস্ট্রি,* ২য় খণ্ড, ১৯১৩, পৃঃ ১৮২।

১৮। ইবনুল আছির, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩; *স্পেন আন্ডার দ্যা ভিজিগথস্, কেমব্রীজ মেডিয়াভ্যাল হিস্ট্রি,* ২য় খণ্ড, কেমব্রীজ, ১৯১৩, পৃঃ ৮৪।

১৯। পি. কে. হিট্টি, *হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস্,* লন্ডন , ১৯৫১, পৃঃ ৪৯৪, টীকা-১।

২০। আন্দালুস, পৃঃ ২১।

২১। দ্রষ্টব্য ঃ ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২৩০।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

মুসলমানদের স্পেন বিজয়

আফ্রিকায় মুসা ঃ ২,০০০ সৈনিকের সেনাপতি কুতাইবা মধ্য এশিয়া এবং চীনা তুর্কীস্তান দখল করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম পশ্চিম ভারতের সিন্ধু এবং মুলতান অধিকার করেন। ইয়ামানের অধিবাসী মুসা বিন নুসাইর মিশরের শাসন কর্তা আবদুল আজিজ কর্তৃক আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত হন। মুসা আফ্রিকার পশ্চিম সীমান্ত আইবেরিয়ান উপদ্বীপ জয় করেন। মুসার অধীনে ইফ্রিকিয়া মিশরের নাগপাশ হইতে স্বাধীনতা লাভ করে। বিজিত অঞ্চলে তাঁহার শাসনকে সুসংহত করিয়া দুই পুত্রের সহযোগিতায় মুসা দ্রুত গতিতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং তাঁহার দাসত্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস তারিক বিন জিয়াদকে তাঞ্জিয়াতে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন।

৭১১ খ্রীস্টাব্দে মেজোরকা ও সার্দিনিয়াতে মুসা কর্তৃক নৌবাহিনী প্রেরিত হয়। সেই সময় গথিক স্পেনের অন্তর্গত জিব্রাল্টার প্রণালীর দক্ষিণে আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত সিউটার (সেপ্টেম) শাসনকর্তা ছিলেন কাউন্ট জুলিয়ান।

তারিকের স্পেনে পদার্পণ ঃ সিউটার গভর্নর জুলিয়ান এবং উত্তর আফ্রিকার স্পেনীয় উদ্বাস্তুদের অনুরোধে মুসা বিন নুসাইর স্পেন অভিযানে নেতৃত্ব দানের জন্য দামেস্কের খলিফা ওয়ালিদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলিফা লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে শুধু আকস্মিক আক্রমণের আবেদন মঞ্জুর করেন। মুসার প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ স্বরূপ জুলিয়ানের অনুগত কিছু ব্যক্তি ৭০৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া স্পেন আক্রমণ করে। মুসা তাঁহার ক্রীতদাস তারিককে[১] ৭১০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে চার শত পদাতিক ও একশত অশ্বারোহী বার্বার সৈনিক সহ স্পেনের দক্ষিণ উপকূল জরিপ এবং প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন।[২]

তাহারা চারিটি জাহাজ যোগে স্পেন পৌছেন। তারিক বিন জিয়াদ[৩] কার্য সমাধা হইলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অভিযান পরিচালনার অনুকূলে রিপোর্ট পেশ করেন। মুসা বিরানব্বই হিজরীর ৮ই রজব (৩০শে এপ্রিল ৭১১ খ্রীঃ) ৩০০ আরব ও ৭০০০ বার্বার সৈন্যের একটি দল তাঞ্জিয়ারের শাসনকর্তা তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে স্পেনে প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে সৈন্য সংখ্যা ১০,৩০০ অথবা ১২,০০০ হাজারে উন্নীত হয়। কাউন্টজুলিয়ান কর্তৃক প্রেরিত চারটি জাহাজে তারিক জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া স্পেনের পার্বত্য অঞ্চলে অবতরণ করেন। এই স্থান আজও জাবালুত তারিক (তারিকের পর্বত)[৪] নামে তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। পরবর্তী কালে তিনি সেখানে রাবাত[৫] নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আলজাসিরা শহরকে ঘাঁটি হিসাবে সুরক্ষিত করিয়া

www.pathagar.com

তারিক জিব্রাল্টার হইতে উপকূল পথে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং কারতেয়া[৬] ও লাগুন দে জান্দা অধিকার করেন। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের গভর্নর থিওডোমির এই সংবাদ পাইয়া বিচলিত হইয়া রাজা রডারিককে মুসলিম বাহিনীর আগমন সম্পর্কে অবহিত করেন।

ওয়াদী লাক্কোর যুদ্ধ ও ভিজিগথদের পরাজয় ঃ মুসলমানদের স্পেনে আগমনের সময় রডারিক দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তারিকের অভিযানের খবর পাইয়া রডারিক দ্রুত রাজধানী টলেডোতে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজধানীতে পৌঁছিয়া তিনি সামন্ত রাজদেরকে তাহাদের নিজ নিজ সৈন্যদল লইয়া কর্ডোভাতে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আদেশ করেন। তাঁহার নিজেরও বিরাট সেনাবাহিনী ছিল। সামন্ত রাজদের সেনাসহ তাঁহার অধীনে সম্মিলিত সেনা বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। অপরদিকে তারিকের সৈন্য ছিল মাত্র বার হাজার। উভয় পক্ষের এই অসম সেনাবাহিনী ২৭শে রমজান ৯২ হিজরী (১৯শে জুলাই ৭১১খ্রীঃ)[৭] আরকোশ দে-লা ফ্রন্টেরার সন্নিকটে শারিশাতে (স্পেঃ জেরেজ) ওয়াদী লাক্কোর (রিওবারবেট বা গোয়াদালেট) উপত্যকায় লাগুন দে-জান্দা নদীর উপকূলে মেদিনা সিদনিয়ার[৮] শহর ও হ্রদের মধ্যবর্তী স্থলে তাহাদের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘটিত এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ স্থায়ী হয় সাত দিন। উইতিজার পুত্র আচিলা ও ভ্রাতা বিশপের আক্রোশ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও রডারিকের অনুরোধে স্পেনের সম্মিলিত বাহিনী পরিচালনা করিতে বাধ্য হন। তাহারা আন্তরিকভাবে স্পেনে মুসলিম শাসনকে অভিনন্দন না জানাইলেও রাজা রডারিকের পতন কামনা করিতেন মনেপ্রাণে। তাহাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষই অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী রডারিকের পরাজয়ের মূল কারণ। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল মুসলিম বাহিনী গানিমতের মাল লইয়া ফিরিয়া যাইবে এবং রডারিক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত অথবা পরাজিত হইবে। এই সুযোগে তাহাদের পক্ষে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করা নিরাপদ হইবে। পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক প্রথম আক্রমণেই তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। রডারিকের পরিচালনাধীনে ছিল উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী। এই সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল সার্ফগণ (ভূমিদাস)। তাহারা শত্রুদের আক্রমণের সাথে সাথে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসারণের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। মুসলিম বাহিনীর প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইলেও শেষ পর্যন্ত তারিকের প্রচণ্ড আঘাতের সম্মুখে গথিকবাহিনী পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। রাজা রডারিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কালে নদী পার হইবার সময় দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং শোচনীয়ভাবে মৃত্যু বরণ করিয়া ইতিহাসের পাতা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

সমস্ত সৈন্যকে একই সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাবেশ করিয়া রডারিক মারাত্মক ভুল করেন। তিনি মুসলিম সেনা বাহিনীর সম্ভাব্য অগ্রাভিযানকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

সংরক্ষিত সেনাসহ সমস্ত সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে এমন বিরাট সাফল্যের কথা তারিক কখনও চিন্তা করিতে পারেন নাই।[৯] তিনি মুসাকে স্পেন অভিযানের ফলাফল বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। উত্তরে মুসা তাঁহার অগ্রাভিযান স্থগিত রাখিতে বলেন। কিন্তু বিচক্ষণ সমরবিদ তারিক ভিজিগথদের পুনরায় সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ না দিয়া অনতিবিলম্বে আক্রমণ করিবার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি গানিমতের মাল লইয়া আফ্রিকায় না ফিরিয়া রডারিকের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে অবাক করিয়া শহরের পর শহর দখল করিয়া চলিলেন।

অবশিষ্ট এলাকাসমূহ বিজয় ঃ এই পরাজয় খ্রীস্টানদের মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাহারা পুনরায় স্থানীয়ভাবে অথবা আঞ্চলিকভিত্তিতে যুদ্ধ ব্যতীত বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের মোকাবিলা করিতে সাহস পায় নাই। দেশের বিপর্যস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার দরুন সমগ্র স্পেন অনায়াসে মুসলমানদের করতলগত হয়। রডারিকের পরাজয়ের পর খ্রীস্টানগণ জান-মালে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দেশ হইতে পলায়ন করে। ভূমিদাস (সার্ফ) ও ইহুদীগণ মুসলমানদের বিরোধীতা না করিয়া সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু অভিজাত শ্রেণী ও স্বাধীন সামন্ত সর্দারগণ বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের বাধা প্রদান করে। একটি ক্ষুদ্র দলের আক্রমণে এলভিরা ও আর্কিডোনার পতন ঘটে। তারিকের প্রধান বাহিনী অতি দ্রুত গতিতে এচিজার[১০] মধ্য দিয়া গথ রাজধানী টলেডো অভিমুখে অগ্রসর হয়। পলায়নপর গথগণ তাহাদের আশ্রয়স্থল হইতে মুসলিম বাহিনীকে এচিজাতে বাধা প্রদান করিতে পারিত কিন্তু সম্মানজনক শর্তে তাহারা আত্মসমর্পণ করে।

মুগিম নামক জনৈক সেনানায়কের অধীনে সাতশত অশ্বারোহীর একটি ক্ষুদ্রদল কর্ডোভা নগরী অবরোধ করে। দুই মাস অবরোধের পর এক রাখাল বালকের সাহায্যে মুসলিম বাহিনী কর্ডোভা শহরে প্রবেশ করিতে সফলকাম হয়। নগর প্রাচীরের একটি সুরঙ্গ পথের সন্ধান দিয়াছিল মুসলিম বাহিনীকে এই রাখাল বালক। এই পথেই মুসলিম বাহিনী নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। শহর প্রশাসকের নেতৃত্বে গীর্জায় আশ্রয় গ্রহণকারী খ্রীস্টান ব্যতীত অবশিষ্ট নাগরিকগণ মুসলিম বাহিনীর নিকট সানন্দে আত্মসমর্পণ করে। সেনাপতি মুগিথ গীর্জায় পানি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেন।

তিনি গীর্জায় আশ্রয় গ্রহণকারী খ্রীস্টানদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা জিজিয়া প্রদানে সম্মত হইতে বলেন। খ্রীস্টানগণ উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। ৯৩ হিজরীর মহররম মাসে (অক্টোবর-নভেম্বর ৭১১ খ্রীঃ) গীর্জায় অগ্নি সংযোগের পর তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। মালাগা, অরিহুয়েলা আলজেরিয়ার রাজধানী এবং এলভিরা বিজয়ের পর মুসলিম সেনাবাহিনী পূর্বস্পেনে (লভান্তে) গমন করে এবং রডারিকের পক্ষে থিওডোমির শাসনাধীন সম্পূর্ণ পূর্বস্পেন, ভ্যালেন্সিয়া ও আলমেরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা অতিদ্রুত মুসলিমের অধীনে আসে। মুরসিয়ার গিরিসঙ্কটে থিওডোমির অল্পসময়ের জন্য মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

www.pathagar.com

মুরসিয়ার পতনের পর থিওডোমিরের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। অবশেষে তিনি পূর্বাঞ্চলের রাজধানী অরিহুয়েলাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরাজিত থিওডোমির শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নগরীর উপকণ্ঠে পুরুষ সৈন্যের বেশে অসহায় নারী ও শিশুদের সন্নিবেশ করেন। মুসলিম বাহিনী লক্ষ্য করেন যে, নগরটি অসংখ্য সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। থিওডোমির ছদ্ম বেশে নিজেই দূত হিসাবে মুসলিম সেনাপতির নিকট প্রস্তাব পেশ করেন যে নগরবাসীর জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তার আশ্বাস দিলে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে পারে। মুসলিম সেনাপতি রক্তপাতের পরিবর্তে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। সেনাপতি নগর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থিওডোমির ও তাঁহার দুই চারিজন ভক্ত ব্যতীত আর কোন সৈন্য না দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার সেনাবাহিনী কোথায়?" উত্তরে থিওডোমির সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন। থিওডোমিরের কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া সেনাপতি তাঁহাকে মুরসিয়া প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে থিওডোমিরের নামানুসারে মুরসিয়া প্রদেশ তুদমির নামে পরিচিত হয়।

রাজধানী টলেডোর পতন ঃ মুরসিয়া ও অরিহুয়েলা বিজয়ের পর সেনাপতি তারিক গথরাজধানী টলেডো অভিমুখে অগ্রসর হন। মুসলিম বাহিনীর দুর্বার অগ্রাভিযানে ভীত সন্ত্রস্ত রাজন্যবর্গ, অভিজাত শ্রেণী ও যাজকগণ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আস্তুরিয়ার পার্বত্য আঞ্চলে আশ্রয় নেয়। সাধারণ জনগণ ও ইহুদী সম্প্রদায় উৎফুল্লচিত্তে খ্রীস্টান ও অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক পরিত্যক্ত শহর ও নগরের শাসনভার মুসলমানদের হস্তে সমর্পণ করে। ইহুদীদের অসহযোগিতার ফলেই খ্রীস্টানগণ শহরসমূহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। উইতিজার পুত্রগণ ও কাউন্ট জুলিয়ান রাজধানীতে ছিলেন। মনে হয় তারিকের নিকট নগর সমর্পণের উদ্দেশ্যেই তাহারা অপেক্ষা করিতেছিলেন। তারিক বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করেন। নগরবাসীদের সহিত তিনি অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। রাজধানী বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী প্রচুর পরিমাণে গানিমত লাভ করেন। জন্ম তারিখ, নাম, অভিষেক ও মৃত্যুর তারিখ উৎকীর্ণ করা স্বর্ণের চব্বিশটি রাজমুকুট এই গানিমতের মধ্যে ছিল। এগুলি গীর্জার গুপ্তস্থান হইতে উদ্ধার করা হয়।"[১১]

তারিক বিজিত অঞ্চলে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। উইতিজার পুত্র আচিলাকে মুসলিম শাসনের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ৩,০০০ হাজার কৃষিখামার সমন্বয়ে গঠিত তাহার পূর্ব জমিদারী প্রত্যার্পণ করা হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে ভিজিগথদের হস্তে সীমাহীন সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। বিশপ অপ্পাসকে টলেডোর গভর্নর নিয়োগ করেন। কাউন্ট জুলিয়ান তাঁহার কাজের প্রতিদান হিসাবে সিউটা প্রদেশের শাসনভার লাভ করেন। তাঁহার পরবর্তী খ্রীস্টান বংশধরগণও প্রদেশ শাসন করেন। মধ্য ও পূর্বাঞ্চলসহ অর্ধেক স্পেন ৭১১ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের মধ্যে তারিকের করতলগত হয়। এই ভাবে খলিফা আল-ওয়ালিদের রাজ্যসীমা সুদূর ইউরোপের ভূখণ্ড

www.pathagar.com

পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। তারিক তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ সামরিক বিজয়ের জন্য স্মরণীয়। কিন্তু অভিযানের পর অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে মুসাকে ক্ষুব্ধ করিয়া রাজনৈতিক দিক হইতে তিনি মারাত্মক ভুল করেন। গথিক শাসককে পরাজিত করিয়া তিনি সীমাহীন খ্যাতি অর্জন করেন। মুসলমান ও তাহাদের মিত্রগণ দেশের উত্তরাঞ্চলে পলাতক খ্রীস্টানদের পরিত্যক্ত শহরগুলিতে বসতি স্থাপন করেন। মুসলমানদের নেতৃত্বে বিজিত শহর ও জেলাগুলিতে মুসলমান গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতার জন্য প্রত্যেক শহরে প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং অনেক শহরের শাসনভার উপদেষ্টা পরিষদের উপর ন্যস্ত করিতে হয়।

মুসার আগমন ঃ তারিকের স্পেন বিজয় তাহার উর্ধ্বতন ব্যক্তি ও পৃষ্ঠপোষক মুসার মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করে। মুসা এতদিন আফ্রিকায় নীরবে ছিলেন। ৯৩ হিজরীতে রমজান মাসে/জুন ৭১২ খ্রীঃ সেনাপতি তারিকের অসমাপ্ত অভিযানকে সমাপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে এবং স্পেন বিজয়ের সুনাম ও বৈষয়িক অংশ লাভের আশায় আঠারো হাজার সৈন্য লইয়া আফ্রিকা হইতে মুসা বিন নুসাইর স্পেন অভিমুখে যাত্রা করেন এবং কঙ্করময় খিদরা দ্বীপে পদার্পণ করেন। আরব অভিজাত ইয়ামানের হাবিব বিন আবু আবদাহ ফিহরী[১২] ইউসুফ আল ফিহরীর পূর্বপুরুষ, রসুলের সাহাবাদের বংশধর ও কিছু বার্বার সর্দার সমন্বয়ে গঠিত হয় তাঁহার সেনাবাহিনী। সংখ্যাগরিষ্ঠ বেদুইন সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিতেন আরবগণ। আফ্রিকায় আগত কাউন্ট জুলিয়ানরা আরবদের সঙ্গে যোগ দেন। মুসা ইচ্ছাপূর্বক তারিকের অগ্রাভিযানের পথ পরিহার করিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। প্রথমেই তিনি মেদিনা সিদনীয়া[১৩] ও কারমোনা দখল করেন। এই দুই শহর মুসলিম শাসনাধীনে ছিল না। কয়েক মাস অবরোধের পর মুসা সেভিল[১৪] অধিকার করেন। ইহার পরই নিয়েবলা, (হুয়েলভা) ও বেজা বিজিত হয়। মুসা মেরিদাতে ভিজিগথদের এক শক্তিশালী সৈন্য দলের দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। দীর্ঘ এক বৎসর অবরোধের পর মেরিদা শহর রক্ষায় নিয়োজিত সেনাদল ৯৪ হিঃ শাওয়াল মাসে/৩০শে জুন ৭১৩ খ্রীঃ আত্মসমর্পণ করে।

বিজয়ী বেশে মুসা টলেডোর নিকটবর্তী তারাভেরাতে প্রবেশ করেন। সেখানে তারিক তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সেই যুগের প্রথানুযায়ী দুই বিজয়ী বীর তাহাদের অসি বিনিময় করেন। দুঃখের বিষয় এই দুই খ্যাতনামা বীরের সাক্ষাৎ আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়। ডজি ও হোলের মতে, "মুসা তারিককে তাঁহার আদেশ অমান্যের জন্য বেত্রাঘাত করেন।"[১৫] প্রবল বিক্রমশালী বীর তারিক সামরিক শৃঙ্খলার প্রতি নজিরবিহীন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া নীরবে এই অপমান সহ্য করেন। সম্ভবতঃ হযরত ওমর ফারুক ও সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদের ঘটনা তাহার স্মরণে ছিল। পরবর্তী সময়ে মুসা ও তারিকের মধ্যে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব গড়িয়া ওঠে। মুসার নামে ল্যাটিন ভাষায় মুদ্রিত স্বর্ণ মুদ্রা চালু হয়। উভয়ের সেনাবাহিনী একত্রিত

www.pathagar.com

করিয়া দুই বিখ্যাত সেনাপতি পুনরায় বিজয় অভিযান শুরু করেন। মুসা ও তারিক আরাগোনা অভিমুখে অগ্রসর হন। তারিক সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তীদলের সেনাপতি ছিঁলেন। আরাগোনার গভর্নর কাউন্ট ফরচুন আত্মসমর্পণ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সারাগোসা, বার্সিলোনা, আস্তুরিকা (আস্তোর গা) লিওন, লেগিও এবং ক্যান্টাবেরিয়ার রাজধানী আমায়্যা শর্তাধীনে মুসার নিকট আত্মসমর্পণ করে। উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য শহরের একের পর এক পতন ঘটে। ফলে অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্পেন মুসলমানদের করতলগত হয় এবং উত্তরে পীরেনীজ পর্বতমালা পর্যন্ত ইহার সীমানা সম্প্রসারিত হয়। বার্সিলোনা, পাম্পলোনা, লেরিদা, হুয়েস্কা, জেরোনা এবং তরতোসা কর প্রদানে সম্মত হইয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করে।

উত্তর-পশ্চিম স্পেনের অবশিষ্ট অংশ বিজয়ের অপেক্ষায় না থাকিয়া মুসা পীরেনীজ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া গথিক শাসিত এলাকা লাংগোয়েডক-এর একাংশ অধিকার করেন। নারবোন, এভিগনন (আভেন্নিস) ও লুজুনের (লায়ন)[১৬] পতন ঘটে। ফ্রান্সের কারোলিনজিয়ান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হেরিষ্টিলের পেপিন—আরবগণ যাহাকে কারলাহ বলিতেন। শেষোক্ত দুইটি শহর পুনরায় দখল করিয়া নারবোন অবরোধ করেন। কিন্তু ইহা অধিকার করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফ্রান্সের অন্তর্গত প্রদেশে ওয়ালিদের সমর্থন না থাকায় মুসলিম সেনাবাহিনী রোন (রুদানো) নদী অতিক্রম করে না। রোন নদীর তীরে মুসলমানগণ আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পায়। ইহা ফ্রান্সের শাসক পেপিন অথবা খলিফা ওয়ালিদের দূত মুগিস স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে লিখিত ছিল "ক্ষান্ত হও আর অধিক অগ্রসর হইও না, ইসমাইলের সন্তানগণ প্রত্যাবর্তন কর"।[১৭] এই শিলালিপি দেখিয়া মুসলিম সেনাবাহিনী নিরুৎসাহিত হয়। মুসলিম বিজয় জোয়ারে ওয়ালিদ আনন্দিত ছিলেন সত্য কিন্তু দূরদেশে সেনাদের দুঃখ কষ্টের বর্ণনায় মর্মাহত হন। নারবোনে অবস্থানরত মুসলমানদের দুঃখ-কষ্টের সংবাদ ওয়ালিদের নিকট পৌঁছে। সম্পূর্ণ দক্ষিণ ইউরোপ জয় করিয়া স্পেনকে সিরিয়ার সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য মুসার পরিকল্পনা ওয়ালিদ প্রত্যাখান করেন। ফলে মুসা ফ্রান্স অভিমুখে অভিযান পরিচালনা হইতে বিরত থাকেন। ইহাতে দক্ষিণ ইউরোপের অবশিষ্টাংশ জয় করিয়া ইউরোপ ও এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া তাঁহার সিরিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়। দামেস্কের অদূরদৃষ্টিমূলক বৈদেশিক নীতির ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতির একটি সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট হয়। অতঃপর মুসা স্পেনের পর্বতসঙ্কুল এলাকার প্রতি মনোনিবেশ করেন। সেখানে কিছু সংখ্যক পলাতক খ্রীস্টান আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমরসজ্জায় লিপ্ত ছিল। তিনি গ্যালিসিয়ায় প্রবেশ করিয়া লুগো দুর্গ ও অন্যান্য এলাকা অধিকার করেন এবং শত্রুকে আস্তুরিয়াসের কঙ্করময় সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে বিতাড়িত করেন। মুসলমান সেনাপতিদের অপ্রতিরোধ্য গতি ও সাহস দেখিয়া খ্রীস্টান গেরিলা বাহিনী একের পর এক আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশজন পুরুষ ও দশজন নারীসহ পিলাইও

www.pathagar.com

আস্তুরিয়াসের কঙ্করময় গিরিসঙ্কটে কোভাডোংগাতে আত্মগোপন করিয়া রক্ষা পান। পিলাইও অপরাজিত থাকে এবং আস্তুরিয়া অনধিকৃত থাকে। এই অপরাজিত সর্দার ও অজেয় গিরিসঙ্কটই পরবর্তীকালে স্পেন হইতে মুসলিম শাসনের অবসান ও সেখান হইতে মুসলমানদের বিতাড়িত হইবার মূল কারণ হিসাবে কাজ করে।

ভিজিগথীয় শাসন আমলে দেশের রাজনৈতিক ঐক্যে ফাটল ধরে। মুসলিম শাসনকালে উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেন ত্যাগের পূর্বে মুসা সদ্য বিজিত রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাঁহার পুত্র আবদুল আজিজ উত্তর-আফ্রিকার ভাইসরয়ের অধীনে স্পেনের গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় সেভিলে। অপর পুত্র বীর যোদ্ধা আব্দুল্লাহকে ইফ্রিকিয়ার দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কনিষ্ঠপুত্র আবদুল মালিক মরক্কোর শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঞ্জিয়ারকে সদর দফতর করিয়া আবদুস সালেহ উপকূল রক্ষা ও নৌবাহিনীর দায়িত্ব পালন করেন। এইরূপে নববিজিত সাম্রাজ্যের শাসনভার যোগ্য হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি স্পেন পরিত্যাগ করেন।

সহজে স্পেন বিজয়ের কারণসমূহ ঃ মুসলিম সেনাবাহিনী শক্তি ও শান্তি উভয় নীতি অনুসরণ করিয়া গথিক সাম্রাজ্য অধিকার করে। স্পেনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থা মুসলিম অভিযানকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে সাহায্য করে। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে আগমনকারী ভিজিগথ শাসকশ্রেণী ও স্পেনীয় রোমানদের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিভেদ তখনও বিদ্যমান। পূর্ববর্তী সুয়েভী ও ভ্যাণ্ডালদের বিরুদ্ধেও ভিজিগথদের যুদ্ধ করিতে হয়। আত্মকলহে অতিষ্ঠ, যুদ্ধ ও বিবাদ-বিসম্বাদে জর্জরিত স্পেনের সাধারণ জনগণ মুসলমানদিগকে তাহাদের ত্রাণকর্তা ও হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে বিবেচনা করে। এই জন্য তাহারা মুসলিম আক্রমণ ও অভিযানকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে ও অভিনন্দন জানায়। ফলে মুসলিম সেনাবাহিনী স্বল্প সময়ের ব্যবধানে উপদ্বীপকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিতে সক্ষম হয়। ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী আরব সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতা স্পেনীয়দের ছিল না। বার্বারগণ দ্বারা গঠিত অগ্রবর্তী সেনাদল কঠোর পরিশ্রম ও সাহসিকতায় আরবদের তুলনায় কোন দিক হইতেই নিম্নমানের ছিল না। ইবনে হাইয়ানের মতে, "স্পেন বিজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মুসা বিন নুসাইরকে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করা।"

স্পেনে মুসা বিন নুসাইর অভিযান ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। জুলিয়ান ও অন্যান্যদের দ্বারা আমন্ত্রণ এই অভিযানের পটভূমি হিসাবে কাজ করে। কুতাইবা ও মুহম্মদ বিন কাসিমের ন্যায় মুসাও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহিত দেশ বিজয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া পাশ্চাত্যের দিকে অগ্রসর হন। সফল কূটনীতিবিদ হিসাবে তিনি রক্ত পিপাসু বার্বারদিগকে অধিকাংশ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত রাখিতেন যাহাতে তাহারা আরবদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসিবার সুযোগ লাভ করে। বার্বারগণ আরবদের আত্মম্ভরিতা

www.pathagar.com

ও প্রগল্‌ভতাকে ঘৃণা করিত। তিনি ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার দ্বারা বার্বারদের হৃদয় জয় করিতে সক্ষম হন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের সাম্যের বাণী প্রচার করিয়া তাহাদিগকে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। সেনাবাহিনীতে রণনিপুণ বহু বার্বারকে তিনি যথাযোগ্য পদমর্যাদা দান করেন। ইহাদের মধ্যে তারিক বিন জিয়াদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্পেনে অভিযান পরিচালনাকারীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বার্বার। দুর্ধর্ষ বার্বারদের অসম সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্য স্পেন বিজয়ের মূলে বিশেষ অবদান রাখিয়াছে।

দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমিতে রাজ্য বিস্তারে অসুবিধার জন্য উত্তরদিকে সম্পদশালী স্পেনের প্রতি মুসার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একদিকে ভিজিগথদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্বলতা এবং অন্যদিকে আরব ও বার্বারদের গোত্রীয় সংহতি (আসাবিয়াহ) ও ইসলামী আদর্শ তারিক ও মুসার স্পেন বিজয়ের পথ সুগম করে। মুসা উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা এবং স্পেন দখল করিবার আশা পোষণ করেন। গোয়াদালেতে ১২,০০০ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধ জয়ের পর তারিক টলেডোর দিকে অগ্রসর হন। হিসপানীয় ও ভিজিগথদের মধ্যে মতবিরোধের ফলে তাহারা তারিককে বাধা প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার ফলে মুসা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। খ্রীস্টান শাসক ও সেনাপতিগণ আরামপ্রিয়তা ও কর্মবিমুখতার জন্য সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। অপরদিকে সৈন্যগণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইবার পরিবর্তে আত্মরক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া ওঠে। মুসলিম বাহিনী গোত্রীয় চরিত্র ও ইসলামী আদর্শের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল। মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকগণ গানিমত লাভ ব্যতীত, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা যেমন—মরিলে শহীদ ও বাঁচিলে গাজী এই আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করে। মুসলিম সেনাগণ খ্রীস্টানদের তুলনায় দৈহিক শক্তি ও রণ-নৈপুণ্যে উন্নত ছিল। ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের সমন্বয়ে গঠিত খ্রীস্টান বাহিনী যুদ্ধ জয়ে তাহাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না এই কথা স্মরণে রাখিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত। ফলে যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর না হইয়া পশ্চাদপসারণ করিত। মুসলিম বাহিনী স্পেনে অবতরণ করিবার পর নৌবহরকে জ্বালাইয়া দেয় এবং পশ্চাদপসারণের পথকে রুদ্ধ করে।

মাক্কারীর মতে, স্পেনীদের পরাজয়ের মূল কারণ ছিল ইল্লিয়ানের (বুলিয়ান) অসন্তুষ্টি। ইল্লিয়ান টলেডোর গথিক শাসক উইতিজার প্রতিনিধি হিসাবে সিউটা হইতে উত্তর আফ্রিকার একাংশ শাসন করিতেছিলেন।[১৮] অবৈধভাবে উইতিজাকে অপসারণ করিয়া টলেডোর সিংহাসন অধিকার করায় তিনি রডারিকের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে তিনি মুসলিম আক্রমণকে প্রতিহত করা তো দূরের কথা বরং মুসাকে আন্দালুস আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

www.pathagar.com

স্পেন বিজয়ের অন্যান্য কারণসমূহের মধ্যে উত্তর আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণকারী ইহুদী ও ক্রীতদাসদের অসন্তোষকেও গণ্য করা যাইতে পারে। ইহুদী, ভূমিদাস ও ক্রীতদাসগণ গথিক শাসনের নির্মম নির্যাতন হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় নবাগত মুসলমানদের সাদরে গ্রহণ করে। গথিক সরকারের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে; ইহাও মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। ভৌগোলিক কারণসমূহও মুসলমানদের অগ্রাভিযানে সহায়ক হয়। উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ১৪ মাইল প্রশস্ত জিব্রাল্টার প্রণালী। তাই পূর্ব হইতেই স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চালু ছিল। উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত ও তথ্যাদি আদান-প্রদানে তেমন কোন বাধা ছিল না। ফলে দক্ষিণে দিগন্ত প্রসারী সাহারা মরুভূমি এবং অপর দিকে আটলান্টিক মহাসাগরের অথৈ বারিধির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া ইউরোপে ক্ষমতা বিস্তার করা তাহাদের জন্য সহজ ছিল।

স্পেন বিজয়ের ফলাফল ঃ স্পেন বিজয় সেখানকার জনগণের জীবনের প্রতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। প্রথম দিকে ইহাকে মামুলী অভিযান বলিয়া বিবেচনা করা হইলেও মুসলমানদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, মসজিদ নির্মাণ ও প্রাসাদ স্থাপনকে ভিজিগথগণ তাহাদের জন্য স্থায়ী পতন বলিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। কর দানে স্বীকৃত হওয়ায় ও নবাগত শাসকদের শাসনকে মানিয়া লইবার ফলে তাহারা অবহেলিত কৃষকদিগকে সামাজিক সুবিচার এবং সর্বপ্রকারে তাহাদের রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দান করে। খ্রীস্টান ও ইহুদীগণ তাহাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিপালনের অনুমতি লাভ করে। কোন কোন সময় সহনশীলতার এই আদর্শকে স্বৈরাচারী শাসকগণ যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে ব্যর্থ হন। ডজি বলেন, "প্রথম দিকে মুসলমানদের শাসন ছিল মানবতা ও সহনশীলতার আদর্শে উদ্দীপ্ত, পরবর্তীকালে ইহা স্বেচ্ছাচারিতা ও অসহিষ্ণুতার রূপ পরিগ্রহ করে"।[১৯] এই রূপে কর্ডোভার সান ভিসেন্টে গীর্জার অধিকার খ্রীস্টানগণ লাভ করেন এবং অন্যান্য গীর্জাকে ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া হয়। শহরাঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এবং চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করিবার ফলে ৭৪৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অর্ধেক গীর্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। ডজি বলেন "ইহা চুক্তির শর্তের অপব্যবহার ও সন্ধি ভঙ্গের পরিষ্কার প্রমাণ।"[২০] পূর্বে বিধ্বস্ত গীর্জাগুলিকে পুনর্নির্মাণের অনুমতি প্রদানের শর্তে প্রথম আবদুর রহমান অর্ধেক গীর্জা ১০০,০০০ দিনারে[২১] ক্রয় করেন। হোল বলেন "খেলাফতের অবসানের পর গীর্জাগুলিকে পুনর্নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং প্রার্থনায় সামিল হইবার জন্য ঘন্টাধ্বনির আওয়াজ শোনা যায়"।[২২] প্রথম আবদুর রহমান যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন না করিয়াই তারিক ও উইতিজার পুত্রের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া আচিলার ভ্রাতা আরদাবাস্তের (আরতাভাসদেস) জমিদারী বাজেয়াপ্ত করেন।[২৩]

www.pathagar.com

সহনশীলতার আদর্শ হইতে বিচ্যুৎ হইবার জন্য শাসকগণই প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন। চুক্তির শর্ত ও ভাষ্য মুসলমানদের নিকট অতীব পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। সম্পত্তি ও জীবনের সামান্যতম ক্ষতি না করিয়া মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের রীতিনীতিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এই উদার ব্যবহার খ্রীস্টানদের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং স্পেনে মুসলমানদের বসতি স্থাপনের পক্ষে কাজ করে। লুইসভিয়ার ডোট বলেন, "স্পেনের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল বিজয়ী ও বিজিতের সম্মিলিত কার্যক্রমের ফলে কালক্রমে উহা ধীরে ধীরে দূরীভূত হইয়া যায়।"[২৪] অপরদিকে হোল মত প্রকাশ করেন, "মুসলিম শাসন ছিল নমনীয় এবং করপ্রথা ছিল কম উৎপীড়ন মূলক।"[২৫] স্পেনবাসীদের মধ্য হইতে কর আদায়কারী নিযুক্ত হইত। মুসলমানদের অত্যাচার সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লেখকের বর্ণনা খুবই অতিরঞ্জিত। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যুদ্ধের সময় যখন মুসলমানদের বাধা প্রদান করা হয় এবং গীর্জাগুলিকে দুর্গ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন স্পেনীয়দের উপর অত্যাচার অনিবার্য হইয়া পড়ে। যেমন মুগিম কর্ডোভাতে করিয়াছিলেন। সময় মত আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সুযোগ প্রদত্ত হয়। তিনশত খ্রীস্টান ভূ-স্বামীকে তাহাদের জমিদারী ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং পূর্ব ক্ষমতা ও পদে পুনর্বহাল করা হয়। তাহাদিগকে রাজদরবারের আনুষ্ঠানিকতা হইতে রেহাই দেওয়া হয়। স্পেনীয়রা ইহাতে সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা চালু হওয়াতে জনগণ দাসপ্রথা হইতে অব্যাহতি লাভ করে এবং সাথে সাথে সামন্ত প্রথার নাগপাশ হইতে মুক্তি পায়। এশিয়ার সামন্ত প্রথা স্পেনে প্রচলিত হওয়ার ফলে ভূমিদাসগণ (সার্ফ) ভূমির সহিত চিরবন্ধনের গর্হিত নীতি হইতে মুক্তি লাভ করে। মুসলিম বিশ্বে দাসপ্রথা কোন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না। স্পেনীয়দের নিজস্ব সামাজিক ব্যবস্থা অনুসারে জীবন যাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু গীর্জার পরিচালক নিয়োগ ও ইহার উপদেষ্টা পরিষদ আমীর অথবা খলিফা আহ্বান করিতেন। বিজিত প্রজাদের কল্যাণে বিশপদের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা হ্রাস করা হয়। মুসলিম শাসন কর্তার অনুমোদনে গীর্জাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও সেগুলিতে দর্শনার্থীদের সেবা যত্নের জন্য বিশপদের লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। ডজির মতে, "চার্চের পরিচালনায় মুসলিম হস্তক্ষেপের ইহা একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।"[২৬] কিন্তু ডজি নিজে ও অন্যান্য ইউরোপীয় লেখকগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, শাসক এবং শাসিতের স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত ছিল। সেনা বিভাগের চাকুরী ছাড়াও অমুসলিম পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যদের বাৎসরিক আয়ের উপর ১২ হইতে ৪৮ দিরহাম[২৬] জিজিয়া প্রদান করিতে হইত। হোলের মতে, "খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদের অবস্থা ক্রীতদাসদের তুলনায় উন্নত ছিল না। তবে ব্যক্তিগত কর[২৭] প্রদানে তাহাদের স্বাধীনতা ছিল। স্পেনের প্রচলিত

www.pathagar.com

শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকে। স্থানীয় লোকদের মধ্য হইতে বিশেষ করিয়া সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয়প্রধান কর আদায়কারী নিযুক্ত হইতেন। মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণকারীদের ভূসম্পত্তিকে বাজেয়াপ্ত করা হইতে সরকার বিরত থাকেন। যেমন—মেরিদা ও তুদমির প্রদেশের আলিকান্টে, অরিহুয়েলা, লোরকা, মুলা প্রভৃতি অঞ্চল ও গথিক রাজপুত্র শাসিত শহরসমূহের প্রজাদের উৎপাদনের এক দশমাংশ ভূমিরাজস্ব (খারাজ) প্রদান করিয়া তাহাদের সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার লাভ করে।[২৮] কিন্তু যে সমস্ত খ্রীস্টান মুসলিম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া পরাজিত ও মৃত্যুবরণ অথবা পলায়ন করে, তাহাদের সম্পত্তি ও বিজিত শহরের চার্চসমূহের ধনরত্ন মুসলিম সেনাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। বাজেয়াপ্তকৃত ভূমির চার পঞ্চমাংশ উপজাতীয় ভিত্তিতে সেনাদের মধ্যে বিতরিত হয় এবং অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশ (খুমস) ভূমি থাকে রাষ্ট্রের অধীনে। সরকারী সম্পত্তি সহজ শর্তে ভূমিদাসদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মুসলিম সেনাদের ভূমিও ভূমিদাসদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ভূমিরাজস্ব কম হইবার ফলে কৃষকগণ লাভবান হয়।

অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে ভূমি বণ্টন হইবার দরুন বৃহৎ জমিদারদের জুলুমের কবল হইতে দরিদ্র কৃষকগণ বাঁচিয়া যায় ও আর্থিক দিক হইতে স্বচ্ছল হইয়া ওঠে। গানিমতের অস্থাবর দ্রব্যসামগ্রী ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিয়া বিক্রয় মূল্য সেনাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে বৃত্তিপ্রথা বাতিল হইবার ফলে এই বৃত্তি প্রাপ্ত অধিকাংশ মুসলমান ভবিষ্যতে জমিদারে পরিণত হয়। ভূমির সহিত জড়িত ভূমিদাসগণ সামাজিক নিরাপত্তা বোধ করে। তাহাদিগকে ভূমি হস্তান্তরের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ডজি বলেন, "ভিজিগথ ও রোমানদের শাসনকালে তাহারা এই ক্ষমতা কখনও ভোগ করিতে পারে নাই।"[২৯] স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী কৃষকগণ প্রথম দিকে উৎপাদনের এক দশমাংশ ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে প্রদান করিত। ৭২৩ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকালে সকলকেই উৎপাদনের এক পঞ্চমাংশ প্রদান করিতে হইত।[৩০] ডজি বলেন, "নব্য মুসলিম জমিদারগণ তাহাদের উৎপাদিত শস্যের চার পঞ্চমাংশ পর্যন্ত ভূমি-রাজস্ব হিসাবে প্রদান করিত।"[৩১] ডজির অভিমতকে জেরিনিমো লপেজ ও আয়ালা প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এই অতিরিক্ত ভূমিরাজস্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জমির প্রকারভেদে স্পেনে উৎপাদিত শস্যের এক ষষ্ঠাংশ হইতে অর্ধাংশ পর্যন্ত ভূমি-রাজস্ব হিসাবে প্রদান করিতে হইত।[৩২]

কৃষকদের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ও প্রাচ্যের শস্যাদি চাষাবাদ করায় এবং সেচ ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে কৃষিক্ষেত্রে এক নব যুগের সূচনা হয়। প্রাচ্যের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও মুসলমানদের উন্নতমানের জীবন যাপনের দরুন এবং শাসকদের উদার নীতি গ্রহণের জন্য জনজীবনে, বাণিজ্যে ও শিল্পক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

www.pathagar.com

মুসলমানদের আগমনে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। কৃষকমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস পায়। ক্রীতদাসদের ভাগ্যের উন্নতি সাধিত হয় এবং তাহারা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ করে। সুয়েভী, গথ, ভ্যান্ডাল, রোমান এবং ইহুদী নির্বিশেষে সকলের জন্যই সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়। কঠোর ও নির্যাতনমূলক ভিজিগথিক আইন-কানুন বাতিল হওয়ায় ইহুদীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হয় এবং মুসলমানদের মিত্র হিসাবে সরকারী চাকুরীর সুযোগ লাভ করে। কালক্রমে কর্ডোভা ইহুদীবাদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। মুসলমানদের সমব্যবহার, সহিষ্ণুতা ও দানশীলতা জনগণের মন জয় করিতে সমর্থ হয়। গভর্নরদের (আমীর) পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনে বহুবিধ অসুবিধা দেখা দেয়। প্রথম দিককার গোত্রীয় কোন্দল থাকা সত্ত্বেও মুসলমান শাসকগণ সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে পুনর্বিন্যাস ও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে সফলতা লাভ করেন।[৩৩] কালক্রমে মুসলিম-স্পেনও ইউরোপের শিক্ষা সংস্কৃতির জ্যোতির্কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া ওঠে।

অভিযানের পর অভিযান পরিচালনার ফলে মুসলিম বিজয়ের সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া এবং মুসলমানদের সামাজিক প্রভাব অন্যান্য শহর অপেক্ষা কর্ডোভা, সেভিল ও গ্রানাডাতে বেশি মাত্রায় প্রকাশ পায়। আরবী সংস্কৃতির বাহন রূপে বহু শিলালিপি বিশেষ করিয়া আন্দালুসিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের স্মৃতিস্তম্ভ আজও বিদ্যমান। পুরাতন হিসপানো-রোমান ও মুসলিম সংস্কৃতিতে মূর ঐতিহ্যের প্রাধান্য পরিস্ফুট। মুসলমান শাসক এবং খ্রীস্টান গোত্রীয় প্রধানদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল বটে তবে সেই সঙ্গে ছিল পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান, মেলামেশা ও যুক্তির মাধ্যমে বিজিতদের অধিকারের নিশ্চয়তা।

তথ্য নির্দেশ

১। রিয়াসত আলী, *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস,* ১ম খণ্ড, আজম গড় (ইন্ডিয়া) ১৯৫০, পৃঃ ৬৮-৬৯; লেভি প্রভেঙ্কাল, *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৯৯।

২। রিয়াসত আলী, *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩-৬৫।

৩। দ্রষ্টব্য ঃ লেভি প্রভেঙ্কাল, *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৯৯-৭০০; রিয়াসত আলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১ ও টীকা-১।

৪। ইবনুল আছির, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৪।

৫। ইবনুল খাতিব, *খেলাফত-ই-মুয়াহিদীন* (উর্দু তর্জমা) পৃঃ ৮।

৬। মুয়াফির গোত্রের আব্দুল মালেক নামে জনৈক আরব তারিকের নেতৃত্বে কার্তিয়া অধিকার করেন। হাসিব আল-মনসুর অষ্টম অধঃস্তন বংশধর।

৭। রিয়াসত আলী, *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭; ই. জি. গমেজ, *হিস্ট্রোরিয়া ডি ইস্পানা,* তমো, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩।

৮। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২৩২; আমীর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা স্যারাসিন্স,* পৃঃ ১০৯; রিয়াসত আলী, *১ম খণ্ড,* পৃঃ ৭৯-৮২।

www.pathagar.com

৯। ই. জি. গমেজ. *হিস্ট্রোরিয়া ডি ইস্পানা.* ৪র্থ খণ্ড. পৃঃ ১৪ এবং মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

১০। দ্রষ্টব্য ঃ *মাজমুয়া আখবার আন্দালুস.* পৃঃ ৯।

১১। রিয়াসত আলী. *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস.* পৃঃ ৯৪. টীকা-১ দ্রষ্টব্য. এবং আল-মাক্কারী. ১ম খণ্ড. পৃঃ ৩১১: ইবনুল আছির. ৪র্থ খণ্ড. পৃঃ ৪৪৬।

১২। *খেলাফত-ই-মুয়াহিদীন.* (উর্দু অনুবাদ) পৃঃ ৮।

১৩। ইবনে ইজারী. *২য় খণ্ড.* পৃঃ ১৭-১৮।

১৪। সেভিল, স্পেনের একটি বৃহত্তম শহর ও জ্ঞানকেন্দ্র। রোমান এবং গথদের সময়ও ইহা তাঁহাদের রাজধানী ছিল। ইহার পূর্ব সৌন্দর্য এখনও বিদ্যমান।

১৫। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম.* পৃঃ ২৩৩: *আন্দালুস.* পৃঃ ২১।

১৬। ইবনুল আছির. ৪র্থ খণ্ড. পৃঃ ৪৪৭; ইবনে খালদুন. ১ম খণ্ড. পৃঃ ১১২: *নাফনুল-তিব,* ১ম খণ্ড. পৃঃ ১২৮: *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস* পৃঃ ১১৫।

১৭। উইলিয়াম ম্যুর. *খালিফাত.* পৃঃ ৩৫৮ টীকা-৩: আল-মাক্কারী. *নাফনুল-তিব.* ১ম খণ্ড. পৃঃ ১২১।

১৮। গায়ানগোস, *দ্যা মোহামেডান ডাইনেস্টিস ইন স্পেন.* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫১, ২৫৩, ও ২৫৫।

১৯। *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২৩৯।

২০। *ঐ.* পৃঃ ২৩৯।

২১। প্রায় পাউন্ড ৪৪০,০০০, দ্রষ্টব্যঃ ডজি. পৃঃ ২৩৯।

২২। *আন্দালুস.* পৃঃ ৩০. ৪৯।

২৩। দ্রষ্টব্য ঃ ডজি. পৃঃ ২৩৯।

২৪। দ্রষ্টব্য ঃ *হিস্ট্রোরিয়া ডি লস আরবস ডি লস মুরস ডি ইস্পানা,* বার্সেলোনা. ১৮৪৪, পৃঃ ২০৫।

২৫। আন্দালুস. *স্পেন আন্ডার দ্যা মুসলিমস,* লন্ডন. ১৯৫৮. পৃঃ ২১।

২৬। বর্তমানে ৪ দিরহাম সমান ১ পাউন্ড (১৯৬৯ খ্রীঃ)

২৭। *আন্দালুস,* পৃঃ ৪৮।

২৮। দ্রষ্টব্য ঃ হোল, *আন্দালুস,* পৃঃ ৪৮।

২৯। ডজি. *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২৩৫।

৩০। লপেজ. *কন্ট্রিবিউকিউঞ্জ ইস্পাসটুস এন নিওনী. ক্যাস্টিল্লা ডরেন্টু ন্যা ইডেড মেডিয়া.* মাদ্রিদ. ১৮৯৮. পৃঃ ৯৩-৯৪।

৩১। ডজি. *স্পেনিশ ইসলাম.* পৃঃ ২৩৫।

৩২। আল-ফিহরী. *আল-সিফার আল-থানি মিনাল ওয়াথিককুলস.* পৃঃ ১১৬খ. ১১৭ ক।

৩৩। দ্রষ্টব্য ঃ রিয়াসত আলী. *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস,* পৃঃ ২২১-২২৭।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

দামেস্ক খেলাফতের অধীন উমাইয়া আমীরদের শাসন

(৭১৪-৭৫৬ খ্রীঃ)

গভর্নরদের ক্ষমতা ঃ রডারিকের পরাজয়ের পর স্পেন দামেস্কের খিলাফতের অধীন একটি প্রদেশে পরিণত হয়। সুদূর স্পেন হইতে কায়রোওয়ান পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই এলাকার সহিত দামেস্কের কেন্দ্রীয় শাসনের বন্ধন ছিল খুবই শিথিল। স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরতন্ত্র বিরোধী এবং প্রজাদের সহিত সাম্যের নীতি অনুসরণকারী বিশাল ও বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্যে উমাইয়া খলিফার অবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে কিছু উমাইয়া খলিফা রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী ইরাণী শাসকদের ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিস্তীর্ণ এলাকা বিজয়ের পর সেনাপতিগণ প্রাদেশিক গভর্নরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রায় একচল্লিশ বৎসর আমীর হিসাবে পরিচিত গভর্নর দ্বারা স্পেনের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। আমীর প্রায় স্বাধীনভাবে স্পেনের শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি নামমাত্র কায়রোওয়ানে অবস্থানরত আল মাগরীবের (স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা) গভর্নর জেনারেলের অধীন ছিলেন। আমীর কোন কোন সময় দামেস্কের খলিফার নিকট হইতে তাঁহার নিয়োগপত্র পাইতেন আবার কোন কোন সময় কায়রোওয়ানের ভাইসরয়ের তরফ হইতে নিয়োগপত্র আসিত। এই দ্বৈত অধীনতার ফলে তাঁহার পক্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা ছিল অসম্ভব। আমীরগণ গভর্নর জেনারেল ও খলিফার খামখেয়ালীর শিকারে পরিণত হইত। দামেস্ক হইতে স্পেনের দূরত্ব ছিল ২,৫০০ মাইল। ফলে খলিফার প্রতি সীমাহীন আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করা আমীরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্পেনের আরব মুসলমানগণ ইচ্ছামত এক আমীরকে অপসারণ করিয়া অপর আমীরকে ক্ষমতায় বসাইয়া গভর্নর জেনারেল অথবা খলিফার অনুমোদন প্রার্থনা করিতেন। আমীর খলিফার ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হইতে পরিতেন না। তাঁহাকে নেতৃস্থানীয় আরবদের অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতে হইত। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য আরব ও সিরীয় অথবা শক্তিশালী যে কোন একটি দলের সমর্থন ছিল বিশেষ প্রয়োজনীয়। সামান্য উত্তেজনার ফলে স্পেনে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। স্পেনে খলিফা ও গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতার এই ছিল নমুনা। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হয় বিশজন আমীর। একের পর এক তাহারা স্পেন শাসন করেন। কয়েকজন একাধিকবার এবং তিনজন পাঁচ বৎসর অথবা ইহার অধিক কাল এই পদে বহাল ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সেনাপতিদের স্থলে অস্থায়ী গভর্নর হিসাবে দেশ শাসন করেন।

www.pathagar.com

আবদুল আজিজ ঃ মুসা ইবনে নুসাইয়েরের পুত্র আবদুল আজিজ ছিলেন স্পেনের প্রথম আমীর। তিনি সেভিলে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া শাসন কার্য পরিচালনা করেন। সুদক্ষ প্রশাসক হিসাবে পরিচিত আবদুল আজিজ প্রশাসন কার্যের সুবিধার্থে বিজিত অঞ্চলকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। শান্তির খাতিরে তিনি থিওডোমিরের সহিত তারিকের সম্পাদিত চুক্তি বহাল রাখেন। প্রজাহিতৈষী এই আমীর জনগণের কর্মসংস্থানের জন্য মিল কারখানা স্থাপন করেন এবং কৃষি উৎপাদনে সহায়ক সেচকার্যের জন্য গথ-প্রণালী খনন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কল্পে দীর্ঘ সড়ক ও সেতু নির্মাণ করেন। ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত বণিক ও পথিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সড়ক পথে সশস্ত্র প্রহরী নিয়োগ করেন। সমৃদ্ধি ও শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে।[১] মুঘল সম্রাট আকবরের ন্যায় তিনি অসবর্ণ বিবাহকে উৎসাহিত করেন এবং স্বয়ং রডারিকের বিধবা পত্নী এগিলোনাকে (উম্মে আসিম) বিবাহ করেন। মুসলমান ও স্থানীয় জনগণের এই অসর্বণ বিবাহের মাধ্যমে তিনি স্পেনে মুসলিম শাসনের ভিত্তি মজবুত করিতে চাহিয়াছিলেন। এগিলোনার উৎসাহে তিনি ভিজিগথদের ন্যায় বহুমূল্যবান মণিমুক্তা খঁচিত মুকুট পরিধান করিতেন এবং দর্শন প্রার্থীদের কক্ষের প্রবেশদ্বার এমনভাবে নির্মাণ করিতেন যে মাথানত না করিয়া কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না।[২] ইহাতে খলিফা সুলায়মান মর্মাহত হন। স্পেনবিজয়ী বীর মুসা বিন নুসাইয়েরের পুত্র ও স্পেনবাসীর প্রাণপ্রিয় শাসক আবদুল আজিজকে খলিফা মোটেই বরদাস্ত করিতে পারিতেছিলেন না। খ্রীস্টান রাজা রডারিকের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া আবদুল আজিজ খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিলে ইসলামের মর্যাদাহানী হইতে পারে সন্দেহে খলীফা তাঁহার বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলেন। তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য খলিফা পাঁচজন আরব নেতাকে নিয়োগ করেন। হাবিব বিন আবি উবায়দা আল-ফিহরী ও যাইয়াদ বিন নালিগবাহ আল তামিমী এই ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেন। রজব ৯৭ হিঃ/৯ই মার্চ ৭১৬ খ্রীঃ খলিফার নির্দেশে আবদুল আজিজকে ফজরের নামাজ আদায়রত অবস্থায় নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।[৩] খলিফার ইচ্ছানুসারে নিহত আবদুল আজিজের ছিন্ন মস্তক দামেস্কে প্রেরিত হয়। খলিফা নিহত পুত্রের ছিন্ন মস্তক ভাগ্যাহত পিতা মুসাকে দেখান। মুসা বিন নুসাইর এই দৃশ্য দেখিয়া অতি দুঃখে ও ক্ষোভে খলিফার প্রতি অভিশম্পাত করিতে করিতে দরবারকক্ষ ত্যাগ করিয়া মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। অসহায় ও অজ্ঞাত অবস্থায় দীনহীন বেশে ওয়াদী-উল-কোরা নামক স্থানে স্পেনবিজয়ী বীর মুসা বিন নুসাইর মৃত্যুমুখে পতিত হন। স্পেনের প্রথম আমীর সুযোগ্য শাসক আবদুল আজিজকে হত্যা করিয়া খলিফা সুলায়মান স্পেনের ইতিহাসের জঘন্যতম অধ্যায়ের সূচনা করেন।[৪]

www.pathagar.com

আইউব ও আল-হুর ঃ আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর সেনাবাহিনী মুসার ভগ্নির পুত্র আইউব বিন হাবিবকে তাহাদের নেতা ও গভর্নর নির্বাচন করেন। তিনি সেভিল হইতে কর্ডোভাতে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রয়াস চালান। তাঁহার নির্বাচনকে আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল অনুমোদন না করায় ছয় মাসের মধ্যে আল-হুর ইবনে আবদুর রহমান আল-থাকাফী (৭১৬-৭১৮ খ্রীঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সেনাপতি মুসার আত্মীয় হওয়ায় গভর্নর জেনারেল ও খলিফার অনুমোদন লাভে বঞ্চিত হন।

আল-হুর নবীন রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা আনয়নে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণ করেন। ৯৮ হিঃ/ ৭১৮ খ্রীঃ তাঁহার লেফটেন্যান্ট গভর্নর আল কামাহ কোভাডোংগাতে পিলাইওর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। রডারিক সেনাবাহিনীর এই গথিক নেতা আস্তুরীয়ার কোভাডোংগাতে একটি খ্রীস্টান রাষ্ট্র[৫] প্রতিষ্ঠা করেন। আল-হুরের নির্যাতনমূলক শাসনে জনগণ অতিষ্ঠ হইয়া ওঠে। লোভী ও অত্যাচারী হুর অতি অল্পদিনে জনগণের বিরাগভাজন হন। তাঁহার কুশাসনের প্রতি জনগণ খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৬] খলিফা আবদুল আজিজ আল-হুরের কার্য কলাপের বিরুদ্ধে জনগণের আবেদনে গুরুত্ব দেন এবং জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আল সামাহ ইবনে মালিক আল-খাওলানীকে (৭১৯-৭২১ খ্রীঃ) আল-হুরের স্থলে গভর্নর নিযুক্ত করেন।

সামাহ বিন মালিক আল-খাওলানী ঃ খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ, স্পেনের বিভিন্ন এলাকা কোন পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে বিজিত হয়, তাহা জানাইতে সামাহকে নির্দেশ প্রদান করেন। সামাহ স্পেনে আসিয়াই সরেজমিনে তদন্ত করিয়া সমস্ত বিষয় সবিস্তারে খলিফাকে অবহিত করেন। সামাহ স্পেনে আগমন করেন ১০০ হিঃ/ রমজান মাসে (এপ্রিল ৭১৮ খ্রীঃ)। তিনি ইসলামী আদর্শ মোতাবেক আদায়কৃত করের এক পঞ্চমাংশ জাবির নামক জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে দামেস্কে প্রেরণ করেন। ইহার অল্পদিন পর ১০১ হিঃ/ ৭১৯ খ্রীস্টাব্দে ওমর বিন আবদুল আজিজের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন দুর্বল উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ইয়াজিদ। সামাহ ইহার পর দামেস্কে কর প্রদান বন্ধ করিয়া দেন। এবং সংগৃহীত কর স্পেনের জনকল্যাণমূলক কার্যে ব্যয় করেন।

৭১৭ খ্রীস্টাব্দে আইউব-বিন হাবিব (সামাহ) শাসন কার্যের সুবিধার্থে সেভিল হইতে রাজধানী দেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত কর্ডোভাতে স্থানান্তর করেন। কর্ডোভা স্পেনে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সামাহ সারাগোসায় একটি জামে মসজিদ নির্মাণ ও গোয়াদালকুইভির নদীর উপর রোমানদের নির্মিত পুরাতন পুলটি পুনর্নির্মাণ করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার

www.pathagar.com

সমাধান কল্পে তিনি সারাদেশ ব্যাপী বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকের আদম শুমারী করেন এবং নতুন কর প্রথা চালু করিবার উদ্দেশ্যে ভূমি ও শহরগুলিকে নতুন করিয়া জরিপ করেন। দেশের বসতিহীন এলাকায় বার্বারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন।

তুলুসের যুদ্ধ ঃ সামাহ শুধু একজন উত্তম প্রশাসকই ছিলেন না, তিনি সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেন। শাসনভার গ্রহণ করিবার পরই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, সেপ্টিমানিয়ার খ্রীস্টানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। পীরেনীজের অপর প্রান্তে অবস্থিত এই সেপ্টিমানিয়া সপ্তনগরী নমে খ্যাত। নারবোন, আগদে, বেজিয়ার লোদেভ, কারকাস্সোন, নিমেস ও মাগলোন নামে, সাতটি শহর সমন্বয়ে সেপ্টিমানিয়া গঠিত। রাজধানী নারবোনে সমুদ্র হইতে অতি সহজে প্রবেশের পথ ছিল। ফলে ইহা মুসলিম সেনাদের সামরিক তৎপরতার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। তিনি অতঃপর আকিতেনের রাজধানী তুলুস অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন এবং ৭২১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে উহা অবরোধ করেন। আকিতেনের ডিউক ইউডেস শহর সেনাদলের সাহায্যার্থে বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া আগমন করেন। সেনা সংখ্যার স্বল্পতা ও উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সামাহ আরব সুলভ ক্ষিপ্রতার সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কিন্তু অপর্যাপ্ত সৈন্য সংখ্যার কারণে বীরত্ব নিষ্ফল পর্যবসিত হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সামাহ নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুতে সেনাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়। আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল গাফিকীর নেতৃত্বে সামাহর সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্র প্রভেন্স হইতে প্রত্যাবর্তন করে।

আনবাসাহ (৭২১-২৫) ঃ সামাহর মৃত্যুর পর আবদুর রহমান কয়েকমাস গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল বিশর বিন সাফওয়ান আনবাসাহ বিন সাহিম আল কালবিকে স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। নতুন গভর্নর আবদুর রহমানকে পূর্ব স্পেনের লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে পুনর্বহাল করেন।

তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি সহকারে অভিযান পরিচালনা করিয়া কারকাসসোন, নিমেস ও অন্যান্য স্থান পুনর্দখল করেন। মুসলিম সেনারা উত্তর দিকে রোন উপত্যকা অতিক্রম করিয়া আউতুনে উপস্থিত হয়। মুসলিম বাহিনী ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বারগুইণ্ডি প্রদেশ এবং পূর্বে সাউনে অধিকার করে। আনবাসাহ কারকাসসোনের খ্রীস্টানদের মিত্রতা ও সহযোগিতায় আত্মরক্ষা মূলক ও আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করেন।[৭] জামিন ও বন্দীদের প্রতি তাঁহার মহানুভবতা এবং বিচক্ষণতাপূর্ণ ব্যবহার দক্ষিণ ফ্রান্সে মুসলমানদের অবস্থানকে শক্তিশালী করিতে সাহায্য করে। ৭২৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আউতুন হইতে গানিমত সহ ফিরিবার পথে বাস্ক বিদ্রোহীদের হস্তে তিনি নিহত হন।

আনবাসাহর মৃত্যুর পর গভর্নর পদটি স্পেনে নতুন বসতি স্থাপনকারী বিভিন্ন আরব গোত্রের মধ্যে বিতর্কের বস্তুতে পরিণত হয় এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসরে পরপর একাধিক

www.pathagar.com

গভর্নর নিযুক্ত হন।[৮] তাঁহার সময়ে দেশের শাসন ব্যবস্থায় কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই এবং কোন নতুন অভিযানও পরিচালিত হয় নাই। হিসাম বিন উবায়েদ কিলাবীর সময় (৭২৯-৭৩০) পীরেনীজের অপর পার্শ্বে অবস্থিত লিওন, মাসোন এবং অন্যান্য স্থান মুসলমানদের হস্তগত হয়। কিন্তু আরব এবং বার্বারদের কোন্দল ও আত্মকলহের ফলে এই সব অঞ্চল হাতছাড়া হইয়া যায়।

আবদুর রহমান আল গাফিকী (৭৩০-৩২) ঃ খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিক স্বয়ং স্পেনের প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-গাফিকীকে স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

আল গাফিকী ছিলেন সুদক্ষ প্রশাসক ও মহান সেনাপতি। দক্ষিণ আরব ও উত্তর আরবের হিমাইয়ার এবং মুদার নামক পরস্পর বিরোধী উভয় গোত্রের নিকটেই তিনি ছিলেন প্রিয়। তিনি রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করিয়া দেশের ভগ্ন প্রশাসন যন্ত্র ও বিচার ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করেন। তিনি জনগণের অভিযোগের সুবিচার করেন। ইউরোপে তারিক এবং মুসার সাহসিকতাপূর্ণ কার্যকে পুনরায় আরম্ভ করিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সীমান্তকে সুরক্ষিত করেন। আল গাফিকী ইটালী, জার্মানী ও গ্রীক সাম্রাজ্যকে ইউরোপের মুসলিম দখলকৃত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সহিত একত্রিত করিবার অসম্পূর্ণ কার্যকে সম্পূর্ণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন। তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সের উসমান বিন আবু নিসা নামক বার্বার নেতাকে শায়েস্তা করেন। উসমান বিন আবু নিসা আর্কিটেনের ডিউক ইউডেস-এর সহিত পারস্পরিক স্বার্থে একত্রিত হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। (এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে) আল গাফিকী গিরি পীরেনীজের পশ্চিমে অবস্থিত অপর একটি গমনাগমনের পথ আবিষ্কার করেন এবং ৭৩২ খ্রীঃ বসন্তকালে ১,০০০০০ লক্ষ সৈন্য[৯] লইয়া এই পথে পাম্পলোনা অতিক্রম করিয়া রোনসেসভালেস গিরিপথের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে প্রবেশ করেন। তবে এক লক্ষ সৈন্যের সংখ্যা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। তিনি রোন নদীর তীরে অবস্থিত আর্লেস আক্রমণ করিয়া তুমুল যুদ্ধের পর অধিকার করেন।

তিনি বোর্ডেক্সের তীরে ইউদেসকে পরাজিত করিয়া ফ্রান্সের বিখ্যাত বন্দর বর্তিমাস্ক অধিকার করিয়া প্রচুর সম্পদ হস্তগত করেন। ফ্রান্সের উত্তরে অবস্থিত বুরগুন্ডিসহ লিওন, বেসাসকোন এবং সেন্স শহরগুলিও তাঁহার হস্তগত হয়।

তুরস অথবা পইটিয়ার্সের যুদ্ধ ঃ আবদুর রহমান অতঃপর উত্তর-ফ্রান্স অভিমুখে অগ্রসর হন। অসহায় ইউডেস তাহার পুরাতন শত্রু ফ্রান্সের রাজা চার্লসের সহিত মতবিরোধ দূর করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। চার্লস তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। চার্লস এবং ইউডেস সম্পাদিত সন্ধি সম্পর্কে মুসলিম গোয়েন্দাদের ব্যর্থতায় আবদুর রহমান বিস্মিত হন। নদী এবং পাহাড়ের

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সৈন্য মোতায়েন করিবার ফলে সামান্য সংখ্যক সৈন্য অবশিষ্ট থাকে। শৃঙ্খলা বোধহীন বার্বার সৈনিকগণ কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও লুণ্ঠন ও বর্বরোচিত কার্যে লিপ্ত হয়। গানিমতের মালের লোভে তাহাদের কর্তব্যবোধ এবং শৃঙ্খলার কথা ভুলিয়া যায়। ইহা ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে গোত্রীয় কোন্দল আবার মাথাচাড়া দিয়া ওঠে। এইরূপ বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনী লইয়া খ্রীস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। রমজান ১১৪ হিঃ/৭৩২ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে লোয়াইর নদীর তীরে সাড়ে বার মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পইটিয়ার্সে ও তুরসের মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে উভয় পক্ষের সেনাদল মিলিত হয়। খণ্ডযুদ্ধে প্রায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়।

এই খণ্ড যুদ্ধ চলাকালে কোন পক্ষই অপর পক্ষকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করিতে সাহস পায়না। এই খণ্ড যুদ্ধ মুসলমানদের অনুকূলে থাকে এবং অবশেষে সাধারণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যখন ফ্রান্সের পরাজয় অত্যাসন্ন সেই মুহূর্তে গানিমত সংগ্রহের জন্য মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আবদুর রহমান শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। দশম দিবস সন্ধ্যা বেলায় যুদ্ধপরিচালনা করিবার সময় তিনি নিহত হন। নেতার মৃত্যুতে মুসলিম সেনাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে তাঁহার সহযোগীদের মধ্যে সাংঘাতিক মতবিরোধ দেখা দেয়। সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হইয়া রাতের অন্ধকারে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে।

পশ্চাৎ অপসারণকারী মুসলিম সেনাদের পশ্চাদ্ধাবনে ফ্রাঙ্ক সেনাবাহিনী অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অস্ত্রশস্ত্রসহ সম্পূর্ণ মুসলিম শিবির খ্রীস্টানদের হস্তগত হয়। চার্লস আহত মুসলমানদের হত্যা করিয়া "মারটেল হন্তা" উপাধি লাভ করেন। তিনি পুনরায় উত্তর দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে, তুরসের যুদ্ধ একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ তাহাদের মতে, ঐ যুদ্ধের ফলেই খ্রীস্টান-ইউরোপে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়।

ইহা সত্য যে কিছু সংখ্যক পশ্চাৎ অপসারণকারী মুসলিম পলাইয়া যায় এবং পুনরায় এই পথে ফ্রান্সে অনুপ্রবেশের চেষ্টা পরিত্যাগ করে। ওয়াদী লাক্কোর ন্যায় সমস্ত সেনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা হয়। এই যুদ্ধে চার্লস মার্টেল পরাজিত হইলে সম্পূর্ণ পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিত। কারণ মুসলমানদের সম্ভাব্য আক্রমণকে প্রতিহত করিবার মত শক্তিশালী সেনা তাহাদের ছিলনা।[১০] এই যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ইউরোপে তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে ততটা অন্তরায় ছিল না, যতটা ছিল মুসলিম নেতাদের মধ্যে অনৈক্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আত্মকলহ সৃষ্টির কারণ।[১১] আরব এবং বার্বারদের জাতিগত উদাসীনতা এবং নব মুসলমানের আত্মতৃপ্তিহীনতা স্পেনের মুসলিম সমাজকে করে কলঙ্কিত। যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত বার্বাররা অভিযোগ করে যে, তাহাদের দেওয়া হইয়াছে অনুর্বর মেসেতা এবং আরবরা ভোগ

করিতেছে পূর্ব-দক্ষিণে স্পেনের উর্বর অঞ্চলসমূহ। দামেস্কের খলিফার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া মুসলমানগণ স্পেনে সীমাহীন ক্ষমতা লাভ করে ও চরিত্রের গুণাবলী হারাইয়া ফেলে। তদুপরি মধ্যফ্রান্সের আবহাওয়া তাহাদের প্রকৃতির উপযোগী ছিল না। কারণ তাহারা আসে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল হইতে। পূর্ববিজিত এলাকায় বাকী সৈন্য মোতায়েন রাখিবার ফলে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা মধ্যফ্রান্স দখলে রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহার পর আর আরবরা অভিযান পরিচালনা করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়না। মুসলমানগণ ৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে এভিগনন অবরোধ করে এবং নয় বৎসর ধরিয়া লিওনসে লুণ্ঠন করে। ৭৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাহারা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান নারবোন তাহাদের অধিকারে রাখে। চার্লস মারটেল ও তাহার উত্তরাধিকারীদের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত ফ্রাঙ্কদের অভিযান প্রতিহত করিবার জন্য আরবরা দক্ষিণাঞ্চলের উপজাতীয়দের সাহায্য কামনা করে।

গৃহযুদ্ধ ও আরব গোত্রসমূহ ঃ ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে স্পেনের স্বাধীন ইমারত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের ফল হিসাবে তাহাদের এই পরাজয়বরণ করিতে হয়। আরব, বার্বার, সিরীয়, এবং নওমুসলিমগণ পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত ছিল। প্রথম তিন দল ছিল বিজয়ী এবং শেষোক্ত দল ছিল বিজিত। আরবরা তাহাদের পূর্বপুরুষের গোত্রীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ধারাকে ত্যাগ করিতে শুরু করে। তাহারা সিরীয় ও বার্বারদের উপেক্ষা করিত এবং নওমুসলিমদের করিত ঘৃণা।

আরব গোত্রসমূহের মধ্যে বানু আদনান, বানু হাশিম, বানু উমাইয়া, বানু মাখজুম, বানু ফিহর এবং অন্যান্য গোত্র জীবিকার উজ্জ্বল সম্ভাবনায় আন্দালুসে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু তাহারা এই নতুন দেশে লইয়া আসিয়াছিল তাহাদের পুরাতন কেন্দ্রীয় বিদ্বেষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাহারা মুজারী, হিমিয়ারী (অথবা ইয়ামানী) দুই পুরাতন গোষ্ঠীর অধীনে সংগঠিত ছিল। শেষোক্ত দল ছিল শিয়া আদর্শে বিশ্বাসী এবং প্রথম দল ছিল গোঁড়া সুন্নী দলভুক্ত।

কালবী (ইয়ামনী) এবং কাইসী (উত্তর-আরব) গোত্রদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল পুরাতন শত্রুতা। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (মৃত ৭১৯ খ্রীঃ) এবং পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ এই গোত্রীয় বিদ্বেষকে দূরিভূত করিবার জন্য কোন প্রচেষ্টাই চালান নাই। ফলে এই বিদ্বেষ দূরবর্তী প্রদেশগুলিতেও বিস্তার লাভ করে। খলিফা ইয়াজিদ বিন আবদুল মালিক, কালবী গোত্রের বিশর বিন সাফওয়ান নামে জনৈক জেনারেলকে আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে কালবী নেতা আনবাসাহ বিন সাহিমকে কাইসী নেতা আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আলগাফির স্থলে স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। গাফিকীকে নিযুক্ত করেন পূর্ব-স্পেনের ডিপুটি গভর্নর। এই গোত্রীয় বিদ্বেষ ও বিরোধের ফলে স্পেনে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

www.pathagar.com

আবদুল মালিক ঃ (৭৩২-৩৪ খ্রীঃ) আবদুর রহমানের পর মদীনার জনৈক নেতা আবদুল মালিক স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত হন। ৭৩২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তুরসের যুদ্ধে আবদুর রহমান নিহত হন। আবদুল মালিক মুসলমান সেনাদের হৃত গৌরবকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন এবং আরবগণ নাভাররের খ্রীস্টানগণকে পরাজিত করেন। বর্ষাকালে গিরিমালা অতিক্রম করিয়া তিনি এভিগনন ও সেন্টরেমী অধিকার করেন। এই যুদ্ধের সময় জনগণের সহিত তিনি যে নিষ্ঠুর এবং নির্দয় ব্যবহার করেন তাহাতে পুরাতন বিদ্বেষ এবং বিরোধিতা আবার মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। সেনাবাহিনীর মধ্যে এই বিদ্বেষ ও বিরোধীতা পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। ইহারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি পদচ্যুত হন।

উকবাহ ঃ আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল উবায়দুল্লাহ কর্তৃক উকবাহ বিন হাজ্জাজ সালুবী (৭৩৪-৭৪০ খ্রীঃ) আবদুল মালিকের স্থলে স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত হন। নতুন গভর্নর উকবাহ ছিলেন দয়ালু ও সুবিচারক। সর্বপ্রথম তিনি জনশিক্ষা ও সুবিচারের প্রতি গুরুত্ব দেন এবং প্রশাসনযন্ত্রকে পুনর্বিন্যাস করেন। উকবাহ ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি। তাঁহার অধীনে মুসলিম বাহিনী ফ্রান্সের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে। তিনি যুদ্ধ অভিযানের জন্য সুবিধাজনক স্থানসমূহ সুরক্ষিত করেন। তিনি পিয়েডমন্ট, টরোইস চাটেআউক্সে, সেন্টপল, ডনজেরে, ভ্যালেন্স ও বারগুণ্ডি অধিকার করেন এবং মধ্যফ্রান্স অধিকার করিবার হুমকি প্রদান করেন। তিনি গ্যালিয়ার ও আস্তুরিয়াসের বিদ্রোহীদের দমন করিয়া তথায় মুসলিম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেন।

চার্লস মার্টেল মার্সেলেদের আক্রমণ করায় নারবোনের ডিউক গভর্নর ইউসুফ বিন আবদুর রহমানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি মুসলিম আধিপত্য স্বীকার করিয়া নেন। ৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে চার্লস স্পেনের মুসলমানদের অধীন করদরাজ্য প্রভেন্সকে পুনরায় আক্রমণ করেন। ইউসুফ বিন আবদুর রহমান চার্লসের খ্রীস্টান বাহিনীর মোকাবেলা করিয়া পরাজিত হন এবং প্রভেন্স হাত ছাড়া হইয়া যায়। চার্লস মার্টেল লোমবার্ডসের রাজা লিউপ্রান্ডের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবং বাস্কগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। এইরূপে উকবাহকে অপ্রত্যাশিত ভাবে সুসংগঠিত বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হয়। পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করিয়া ফ্রাঙ্কস লোয়ারের দক্ষিণে দেশের এক বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। উত্তর-আফ্রিকার বার্বার রাণী কাহিনা যেমন মুসলিম অগ্রাভিযানকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন।[১২] বেজিয়ের, আগদে নিমেস এবং মাগুলোনের ন্যায় প্রসিদ্ধ শহরসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। নারবোন ও অন্যান্য কয়টি শহর মুসলমানদের অধিকারে থাকে। ৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকায় রক্তক্ষয়ী বার্বার বিদ্রোহ দেখা দিলে আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল উবায়দুল্লাহ উকবাহকে ডাকিয়া পাঠান। জানুয়ারী ৭৪১ খ্রীঃ/ হিজরী ১২৩ সফর মাসে উকবাহ দেহ ত্যাগ করেন। বার্বার এবং হেজাজী সৈনিকগণ আবদুল মালিককে পুনরায় স্পেনের গভর্নর নির্বাচিত করেন।

www.pathagar.com

আস্তুরিয়া কর্তৃক নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঃ আমীর আনসারের সাথে যুদ্ধে পিলাইও শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। তিনি ৭৩৭ খ্রীঃ অনতিকালে মৃত্যু বরণ করিলে তাহার পুত্র ফাবিলা আস্তুরীয়াদের নেতা নির্বাচিত হন এবং শিকার কালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাহার পুত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া পিলাইওর জামাতা আলকানসা ৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টানদের নেতা নির্বাচিত হন। উকবাহ বিন হাজ্জাজের আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তনের ফলে স্পেনে বিদ্বেষ ও মতবিরোধ বিস্তার লাভ করে। এই সুযোগে আলকানসা গ্যালিসিয়া এবং বর্তমান পর্তুগালের কিছু অংশ দখল করিয়া নিজেকে গ্যালিসিয়া এবং আস্তুরিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সুযোগে তিনি উত্তর-পশ্চিমে নিরাপদে থাকিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

বার্বার বিদ্বেষ ও বিদ্রোহ ঃ বার্বারদের আদি বাসস্থান ছিল আফ্রিকায়। রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক হইতে তাহাদের আদি দেশের সহিত গভীর সম্পর্ক বজায় ছিল। উত্তর-আফ্রিকায় কোন বার্বার অসন্তুষ্টি দেখা দিলে স্পেনের বার্বারগণ আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। বার্বাররা স্পেনে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহাদিগকে রাষ্ট্র পরিচালনায় যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। মুসার অনুগত আরবরা দক্ষিণ স্পেনের সমতল উর্বরভূমি ভোগ করিত। তারিকের অনুগত বার্বারদের দেওয়া হইয়াছিল উত্তরের পাহাড়িয়া অঞ্চল এবং লা মাঞ্চা ও এস্টেরে-মাদুরার অনুর্বর ভূমি। বার্বাররা কৃষিকার্য ও মেষ পালন করিতেন। জীবন ধারণের জন্য তাহাদের একদিকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত অন্যদিকে জীবন ও ইজ্জতের জন্য খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করিতে হইত। আরবরা তাহাদের গানিমত ছিনাইয়া লইয়া, নেতাকে জেলে পুড়িয়া অপমান করিয়াছিল। ইহাতে তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ স্পেনের সামান্য অংশে দেখা দেওয়ায় দ্রুত দমন করা সম্ভব হয়। উসমান বিন আবু নিসাহ যাহাকে খ্রীস্টানরা মুনুসা অথবা মনুজা বলিয়া ডাকিতেন তিনি ছিলেন স্পেনে তারিকের সহিত চারজন আগমনকারীর অন্যতম। আর্কিটনের ডিউক ইউডেসের কন্যা অপরূপ সুন্দরী লামপেজিয়েকে তিনি বিবাহ করেন। গিরিমালার অপর পার্শ্বে পুইসেরদার নিকটে সেরডাগ্নেতে তিনি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহার ছিল স্বল্পসংখ্যক বার্বার সমর্থক। ৭৩০ খ্রীস্টাব্দে স্পেনের গভর্নর আবদুর রহমান তাঁহার বিদ্রোহকে অতি সহজেই দমন করেন। তিনি গ্যালিসিয়ায় পলাইয়া যান কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে হত্যা করা হয়। তাহার স্ত্রী ও অন্যান্য বন্দীরা আবদুর রহমানের সমর্থকদের হাতে ধরা পড়েন। তিনি তাহাকে দামেস্কে প্রেরণ করেন। খলিফা হিশামের পুত্রের সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

অধিকাংশ বার্বার ছিলেন খারিজী মতাবলম্বী। তাহারা উমাইয়া এবং আলীয়দের বিরুদ্ধাচারণ করিত। স্পেন ও আফ্রিকার ইতিহাসে এক চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলিয়া

www.pathagar.com

তাহারা পরিচিত। ওমর ইবনে আবদুল আজিজের করপ্রথা যে সমস্ত আমলারা পরিবর্তন করিয়াছিল, বার্বাররা তাহাদের ঘৃণা করিত। বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়। বার্বারগণ ছিল স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। তাহাদের বিরোধিতা পরবর্তীকালে ধর্মীয়রূপ পরিগ্রহ করে। খারিজী মতে বিশ্বাসী বার্বারগণ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করিত। নয় বৎসর ব্যাপী (৭৩৪-৪২ খ্রীঃ) এই বিদ্রোহ ইফ্রিকীয়ায় শান্তি বিনষ্ট করে এবং আফ্রিকার পশ্চিমে মরক্কো হইতে কায়রোওয়ান পর্যন্ত এলাকার শান্তি ও প্রগতির পক্ষে হুমকি হইয়া দাঁড়ায়। এখন ইহা স্পেনেও বিস্তার লাভ করে। এইবার তাহারা একজন ধর্মীয় (ইমাম) নেতার অধীনে আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ সারাগোসা ব্যতীত অন্যান্য শহরে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা তাহাদের সেনাবাহিনীকে তিন দলে বিভক্ত করে। প্রথম দল টলেডো অবরোধ করে, দ্বিতীয় দল অগ্রসর হয় কর্ডোভা আক্রমণের উদ্দেশ্যে এবং আল-জেসিরাস ও সিউটাকে অধিকার করিবার জন্য তৃতীয় দল নিয়োজিত হয়। আবদুল মালিক তাহাদের বিরুদ্ধে কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু উহা প্রতিহত করা হয়। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে অসন্তুষ্ট বার্বারগণ স্পেন হইতে আফ্রিকায় আগমন করে।

স্পেনে সিরীয়বাসী ঃ মুসার সহিত আগমনকারী আরবদের প্রথম দলটি বালাকিউন নামে পরিচিত। পরবর্তী আগমনকারীগণ সিরীয় (সামিউন) নামে খ্যাত। সিরীয়বাসীগণ আফ্রিকার মধ্য দিয়া তাহাদের নেতা বালজ ইবনে বিশর আলকুশাইরীর সহিত স্পেনে আগমন করে। খলিফা হিশাম আফ্রিকায় বার্বারদের বিদ্রোহকে দমন করিবার জন্য ৭৪১ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কুলসুম বিন আইয়াদের নেতৃত্বে ২৭,০০০ সিরীয় সৈন্য প্রেরণ করেন।[১৩] গোত্রীয় বিদ্বেষ এবং হেজাজ ও মদীনাবাসীদের প্রতি সিরীয়বাসীদের ঘৃণার কারণে সিরীয়গণ সেবু নদীর তীরে বাকদুরার যুদ্ধে পরাজিত হয়। বালজ ইবনে বিশরের নেতৃত্বে ৭০০০ সৈন্যের একটি দল মূল সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সিউটাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা পাঁচ ছয়বার বার্বারদের আক্রমণকে সাফল্যের সহিত প্রতিহত করে। বার্বারগণ শহরের সরবরাহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। সিরীয়গণ স্পেনে গমনের চেষ্টা করে। ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে সিরীয়বাসীদের হাতে হেজাজের আল-হাররাতে মদীনাবাসীদের শোচনীয় পরাজয় এবং নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনা স্মরণ করিয়া স্পেনের গভর্নর আবদুল মালেক প্রথমে সিরীয়দের স্পেনে প্রবেশের বিরোধীতা করেন। পরবর্তীকালে বার্বারদের মারাত্মক বিদ্রোহে তাঁহার অস্তিত্ব বিপন্ন হইলে আবদুল মালেক এক জাহাজ বোঝাই[১৪] খাদ্য ও বস্ত্র সিরীয়দের সাহায্যে প্রেরণ করেন এবং শর্তাধীনে তাহাদিগকে সিউটা হইতে স্পেনে আসিবার অনুমতি প্রদান করেন। প্রতিদলের দশজন নেতাকে আবদুল মালেকের হস্তে জামিন হিসাবে অর্পণ করিয়া এবং বার্বার বিদ্রোহকে দমন করবার পর বার্বার আধিপত্য হইতে মুক্ত আফ্রিকার নিরাপদ

www.pathagar.com

অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করিবার শর্তে তাহারা স্পেনে প্রবেশ করে। তাহাদের আগমনে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। কতিপয় স্পেনীয় আরবের সাহায্যে সিদনীয়া, কর্ডোভা ও টলেডোর বার্বারদিগকে পরাজিত এবং তাহাদের ধন সম্পদের বিপুল ক্ষতিসাধন করে।

মদীনাবাসী ও সিরীয়বাসীদের যুদ্ধ ঃ স্পেন ত্যাগের প্রশ্নে কাইসাই সম্প্রদায়ভুক্ত সিরীয়দের সম্মুখে সমস্যা দেখা দেয়। কালবী সম্প্রদায়ভুক্ত গভর্নর আবদুল মালিক তাহাদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা না করিয়াই তাহাদিগকে সিউটাতে নির্বাসন দিতে ইচ্ছা করেন। সিউটাতে ইতিপূর্বেই বার্বারদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কাইসী ও কালবী সম্প্রদায় আধুনিক রাজনৈতিক দলের ন্যায় কার্য পরিচালনা করিত। সিরীয়রা সীমাহীন অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করিত এবং তাহারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। আবদুল মালিকের আদেশ অমান্য করিয়া তাহারা কর্ডোভা অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং আবদুল মালিককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহারা বালজ ইবনে বিশরকে ৭৪১ খ্রীস্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর স্পেনের গভর্নর বলিয়া ঘোষণা করে। সিরীয় জামিনদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং আবদুল মালিককে কর্ডোভার আবি আইউব প্রসাদের বাহিরে আনিয়া হত্যা করা হয়। মদীনাবাসী ও সিরীয়বাসীদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। মদীনাবাসীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন আবদুল মালিকের পুত্র উমাইয়া ও কুতন এবং তাহাদের সাহায্য করে লাখ্মী সম্প্রদায়ভুক্ত আবদুর রহমান বিন হাবিব আল ফিহ্‌রী। মদীনাবাসীদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০,০০০ ভিন্নমতে ১,০০০০০ লক্ষ।[১৫] অপরদিকে সিরীয়গণ ১২,০০০ হাজারের অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হয়। নারবোনে নিযুক্ত কমান্ডার্স নারবোন ত্যাগ করিয়া আবদুল মালিক ও তাঁর পুত্রদের পক্ষে গভর্নর আবদুর রহমান আলকাসাহর নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগমন করে। ৭৪২ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে কর্ডোভার নিকট ডালবাহতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মদীনাবাসী পরাজয় বরণ করে এবং ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মদীনাবাসীদের পক্ষে ১০,০০০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। অপরপক্ষে সিরীয় সৈন্য নিহত হয় ১,০০০ হাজার এবং তাহারা কর্ডোভা পুনর্দখল করে।[১৬] গুরুতর আহত বালজের মৃত্যুর কিছুদিন পর থালাবাহ বিন ছালমাহ আল-আমিলী (অজিলি) নামক জনৈক সিরীয়কে স্পেনের গভর্নর বলিয়া ঘোষণা করা হয়। মুজারীদের প্রতি থালাবা বিন ছালমার পক্ষপাতিত্বের দরুন ইয়ারুন বাজেরু বিদ্রোহী হইয়া ওঠে এবং তাহারা বার্বার ও নওমুসলিমদের সহিত যোগদান করে। থালাবা বিন ছালামাহ ঈদের দিন মদীনাবাসী ও বার্বারদের মেরিদাতে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। নেতাদের সহ নারী ও শিশুদের প্রায় ১০,০০০ হাজার জনকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করা হয়। ৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের এক শুক্রবারে তাহাদিগকে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করা হয়। শত্রু নিশ্চিহ্ন হইলেও তাহার শাসন

www.pathagar.com

মেরিদা এবং কর্ডোভার বাহিরে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকে এবং প্রশাসন যন্ত্র প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে।

আবুল খাত্তার ঃ আন্দালুসীয়ার জনগণ অত্যাচার ও গৃহযুদ্ধের দরুন হাঁফাইয়া ওঠে। তাহাদের অনুরোধে আবুল খাত্তার নামে পরিচিত কালবী গোত্রের হুসাম বিন দিরার (৭৪৩-৪৫ খ্রীঃ) স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত হন। আফ্রিকার ভাইসরয় হানজালাহ বিন সাফওয়ান কালবী রজব ১২৫ হিঃ/ ৭৪৩ খ্রীঃ কুতন ও উমাইয়াসহ ১০,০০০ হাজার আরব যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেন। তিনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সিরীয়দের রাজধানী হইতে বিতাড়িত করেন। থালাবাহসহ এক ডজন দাঙ্গাবাজ গোত্রীয় নেতাকে আফ্রিকায় নির্বাসিত করা হয়। সিরীয়দের মধ্যে জায়গীর হিসাবে সরকারী জমি প্রদত্ত হয়। কিন্তু জমিতে তাহাদের কোন স্বত্ব দেওয়া হয় না।[১৭] বিরোধী দলগুলিকে দেশের বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া আবুল খাত্তার দেশের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও ইহা ছিল খুবই সাময়িক ব্যাপার। ইয়ামানী শিয়াদের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব সুন্নী মুজারীদিগকে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন করিয়া তোলে, ফলে এক নতুন বিদ্রোহ দেখা দেয়। এমন প্রচণ্ড বিদ্রোহ ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটিতে দেখা যায় নাই। তিনি সুমাইল বিন হাতিম, আবুল আতাকাসী, আবদুল মালিকের পুত্র উমাইয়াহ ও কুতন এবং ছালাবাহ বিন ছালামাহ হাদাবী প্রমুখের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন।

ইয়ামানী শিয়া এবং সিরীয় সুন্নীদের মধ্যে যুদ্ধ ঃ স্পেনের গভর্নরদের ন্যায় উমাইয়া খলিফারা স্বৈরাচারী ছিলেন না। তাহারা শাসন কার্যে স্থানীয় আরবদের মতামতের গুরুত্ব প্রদান করিতেন। পরিণামে যখন খলিফারা দুর্বল হইয়া পড়ে প্রভাবশালী আরব নেতারা শাসন পরিচালনায় তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে। ইহার ফলে পুরাতন গোত্রীয় বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। সুমাইল বিন হাতিমের পিতামহ সীমার ইমাম হুসাইনকে হত্যা করিয়াছিল। সুমাইল বিন হাতিম ছিল কাইসী গোত্রের প্রধান। আবুল খাত্তারের বিরুদ্ধে সে ব্যক্তিগত ঘৃণা পোষণ করিত। সুমাইল জুজামী এবং লাক্ষ্মী নামে দুই ইয়ামানী উপজাতীয় দলকে গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উত্তেজিত করে। তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী জুজামী নেতা ও ছালাবাহ বিন ছালামাহর নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনীকে গোয়াদালেট নদীর তীরে পরাজিত করিয়া গভর্নর আবুল খাত্তারকে বন্দী করে। কালবী নেতা আবদুর রহমান ইবনে নুয়াইম তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন। আবুল খাত্তার পুনরায় তাঁহার লোকদের একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। মুজারীগণ ছালাবাহ বিন ছালামাহকে স্পেনের গভর্নর নির্বাচিত করেন। সুমাইলের হাতের পুতুল হিসাবে তিনি শুধু ছয়মাস গভর্নর হিসাবে স্পেনের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাহার মৃত্যুর পর (শাবান ১২৯ হিঃ/ ৭৪৭ খ্রীঃ) সুমাইল গভর্নর না হইয়া এইপদ নারবোন ও বার্সিলোনার সেনাপতি ইউসুফ বিন

www.pathagar.com

আবদুর রহমান আল ফিহরীকে প্রদান করেন ৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে। আল কায়রোওয়ানের প্রতিষ্ঠাতা উকবা ইবনে নাফির বংশধর ছিলেন ইউসুফ। গোত্রীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহযুদ্ধ চলার সময়ে এবং পরবর্তীকালে সুমাইল তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করেন। এবং শান্তিপ্রিয় ইউসুফ দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে গভর্নরের পদ গ্রহণ করতে রাজী হন। ইউসুফের গভর্নর হিসাবে নিযুক্তি তাহার পিতা আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল আবদুর রহমান বিন হাবিব সমর্থন করেন।

সেকুন্দার যুদ্ধ ঃ ছালাবাহ বিন ছালামাহর পুত্র নিগ্রো আমর সুমাইল অসন্তুষ্ট হইয়া আবুল খাত্তার এবং ইয়াহিয়া বিন হুরাইছ আল জুজামীর সহিত যোগদান করেন। যেহেতু শেষোক্ত গোত্রীয় আবুল খাত্তারের গোত্র হইতে সংখ্যায় বেশী ছিলেন সেইহেতু ইবনে হুরাইছ সম্মিলিত সেনাবাহিনীর নেতা নির্বাচিত হন। গোয়াদালকুইভিরের বাম তীরে দুই পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুজারী এবং ইয়ামানী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে প্রতি এক বছর পর পালাক্রমে এক একজন গোত্রীয় নেতা দেশ শাসন করিবে।[১৮] ৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বৎসরে ইউসুফ দেশ শাসনের জন্য নির্বাচিত হন। এক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর সুমাইল ইয়ামানী এবং ইউসুফের নিজের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইয়ামানী প্রতিনিধিকে ইউসুফের স্থলাভিষিক্ত করিতে ব্যর্থ হন। পুনরায় দুই পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক সপ্তাহ স্থায়ী এই যুদ্ধ কর্ডোভার বিপরীত দিকে শাকুন্দাহর (সেকুন্দা) নিকট গোয়াদালকুইভিরে সংঘটিত হয়। সুমাইলের অনুরোধে ইউসুফ কর্ডোভার সাধারণ দোকানদারকে পর্যন্ত এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আহবান জানান। ইউসুফ এবং সুমাইল বিজয় লাভ করেন এবং শক্ররা চিরতরে নির্মূল ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। আবুল খাত্তার এবং ইবনে হুরাইস ধৃত ও নিহত হন। ইয়ামানীদের বিদ্রোহ দমন করা হয়। ৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয় ফলে প্রথম আলফন্সোর রাজ্যবিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়। মুসলমানরা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তিনি লিও, ক্যাস্টাইল এবং অন্যান্য জায়গা দখল করেন।

কোরাইশ ও সিরীয়দের যুদ্ধ ঃ সুমাইলের আধিপত্য হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে ইউসুফ তাহাকে সারাগোসার গভর্নর নিযুক্ত করেন। সারাগোসার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিল রসুলের সাহাবী মুসয়ার বিন উমাইয়েরের বংশধর। কর্ডোভার আমীর আবদারী এবং সারাগোসার ইয়ামানী নেতা হুবাব জাহরী, কুরাইশ নেতা সুমাইল, ইউসুফের বিরুদ্ধে আব্বাসীদের পক্ষ অবলম্বন করেন। বার্বার এবং ইয়ামানী সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করিয়া তাহারা সুমাইলের প্রেরিত সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এবং ৭৫৩/৪ খ্রীঃ সারাগোসা অবরোধ করে। সুমাইলকে সাহায্য করিতে ইউসুফ ব্যর্থ হন। জনৈক কালবী সর্দার উবাইয়েদ (আবদুল্লাহ বিন আলী)[১৯] তিনশত ষাটজন অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং বানুকাব নেতা ইবনে শিহাব (সুলায়মান)[২০]

www.pathagar.com

সমভিব্যাহারে সুলায়মানের সাহায্যে অগ্রসর হন। যাত্রা পথে চারশত মুজার তাহাদের সহিত যোগদান করে। নতুন সৈন্যের আগমনে আমীর এবং হুবাব অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের[২১] প্রথম দিকে পলায়ন করেন।

নব মুসলিমগণ ঃ চতুর্থ এবং শেষদল যাহারা গৃহযুদ্ধের সহিত জড়িত ছিল তাহারা হইল নব মুসলীমগণ (মুয়াল্লাকুল) তাহারা ছিল স্পেনে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহারা অধিকাংশই ছিল দেশের অভ্যন্তরের কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কারিকর ও শ্রমজীবী। বিজয়ীরা সাধারণত স্পেনীয়দের ধর্মান্তরে উৎসাহিত করিতেন না। কারণ ইহাতে কোষাগার ক্ষতিগ্রস্ত হইত। নব মুসলমানগণ আরব ও বার্বারদের ঘৃণা করিত। প্রথম দলকে তাহাদের অহঙ্কারের জন্য, আর শেষোক্ত দলকে তাহাদের অসভ্য ও কঠোর কর্কশ ব্যবহারের জন্য। দেশের প্রধান শহরের ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ ছিলেন ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত একজন অনারব ছিল অপর একজন আরবের আশ্রিত। বৃত্তিভোগের ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্রে একজন আশ্রিত ব্যক্তি একজন আরবের তুলনায় কম বৃত্তি পাইত। এই ব্যবস্থা মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করিয়া স্পেনীয় মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। গোঁড়া খ্রীস্টানগণ স্পেনীয় মুসলমানদের ঘৃণা করিত এবং স্বধর্মত্যাগী বলিয়া সম্বোধন করিত। খ্রীস্টান এবং দেশীয় মুসলমানদের সহিত বিবাহ প্রচলিত ছিল। নব মুসলমানের কোন শিশু জন্মগ্রহণ করিলে সে মুয়াল্লাদ বলিয়া পরিচিত হইত। পার্সীয়ানদের ন্যায় নব মুসলমানগণকেও আরব এবং বার্বারগণ ঘৃণা করিত এবং তাহাদিগকে দাসপুত্র বলিয়া ডাকিত। তাহাদিগকে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরী প্রদান করা হইত না ফলে তাহারা আরব শাসনের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে ও পরবর্তীকালে আরব শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ওঠে এবং অধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করে। আরব প্রাধান্যকে খর্ব করিবার জন্য তাহারা বিভিন্ন দলে যোগদান করিতে শুরু করে। ইহার ফলে স্পেনে মতবিরোধের আর একটি সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন দলকে একত্র করা এবং দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা সত্যই দুরূহ ব্যাপার ছিল। দামেস্কের উমাইয়া খলিফা শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (৭৩২-৭৫৫ খ্রীঃ) চলাকালীন প্রায় পঞ্চাশ জন গভর্নর একের পর এক স্পেনের শাসন কার্যে নিযুক্ত হন। এই দ্রুত আগমন ও নির্গমনে তাহারা অতি সামান্য সময়ই দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থার উন্নতি বিধানে ব্যয় করিতে সমর্থ হন। গৃহবিবাদ এবং আস্তুরিয়ার প্রথম আল ফন্সোর চাপে উত্তর-পশ্চিম উপদ্বীপের প্রায় এক চতুর্থাংশ স্থান মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়।

ফ্রান্স হইতে মুসলমান উৎখাত ঃ ইউসুফ যখন অভ্যন্তরীণ শত্রু দমনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় চার্লস মার্টেলের উত্তরাধিকারী এবং পুত্র পেপিন (Papin the short) ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করে। ফরাসীগণ

www.pathagar.com

মুসলিম নগরী আগদে, বেজিয়ার্স, লডেভ এবং অন্যান্য শহর ধ্বংস করে এবং মুসলিম আবাল বৃদ্ধ বণিতা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুসলমানকে হত্যা করে। তাহারা হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদে অগ্নি সংযোগ করে। কয়েক বৎসর গোলযোগপূর্ণ সময়ে উত্তর স্পেনের পর্বতসঙ্কুল এলাকা হইতে মুসলমানদিগকে প্রত্যাহার করা হয়। এই দুর্গম এলাকায় খ্রীস্টানগণ নিজেদের দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করিয়াছিল এবং সেখান হইতে মুসলিম স্পেনে পরবর্তীকালে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। মুসলমানরা যখন গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত সেই সময় পিলাইও আস্তুরিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং চার্লস মার্টেল ও তাহার উত্তরাধিকারগণ ফ্রান্সের মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে।

ফ্রান্স হইতে মুসলমানদের উৎখাতের কারণসমূহ ঃ

১। আবদুর রহমান আল-গাফিকীর পর অন্য কোন যোগ্য গভর্নর তাহার স্থলাভিষিক্ত না হওয়ার দরুন আরব এবং বার্বারদের মধ্যে গোত্রীয় বিদ্বেষ দেখা দেয়, ফলে উভয় সম্প্রদায়ই হিংস্র হইয়া ওঠে।

২। উমাইয়া খিলাফতের সময় কেন্দ্রীয় প্রশাসন-যন্ত্রের দুর্বলতা, আফ্রিকার ভাইসরয় কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গভর্নর পরিবর্তন এবং গভর্নররা খলিফা কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচিত না হওয়ায় খলিফার প্রতি গভর্নরগণ সামান্যই শ্রদ্ধশীল ছিল।

৩। আরব, বার্বার, সিরীয়, এবং নব মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য ও শৃঙ্খলাবোধ হীনতা, অসন্তোষ ও বিদ্বেষ গৃহযুদ্ধের জন্ম দেয়। অধিকাংশ সময় এই বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় তাঁহারা রাজ্য বিস্তার ও দেশের প্রশাসন কাজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

৪। দক্ষিণ ফ্রান্সে নিয়োজিত জেনারেলদের কর্তব্যে অবহেলা, যেমন—স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণের পরিবর্তে নারবোনের কমান্ডার স্থান পরিত্যাগ করেন।

৫। দুর্গম পার্বত্য এলাকা, যেমন—স্পেন হইতে ফ্রান্সকে পৃথককারী গিরিমালাসমূহ। ইহা দুই দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক সীমা হিসাবে কাজ করে। সামান্য কয়টি গিরিপথ ব্যতীত এইগুলি বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বরফাবৃত থাকিত। মেসেতার উচ্চ মালভূমি সহজে সৈন্য পরিচালনা এবং সড়ক পথে যোগাযোগের জন্য ছিল বিরাট বাধা। সর্বোপরি মধ্যফ্রান্সের আবহাওয়া, ভূমধ্যসাগরীয় আবহাওয়ায় অভ্যস্ত বার্বার এবং সিরীয়দের জন্য ছিল সম্পূর্ণ অসহ্য।

৬। গৃহযুদ্ধ নৌবাহিনীর উন্নয়ন সাধন এবং ফ্রান্সের নতুন ভূমি দখলে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে নারবোনের মুসলিম সেনাঘাটি প্রাচ্যের অনুরূপ বসরা, কুফা এবং ফুসতাতের ন্যায় শক্তিশালী হইতে পারে নাই।

৭। কর্ডোভা এবং কায়রোওয়ানই একমাত্র জায়গা যেখান হইতে যুদ্ধের সময়ে ফ্রান্সে অবস্থিত সৈন্যগণ অতিরিক্ত সৈন্য ও রসদ পাইতে পারিত—কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উহা ছিল বহুদূরে অবস্থিত। ফলে অতিরিক্ত সৈন্য ও রসদ সরবরাহে নিরাশ হইয়া

www.pathagar.com

ফ্রান্সের যুদ্ধে মুসলিম সেনাগণ পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। শত্রু সৈন্যদের প্রদত্ত সুযোগে মুসলিম সেনাবাহিনী পশ্চাদপসারণের সুযোগ লাভ করে। অন্যথায় অগণিত সৈন্য নৃশংসভাবে নিহত হইত। এই সমস্ত অসুবিধা, নিজেদের আত্মকলহ ও বিদ্বেষ এবং শৃঙ্খলা বোধহীনতার কারণে মুসলমানরা বহুবার ফ্রান্সে তাহাদের অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহারা একমাত্র নারবোনকে[২২] অধিকারে রাখিতে পারিত কিন্তু তাহাও প্রথম আবদুর রহমানের সময়ে ফরাসীগণ দখল করিয়া নেয়।

দামেস্ক খিলাফতের অধীনস্থ আমীর শাসন আমলের পর্যালোচনা ঃ

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে স্পেনের আমীরদের ক্ষমতা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে অধীনস্থ আমীর শাসন আমলের চারিটি প্রধান বিষয়ে পর্যালোচনা করা হইল ঃ

(১) স্বজাতীয়তা বোধ (আস্‌াবিয়াহ) (২) গণ-প্রশাসন (৩) সামরিক ব্যবস্থা বিভাগ এবং (৪) স্পেনীয় সমাজ ব্যবস্থা।

স্বজাতীয়তা বোধ (আস্‌াবিয়াহ) ঃ বার্বার গোত্রগুলি অপেক্ষা আরব গোত্রগুলির মধ্যে এই অনুভূতি অধিক প্রবল ছিল। বার্বাররা আরবদের অপেক্ষা অনেকাংশে ঐক্যবদ্ধ ছিল। আরবগণের বিরোধীতা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল। আরবরা ইসলামের পূর্বে কখনও রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। অন্যদিকে ইসলামের পূর্বেই বার্বাররা গ্রীক এবং রোমানদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি উমাইয়াগণ তাহাদের জাতীয়তা বোধ বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসন করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারবালা এবং হাররার হৃদয় বিদারক ঘটনার স্মৃতি আরবদের মধ্যে পুনরায় গোত্রীয় চেতনা জাগাইয়া দেয়। স্পেনে আগমনের পর আরবগণ কাইজী, কালবী, ইয়ামানী, মুজারী, ওসাদী নাবাসী অথবা হিজাজী এবং সিরীয় প্রভৃতি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। গোত্রীয় অনুভূতিই গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণের পিছনে কাজ করে। ফলে আমীরগণ খুব কম সময়ই দেশের উন্নয়নমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ লাভ করে। পরিণামে আন্তগোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয় এবং অসংখ্য লোক নিহত হয়। আসকীর ইউসুফ বিন আবদুর রহমান তাঁহার দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করিবার জন্য সামান্য পঞ্চাশ জন সৈন্য সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হন। দেশের উত্তর অঞ্চলে বসবাসকারী খ্রীস্টানগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে এবং আস্তুরীয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার বংশধর প্রথম আল্‌ফন্সো স্পেনের এক চতুর্থাংশ দখল করে। ইহার ফলে স্পেন মুসলিম ও খ্রীস্টান এই দুই এলাকায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া একে অপরের অংশ দখল করিবার চেষ্টায় রত থাকে। শেষ পর্যন্ত উত্তরের খ্রীস্টান দক্ষিণ অঞ্চলের মুসলিম এলাকা জবর দখল করে।

www.pathagar.com

গণ-প্রশাসন ঃ উমাইয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের মত স্পেনের আমীরও ছিলেন সরকারের সামরিক ও বেসামরিক প্রধান। কর আদায় ও শান্তি রক্ষার জন্য দেশকে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করা হয়। এবং প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পিত ছিল গভর্নরদের উপর। প্রয়োজনের সময় তাহাদিগকে (কেন্দ্র) কর্ডোভা হইতে সৈন্য সরবরাহ করা হইত। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য হইতে কর আদায়কারী নিযুক্ত হইত। তাহারা কমিশনার বলিয়া পরিচিত ছিল। পুলিশ শহরের শান্তি রক্ষা করিত এবং পৌর প্রশাসনের প্রতিও লক্ষ্য রাখিত। বড় শহরে অবস্থিত বিচারালয় ফৌজদারী ও সাধারণ মামলার রায় প্রদান করিত। বড় বড় শহরে খ্রীস্টানদের জন্য নিজস্ব বিচারালয় ছিল। যেখানে তাহাদের নিজস্ব বিচারালয় থাকিত না সেখানে মুসলমান বিচারপতিগণ খ্রীস্টান পাদ্রীদের সহযোগিতায় তাহাদের মামলার ফয়সালা করিতেন। আমীরগণ নিজেরাই বিচার কার্য পরিচালনা করিতেন কিন্তু আপিল আদালত অবস্থিত ছিল কায়রোওয়ানে।

আন্দালুসের কর ব্যবস্থাপনা দামেস্কের কর ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। নিম্ন বর্ণিত উৎস হইতে কর সংগ্রহ হইত ঃ

জমির খাজনা (খারাজ), জিজিয়া, বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির ফাই, জাকাত, উশর (জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ) উশুর ব্যবসায় সম্পদের দশমাংশ, বন্দর শুল্ক, চার্চে রক্ষিত সম্পদের উপর নির্ধারিত কর। সার্ফদের ভূমিতে মালিকানা স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাদের ভূমি চাষাবাদের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। জমির প্রকারভেদে এক ষষ্ঠাংশ হইতে অর্ধেক পর্যন্ত সরকারি কর বাবদ রাষ্ট্র এবং জায়গীরদারকে দিতে হইত। সামাহ বিন মালিক আল খাওলানীর সহিত যেসব আরব এবং বালজ ইবনে বিশরের সহিত যে সমস্ত সিরীয় স্পেনে আগমন করিয়াছিল তাহাদিগকে দেশের উত্তরাংশে বসতি স্থাপনের জন্য জমি প্রদান করা হইয়াছিল। বাগানে উৎপন্ন দ্রব্যকে কর হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল। ধর্মান্তরিত নব মুসলিমদিগকে জিজিয়া প্রদান হইতে অব্যাহতি দান করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে জমির খাজনা দিতে হইত। তাহাদিগকে উশর এলাকাভুক্ত জমির উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ কর দিতে হইত। নারী, শিশু, যাজক এবং অক্ষম ব্যক্তিকে জিজিয়া হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। ইহুদীরা কর প্রদান করিত। স্পেন বিজয়ের সময় সামরিক সাহায্য ও উপনিবেশ স্থাপনে সহযোগিতার স্বীকৃতি স্বরূপ খুব সম্ভব তাহাদিগকে জিজিয়া থেকে অব্যাহতি দান করা হইয়াছিল। কর রূপে প্রাপ্তসম্পদ কর্ডোভায় বায়তুলমালে জমা হইত। আমীরের কর আদায় করার ক্ষমতা ছিল এবং তাঁহারা আদায়কৃত কর সেনা সংগঠন ও রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যয় করিতেন। আমীরের অনুমোদন ব্যতীত কোন নতুন খাতে বড় অঙ্কের টাকা ডেপুটি গভর্নরগণ ব্যয় করিতে পারিতেন না। মুসা বিন নুসাইর মোটা টাকা স্পেন হইতে দামেস্কে আনেন। কিন্তু তাঁহার পরে আর কেহই কায়রোওয়ানে নিয়মিত কর প্রেরণ করেন নাই। খালিফা ওমর ইবনে

www.pathagar.com

আবদুল আজিজের আদেশ পাইয়া আমীর সামহ্ বিন মালিক আল-খাওলানী ইসলামী আদর্শ মোতাবেক কর প্রথা পুনর্বিন্যাস সাধন করেন এবং আদায়কৃত করের কিছু অংশ দামেস্কে প্রেরণ করার জন্য তিনি পৃথক করিয়া রাখিতেন। খলিফার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর উহা উন্নয়নমূলক কর্মে ব্যয় করেন। বার্বার বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য আফ্রিকার গভর্নর জেনারেল উকবা বিন হাজ্জাজ সামুলীকে প্রচুর কর লইয়া আফ্রিকায় আগমনের আহ্বান জানান। দামেস্কে এবং কায়রোওয়ানে উদ্বৃত্ত কর পাঠাইবার নিয়মিত কোন ব্যবস্থা ছিল না। কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের বৎসর ভূমির খাজনা আদায় করা হইত না এবং কৃষকদিগকে নগদ ও তাকাভী ঋণ প্রদান করা হইত। নগর ও বন্দরে ব্যবসায়ীদের থাকার জন্য ও বাণিজ্য সামগ্রী বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অসংখ্য সরাইখানা নির্মিত হইয়াছিল। গথিক শাসন আমলে যে সমস্ত শিল্প কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ইহুদীগণ পুনরায় সেগুলি চালু করে।

উদ্বৃত্ত শিল্পসম্ভার ও কৃষিদ্রব্য রফতানী করা হইত। তৎকালীন স্পেনের বিখ্যাত বন্দর ছিল আলজাসিরা। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সাধারণত আফ্রিকার বন্দর তাঞ্জিয়ারের মাধ্যমে সম্পন্ন হইত।

সেনাবাহিনী সংগঠন ঃ আমীরী শাসন আমলে সাধারণত স্পেনে সেনাবাহিনীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইত। সেনাবাহিনী গঠিত হইত গোত্রীয় ভিত্তিতে। অশ্বারোহী ও পদাতিক এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল সেনাবাহিনী। আরব, বার্বার এবং পরবর্তীকালে নও-মুসলিমদের সমন্বয়ে এই সেনাবাহিনী গঠিত হইয়াছিল। সেনাবিভাগে তিন জন সেনাপ্রধান থাকিত। পদাতিক বাহিনী প্রধান (সাহিবুর রেজাল), অশ্বারোহী সেনাপ্রধান (সাহিবুল খারেল) ও পতাকাবাহী (আলম বরদার) সেনাপ্রধান। ইহাদের মধ্যে একজন প্রধান সেনাপতি (সিপাহসালার) ছিলেন, যিনি গোত্রীয় প্রধান অথবা জায়গীরদার অথবা তাহার মনোনীত ব্যক্তি হইতেন। সম্মিলিত বাহিনীপ্রধান নির্বাচিত হইতেন আমীর স্বয়ং অথবা তাহার মনোনীত ব্যক্তি। সেনাবাহিনীর ছাওনী ও ক্যাম্পে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি সর্বদা আরব ও বার্বারদের বংশ গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। জেহাদের আদর্শের প্রতি উপেক্ষা এবং গানিমতের প্রতি অত্যধিক লোভ যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের জন্য সময় সময় ক্ষতিকর প্রমাণিত হইয়াছে এবং বিপর্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে। বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের যুদ্ধের সময় ইহাতে খুবই ক্ষতি সাধিত হয়। কর্ডোভাতে নিয়মিত বেতনভোগী সার্বক্ষণিক সেনাবাহিনী ছিল খুব সামান্য। অনিয়মিত সেনা সেই সময় শুধু গানিমত ও রেশন পাইত। যুদ্ধে সৈন্যদের মৃত্যু হইলে তাহাদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন মৃতসেনা যে উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই উপজাতির প্রধান। সীমান্ত প্রদেশের গভর্নরদের সেনাবাহিনী পরিচালনার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইত। দূরবর্তী

www.pathagar.com

ফাঁড়ি ও দুর্গে নিয়মিত সেনাদের শৃঙ্খলাবোধ ও যথাযোগ্য সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইত।

সমাজ জীবন ঃ মুসলিম-স্পেনের প্রজাকুল ছিলেন অমুসলিম, নব-মুসলিম ও মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত। ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হওয়ায় মুসলমানরা বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত। আরব ও বার্বার বিজয়ীরা স্পেনকে তাহাদের নিজস্ব দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলে। তাহারা সেখানে বসতি স্থাপন করে, নিজস্ব গ্রাম ও শহরে হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা করে, একই গোত্রীয় লোকদের দ্বারা এক একটি গ্রাম অথবা মহল্লা গড়িয়া ওঠে। তাহারা তাহাদের আরব ও সিরিয়ায় অবস্থিত পুরাতন বসতির সহিত মিল রাখিয়া নব প্রতিষ্ঠিত এলাকার নামকরণ করিত। প্রতিটি মসজিদের পার্শ্বে মাদ্রাসা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই সরকারি জমি প্রদান করা হইত। সামাহ বিন মালিক আল খাওলানী তাহার দরবারে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের (পণ্ডিতকে) আহবান জানান। ধর্মীয় শিক্ষা চালু ছিল। তথাপি মুসলিম সমাজ বার্বার ও আরবদের সাংস্কৃতিক ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। আরব ও বার্বারদের গোত্রীয় প্রীতি এত তীব্র ছিল যে ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া ওঠা সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা কল্পনাই করা যাইত না। তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য এমন প্রবল ছিল যে, আরব ও বার্বারদের জন্য পৃথক মসজিদ ও মাদ্রাসা ছিল।

আরব ও বার্বারদের মধ্যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও তাহারা স্পেনের নব-মুসলমান ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সহিত ব্যবহারে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিত। স্পেন বিজয়ে মুসলমানদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার প্রতিদান স্বরূপ ইহুদীগণ বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিত। তাহাদিগকে বিভিন্ন নগরে পুনর্বাসন করা হয় এবং অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়। খ্রীস্টানদের মধ্য হইতে যাহারা মুসলিম অভিযানে বাধার সৃষ্টি করে, তাহারা যুদ্ধের সময় ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যাহারা যুদ্ধ চলার সময়ে আত্মসমর্পণ করিত, বিজয়ী মুসলমান ও তাহাদের মধ্যে সুবিধাজনক শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হইত। চুক্তিরশর্ত পরবর্তীকালে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতীত খ্রীস্টানদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়। তাহারা ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সম্মানের সহিত জীবন যাপন করিত। সাধারণ মুসলমান তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবন যাপন করিত এবং তাহাদের কন্যাদের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইত। যদিও মুসলমান কন্যাদের সহিত খ্রীস্টানদের বিবাহ হইত না। গীর্জাসমূহ পরিচালনার জন্য আইন কানুন রচনা করা হইয়াছিল। স্পেনে চার্চ পরিচালনা পরিষদের প্রধান ছিলেন টলেডোর প্রধান গীর্জার পোপ। গীর্জা পরিচালনা পরিষদকে সভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হইত। যদিও ধর্ম প্রচারের সুযোগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। মুসলমানদের সহিষ্ণুতার

www.pathagar.com

দরুন গৃহযুদ্ধের সময়ও খ্রীস্টানগণ নিরাপদে ছিল। কিন্তু খ্রীস্টানরা মুসলমানদের এই সহিষ্ণুতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সংঘবদ্ধ হয় এবং দেশের উত্তরাংশে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকে উত্তর-পূর্বে মুসলিম বিজিত এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করে।

ইসলামী রাষ্ট্রে নব মুসলিমগণ যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবার আশা করিয়াছিল উহা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। সামাজিক ন্যায় বিচার হইতে আরব ও বার্বারগণ তাহাদিগকে বঞ্চিত করে। ইসলামের প্রতি নব মুসলমানদের আনুগত্যকে সন্দেহের চোখে দেখা হইত। গথশাসন আমলে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ স্পেনীয়দের দাস ও দাসপুত্র বলিয়া ঘৃণা করা হইত। পরবর্তীকালে অন্যান্য নব মুসলমানদিগকেও এই নামে অভিহিত করা হয়। আরব ও বার্বারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাধ্যমে তাহাদের এই অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নব মুসলিমগণ বিজয়ী মুসলমানগণের জাতীয়তা বোধ (আসাবিয়াহ) এবং ইসলামী আদর্শের ও শিক্ষার অভাবে গভর্নর শাসন আমলে ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক জীবনে উহা ব্যবহারের খুব কম সময় ও সুযোগ পায়। সরকার কর্তৃক অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হওয়ার প্রমাণও পাওয়া যায়। সেভিল ও অন্যান্য শহরে সরকারী সাহায্যে তাহাদের জন্য মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মিত হয়। ব্যবসা, কৃষি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। তাহারা ক্ষেত খামারে কৃষক ও শিল্পকারখানায় শ্রমিকের ন্যায় কাজ করিত। কিন্তু তাহাদিগকে পদস্থ সরকারী পদে নিয়োগ করা হইত না। স্বৈরতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারের সেই যুগে ইহা কেহ আশাও করিতে পারেনা। বিশেষ করিয়া স্পেনের শাসন ব্যবস্থায় যখন সামরিক ও গোত্রীয় শক্তির প্রভাব ছিল প্রবল। এমন কি এই সময় স্পেন বিজয়ে আরবদের সহিত অংশ গ্রহণকারী বার্বারগণ পর্যন্ত আরবদের সমান অধিকার ভোগ করিতে পারিত না। তাহাদের সমধর্মাবলম্বী গথ শাসনামল অপেক্ষা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর নিঃসন্দেহে তাহাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। একের পর এক দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি, বিভিন্ন বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায় এবং উপর্যুপরি খ্রীস্টান আক্রমণ পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষী জনগণের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করে। বার্বার ও নবমুসলিমগণ আরব শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পুরাতন প্রভুর স্থলে নতুন প্রভুকে স্বাগতম জানায়। স্পেনের উমাইয়া মাওয়ালী ও স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ক্রীতদাসগণ ছিল আবদুর রহমানের সমর্থক। সর্বোপরি আবদুর রহমান নিজে ছিলেন একজন সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি জানিতেন কিরূপে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হয়। ইউসুফ স্পেনের শাসনকর্তা হইলেও প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করিতেন সুমাইল। ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের শেষ পর্যায়ে দেশের উত্তরাঞ্চলের সহিত সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং এই সম্পর্ক এমন স্তরে পৌঁছে যে আফ্রিকা হইতে আবদুর রহমানকে আহবানের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকা সত্ত্বেও ইউসুফের নিকট উহা গোপন রাখেন। যাহার ফলে ইউসুফের পতন ঘটে।

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশ

১। আল মাক্কারী, *নাফহুল-তিব*, ভল্যুম ১, পৃঃ ১৩২।
২। *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৬-৩৭।
৩। ইবনুল আছির, *ভল্যুম ৫*, পৃঃ ১৪।
৪। প্রথমে ইহার এলাকা ছিল ১৫ বর্গ মাইল, আখবার আল-আন্দালুস, (স্কটল্যান্ডের ইতিহাস, উর্দু তর্জমা), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫; স্কট, *হিস্ট্রি অব দ্যা মুরিশ ইম্পায়ার ইন ইউরোপ*, ফিলাডেলফিয়া ১৯০৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০-৫১; আল-মাক্কারী, 'নাফহুল-তিব', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১২।
৫। রিয়াসত আলী, *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস*, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৬।
৬। ইয়াহিয়া বিন আলকামাক কাল্লী সেথমাউন আবী নিসাব খাতমি, 'হুদায়ফা বিন আহওয়াজ কাইসি, হাইথাম বিন জিকাইদ কাতাকী এবং মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আসজিম'।
৭। রিয়াসত আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৬৩।
৮। *দ্যা ইসলামিক রিভিউ*, লন্ডন, জুন ১৯৫৮, পৃঃ ১৭-১৮।
৯। হিট্টি, *হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস*, লন্ডন ১৯৫১, পৃঃ ৫০১ ও টীকা-৩।
১০। পারেজা, ফিলিক্স এম, *ইসলামোলোজিয়া*, তমো-প্রথম, মাদ্রিদ, ১৯৫২-১৯৫৪, পৃঃ ১৬৩ দ্রষ্টব্য।
১১। রিয়াসত আলী, *দ্যা তারিখ-ই আন্দালুস* ১ম খণ্ড পৃঃ ১৮১।
১২। আমীর আলী, *এ শর্ট-হিস্ট্রি অব দ্যা স্যারাসিনস*, পৃঃ ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য।
১৩। ইবন ইজারী, *বেয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯। তিনি ছিলেন বার্সিলোনার নিয়মিত ডেপুটি গভর্নর এবং তিনি ন্যারভোনের যুদ্ধে স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন।
১৪। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ১৪৩; রিয়াসত আলী, *তারিখ-ই-আন্দালুস*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১।
১৫। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ১৪৪।
১৬। ইবন ইজারী, *বেয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩-৩৪, ৪৮-৪৯ দেখুন।
১৭। *ইবনুল আছির*, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৬-৮৭; আখবার মাজমুয়া, পৃঃ ৫৭।
১৮। রিয়াসত আলী, *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১।
১৯। ডজি, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৪১০।
২০। রিয়াসত আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ২১১।
২১। ডজি, *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৮-৬০।
২২। শেরওয়ানী হারুন খান, *মুসলিম কলোনিজ ইন ফ্রান্স, নর্দান ইটালী এ্যান্ড সুইজারল্যান্ড*, লাহোর, ১৯৬৪ পৃঃ ১২৯-১৭৯।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীন উমাইয়া আমীরদের রাজত্ব

(৭৫৬-৯২৯ খ্রীঃ)

প্রথম আবদুর রহমান (৭৫৬-৭৮৮)

খলিফার অধীনে মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল এক শতাব্দীকাল। প্রতিষ্ঠা লগ্নে তিনি ছিলেন প্রকৃত ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। সিন্ধু হইতে স্পেন পর্যন্ত ভূখণ্ডের সমস্ত প্রাদেশিক গভর্নরদিগকে তিনি নিজের ইচ্ছা মাফিক খলিফা নিযুক্ত ও অপসারণ করিতেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি ইহাকে ঐক্যবদ্ধ রাখিবার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আব্বাসীয় খলিফাদের ক্ষমতা সুসংহত করিবার পূর্বেই দামেস্কের উমাইয়া রাজবংশের জনৈক রাজপুত্র স্পেনে খলিফার ক্ষমতা অস্বীকার করেন।

সিরিয়ায় উমাইয়াদের উপর অত্যাচার ঃ জাব নদীর তীরে আব্বাসীয়দের হাতে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের সাথে সাথে উমাইয়া খেলাফতের অবসান ঘটে এবং আব্বাসীয় রাজবংশ ৭৫০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়। আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের সহিত নিষ্ঠুর ও নির্মম ব্যবহার করে। বহু উমাইয়াকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। প্যালেস্টাইন এবং বসরার একজন উমাইয়াও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। এক হাত ও এক পা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আবান বিন মুয়াবিয়া বিন হিশাম সিরিয়ার পল্লী ও শহরে ঘুরিয়া বেড়ায়। হিশামের পৌত্র আবদাহকে হত্যা করা হয়। প্রথম মুয়াবিয়া ও দ্বিতীয় ওমর ব্যতীত উমাইয়া খলিফাদের মৃত দেহগুলিকে কবর হইতে উঠাইয়া অবমাননা করা হয়। তথাপি কিছু সংখ্যক উমাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় এবং তাহারা বাদাবী গোত্রীয়দের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে খলিফা হিশামের পৌত্র এবং মুয়াবিয়ার পুত্র আবদুর রহমান (জন্ম ১১৩ হিঃ/ ৭৩১ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন অন্যতম।

আবদুর রহমানের দেশ ত্যাগ ঃ আবদুর রহমান ইউফ্রেতিসের নিকটবর্তী রাহতে[১] পলায়ন করেন। সেখানে তাহার পরিবারের জীবিত সদস্যরাও তাহার সহিত মিলিত হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার দুই কন্যা, তের বৎসর বয়স্ক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং চার বৎসর বয়স্ক তাহার পুত্র সুলায়মান। আফ্রিকার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ যাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে শুরু করেন। পূর্ব হইতেই আফ্রিকায় কিছু সংখ্যক উমাইয়া রাজপুত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন—জাজি বিন আবদুল আজিজ বিন মারওয়ান, আবদুল মালিক বিন ওমর বিন মারওয়ান, আছি বিন ওয়ালিদ, মুসা বিন ওয়ালিদ এবং হাবিব বিন আবদুল মালিক।

www.pathagar.com

কিন্তু আব্বাসীয় অনুগামীদের অনুসরণের জন্য তাঁহার ভ্রাতাসহ তিনি অরণ্যে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন। স্বীয় আজাদকৃত দাস বদর এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা আত্মগোপনের জায়গা হইতে বাহির হইয়া ইউফ্রেতিস নদীর তীরে পৌঁছেন এবং সেখানে এক বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি আশ্রয়দাতার মাধ্যমে কিছু অশ্ব ও রসদ সংগ্রহের চেষ্টা করেন। আশ্রয়দাতার এক ক্রীতদাসের নিকট সংবাদ পাইয়া আব্বাসী সৈন্যগণ তাঁহাকে এক বাগানের মধ্যে ঘেরাও করে। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া নদীতে ঝাঁপ দেন। তের বৎসর বয়স্ক তাঁহার ভ্রাতা ভাল সাতার জানিত না। সে মধ্য নদী হইতে নদীর তীরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। কূলে অপেক্ষমান শত্রুগণ তাহাকে হত্যা করে।

আবদুর রহমান নদী অতিক্রম করিয়া নিরাপদে ফিলিস্তিন (প্যালেস্টাইন) পৌঁছেন। সেখানে তিনি তাহার পরিবার ও তাহার মুক্তদাস বদর এবং তাহার ভগ্নি উম্মে আসবাগ, মুক্তদাস আবুল সুজা সেলিম-এর সহিত মিলিত হইয়া আফ্রিকায় রওয়ানা হন। আফ্রিকা এবং স্পেন তখনও আব্বাসীদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই। আফ্রিকা এবং স্পেন তখন শাসিত হইত ফিহরী গভর্নর যথাক্রমে আবদুর রহমান বিন হাবিব আল ফিহরী এবং তাহার পুত্র ইউসুফ আল ফিহরী কর্তৃক। আবদুর রহমান তাঁহার মামা মাসলামাহ বিন আবদুল মালিকের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করিয়া উৎসাহিত হইয়া শাসক হইবার আশা পোষণ করেন। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ধূর্ত, সাহসী ও নির্ভীক। প্রথমে তিনি আফ্রিকাতে তাহার ভাগ্য পরীক্ষা শুরু করেন। ইবনে হাবিব সেখানে নিজেকে স্বাধীন শাসক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইবনে হাবিব উমাইয়া উদ্বাস্তুদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং কিছু সংখ্যক উমাইয়া উদ্বাস্তুকে তিনি হত্যা করেন। কারণ তাহার নিকট এক ইহুদী গণক ভবিষ্যত বাণী করিয়াছিল যে, কপালে দুইটি বলিরেখা বিশিষ্ট উমাইয়া পরিবারের জনৈক রাজপুত্র তাহার পুত্রের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া লইবে[২] আবদুর রহমান নিজে তাহার হাতে নিহত হওয়া হইতে অল্পের জন্য বাঁচিয়া যান। তাহিরাতের রুস্তমীদসের এক রাজ পরিবারে মিকনাশাহ বার্বারদের মধ্যে পরবর্তীকালে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবদুর রহমানের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবগত হইয়া মিকনাশাহ বার্বারগণ আফ্রিকায় তাহার উদ্দেশ্য পরিত্যাগের জন্য চাপ দেন।

তিনি সিউটাতে নাফজাহ (নাফজাদাহ) গোত্রীয় বার্বার তাঁহার মামার নিকট গমন করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর কালব্যাপী তিনি মুক্ত দাসের সহিত ঘুড়িয়া বেড়াইয়া এখন তিনি স্পেন এবং আফ্রিকার সিংহাসন লাভের আশায় শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টায় ব্রতী হন। সিউটাতে তিনি বার্বারদের সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু আফ্রিকায় তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার কোন আশা ছিল না। অতঃপর তিনি স্পেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য চেষ্টা করেন। তাহার ভগ্নির ক্রীতদাস সালিম তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যত

www.pathagar.com

বাণী করিয়াছিল স্পেনই তাহা পূর্ণ হওয়ার সঠিক জায়গা বলিয়া মনে করেন। অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আবদুর রহমান তাহার বিশ্বস্ত মুক্ত দাস ও দুঃসময়ের সহচর বদরকে উত্তর স্পেনের এলভিরা, জাইন ও অন্যান্য জেলাতে প্রেরণ করেন। দামেস্ক এবং কিন্নিসরিন বিভাগের প্রায় পাঁচশত উমাইয়া অনুগামী এই এলাকায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল।[৩]

স্পেনের পরিবেশ আবদুর রহমানের অনুকূলে ছিল ঃ আবদুর রহমানের উচ্চাশা পূর্ণ করার জন্য তৎকালীন স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই সহায়ক। গোত্রীয় দ্বন্দ্বে ও দলীয় কোন্দলে পরিবেশ ছিল তখন উত্তপ্ত ও অশান্ত। খ্রীস্টান, ইহুদী এবং বার্বাররা ছাড়াও স্পেনে মুজারী ও ইয়ামানী আরবরা গুরুত্বপূর্ণ দল গঠন করিয়াছিল। পূর্ব বর্ণনা অনুযায়ী দীর্ঘদিন যুদ্ধে শেষোক্ত দুইদল এই মীমাংসায় উপনীত হয় যে, প্রতি এক বৎসর অন্তর পালাক্রমে তাহাদের প্রতিনিধিগণ স্পেনের শাসন ক্ষমতা লাভ করিবে। এই চুক্তি অনুসারে শাসনকর্তা হওয়ার প্রথম সুযোগ পান মুজারী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ইউসুফ আল ফিহরী।

ইয়ামানী সম্প্রদায়ের পালা আসিলে অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী আল ফিহরী ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃতি জানান এবং দশ বৎসর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি আব্বাসীয় খলিফা আল-সাফফাহর প্রতি শুধু মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করেন। মুজারী শাখার কাইসীপ্রধান সুমায়েল ছিল ইউসুফের দৃঢ় সমর্থক। ইউসুফ কাইসী সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা ও আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। তাঁহার শাসনকালে ইয়ামানী কালবিয়াগণ সবচেয়ে বেশি অত্যাচারিত ছিল। এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত সেভিলের ওয়ালা (প্রতিনিধি) আহমদ বিন আমর নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইউসুফের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সারাদেশে গৃহযুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ে। বিশৃঙ্খল ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া আস্তুরীয়গণ তাহাদের রাজ্যকে আরও উত্তরে সম্প্রসারিত করিতে চেষ্টা করে।

একদিকে আকস্মিক দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি, এবং অন্যদিকে খ্রীস্টানদের আক্রমণ জনগণের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করে। ফলে তাহারা একটা পরিবর্তন চাহিতেছিল। বার্বার ও নওমুসলিমগণ আরব শাসনে বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা পুরাতন শাসকের স্থলে একজন নতুন শাসকের আগমনকে স্বাগত জানায়। স্পেনে আবদুর রহমানের সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে ছিল উমাইয়া, মাওয়ালী ও মুক্ত দাসগণ।

সর্বোপরি আবদুর রহমান ছিলেন একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি সময়ের মত সুযোগ গ্রহণ করিতে জানিতেন। ইউসুফ যদিও স্পেনের শাসক ছিলেন তথাপি প্রকৃত পক্ষে দেশ শাসন করিতেন সুমায়েল। ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের ভীষণ অবনতি ঘটে। আবদুর রহমানের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সুমায়েল পূর্ণভাবে

www.pathagar.com

অবগত হইয়া তাহাকে ইউসুফের অগোচরে আফ্রিকা হইতে স্পেনে আমন্ত্রণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত ইউসুফের পতন ঘটে।

আবদুর রহমান আমন্ত্রিত ঃ স্পেনে যখন বদর আগমন করেন তখন সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই গোলযোগপূর্ণ এবং ঘোলাটে। তিনি এলভিরাতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী দামেস্ক প্রদেশের প্রধান আবদুল্লাহ বিন খালিদ এবং ওবায়দুল্লাহ বিন ওসমানের হাতে আবদুর রহমানের একটি চিঠি প্রদান করেন। উভয় নেতা ছিলেন হযরত ওসমানের মাওয়ালী। তাহারা এবং সেভিলের নিকট মুরাহর অধিবাসী আবুল সাববাহ বিন ইয়াহা আল ইয়াহ সুবির অধীন ইয়ামানীদের মন জয় করিয়া তাহাদের পক্ষে আনয়ন করে এবং মুজারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে উত্তেজিত করে। তাহারা ইউসুফের দক্ষিণ হস্ত সুমায়েল বিন হাতিম বিন শিমারকে তাহাদের পক্ষে আনিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। দেশের উত্তরাংশে ইউসুফ এবং সুমায়েল যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন জানিতে পারিয়া, ইয়ামানীরা সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করিয়া উমাইয়াদের দ্বারা মুক্ত ব্যক্তিগণ বদরের সহিত আবু গালিব তাম্মাম এবং অন্য আরও দশজন গোত্রীয় প্রধানকে ইউসুফ সামরিক সাহায্যের জন্য যে টাকা পাঠাইয়াছিল তাহা প্রদান করিয়া আবদুর রহমানকে আনয়নের জন্য প্রেরণ করেন।[৪]

স্পেনের দুই বিখ্যাত নেতা ওবায়দুল্লাহ বিন ওসমান এবং আবদুল্লাহ বিন খালিদ সমভিব্যাহারে আবদুর রহমান ১৩৮ হিঃ আখের ৭৫৫[৫] খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আল মুনেকার বন্দরে অবতরণ করেন। আবদুর রহমান জেবিল নদীর তীরে ইজনাজার ও লোজার[৬] মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত টোরোক্সের দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। তাহাকে আন্তরিক ভাবে অভ্যর্থনা জানান হয়। তিনি ভবিষ্যতে অনিবার্য যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধে অংশ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ দলে দলে তাহার সৈন্য বাহিনীতে যোগ দান করে। টোরোক্সে তাঁহার সেনা বাহিনীতে যে সব বিখ্যাত নেতাগণ যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন টোরোক্সের আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন বখত, সেভিলের আবু আবদাহ হাসান বিন মালিক কালবী, আবুল সাবাবাহ বিন ইয়াহা ইয়াহ সুবি ও আলকামাহ বিন গিয়াস লাখমী।

দেশের সুদূর দক্ষিণাংশে যখন এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল সেই মুহূর্তে ইউসুফ আমীর আল-আবদারী[৭] ও হুবাব আল জুহরীর নেতৃত্বাধীনে ছাগারের (আরাগোন) বিদ্রোহীদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন। সারাগোসায় বার্বার বিদ্রোহের[৮] বিরুদ্ধে তাহার অভিযান সফল হইয়াছিল। তিনি তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া হুবাব আল জুহরী ও আমীর এবং তাহার পুত্র ওহাব ও হুবাবসহ বহু ইয়ামানী ও কুরাইশ নেতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। এবং সুমায়েলের প্ররোচনায় ইবনে শিহাবের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। ইহার ফলে সেনাদের মধ্যে আস্থাহীনতা দেখা দেয় এবং তাঁহার বহু দৃঢ়

www.pathagar.com

সমর্থক তাহাকে ত্যাগ করিয়া যুবরাজ আবদুর রহমানের পক্ষে যোগদান করে। এই সময় কর্ডোভায় অবস্থানরত তাঁহার স্ত্রী উম্মে ওসমান তাহাকে আবদুর রহমানের আগমন সম্বন্ধে অবহিত করায়, তিনি দ্রুত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু আবদুর রহমানকে আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনীর তরফ হইতে কোন সমর্থন ও সাড়া পাওয়া যায় না। উপরন্তু বর্ষাকাল হওয়ায় সেনা পরিচালনায় অসুবিধা দেখা দেয়। ইহাতে উমাইয়া যুবরাজ সেনা সংগ্রহ ও তাহাদেরকে ট্রেনিং দিয়া গড়িয়া তোলার জন্য প্রচুর সময় পান। ইউসুফের সেনাবাহিনী টোরোক্সে[৯] আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করিত তাহা হইলে স্পেনের ইতিহাস হয়ত অন্য রকম ভাবে লিখিত হইত। নিজেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখিয়া ইউসুফ যুবরাজের সহিত বিরোধ মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন। বিরোধ মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য তিনি খালেদের হাতে সুললিত ভাষায় লিখিত[১০] একখানা চিঠি ও তাহার কন্যাসহ প্রচুর উপঢৌকন, দুইজন বিশেষ দূত, উবায়েদ বিন আলী এবং ইসা বিন আবদুর রহমানকে, যুবরাজের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।[১১] অস্ত্রধারণ ব্যতীত তাহার সম্মুখে তখন আর অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। ইউসুফের দলত্যাগকারী সৈন্যদের যোগদানের ফলে আবদুর রহমানের সেনাবাহিনী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাইসী দলপতিগণ, জাবির ইবনে শিহাবের পুত্র[১২], যাহাকে সুমায়েল বাসকিউস এলাকায় প্রেরণ করিয়া হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং ইবনে শিহাবের সঙ্গী হুসাইন অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পান। এবং সম্প্রতি আফ্রিকা হইতে আগত বহু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য আবদুর রহমানের সঙ্গে যোগদান করে। ইহা জানিতে পারিয়া ইউসুফ তাহাকে বাধা প্রদান করিবার জন্য রাজধানী ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হন। আবদুর রহমান ইউসুফের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া কর্ডোভা দখল করিবার জন্য যাত্রা করেন।

আমীর আবদুর রহমান ঃ আর্কিডোনায় ও সিদোনীয়ায় আবদুর রহমানকে জনগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত গ্রহণ করেন। আরকিডোনা ও সিদোনীয়াতে জর্দান এবং প্যালেস্টাইন অঞ্চলের সিরীয়রা বসবাস করিত। আবদুর রহমান ১৩৮ হিঃ ১লা শাওয়াল/৭৫৬ খ্রীঃ ৮ই মার্চ রাইউহর (রেজিওর) রাজধানী আরকিডোনায় প্রবেশ করেন। সেখানে তাহাকে আমীর বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তাঁহার নামে খোৎবা পাঠ করা হয়। রাইউহর (Regio) গভর্নর ইসা বিন মাসাওয়ার জিদার বিন ওমর জনৈক কাইসী নেতা ও উপস্থিত জনগণ তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। আবদুর রহমান ৪০০ মাওয়ালী ও তাহাদের অশ্বারোহী সৈন্য এবং রোণ্ডা জিলার বার্বার ও ইয়ামানীদের সঙ্গে লইয়া সেভিলে পৌঁছেন। সেখানে প্রধানত হিমসের আরবগণ বসবাস করিতেন। সিদোনীয়া ও রোণ্ডার গভর্নর গিয়াস বিন আল কামাহ আল লাখমী এবং ইব্রাহীম বিন শাজরাহ আবদুর রহমানের সহিত যোগদান করেন। এইরূপে

www.pathagar.com

রক্তপাতহীনভাবে যুবরাজ আবদুর রহমান ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে মার্চের মাঝামাঝি সময়ে স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জেলাসমূহের শাসন ক্ষমতা দখল করেন।

মুসারাহর যুদ্ধ (Musarah) ঃ টলেডো এবং মুরসিয়া প্রদেশের দুর্ধর্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইউসুফ যুবরাজের গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য গোয়াদালকুইভির নদীর ডান পাশ দিয়া কর্ডোভা হইতে সেভিলের দিকে অগ্রসর হন কিন্তু যুবরাজ ইতিমধ্যে উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া একই নদীর বাম পাশ দিয়া কর্ডোভা অভিমুখে যাত্রা করেন। ছয় বৎসর যাবত দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত কর্ডোভা লুণ্ঠন করিবার জন্য আবদুর রহমান হুমকি দিলেন। আবদুর রহমানের সেনাবাহিনী ইউসুফের সেনাবাহিনীর ন্যায় প্রয়োজনীয় রসদের স্বল্পতায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর্ডোভা অবরোধের খবর পাইয়া ইউসুফ বিচলিত হইয়া পড়েন এবং তিনি সেভিল হইতে বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া রাজধানীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হন। আবদুর রহমান তাঁহার কিছু সংখ্যক সহচরকে কর্ডোভা অবরোধের জন্য রাখিয়া নিজে ১০,০০০ হাজার সৈন্যকে সঙ্গে লইয়া শত্রুর মোকাবিলা করিবার জন্য মুসারাহতে রওয়ানা হন।[১৩] গোয়াদালকুইভির নদী মুসারাহ ও পশ্চিমে কর্ডোভার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। গোয়াদালকুইভির নদী তুসিনার নিকট দিয়া পারাপার হইবার জন্য পায়ে হাঁটা রাস্তা ছিল। কিন্তু পানি ছিল অধিক। ইউসুফের পূর্বে প্রেরিত শান্তি প্রস্তাব গ্রহণের ভান করিয়া আবদুর রহমান মুসারাহর নিকট নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হন এবং ১৩৮ হিঃ জিলহজ্জ শুক্রবার ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মে ইউসুফের সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করেন। এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবদুর রহমানের অশ্বারোহী সেনাবাহিনীর তীব্র আক্রমণে ইউসুফের সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। ইউসুফের অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা তাহার স্বীয় পলায়নপর বিশৃঙ্খল সেনাদল পদদলিত হয়। এই ছিল মুসারাহর যুদ্ধ, যাহা পরবর্তী বহু বছরের জন্য স্পেনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। ইউসুফ টলেডোতে পলাইয়া যান এবং সুমায়েল আশ্রয় গ্রহণ করে জায়েনে।[১৪] ইউসুফের পুত্র আবদুল্লাহ এবং সুমায়েলের পুত্র জাওশান যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। প্রথম আবদুর রহমান বহু সৈন্যকে বন্দী করেন। তিনি পরের দিন ১০ই জিলহজ্জ (১৩৮ হিঃ) কর্ডোভা দখল করেন এবং নিজে জুমার নামাজে ইমামতি করেন। যাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছিল তাহাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। পরাজিত গভর্নরের হেরেমকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ইউসুফের কন্যা আবদুর রহমানকে হুলাল অথবা হোরা নামে তাহার এক যুবতী দাসীকে উপহার হিসাবে প্রদান করেন। এই দাসী—হোরার গর্ভেই পরবর্তীকালে হিশামের জন্ম হয়। যদিও আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরের[১৫] নামে খুৎবা পাঠ করা হইত তথাপি আবদুর রহমান নিজেকে স্পেনের আইনসম্মত শাসক বলিয়া নিজেকে দাবী করিতেন।

এইরূপে পূর্বে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের ছয় বৎসর পর পশ্চিমে উমাইয়া রাজত্ব স্থাপিত হয়। তাহার অবস্থা তখন এমন ছিল না যে, তিনি নিজেকে খলিফা বলিয়া দাবী

করিতে পারেন। অন্য দিকে খলিফা মনসুরের স্বীকৃতিরও প্রয়োজন ছিল না আবদুর রহমানের।

ইউসুফ ও সুমায়েলের বিদ্রোহ ঃ আবদুর রহমানের সম্মুখে বিরাট সমস্যা ছিল, খ্রীস্টান সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রয়াস। দেশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করার আরব অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা এবং অত্যাচারে জর্জরিত জনসাধারণের গভীর আর্তনাদ তাঁহাকে আরো বিপর্যস্ত করিয়া তোলে। আবদুর রহমানের অবস্থা তখন পর্যন্ত নিরাপদ ছিল না। ইউসুফ জায়েনে সুমায়েলের সহিত মিলিত হইয়া ও তাহার বিক্ষিপ্ত সেনাদল সংগ্রহ করিয়া এলভিরার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গোলযোগ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। আবদুর রহমান তাহার প্রধান সমর্থক আবু ওসমানকে কর্ডোভার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইহার পর তিনি শত্রুদমনে অগ্রসর হন। ইউসুফ ইতিমধ্যে কর্ডোভা দখল করিয়া লইয়াছিল। আবু ওসমান প্রধান মসজিদের চূড়ায় আত্মগোপন করেন। আবদুর রহমানের অগ্রাভিযানের মুখে ইউসুফ ও সুমায়েল তাহাদের বাধা দান ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া আত্মসমর্পণ করেন। ইহা সফর ১৩৯ হিঃ/৭৫৬ খ্রীঃ জুলাই মাসে ঘটে। আবু জাইদ আবদুর রহমান ও আবুল আসওয়াদ মুহম্মদ জামিন হিসাবে থাকে এবং তাহাদের পিতা ইউসুফ ও সুমায়েল নির্বিঘ্নে তাহাদের সম্পত্তি ভোগ দখলে রাখেন।[১৬] আবদুর রহমান এবং ইউসুফের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি দুই বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। প্রাচ্য হইতে আগত আবদুল মালিক বিন ওমর বিন মারওয়ান ও খাইরী বিন আবদুল আজিজ বিন মারওয়ানের মত নিজ বংশীয় লোকদের মধ্যে আমীর ভূমি বণ্টন করেন। আবদুর রহমান এবং ইউসুফের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ইউসুফ মেরিদাতে পলাইয়া যান। সেখানে (২০,০০০) বিশ হাজার লোক তাঁহার সহিত যোগদান করে।[১৭] সুমায়েল এবং ইউসুফের দুই পুত্র কারারুদ্ধ হয়।[১৮] কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। শেষ যুদ্ধ হয় ১৪১ হিঃ/৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে লুকসা যুদ্ধক্ষেত্রে। ইউসুফ সেভিলের গভর্নর আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের নিকট পরাজয় বরণ করেন। তাহার বহু সমর্থক নিহত হয় এবং সে মারাত্মক ভাবে জখম হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। পরের বৎসর রজব মাসে তাহার পুরাতন শত্রু আবদুল্লাহ বিন আমর আল আনসারীর হাতে তিনি টলেডোর নিকট এক গ্রামে নিহত হন। সুমায়েল কারারুদ্ধ হন এবং পরে বিষ প্রয়োগের কারণে মারা যান।[১৯] আবু জাইদ নিহত হন এবং আবুল আসওয়াদ বহু বৎসর কারাবাসের পর অন্ধ মানুষের ছদ্মবেশে কারাগার হইতে পলাইয়া যান।

নারবোনে অবরুদ্ধ সেনাবাহিনীকে সাহায্যের জন্য সুলাইমানের সেনাপতিত্বে রাজকীয় সেনাবাহিনীর একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু ৭৫৯ খ্রীঃ গিরিসঙ্কটে পতিত হইয়া সেনাদল বিভক্ত হইয়া যায়। খ্রীস্টানগণ পেপিনের সেনাবাহিনীর আগমনের জন্য নারবোনে শহরের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। নগরের পতন ঘটে এবং মুসলমানরা বিতাড়িত হয়।[২০]

www.pathagar.com

দক্ষিণাংশে ইয়ামানীদের বিদ্রোহ ঃ ইউসুফ পরাজিত ও নিহত হওয়ার পরেও আবদুর রহমানের বিপদ বিদূরিত না হওয়ায় তাহাকে অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের মোকাবিলা করিতে হয়। ইয়ামানী ও বার্বারগণ তাহার পুরুষানুক্রমিক শাসনকে পছন্দ করিতেছিল না। ফলে একাধিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। আবদুর রহমান তাহার ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর কর্ডোভার আশেপাশের বিদ্রোহকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হন। ৭৬০ খ্রীস্টাব্দে আরজাক বিন নোমান গাসসানী আলজিরিয়াতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মদীনা সিদোনিয়া এবং সেভিল দখল করেন।[২১]

ইয়ামানী নেতা আবুল সাববাহ সেভিলের গভর্নর, মুসারাহর যুদ্ধের পর আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আবুল সাববাহ ৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। ইহাতে অন্যান্য ইয়ামানী নেতাগণ বিরূপ হইয়া ওঠেন। আবুল সাববাহর ক্ষুব্ধ আত্মীয়-স্বজন যেমন আবদুল গাফফার বিন হামিদ, আমির বিন তাল্লুত, আবু কুলসুম বিন ইয়াসুব এবং হায়াত বিন মুলামিস[২২] বিদ্রোহী হইয়া ওঠেন এবং বহু মুজারীকে নিহত করেন। আমীর আবদুর রহমান দ্রুত উত্তর সীমান্ত হইতে কর্ডোভাতে ফিরিয়া আসেন এবং দক্ষিণাংশে বিদ্রোহ দমনের জন্য অগ্রসর হন। কর্ডোভা প্রদেশে বেমবেজার নামে পরিচিত মাইসার নদীর তীরে ৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে ইয়ামানীদের সহিত তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন। আমীরের বার্বার অনুচরদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া বহু সংখ্যক বার্বার যাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল দলত্যাগ করে। ইয়ামানীরা পরাজিত হয়, তাহাদের ২০,০০০ হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং তাহাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। নিয়েবলার ইয়ামানী বিদ্রোহী নেতা মাতারী পরাজিত ও নিহত হন।

টলেডোতে বিদ্রোহ ঃ টলেডোর প্রাক্তন গভর্নর হিশাম বিন উরওয়াহ[২৩] ৭৬১ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শহর অবরুদ্ধ হইলে বিদ্রোহী নেতা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং তাহার পুত্রকে জামিন হিসাবে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং আমীরকে অবরোধ প্রত্যাহারে বাধ্য করেন। শহরে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমীর হিশামের পুত্র যিনি জামিন (জিম্মি) ছিলেন তাহাকে হত্যা করেন।[২৪] চারি বৎসর পর ৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে টলেডো আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বদর বিদ্রোহী নেতাকে কর্ডোভাতে আনিয়া ফাঁসি দেন। তামামা বিন আলকামা টলেডোর গভর্নর নিযুক্ত হন।[২৫]

স্পেনে আব্বাসীয় পতাকা ঃ প্রথম আবদুর রহমান আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরের নামে খুতবা পাঠ করিতেন। পরবর্তীকালে আবদুল মালেক বিন ওমর বিন মারওয়ার পরামর্শে আব্বাসীয় খলিফাদের নামপাঠ স্থগিত করেন। যদিও তিনি নিজেকে তখন পর্যন্ত খলিফা না বলিয়া আমীর বলিতেন। আব্বাসীয় খলিফা মনসুর কায়রোওয়ানের ওয়ালী আলা বিন মুগিস ইয়াহসুবীকে আন্দালুসীয়া আক্রমণের আদেশ

www.pathagar.com

প্রদান করেন। আলা বিন মুগিস ১৪৬ হিঃ/৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে বেজা প্রদেশে আগমন করেন এবং ইয়ামানীদের সাহায্যে আব্বাসীয় কাল পতাকা উত্তোলন করেন। ইবনুল কুতিয়াহর মতে "বেজার নেতা আলা বিন মুগিস আব্বাসীয়দের সমর্থনে তথায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন[২৬]।" তাহার সহিত বেজায় বসবাসকারী বহু মিশরীয় এবং ওয়াসীত বিন মুগিস ও উমাইয়া বিন কুতনের ন্যায় বহু নেতা যোগদান করেন। আলা তাহার পর সেভিলের দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে ইয়ামানীদের সমর্থন লাভ করেন। আমীর সেভিলের দিকে অগ্রসর হন আলাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আলা সঙ্কটজনক অবস্থা দেখিয়া কারমোনার দিকে পশ্চাদপসারণ করেন। বদর সিকোনীয়ার গিয়াস বিন আল কামাহকে আব্বাসীয় প্রতিনিধির সহিত যোগদানে বাধা দান করিয়া দ্রুত কারমোনার দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে আমীর বদরের সহিত যোগ দান করেন। আলা কারমোনা অবরোধ করেন। শহরটি সুরক্ষিত হওয়ায় অধিকার করা সহজ ছিল না। অবরোধ দুই মাস স্থায়ী হয়। ইতিমধ্যে আলার বহু সমর্থক খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইয়া তাহাকে ত্যাগ করে। অকস্মাৎ এক রাত্রিতে আমীর ৭০০/১০০ সৈন্য লইয়া আক্রমণ করে। ফলে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রথম আবদুর রহমানের সেনাবাহিনী আলার অশ্বারোহী সৈন্য দলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। আলা তাহার ৭,০০০ হাজার বার্বার সমর্থকসহ নিহত হন। অন্যরা যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। এই বিদ্রোহ ছিল নতুন রাজ্যের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এই বিদ্রোহকে দমন করিয়া আলার ছিন্ন মস্তক ও আব্বাসীয় খলিফার নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিষেক পত্র/নিয়োগ পত্র জনৈক বণিকের মাধ্যমে আব্বাসীয় খলিফার নিকট মক্কায় প্রেরণ করেন। খলিফা তাহাকে সাকর কুরায়েশ (কুরায়েশের রাজ) (falcon of the Qurash)[২৭] বলিয়া অভিহিত করেন। আব্বাসীয় খলিফা মনসুর এবং ফ্রাঙ্ক সম্রাট পেপিনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে এবং উভয়ের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময় হয় ৭৬৫ এবং ৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।[২৮]

বার্বারদের বিদ্রোহ ঃ আবদুর রহমান তৎপর বার্বার শক্তিকে নির্মূল করিতে আত্মনিয়োগ করেন। গোয়াদিয়ানা নদীর তীরে শান্তাব্রীয়াতে (বর্তমানে Castro de santaver) তাঁহাদের এই বিদ্রোহ দশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তাহাদের নেতা আবদুল্লাহ অথবা সুফিয়ান বিন আবদুল ওয়াহেদ শাকনা[২৯] নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন মিনক্নাসাহ বার্বারদের স্কুল শিক্ষক। তিনি নিজেকে রসুলের বংশধর ফাতেমী বলিয়া দাবি করিতেন এবং ১৫১ হিঃ/৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে শান্তাব্রীয়াতে নিজকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি একাধারে নয় বৎসর আবদুর রহমানকে বিব্রত রাখেন। রাজকীয় সেনাবাহিনীর আগমনের সময় তিনি পাহাড়ের অরণ্যে আত্মগোপন করিতেন। তাহার সমর্থকগণ অনিশ্চিত জীবন যাপনে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ৭৭৭

www.pathagar.com

খ্রীস্টাব্দে তাহার দুই সমর্থকের হস্তে তিনি নিহত হন। শাবতারানে অবস্থিত তাহার দুর্গের পতন হয় এবং তাহার দুষ্কর্মের সহচর ওয়াজিহ গাসসানী এলভিরাতে ধৃত ও নিহত হয়।[৩০]

শার্লমান ও আরব নেতাদের মৈত্রী ঃ ৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে নারবোনের পতনের এক বৎসর পর বার্সিলোনার গভর্নর সুলায়মান নিজেকে কর্ডোভার সার্বভৌম শাসক বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য পেপিনের সাহায্য কামনা করেন। পেপিন ইহাতে সাড়া দেন নাই। প্রথম আবদুর রহমানকে তাহার শাসন আমলের শেষাংশে পূর্ব স্পেনের আরব নেতা আবুল আসওয়াদ ও আবদুর রহমান বিন হাবিব এবং যথাক্রমে ইউসুফের পুত্র ও জামাতা এবং বার্সিলোনার কালবী সম্প্রদায়ভুক্ত গভর্নরের ঐক্যবদ্ধ শক্তির মোকাবিলা করিতে হয়। তাহারা স্পেন হইতে আবদুর রহমানকে বিতাড়িত করিতে চাহিয়াছিল। উত্তর স্পেনের খ্রীস্টান শাসক এবং নেতাদেরও ইহাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু আরব নেতাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। জোটভুক্ত তিন মিত্র ফ্রান্সের রাজা শার্লমানকে ৭৭১-৮১৪ খ্রীস্টাব্দে স্পেন আক্রমণের জন্য আহবান জানান। পরিকল্পনা ছিল শার্লমান যখন পবর্তশ্রেণী অতিক্রম করিবে, এবরোর উত্তরে আল আরাবী তাহাকে সমর্থন করিবে এবং সেখানে শার্লমানের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে আর ইবনে হাবিব বার্বারদের সহযোগিতায় আব্বাসী খলিফার পতাকা উত্তোলন করিয়া তাহাকে মুরসিয়াতে সাহায্য করিবে। পরিকল্পনা মাফিক শার্লমান পাদেরবর্ণ হইতে যাত্রা শুরু করেন।

১৬১ হিঃ/৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে শার্লমান পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করিয়া স্পেনে পৌঁছে। অভ্যন্তরীণ মতভেদের দরুন মৈত্রীবন্ধন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আক্রমণকারী একাকী উত্তরাংশের কয়েকটি প্রদেশের ধ্বংস সাধন করেন। সুলায়মান তাঁহাকে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রদান করেন কিন্তু হুসায়েন বিন ইয়াহিয়া আল আনসারী ইহা সমর্থন না করিয়া নিজে সারাগোসা অধিকার করেন। ১৬২ হিঃ / ৭৭৮ খ্রীঃ সারাগোসায় শার্লমান হুসায়েন বিন ইয়াহিয়া আল আনসারীর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। স্যাক্সোনদের নেতা উইটেকিন্ড (Wittekind) ফ্রান্সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কোন প্রকার সাফল্য ব্যতীতই শার্লমানকে স্পেন হইতে ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে হয়। পশ্চাদগমন কালে তিনি সুলায়মান বিন ইয়াকজান বিন আল আরাবীকে বিশ্বাসঘাতক সন্দেহে বন্দী করিয়া লইয়া যান। মুতরুহ ও আবসুন (আইশুন) পশ্চাদগমনকারী ফ্রাঙ্ক সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের পিতাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হন। শার্লমান-সেনাবাহিনী যে সময় পীরেনীজ পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতেছিলেন, সেই সময় পাম্পলোনা হইতে বিশ মাইল দূরে রনসেসভকসের (Roncesvalles) সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটে বাস্কুয়েস সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগ আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস সাধন করে।[৩১] এইরূপে আবদুর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত মৈত্রীজোট

সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হইয়া যায়। আবদুর রহমান কর্তৃক সারাগোসা অবরুদ্ধ হয়। হুসায়েন কর্তৃক সুলায়মান নিহত হইয়াছিল, ফলে হুসায়েনকে একা রাজকীয় বাহিনীর মোকাবিলা করিতে হয়। অবশেষে ১৬৪/৭৮০ খ্রীস্টাব্দে রাজকীয় বাহিনী সারাগোসার দুর্গ অধিকার করে।[৩২] ইহার পর আবদুর রহমান দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন আসওয়াদের প্রতি।

আসওয়াদ দেশের উত্তরে এক পর্বত চূড়ায় শক্তিশালী ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিল। সেখানে আরও অনেক বিদ্রোহী তাহার সহিত যোগদান করে। আসওয়াদকে বন্দী করিবার জন্য আবদুর রহমান সৈন্য প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীগণ ক্যাটালোনীয়ার পর্বতে আত্মগোপন করে এবং তাহাদের সহিত সংঘর্ষে রাজকীয় বাহিনী প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়। শেষ পর্যন্ত আবুল আসওয়াদ ৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে গোয়াদালিমার নদীর তীরে পরাজিত হয় ও তাহার ৪,০০০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। তিনি এক অরণ্যে আত্মগোপন করেন এবং পরে টলেডোর নিকট একটি গ্রামে দরিদ্র অবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে ৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ইহার পর হইতে কর্ডোভার আমীর দ্বারা অত্যাচারিত এবং উমাইয়া যুদ্ধাস্ত্রের শিকার হইয়া স্পেনের উত্তরাংশের খ্রীস্টান যুবরাজ ও মুসলমান গভর্নরগণ যখনই ফ্রান্সের রাজার সাহায্য প্রার্থনা করে, ফরাসীগণ তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসে।

আবদুর রহমান দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন কিন্তু আল ফাসর পুত্র ফোরভিলা অথবা তুফভিলা খ্রীস্টান রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত করেন। তিনি লক, সালামানকা, সামোরা ও ক্যাস্টাইল নগরীগুলি দখল করিয়া মুসলমানদিগকে সীমান্ত হইতে ৭৫৭/৫৮ খ্রীস্টাব্দে বিতাড়িত করেন।[৩৩] অভ্যন্তরীণ সমস্যাদি দক্ষতার সহিত মোকাবিলা করিয়া আমীর ১৬৪ হিজরী/ ৭৮০ খ্রীস্টাব্দে বহির্বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। দেশের উত্তরাংশের অধিকাংশ খ্রীস্টান নেতাগণ আত্মসমর্পণ করে এবং কর দিতে বাধ্য হয়।[৩৪]

আবদুর রহমানের মৃত্যু ঃ আবদুর রহমান তাহার পারিবারিক সাদাপোষাক পরিধান করিতেন। তিনি এমন একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন যাহা কয়েক পুরুষ পর্যন্ত টিকিয়াছিল। তিনি ৫৯ বৎসর বয়সে ১৭৩ হিঃ/ ৭৮৮ খ্রীঃ রবিউল আওয়াল মাসে পরলোক গমন করেন। তাহাকে কর্ডোভা প্রাসাদে সমাহিত করা হয়।

আবদুর রহমানের চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ উপরের বর্ণনা হইতে ইহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে প্রথম আবদুর রহমান তাহার ৩২ বৎসরের শাসন আমলে বার্বার ইয়ামানী ও ফিহরীদের বৈরিতার মোকাবিলা করিয়াছেন। আমীরের ইহা সৌভাগ্য যে আরবগণ ঐক্যবদ্ধ হইতে ব্যর্থ হয়। আরবরা অস্ত্রধারণ করিয়াছে হয় ব্যক্তিগত ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণার্থে নয়তো শুধু আক্রোশে। যে বিশেষ পন্থায় আবদুর রহমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনগণের হৃদয় জয় করিয়া নিজের পক্ষে আনয়ন করেন তাহা সকলের প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন বিনয়ী ও অনুগতদের প্রতি দয়ালু। যাহারা তাহার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিত তাহাদের জন্য ছিলেন নির্মম ও কঠোর। যাহারা তাহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল তাহারা লাঞ্ছিত ও নিহত হইয়াছিল। বদর যখন তাহার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে তখন তিনি তাহার এ বিশ্বস্ত অনুচরকেও কারারুদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। পরবর্তীকালে বদর এক সীমান্ত শহরে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন।

প্রথম আবদুর রহমান ছিলেন জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও কৃতবিদ্য এবং সংস্কৃতিমনা শাসক। তাহার বুদ্ধিমত্তা ও বাগ্মিতার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি ছিলেন প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী ধারণার ধারক—এক নতুন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা। একটি সার্বভৌম রাজতন্ত্রের ধারণাকে পরিপূর্ণ রূপদানের উদ্দেশ্যে তিনি গোত্রীয় ঘৃণা আরব সাহসিকতার সঙ্গে বার্বারদের গণতান্ত্রিক উপলব্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বৈদেশিক অশান্তি তাঁহাকে বিরামহীনভাবে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখে। ফলে বড় ধরনের সংস্কার ও আকাঙ্ক্ষিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি নানা বাধার সম্মুখীন হন। রাজ্যশাসন প্রণালী ও কার্যধারা সম্বন্ধে তিনি কাহারও সহিত আলোচনা করিতেন না। বিনা কাজে তিনি সময় নষ্ট করিতেন না। নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি নিজের প্রশাসনের খুঁটিনাটি বিষয় দেখাশুনা করিতেন। তিনি ছিলেন সামরিক স্বেচ্ছাচারিতা মূলক শাসন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা যাহার উত্তরাধিকার লাভ করেন তাহার বংশধরগণ। তিনি আরব নেতাদের ক্ষমতা হ্রাস করেন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ও বার্বারদের মধ্য হইতে সংগৃহীত ২,০০,০০০ লক্ষ বেতনভোগী সৈন্যের সাহায্যে তিনি রাজ্য শাসন করিতেন।[৩৫] তাহার সেনাপতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বদর, তাম্মাম বিন আল কামাহ, হাবিব বিন আবদুল মালিক আল কারশী এবং আছিম বিন মুসলিম ছাকাফী। অনেক সময় আমীর নিজেই সৈন্য পরিচালনা করিতেন। দ্রুততার সহিত ক্ষমতায় আরোহণ ও স্পেনকে তাহার অধীনে আনয়নের জন্য আব্বাসী খলিফা মনসুর তাহাকে "কুরায়েশের বাজ পাখি " বলিয়া অভিহিত করেন।

৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি খলিফা মনসুরের নামে খোৎবা পাঠ বন্ধ করেন এবং নিজে 'আমীরুল মুসলিমীন' খেতাব ধারণ করেন। পবিত্র নগরী মক্কা মদীনা ও জেরুজালেম[৩৬] আব্বাসীয় খলিফার অধীন ছিল এবং এই সমস্ত জায়গার অধিবাসীদের আন্তরিক সমর্থন ছিল খলিফার প্রতি। এমন কি যাহারা প্রত্যক্ষ ভাবে তাহার অধীন ছিলনা তাহারাও মূল মুসলিম সাম্রাজ্যের অংশ বলিয়া মনে করিতেন। এইসব কারণে উমাইয়া আমীর খলিফার উপাধি "আমীর আল মুসলিমীন" গ্রহণ করিতেন না। এবং তাহাকে আমীর বলিয়া ডাকিলেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

আমীর তাহার রাজ্যকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসনভার একজন গভর্নরের উপর ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক উম্মাল (রেভিনিউ কালেকটর) পুলিশ বিভাগ এবং বিচারকদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল কেন্দ্রের সহিত। আমীরের একটি উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। ইহার প্রধান ছিলেন আবদুল মালিক মারওয়ানী, যিনি পরবর্তীকালে উজির নিযুক্ত হন। আমীরের অধীনে দুইজন সচিব ছিল। তাহাদের একজনের উপরে ছিল চিঠিপত্র আদান প্রদানের ভার, অন্যজন অর্থনৈতিক বিষয়াদি দেখাশুনা করিতেন। কেন্দ্রের দায়িত্বপূর্ণ পদে যাহারা ছিলেন তাহারা হইলেন হাজীব (প্রধানমন্ত্রী), কায়েদ (প্রধান সেনাপতি), কাতিব (সচিব), কাজী উম্মোল জামা (প্রধান বিচারপতি), কাজীউল আসাকির (সেনা বিভাগের বিচারক) এবং সাইব আলসুরতা (পুলিশ প্রধান)। তাহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাম্মাম বিন আলকামাহ। ইউসুফ বিন বখত পারস্য অধিবাসী এবং তাহার বংশধরগণ—করিম বিন সিহরান, আবদুর রহমান বিন মুগিছ, (কর্ডোভা বিজয়ী মুগিছ) রুমীর পুত্র। মুয়াবিয়া বিন মারওয়ানের বিশ্বস্ত অনুচর যিনি ইউসুফ আল ফিহরীর সাকিব হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। সেই বিখ্যাত উমাইয়া বিন জাইয়াদ ছিলেন তাঁহার প্রাসাদের সচিব। তিনি উপদেষ্টা পরিষদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। তাহার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার জন্য তিনি যথেষ্ট প্রশংসার পাত্র ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমীর তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। প্রধান বিচারপতি পদে ইয়াজিদ আল ইয়াকুবি বহাল ছিলেন।[৩৭] তাহার পরে শায়েক মাসার বিন ইমরান উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। সেনা বিভাগের বিচারপতি জিকার বিন উমরু।[৩৮] পরবর্তীকালে সাইদ বিন বশির কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। সচিবালয় অবস্থিত ছিল বাবুল সুদ্দার নিকট আল কাইজারে। এখান হইতে একটি গ্রাম্য চলার পথ গোয়াদালকুইভির নদীর তীর দিয়া বিখ্যাত কর্ডোভা সেতু পর্যন্ত অগ্রসর হয়। আমীর প্রায়ই তাহার প্রজাদের অভাব অভিযোগ ও কর্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহের জন্যে ভ্রমণে বাহির হইতেন। তিনি রোগীদের দেখাশুনা ও বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মের লোকদের সহিত মিলামেশা করিতেন। তিনি ছিলেন সুবিচারক। তাহার সহিত অবাধে সকলে সাক্ষাৎ করিতে পারিত। তিনি সর্বদা অত্যাচারিতদের ফরিয়াদ ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিতেন এবং তাহাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করিতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। সুবিচারের জন্য ইতিহাস-বিখ্যাত আবু আমর বিন মুয়াবিয়া বিন সালিহ হিমসী[৩৯] ছিলেন তাহার বিচারকদের অন্যতম।

আমীর যে শান্তিপূর্ণ স্বল্প সময় পান তাহারই মধ্যে বহু জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি অফিসারদের পদের পুনর্বিন্যাস করেন এবং পুলিশ কর্মধারার পরিবর্তন সাধন করেন। কৃষির উন্নয়নের জন্য বহু নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। স্পেনে রোমানদের নির্মিত পুরাতন রাজপথগুলি[৪০] তিনি মেরামত করান। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সংবাদ দ্রুত আদান প্রদানের জন্য (Relays of Post horses) অশ্বের মাধ্যমে

www.pathagar.com

সংবাদ প্রেরণ পদ্ধতির প্রচলন করেন। কর্ডোভার পুরাতন প্রাসাদ বিলাত রাজরীফ সংস্কার ও আকারে বড় করা হয়।[৪১] রাজধানীর নিকটে পশ্চিমদিকে আড়ম্বরপূর্ণ এক বাগান বাড়ী নির্মাণ করা হয়। এই বাগান বাড়ীর নামকরণ করেন (দামেস্কে অবস্থিত তাহার দাদার বাগান বাড়ীর নামে) মুন্যাত আল রুসাফা। প্রথম আবদুর রহমান তাহার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কৃত্রিম জল প্রণালী নির্মাণ করান কর্ডোভা নগরে, বিশেষ করিয়া তাহার বাগান বাড়ী মুন্যাত আল রুসাফাতে পানি সরবরাহ করার জন্য। স্পেনের জল প্রণালী ব্যবস্থা প্রাচ্যে অবস্থিত সিরিয়ার ওরোনটেস এবং ইরাকের ইউফ্রেটিস জল প্রণালীসমূহের ন্যায় ছিল। বাগানের প্রতি আমীরের ছিল গভীর রুচি। ফল ও ফুলের প্রতি তাহার ছিল অনুরাগ।

তিনি সিরিয়া ইরাক মিশর ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ হইতে সব রকমের ফল ও ফুলের বীজ সংগ্রহের জন্য লোক প্রেরণ করেন। এইরূপে তিনি সিরিয়ার রুসাফার অনুকরণে অতি চমৎকার বাগান তৈয়ার করেন। তিনি প্রাচ্যের বহু বৃক্ষের সহিত দূর-দূরান্ত হইতে সংগৃহীত পাম, পিচ (খণ্ডআলু) ও ডালিম গাছ এই বাগানে রোপণ করেন।[৪২] প্রাসাদ বাগানে চারা গাছ তৈয়ার করিয়া স্পেনের বিভিন্ন অংশে বিতরণ করেন। রুমান সাফরী ডালিম অতি চমৎকার সুগন্ধিযুক্ত ও সুমিষ্ট রুসাফা ডালিমের জাত। প্রাচ্য হইতে এই দুষ্প্রাপ্য ডালিমের গাছটি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার ভগ্নি উম্মে আসবাগ অথবা জনৈক বন্ধু।[৪৩]

দামেস্ক হইতে প্রচারিত মুদ্রার ন্যায় মুদ্রা তৈয়ার করিবার জন্য কর্ডোভাতে তিনি একটি টাকশাল নির্মাণ করেন।[৪৪] দরিদ্রদের তিনি সাহায্য করিতেন। জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যে তিনি প্রচুর টাকা পয়সা ব্যয় করিতেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তম ও সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় কর্ডোভার জামে মসজিদ তৈয়ার করিতে ব্যয় করেন ৮০,০০০ হাজার দিনার। ৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রধান গীর্জার দ্বিতীয়াংশ ১,০০,০০০ লক্ষ দিনারে খরিদ করেন। ইহার প্রথমাংশ পূর্ববর্তী মুসলিমগণ মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন ৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটি গীর্জাকে পুনর্নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। কঠিন চাপে পড়িয়া এই মসজিদের বহু কিছু পূর্ববর্তী রোমান স্থাপত্যের উপর নির্মাণ করিতে হয়। উত্তর হইতে দক্ষিণে লম্বা ১১ সারির (Naves) এই মসজিদ ১৭০ হিজরীতে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে ১২ মাসে নির্মাণ করা হয়। তাহার সময়ে নির্মিত কর্ডোভা মসজিদের কাঠের সিলিং একটি উত্তম নিদর্শন। হাজীব আল-মনসুরের যুগ পর্যন্ত ইহার কারুকার্যে উন্নতি সাধিত হয়। তাহার শাসন আমলে নির্মিত অধিক সংখ্যক চক্রাকারসিলিং-এ জ্যামিতিক সংখ্যা অঙ্কন করিয়াছেন কাঠমিস্ত্রী শিল্পীগণ। মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসা নির্মিত হয় তাহার সময়ে—যাহা পরবর্তীকালে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ৭২০ খ্রীস্টাব্দে সামাহ্ বিন মালিক আল খাওলানী নির্মিত কর্ডোভা প্রাচীর ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। সাতটা দরজাসহ এই প্রাচীর

www.pathagar.com

তিনি পুনর্নির্মাণ করেন। রাজ্যের প্রতিটি মসজিদে জনগণের জন্য হাম্মাম এবং দুর্গ নির্মিত হয়। যাহা খ্রীস্টান জগতের নিকট অজ্ঞাত ছিল।

জ্ঞানী পন্ডিতদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার কারণে শিক্ষিত লোকেরা তাঁহার দরবারের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি নিজে একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান আয়োজন করিতেন, সে সভায় দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকদেরকে আমন্ত্রণ করা হইত। তাহার দরবারের বিখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত আবু আল মুতাহাশশা, কবি সায়েখ আবু মুসা হাওয়ারী, আইনবিদ শায়েখ গাজী বিন কায়েস। ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রবিদ যাহাকে আবদুর রহমানের শাসন আমলে মালিক বিন আনাস (৭১৫-৯২ খ্রীঃ) আল মুয়াত্তা স্পেনে আনয়ন করেন। ইশা বিন দিনার, ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া এবং সাইদ বিন হাসান তাহার দরবারের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক।

তাহার প্রিয় গায়িকা ছিলেন আফজা, সে উত্তম গান জানিত এবং সে উদ্ (সেতার) বাজাইতে পারিত। প্রথম আবদুর রহমান যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকিলেও তাহার সময়ে স্পেন সাহিত্য ও শিল্পে উন্নতি লাভ করে। দেশে ও বিদেশে তাহার কৃতিত্বের প্রশংসা গীত হয় এমন কি তাহার ঘোরতর শত্রু আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। তিনি ছিলেন সত্যিকার সৎ গুণের অধিকারী। স্পেনে মুসলিম সভ্যতার প্রশংসা তাহারই প্রাপ্য কারণ তাহার অবদান ও জ্ঞানই ছিল ইহার মূল কারণ। আবদুর রহমান তাহার সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে না পারিলে ইউরোপে সভ্যতার বিকাশ বহু শতাব্দী পরে হইত।

তথ্য নির্দেশ

১। ইবনুল খাতিব, *খেলাফত-ই-মুয়াহিদীন* (উর্দু অনুবাদ) পৃঃ ১৩।
২। এডউইন হোল, *আন্দালুস,* লন্ডন, ১৯৫৮, পৃঃ ১৫৪-৫৫।
৩। ইবনুল আছির, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৬-৭৭।
৪। *নাফলুল-তিব,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪; ইবনুল কুতাইবা, পৃঃ ২২-২৩।
৫। পারেজা ফিলিক্স এম, *ইসলামোলোজিয়া,* পৃঃ ১৬৫ দেখুন।
৬। ডজি, পৃঃ ১৭৬ ও টীকা-৩; আধুনিক টুরক্স নহে।
৭। আল-মাক্কারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬।
৮। কূটনীতিকদের প্রধান দায়িত্ব ছিল ভদ্রোচিত ভাষায় পত্র বিনিময় এবং আরবি ভাষা ছাড়াও তাহাকে হিব্রু ও স্পেনিশ ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করিতে হইত। ইহা ছাড়া তাহাকে শিল্পকলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইত।
৯। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ১৮১-৮৪, ১৯৪ দেখুন।
১০। ঐ, পৃঃ ১৮৫, রিয়াসত আলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১১ দেখুন।
১১। ইবনে কুতাইবা ইহাকে বাগিদা বলে উল্লেখ করেছেন (আল-মাক্কারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯) এবং স্পেনিশে আলমাজারা।
১২। ইউসুফ জায়েনের সুজারে (Xodon) এবং স্যামুয়েল মেরিদাতে আত্মগোপন করেন (আল-মাক্কারী, পৃঃ ৭২)।

www.pathagar.com

১৩। ইবনুল আছির, *৫ম খণ্ড,* পৃঃ ৩৮১; আল-রিয়াসত আলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০।

১৪। ইবনুল আছির, *৫ম খণ্ড,* পৃঃ ৩৭৮।

১৫। মাজমুয়া আখবার, পৃঃ ৭৬, ৯৪-৯৫।

১৬। ইবনুল আছির, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১; *নাফলুল-তিব,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬।

১৭। ইবনুল আছির, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১, রিয়াসত আলী কর্তৃক উল্লেখিত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০।

১৮। এইচ. কে. শেরওয়ানী, *মুসলিম কলোনিস,* পৃঃ ৮১-৮২ দেখুন।

১৯। ইবনুল আছির, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯০।

২০। রিয়াসত আলী, *১ম খণ্ড,* পৃঃ ২৮৮; ই. জি. গমেজ, *ইস্পানা মুসলমানস (হিস্টোরটা ডি ইস্পানা)* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

২১। *ঐ,* পৃঃ ২৭৩; *ঐ,* পৃঃ ৭১-৭২।

২২। *মাজমুয়া আখবার,* আন্দালুস, পৃঃ ১০১।

২৩। *ঐ,* পৃঃ ১০১, ১০৪।

২৪। ইবনুল কুতাইবার মতে, আলা আল-মুগীত বেজার প্রধান ছিলেন। এবং আব্বাসীয়দের সমর্থনে ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন।

২৫। ইবনুল আছির, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪০; ইবনে খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৩; আল-মাক্কারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭।

২৬। ইবনুল আছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭; *স্টোরি অব দ্যা মেডিরাজ* (স্পেন) ৩৬ খণ্ড, পৃঃ ৩২।

২৭। ইবনুল আছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪২, ৪৩, ৪৫; মাজমুয়া, পৃঃ ১১৩-১৬।

২৮। ইবনুল আছির, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮২; ইবনে খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১৩; *নাফলুল-তিব,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫।

২৯। *ঐ,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৬৩; *ঐ,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮০।

৩০। কুব্বাত, আল-সাকরাহ (দ্যা ডোম অব দ্যা রক) বিল্ট টু ডাইভার্ট দ্যা এটেনশন অব দ্যা পিলগ্রিমেজ ফ্রম কা'বা হোইজ ওয়াজ আন্ডার দ্যা অকোপেশন অব আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ইন ৭২হিঃ/৬৯১-৯২ A.D.

৩১। *নাফলুল-তিব,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭২

৩২। ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭২।

৩৩। শাকিয়া আব্দুল্লাহ বিন মুহম্মদ, ডজি, পৃঃ ২০২ দেখুন।

৩৪। ইবনুল আছির, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩-৬৪; আল মাক্কারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৩।

৩৫। ইবনুল কুতাইবা, পৃঃ ৩৪, ৩৫, ৩৬।

৩৬। ইবনুল খাতিব, *খেলাফত-ই-মুয়াহিদীন,* পৃঃ ১৩-১৪ দেখুন।

৩৭। মেনেন্দেজ পিদাল, *হিস্টোরিয়া ডি ইস্পানা,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৯-৫৭০।

৩৮। গায়ানগোস, ১ম খণ্ড পৃঃ ৮৬।

৩৯। ইবনুল আছির, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯; ইবনে খালদুন, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪২১।

৪০। গায়ানগোস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬।

৪১। *নাফলুল-তিব,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৭-২১৮, রিবেরা আলজুকসানী মূল পৃঃ ৩৩, অনুবাদ পৃঃ ৪১।

৪২। আমীরাত শাসনামলের কোন মুদ্রা আমাদের হস্তগত হয় নাই।

৪৩। ইবনুল আছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৬; *নাফলুল তিব* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

৪৪। *ঐ,* ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৭৭, *ঐ,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯, ৭৬।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম হিশাম

(৭৮৮-৭৯৬ খ্রীঃ)

সিরীয় স্ত্রীর গর্ভে প্রথম আবদুর রহমানের দুই পুত্র সুলায়মান ও আবদুল্লাহ এবং হুলাল নামে তাঁহার স্পেনীয় দাসীর গর্ভে হিশাম নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করে। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র হিশামকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আবদুর রহমান তাঁহাকে ন্যায়বান ও ধর্মপ্রাণ বলিয়া মনে করিতেন। হিশামের ন্যায়নীতি ও ধর্মপ্রীতি এবং সুযোগ্য শাসকের সম্ভাবনাময় প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া আবদুর রহমান তাহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত্ করেন। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পর মেরিদার গভর্নর হিশাম নিজেকে স্পেনের আমীর বলিয়া ঘোষণা করেন। সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁহার বয়স ছিল ৩২ বৎসর। তাঁহার শাসন আমল ছিল একাধিক বিদ্রোহের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্রোহগুলি তিনি দক্ষতার সহিত দমন করেন। তাঁহার অসুবিধাগুলি আমাদিগকে ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শাসক হুমায়ূনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আবদুর রহমান আইবেরিয়ান উপদ্বীপ বিজয় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেখানকার মুসলমানদের দলাদলি ও বিভেদকে দূরীভূত করিতে সময় পান নাই। খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যেকার কলহ দূর করা ছাড়াও হিশামকে অন্যান্য আরও জটিল ও কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করিতে হয়। হুমায়ূনের ভাইদের ন্যায় হিশামের ভ্রাতাগণ শুধু রাজদ্রোহীই ছিলনা বরং বিদ্রোহমূলক কার্যে সদা লিপ্ত ছিল।

হিশামের ভাইদের বিদ্রোহ ঃ হিশামকে সিংহাসন চ্যুত করিবার পথ ও পন্থা নির্ধারণের জন্য ১৭৩ হিঃ/ ৭৮৯-৯০ খ্রীস্টাব্দে সুলায়মান ও আবদুল্লাহ টলেডোতে মিলিত হন। তাহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং টলেডোতে সৈন্য সমাবেশ করেন। আমীর তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া সুলায়মানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সুলায়মানের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে পনেরো সহস্র সৈন্য। দুই সেনাদল ৭৯০ খ্রীস্টাব্দে বুলক বা বুলতে[১] সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধে সুলায়মানের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। আমীর টলেডোর দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু যুবরাজ আবদুল্লার নিকট পরাজিত হন। সৈন্যের সংখ্যাল্পতা ও সুলায়মানের পরাজয় তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। টলেডোর আশে-পাশের জায়গা আবদুল্লাহকে জায়গীর প্রদান করা হয়। ভাইয়ের সহিত যুদ্ধে চরম শক্তি পরীক্ষার জন্য তিনি মুরসিয়াতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু হিশামের পুত্র মুয়াবিয়া ১৭৪ হিজরী/ ৭৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে লোরকাতে প্রচণ্ড যুদ্ধে চাচা সুলায়মানকে পরাজিত করেন। সুলায়মান তাহার পূর্ব কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

আমীর তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন এবং টলেডোর নিকট তাহার ৬০,০০০ হাজার দীনার মূল্যের জায়গীর আমীরকে হস্তান্তর করিয়া পশ্চিম আফ্রিকার তাঞ্জিয়ারে যাইবার জন্য আদেশ দেন। সুলায়মানের সহিত আবদুল্লাহ নিজেও তাঞ্জিয়ারে যাত্রা করেন।[২] ১৭৬ হিঃ/৭৯২ খ্রীস্টাব্দে হিশামের পুত্র হাকাম টলেডোর গভর্নর নিযুক্ত হন।

পূর্ব-স্পেনে বিদ্রোহ ঃ হিশাম যখন ভাইদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত সেই সময় দেশের পূর্বাংশে ইয়ামানীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিল। সাইদ বিন হুসায়েন বিন ইয়াহিয়া আল আনসারীর নেতৃত্বে তাহারা ১৭২ হিঃ / ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে তরতোসাতে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে এবং উমাইয়া ট্যাক্স আদায়কারী ইউসুফ কাইসীকে বিতাড়িত করে। প্রাচীন ভিজিগথ পরিবারের অন্তর্গত বানু কাসী গোত্রের জনৈক নব মুসলিম নেতা মুসা বিন ফরতুনিওর (Fortunio) নেতৃত্বে মুদারীগণ একত্রিত হইয়া কর্ডোভার উমাইয়া শাসনের পক্ষ অবলম্বন করে এবং ইয়ামানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। সাইদ পরাজিত ও নিহত হন। তরতোসা মুসার অধীনে আসে। হুসাইন বিন ইয়াহিয়া আল আনসারীর ভক্ত ও অনুচর মাওলা হাজদারের পতাকাতলে একত্রিত হয়। ইতিমধ্যে সুলায়মান বিন ইয়াকজানের পুত্র মাতরুহ বার্সিলোনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহীদের হস্তে মুসা পরাজিত হন। বিদ্রোহীরা তরতোসা, সারাগোসা বার্সিলোনা হুয়েস্কা ও তারাগোনা দখল করে। স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। হিশাম এই বিদ্রোহকে দৃঢ়তার সহিত দমন করেন।

১৭৫ হিজরী ৭৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভ্যালেন্সিয়ার (Valencia) গভর্নর আবু ওসমান ওবায়দুল্লাহ বিন ওসমানকে বিরাট সৈন্য বাহিনীসহ বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সারাগোসা অবরুদ্ধ হয়। মাতরুহ তাহার নিজের লোকের হস্তে নিহত হন। বিদ্রোহীরা পরাজিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মুসা বিন ফরতুনিও সারাগোসার গভর্নর নিযুক্ত হন।[৩]

ফ্রান্স অভিযান ঃ হিশাম অভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপনের পর মুসলমানদের জন্য স্থায়ী অশান্তির কারণ দেশের উত্তরে বসবাসকারী খ্রীস্টান নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রবৃত্ত হন। ফ্রাঙ্করা সব সময় আক্রমণকে উৎসাহিত করিত। ১৭৬ হিঃ/৭৯২ খ্রীস্টাব্দে হিশাম ফ্রাঙ্কের দক্ষিণ প্রদেশসমূহে অভিযান চালাইবার জন্য আবু ওসমানের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ করেন। এই প্রদেশ সমূহের গভর্নর ছিল মুসলমানদের জাতশত্রু। দুই দলে বিভক্ত হইয়া সেনাদল অগ্রসর হয়। একদলের নেতৃত্ব প্রদান করেন আবদুল মালিক বিন আবদুল ওয়াহিদ। তিনি ৭৯২ খ্রীস্টাব্দে ছেরডাগ্নে (cerdagne) দখল করেন। এবং নারবোনের সন্নিকটে ফ্রাঙ্কদের পরাজিত করেন। সেপ্টিমানিয়ায় বসবাসকারী (দক্ষিণ ফ্রান্সের) মুসলমানদের রাজধানী নারবোনের পতনের ৩২ বৎসর পর মুসলমানরা পুনরায় ইহা দখল করেন। পর্বত শ্রেণীময় নয়নাভিরাম বিখ্যাত

রাজধানী জিরোনাও মুসলমানরা অধিকার করিয়া নেন। মুসলমানদের প্রতিহত করিবার মত শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল না খ্রীস্টানদের। একদিকে জার্মানীতে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল চার্লেমাগ্নে অপরদিকে তাহার পুত্র লুইস আকিটেনের রাজা ইটালীতে ছিলেন যুদ্ধে ব্যস্ত। তুলসের ডিউক উইলিয়ামের নেতৃত্বাধীনে কৃষকরা মুসলমানদের অগ্রাভিযানে বাধা প্রদান করে। অরবিনা নদীর তীরে ভিলেডায়িগ্নে নামক জায়গায় যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তুলুসের ডিউক পরাজিত হন এবং সেপ্টিমানিয়াসহ বহু শহর মুসলমানদের অধিকারে অসে। আবদুল করিম বিন আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্যের অপর দল আস্তুরিয়া ও গ্যালেসিয়া আক্রমণ করে। আস্তুরিয়ার রাজা প্রথম বারমুডো ও তাহার ভাইপো দ্বিতীয় আলফন্সো মুসলমানদের বিরুদ্ধে আস্তুরিয়া ও গ্যালেসিয়ার সেনা বাহিনী পরিচালনা করেন। একাধিক যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে বহুসংখ্যক খ্রীস্টান মৃত্যুবরণ করে। প্রথম বারমুডো ইউসুফ বিন বখতের নিকট এবং আলফন্সো আবদুল করিমের নিকট পরাজিত হয়। মুসলমানদের যুদ্ধ জয়ের সংবাদ যখন কর্ডোভায় পৌঁছে তখন রাজধানীর জনগণ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে। মুসলমানদের ফিরিবার পথে খ্রীস্টানরা তাহাদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণে মুসলমানদের পরাজয় হয় এবং কতিপয় মুসলিম সেনাপতি নিহত হন। মুসলমানদিগকে পশ্চাদপসারণ করিতে হয়। ফলে দেশের উত্তরাংশে একটি খ্রীস্টান রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। এই রাষ্ট্রটি স্পেনে মুসলিম শাসন আমলে বরাবর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছে। উত্তরাংশে প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রটির বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইবে।

স্পেনে মালিকী মতবাদের প্রচলন ঃ হিশাম ছিলেন ধর্মভীরু। তাহার পিতার ন্যায় তিনিও ফুকাহাদের (ধর্মগুরু) দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে হিশামের মধ্যে এক প্রকার মানবিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তাহার শাসনকালের স্থায়ীত্ব হবে আট বৎসর। এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। আমীর এই ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা বিরাট ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।[৪] সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করিবার পরিবর্তে তিনি তাহার কর্মপ্রেরণা ও কর্মক্ষমতাকে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের নিরাপত্তায় নিয়োগ করেন। ইহকালের পরিবর্তে পরকালের মঙ্গলে তিনি গুরুত্ব প্রদান করেন। উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তাহাকে দ্বিতীয় ওমর ইবনে আবদুল আজিজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তিনি ছিলেন চার মুজাহাবের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ইমাম মালিক ইবনে আনাসের ভক্ত ও শিষ্য। ইমাম মালিকের জন্ম হয় ৭১৫ খ্রীস্টাব্দে মদীনায়। আলীর শিক্ষার দাবীদার মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর প্রতি সমর্থনের দরুন আব্বাসীয় খলিফা জাফর আল মনসুর তাহাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেন। হিশাম তাহাকে স্পেনে আগমন ও বসতি স্থাপনের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। আব্বাসী অত্যাচার সত্ত্বেও ইমাম এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। মদীনাতে ইমাম মালিকের সহচর্যে যাইয়া ধর্মতত্ত্বে গভীর জ্ঞান লাভ করার পর ইমামের মতবাদকে স্পেনে প্রচার করিবার জন্য

www.pathagar.com

হিশাম ছাত্রদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেন। স্পেনে ইমামের শিষ্যদের মধ্যে ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া ও ইসা বিন দিনারের নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করিয়া ইমাম মালিক নিজে ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়াকে "স্পেনের জ্ঞানী লোক" বলিয়া অভিহিত করেন। ইমাম তাঁহার স্পেনের শিষ্যদের মাধ্যমে হিশামের ধর্মানুরাগ ও সৎ চরিত্রের খবর অবগত হইয়া ঘোষণা করেন যে একমাত্র হিশামই সিংহাসনের উপযুক্ত।

হিশাম তাহার সাম্রাজ্যে মালিকী মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। রাষ্ট্রীয় কার্যে মালিকী মতবাদ অনুসরণ করা হইত। ইহার পূর্বে এখানে আল আওজায়ী সুন্নী মুজাহাবের মতবাদ প্রচলিত ছিল।

ইমাম মালিক বিন আনাস কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ আওজায়ী প্রচারিত মতবাদ হইতে কিছুটা উন্নত ও ভিন্নতর ছিল। হিশাম বিচারক ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অগ্রাধিকার প্রদান করিতেন ইমাম মালিকের শিষ্যদের। আবু আবদুল্লাহ জাইয়াদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জাইয়াদ আল-লাখমী, শাবাতুন নামে অধিক পরিচিত (মৃঃ ২০৪ হিঃ/৮১৯ খ্রীঃ) এবং বার্বার ফিকাহবিদ ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া আল লাইসী মদীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইমাম মালিকের মতবাদকে তাহাদের লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করেন। মুসলিম আইনের গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য সর্বপ্রথম গ্রন্থ 'কিতাব আল মুয়াত্তা' প্রণয়ন করেন ইমাম মালিক। এই গ্রন্থের অনুলিপি স্পেনে প্রচারিত হয় ব্যাপকভাবে। মালিকী মতবাদে বিশ্বাসী ধর্ম বেত্তাগণ শুধু উচ্চ রাজপদেই আসীন ছিলেন না, তাহারা আমীরের সামান্যতম ইসলামী আদর্শ বিরোধী ব্যবহারের দরুন ভৎর্সনা করিতেন। ফলে আমীরকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইত। ক্ষমতালোভী ও বৈষয়িক যশ ও খ্যাতির প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া হিশাম ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। তাহাদের আচরণ হইতে ইহা পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায় যে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের ছদ্মবেশে রাজনীতি করা। আমীর যদিও খ্রীস্টানদের প্রতি অসহিষ্ণু ছিলেন না কিন্তু প্রথম হিশামের উপর ধর্মবেত্তাদের প্রভাবের দরুন খ্রীস্টানদিগকে তিনি দূরে রাখিতেন। স্বাভাবিক সহনশীলতা প্রদর্শন করিলে হয়তো খ্রীস্টানরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত—যেমন হইয়াছিল পূর্ববর্তী শাসকদের আমলে।

হিশামের মৃত্যু ঃ হিশাম প্রায় আট বৎসর কাল স্পেন শাসন করেন। ৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পুত্র আল হাকামের প্রতি অনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও রাজধানীর শিক্ষিত সুধীব্যক্তিদিগকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য ডাকিয়া পাঠান।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ প্রথম আবদুর রহমান স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব অর্পিত হয় তাহার উত্তরাধিকারদের ওপর। হিশামের শাসনকাল যদিও বিরাট কোন সামরিক অভিযান অথবা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক উন্নতি সাধনের জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল না, তথাপিও তিনি এই নতুন

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে (Weathering the storm) বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তিনি প্রথম বারমুডো ও দ্বিতীয় আলফন্সোর নেতৃত্বে আস্তুরিয়াদের প্রচণ্ড আক্রমণকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করেন। তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে অভিযান প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে গতিচ্যুত করার জন্য সচেষ্ট বিদ্রোহী নেতাদের প্রচেষ্টাকে তিনি বার বার ব্যর্থ করিয়া দেন। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় ছিল অধিক। ফলে তাহাকে এই সমস্ত বিদ্রোহীদের দমন করিবার কাজে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকিতে হয়। তিনি তাহার তিন পুত্র উমায়াদ আল মালিক, মুয়াবিয়া এবং হাকামের সহযোগিতায় এই সমস্ত বিদ্রোহীদের দমন করিতে সমর্থ হন। আবদুল মালিক এবং আবদুল করিম নামে আবদুল ওয়াহিদ মুগিছের দুই প্রৌ-পুত্র এই বিদ্রোহ দমনে তাহাকে সাহায্য করেন।

তিনি তাহার শাসনের শেষ দিকে যে শান্তিপূর্ণ স্বল্প সময় পান তাহা রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্র এবং সামাজিক জীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করেন। তিনি তাহার পিতার উজির ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখেন কিন্তু দেশের প্রশাসনিক কাঠামোতে অপ্রয়োজনীয় আইন পরিবর্তন করেন। মাক্কারী বলেন, "দুর্নীতি পরায়ণ ও অসৎকর্মচারীদের তিনি বরখাস্ত করেন এবং কখনও তাহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করেন নাই।"[৪] তিনি বেআইনী কর আদায় নিষিদ্ধ করেন এবং যাকাত ও ছাদকা আদায়ের আদেশ দেন। সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের তিনি বিচারক নিযুক্ত করেন। কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি মুসাব বিন ইমরান তাহার বিচার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা এবং হিশামের সেক্রেটারী মুহাম্মদ বিন বশির আল মাদিরী তাহার ধর্মপরায়ণতা, অভিজ্ঞতা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় গভীর জ্ঞানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। হিশামের অনুসৃত নীতির ফলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়। আমীর রাজপথ নির্মাণ এবং গোয়াদালকুইভির নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ করেন। তিনি একটি সুন্দর ঝর্ণা প্রস্তুত করেন যাহা রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি করে। হিশাম নতুন নতুন প্রাসাদ নির্মাণ ও পুরাতন সরকারী অট্টালিকাসমূহের মেরামতে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কর্ডোভার জামে মসজিদ নির্মাণের কার্য সমাপ্ত করেন—যাহা তাহার পিতা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ছিল ৬০০ ফুট এবং প্রস্থে ছিল ২৫০ ফুট। ইহা তৈয়ার করিতে ব্যয় হইয়াছিল এক লক্ষ ষাট হাজার দিনার। এই মসজিদ তৈয়ারীর এগার শত বৎসর পরেও ইহার সৌন্দর্য ও আকর্ষণ এতটুকুও ক্ষুণ্ন হয় নাই। ইহা ব্যতীত তিনি আরও অনেক মসজিদ নির্মাণ করেন।[৫]

দামেস্কের ওমর বিন আবদুল আজিজের ন্যায় তিনিও তাহার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া তাহার প্রজাদের অবস্থা এবং সরকারী কর্মচারী ও গভর্নরদের যোগ্যতা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য খবর সংগ্রহ করিতেন এবং নিশ্চিত হইতেন। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন অথবা তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিতেন।

www.pathagar.com

জনসাধারণের অবস্থা অবগত হইবার জন্য তিনি নিজে রাত্রিতে ছদ্ম বেশে কর্ডোভার রাজপথে ভ্রমণে বাহির হইতেন। জনসাধারণের অসুবিধার অভিযোগসমূহ বিচারালয়ে নিষ্পত্তি করা হইত। তিনি রোগীদের পরিচর্যা ও রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন। জনগণের মধ্যে তাহার বিদ্যানুরাগ ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য তিনি জনগণের জানাজার নামাজে ইমামতি করিতেন এবং শবযাত্রা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিতেন। আমীরের অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া মুসায়াব প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন। তিনি পূর্বের শাসন আমলে এই পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণের জন্য পরামর্শ পরিষদ সৃষ্টি করেন এবং প্রত্যেক কাজে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার প্রভাবে ও আগ্রহে সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রেও নব তৎপরতা ও উদ্যোম দেখা দেয়। আরবী শিক্ষাদানের জন্য তিনি স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল আরবী। স্পেনে মালিকী মতবাদ প্রচারের জন্য তিনি ধর্মীয় শিক্ষাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিতেন। মালিকী মতবাদ প্রচলনের পূর্বে স্পেনে সিরীয় আওজায়ীর ব্যবহারতত্ত্ব বা আইন বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে স্পেনের বিদ্যালয়সমূহে মালিকী মতবাদ অনুসারে আইন শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম আবদুর রহমান সংগীতকে উৎসাহিত করিতেন। কিন্তু হিশাম ইহাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ছিলেন আরবী কবিতার ভক্ত এবং নিজে ছিলেন একজন কবি। তাহার দরবারের বিখ্যাত কবি ছিলেন আমর ইবনে আলী গাফফার। পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন তাহারা হইলেন ইসা বিন দিনার, আবদুল মালিক বিন হাবিব, ইয়াহিয়া বিন হিয়াহিয়া, সাইদ বিন হাসান এবং ইবনে আবু হিন্দ।[৬]

হিশাম তাহার পিতার ন্যায় নিজেকে আমীর বলিয়া দাবী করিতেন। যতদূর জানা যায় তিনি মুদ্রা ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন করেন নাই। তিনি ছিলেন নিয়মানুবর্তী ও সুন্দর স্বভাবের অধিকারী। তিনি সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। হিশাম ছিলেন একজন ধার্মিক বাদশাহ। রাজপরিবারের সাদা পোষাক তিনি পরিধান করিতেন। আইনবিদদের নিকট তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন ন্যায়বান ও দয়ালু। দরিদ্রদের জন্য তাহার দ্বার ছিল অবারিত। তাহারা বিনা বাঁধায় হিশামের নিকট তাহাদের অভাব অভিযোগের বিষয় পেশ করিতে পারিত। যে সমস্ত গরীব লোক তাহার নিকট আসিতে পারিত না তিনি নিজে তাহাদের কুটিরে যাইয়া খোজ খবর লইতেন। তিনি ছিলেন দানশীল। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ও দরিদ্রদের মধ্যে তিনি টাকা পয়সা বিতরণ করিতেন।[৭] তাহার চরিত্র ও ব্যবহারকে ওমর বিন আবদুল আজিজের সহিত যথার্থই তুলনা করা যাইতে পারে।[৮] জাইয়াদ বিন আবদুর রহমান লাখমীর নিকট তাহার ধর্মানুরাগের কথা শুনিয়া ইমাম মালিক বিন আনাস এতই মুগ্ধ হন যে তিনি হিশামের সহিত হজ্জব্রত পালনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।[৯]

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশ

১। বর্তমানে বুলচের কোন অস্তিত্ব নাই।

২। ইবনুল আছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮০, ৮৩, ৮৪; রিয়াসত আলী কর্তৃক উল্লেখিত পৃঃ ৩৪০-৪১ দেখুন।

৩। তিনি ছিলেন আওজায়ী নামে পরিচিত একজন সিরীয় ইমাম (মৃঃ ৭৭৪ খ্রীঃ) সাসা বিন সালাম আল-শামী ছিলেন তাঁহার প্রধান শিষ্য (মৃঃ ৭৯৬ অথবা ৮০৭ খ্রীঃ) আল-শামী ছিলেন কর্দোভা মসজিদের প্রধান ইমাম ও মুফ্‌তি। তিনি মসজিদ প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করিয়াছিলেন (ই. জি. গমেজ, *হিস্টোরিয়া ডি ইস্পানা,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৯৮) আল-আওজায়ী ৭৫০ খ্রীঃ কিছুকাল পরে বৈরুতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি রাজনীতির বাহিরে থাকিয়াও আব্বাসীয়দের শাসনে মদদ যোগান।

৪। *নাফলুল-তিব,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮; *মাজমুয়া আখবার, আন্দালুস,* পৃঃ ১২১।

৫। ঐ, পৃঃ ১৫৮; রিয়াসত আলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩।

৬। রিয়াসত আলী, *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৩।

৭। মাজমুয়া, পৃঃ ১২০-১২১।

৮। ইবনুল আছির, *৪র্থ খণ্ড,* পৃঃ ১০২; *নাফলুল-তিব,* পৃঃ ১৫৮।

৯। *আল-আন্দালুস,* পৃঃ ৪৩; *নাফলুল তিব,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম হাকাম (৭৯৬-৮২২ খ্রীঃ)

সিংহাসনে আরোহণ ঃ হিশামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হাকাম[১] (আবুল আস নামে পরিচিত) ১৮০ হিঃ/৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের সফর মাসে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। সিংহাসনে আরোহণকালে তাঁহার বয়স ছিল বাইশ বৎসর। তিনি পূর্ববর্তী হাজীব (প্রধান মন্ত্রী) আবুল ওয়ালিদের পুত্র আবদুল করিমকে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

ফুকাহাদের মধ্যে হাকামের অজনপ্রিয়তা ঃ হাকাম ছিলেন বুদ্ধিমান ও চতুর। তিনিই সর্বপ্রথম আন্দালুসীয় যুবরাজ যিনি জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে থাকিতেন। মদাসক্ত এই যুবরাজ ছিলেন উদার ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। মদাসক্তির কারণে ধর্মীয় নেতাদের সহিত তাঁহার মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত ধর্মীয় নেতাগণ ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। হাকাম ইহাদের সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা হ্রাস করেন। রাজ্যের মধ্যে মালিক ইবনে আনাসের শিষ্যগণ ছিল খুবই শক্তিশালী। তাহারা সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। হাকাম সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এবং ঘোষণা করেন যে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মগুরুদের অংশ গ্রহণ করা উচিৎ নহে। হিশামের মৃত্যুর পর রাজদরবারে পরিবর্তনের সূচনা হয়। নতুন আমীর ধর্মবিরোধী না হইলেও তিনি ছিলেন ভোগ বিলাসিতার প্রতি আকৃষ্ট। তিনি ধর্মীয় অনুশাসন মোতাবেক জীবন যাপনের ব্যাপারে খুবই উদার মনোভাব গ্রহণ করেন। আমীরের এইরূপ কার্যকলাপ ও চরিত্র ধর্মবেত্তাদের নিকট ছিল আপত্তিজনক। দেশের শাসনব্যবস্থা ধর্মীয় ভাবাপন্ন শাসক কর্তৃক পরিচালিত হউক ইহাই ছিল তাহাদের কাম্য। ধর্মের ছদ্ম আবরণে ধর্মীয় নেতাদের আসল রূপটি লুক্কায়িত ছিল। তাহাদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কিছু ঘটিলেই তখন আসল চরিত্র প্রকাশ পাইত। ধর্মে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এই বিপরীতমুখী শক্তি তাহাদের দ্বন্দ্বকে কোন সময়েই দূরীভূত করিতে পারে নাই। ফলে আমীর যখন তাহাদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন তাহারা তখন নিরাশ হইয়া প্রকাশ্যে প্রথম হাকামকে অভিশাপ দিতে শুরু করিল। তাহাদের ধর্ম প্রচারের মঞ্চ হইতে প্রকাশ্যে আমীরকে বিধর্মী বলিয়া নিন্দা ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাহাদের প্রচারের বিষয়বস্তু ছিল আমীরের মদাসক্ত চরিত্র[২] এবং দেহরক্ষী হিসাবে নিগ্রোদের নিয়োগ। হাকাম নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই সেনাবাহিনীতে ছিল কৃতদাস ও নিগ্রোগণ। বিশেষ করিয়া নিগ্রোদের সংখ্যাই ছিল বেশি। এই অবস্থায় আমীর যদিও ধর্মবেত্তাদের উপেক্ষা করিতে পারিতেন কিন্তু তাহাদের সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করা ছিল কঠিন।

www.pathagar.com

ধর্মবেত্তাদের এই আন্দোলনে সমর্থন প্রদান করেন নব মুসলিমগণ (মুয়াল্লাদুন) যাহাদের উপর তাহাদের বিরাট প্রভাব ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে এই সমস্ত নব মুসলিমগণ ইসলামী অনুশাসন মানিয়া চলিত কিন্তু সমাজে তাহারা ছিল অবহেলিত ও ঘৃণিত। ক্রীতদাস হিসাবে তাহারা বিবেচিত হইত এবং সরকারী চাকুরীতে উচ্চ পদ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইত। ফুকাহাদের আহবানে নব মুসলিমরা সাড়া দেয়। সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা নাম করা ধর্মবেত্তা ছিলেন বার্বার ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া লাইছ। তিনি ছিলেন আরব গোত্রীয় বাণী আল লাইছ আশ্রিত গোত্রীয় মাসমুদাহর অন্তর্গত। ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া লাইছের দাদা তারিকের সহিত স্পেনে আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মালিক ইবনে আনাসের একান্ত অনুগত ছাত্র। ইসা ইবনে দিনার এবং অন্যান্য যাহারা হাকামের বিরোধী ছিল তাহারা সম্ভ্রান্ত শ্রেণী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের যোগসাজসে মুনজির বিন প্রথম আবদুর রহমানের বংশধর জনৈক মুহাম্মদ বিন কাসেম, ওরফে ইবনে ইলশমাশকে কর্ডোভার সিংহাসনে বসাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইবনে ইলশমাস নিজে এই ষড়যন্ত্রের কথা আল হাকামের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। ফলে কর্ডোভার ছয়জন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত বংশীয় নেতাসহ প্রায় ৭২ জন ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ও অভিজাত ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল। ইয়াহিয়া এবং ইসা ইবনে দিনার টলেডোতে আত্মগোপন করেন সেখানে ইতিমধ্যে স্বাধীনতার জোর দাবী উত্থাপিত হয়। স্বাধীনতার দাবী উত্থাপকদের মধ্যে ছিলেন ইয়াহিয়া বিন নাসর ইয়াহসুবী, মুসা বিন সালিম খাওলানী, ইবনে আবিকাব, আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া মাতর গাসমানী। তাঁহারা ছিলেন স্পেনে ইসলামের স্তম্ভ স্বরূপ।

হাকামের চাচার বিদ্রোহ ঃ হাকামের চাচা সুলায়মান ও আবদুল্লাহ তখনও জীবিত ছিলেন। হিশামের মৃত্যু ও হাকামের উত্তরাধিকার নির্বাচনের সংবাদ শুনিয়া তাহারা পুনরায় সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন। তাহাদের ইচ্ছা ছিল স্পেনকে তিন ভাগে ভাগ করা। তাহারা টলেডো, ভ্যালেন্সিয়া ও অন্যান্য জায়গায় জনগণকে হাকামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। সুলায়মান তাঞ্জিয়ারে বিপুল সংখ্যক সেনা সংগ্রহ করেন। আবদুল্লাহ তাহার টলেডোর জায়গীর হইতে পলায়ন করিয়া ভাইয়ের নিকট আগমন করেন। সেখান হইতে সুলায়মান ভ্যালেন্সিয়ায় গমন করেন। স্পেনে উমাইয়া ইমারতের প্রতিষ্ঠাতা আবদুর রহমানের জ্যৈষ্ঠ পুত্র হওয়ায় তিনি সিংহাসনের দাবী করেন। উচ্চপদ প্রদানের ওয়াদা করিয়া আবদুল্লাহ কিছু লোককে তাহার পক্ষে আনিতে সক্ষম হন এবং ১৮১ হিঃ/৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে টলেডো অবরোধ করেন। তিনি ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্লমানের সাহায্য কামনা করেন। সুলায়মান তাগুস নদীর তীরে আবদুল্লাহর সহিত মিলিত হন এবং ফ্রাঙ্ক ও হাকামের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। এই যুদ্ধের বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে। হাকাম ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি ও তাহার সেনাবাহিনী ছিল অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত। অপরদিকে সুলায়মান ও আবদুল্লাহর সমর্থকরা

www.pathagar.com

ছিল সৌখিন। তাহাদের কোন সামরিক শিক্ষা ছিল না। কয়েক দফা যুদ্ধ হয় কিন্তু ফলাফল থাকে অমীমাংসিত। ১৮৫ হিঃ/৮০১ খ্রীস্টাব্দে সুলায়মান (কর্ডোভা প্রদেশের এক গ্রাম) খারিশের নিকট তৃতীয় বার পরাজিত হন।[৩] মেরিদাতে পলায়নকালে তিনি ধৃত হইয়া নিহত হন। সুলায়মানের সমর্থকদেরও অধিকাংশ নিহত হয়। সুলায়মানের পরিবারের লোকজনকে সারাগোসা হইতে আনয়ন করিয়া জায়গীর প্রদান করা হয়।[৪] আবদুল্লাহ আশ্রয় গ্রহণ করে ভ্যালেন্সিয়ায়। কিছুদিন পর তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। পরে তিনি তাঞ্জিয়ারে অবসর জীবন যাপন করেন এবং তাহার দুই পুত্র আসবাগ ও কাসিমকে জামিন হিসাবে কর্ডোভায় প্রেরণ করেন ১৮৬ হিঃ/৮০২ খ্রীস্টাব্দে। তাহাদিগকে জমি দেওয়া হয়। হাকাম তাহার ভগ্নিকে আসবাগের সহিত বিবাহ দেন এবং তাহাকে মেরিদার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

ফ্রাঙ্কদের সহিত যুদ্ধ ঃ হাকাম যখন তাহার চাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন সেই সময় দক্ষিণ-ফ্রান্স হইতে মুসলমানদের উচ্ছেদের সংবাদ আসে। নারবোনের ও গেরোনার মুসলমানগণ চার্লমানের পুত্র লুইস কর্তৃক বিতাড়িত হয়। উত্তর স্পেনের লেরিদা ও হুয়েস্কার উমাইয়া গভর্নরগণ ফ্রাঙ্কদের সহিত যোগদান করেন। সুলায়মান ইতিমধ্যে ভ্যালেন্সিয়া অধিকার করিয়া নেন। যখন চার্লমানের কনিষ্ঠ পুত্র লুইস ও আকিটেনের রাজা তাহাদের পরামর্শ সভায় মিলিত হন, তখন আস্তুরীয়া ও গ্যালেসিয়ার রাজা আলফন্সোর দূত খ্রীস্টানদের সাধারণ শত্রু কর্ডোভার উমাইয়া শাসকের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আক্রমণের প্রস্তাব লইয়া তুলাসে (Toulouse) আগমন করেন। লুইস তাহার ভ্রাতা চার্লসকে সঙ্গে লইয়া এবরো নদীর তীরে অগ্রসর হন। আমীর ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হন। তিনি কয়েকজন অভিজ্ঞ সেনাপতিকে বিশেষ করিয়া আবদুল করিম বিন মুগিছের নেতৃত্বে ৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে বিরাট এক সেনাবাহিনীকে সীমান্তে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে অভাবিত সাফল্য লাভ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্পেন ফ্রান্সের সীমান্তে অবস্থিত গেরোনা, হুয়েস্কা এবং লেরিদার মত হৃত শহরগুলিকে পুনরুদ্ধার করেন। অধিকাংশ যুদ্ধে খ্রীস্টানরা আত্মসমর্পণ করে। বার্সিলোনার গভর্নর জাইদ যিনি খ্রীস্টানদের হস্তে লাঞ্ছিত হইতেছিলেন এখন তিনি প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভ করেন। পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া আমীর সাময়িকভাবে দক্ষিণ-ফ্রান্স পুনরায় অধিকার করেন। এই বিজয়ের পর তাহাকে আল মুজাফফর নামে অভিহিত করা হয়।

গথিক সীমান্তে সেনানিবাসের ভিত্তি স্থাপন ঃ দেশের সীমান্তের আপার মার্চ প্রতিরক্ষার জন্য সারাগোসা, মধ্য মার্চের জন্য টলেডো এবং নিম্ন মার্চের জন্য মেরিদাকে কেন্দ্র করিয়া উমাইয়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে। এই সমস্ত সীমান্ত নগর ব্যতীত কিছু মালিক বিহীন ভূমি ছিল। উত্তর সীমান্তের খ্রীস্টান ও মুসলমানরা এই ভূখণ্ড যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিত। যেহেতু স্থায়ীভাবে স্পেনকে অধিকারে রাখা সম্ভব ছিল না।

www.pathagar.com

সেই হেতু ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্লমান মুসলমানদেরকে উত্যক্ত ও বিরক্ত করার জন্য এবং ফ্রান্সকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গথিক মার্চ নামে একটি সীমান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। গথিক মার্চে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে। এই সীমান্ত রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয় আকিটেনের রাজা লুইস-এর তত্ত্বাবধানে স্পেনের অভ্যন্তরে অবস্থিত পর্বতশ্রেণীতে। পর্বত শ্রেণী হইতে এবরো পর্যন্ত ও পাম্পলোনা হইতে বার্সিলোনা পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাজ্যের প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন রুবেল নামে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় ফ্রাঙ্ক। এই রাজ্যের প্রধান নগর ছিল কারডোনা ও গেরোনা। মুসলমানদের শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট খ্রীস্টানরা এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত। ১৮৫ হিঃ/৮০১ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত তাহাদের জাতীয় পরিষদে ফ্রাঙ্কগণ বার্সিলোনা দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৫] ফ্রাঙ্ক সেনাবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেরোনার কাউন্টের অধীনে নগরের একাংশ অবরোধ করে অন্য অংশ তুলুসের কাউন্ট উইলিয়ামসের নেতৃত্বাধীনে কর্ডোভা হইতে আগত রসদ আগমনে বাঁধা সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়। বার্সিলোনাতে অবস্থিত সেনাদল অবরোধকারীদের প্রতিহত করিবার জন্য এক দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে। প্রতিটি নাগরিক শহরটিকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু খাদ্যের অভাবে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। মুসলমানগণ শহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। গভর্নর জাইদ (Fr. Zadon, Zadun or Zoton)[৬] সাহায্যের আশায় কর্ডোভা গমন করেন। সেখানে তিনি অপমানিত অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হন। গুরুত্বপূর্ণ এই সীমান্ত শহরটি নব্বই বৎসর পর সুলায়মান ও আবদুল্লাহর বিদ্রোহের ফলে মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়। ইহার পর ফ্রাঙ্কগণ স্পেনের উত্তরাংশে প্রবেশ করে এবং হুয়েস্কা, তারাগোনা ও অন্যান্য জায়গা দখল করিয়া নেয়। আমীর শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করিয়া শত্রুর অগ্রাভিযান প্রতিহত করিবার জন্য অগ্রসর হন। এই সময় টলেডোতে আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। আমীর টলেডো রক্ষার্থে সৈন্যদলের একাংশ রাখিয়া বাকী সেনাবাহিনীকে লইয়া ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

তিনি প্রথমে সারাগোসা অধিকার করেন যাহার সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বার্সিলোনা ব্যতীত অন্যান্য শহর তিনি উদ্ধার করেন এবং খ্রীস্টানদিগকে এবরোর অপর দিকে বিতাড়িত করেন। এই সমস্ত বিজয়ের পর তিনি কর্ডোভায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

৮০৩ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টানরা তুদেলা আক্রমণ করে এবং বহু মুসলমানকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। তন্মধ্যে গভর্নর ইউসুফ বিন আমরুসও ছিল। টলেডো হইতে তাহার পিতা আমরুস বিন ইউসুফ তাঁহার সাহায্যার্থে বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ফলে খ্রীস্টানগণ অনতিবিলম্বে শহর পরিত্যাগ করিতে ও গভর্নরকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

www.pathagar.com

১৯২হিঃ ৮০৬ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সের খ্রীস্টানগণ পুনরায় স্পেন আক্রমণ করে এবং তরতোসা (Tortosa) কে দুইবার অবরোধ করে। কিন্তু পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ইহা পরিত্যাগ করে। প্রথম অবরোধের সময় খ্রীস্টানদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। কিন্তু মুসলমানগণ শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হয়। যুবরাজ আবদুর রহমান ভ্যালেন্সিয়ার গভর্নরের প্রদত্ত অতিরিক্ত সৈন্যের সাহায্যে খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। লুইসের অধীনে খ্রীস্টানদিগকে পরাজিত করিয়া যুবারাজ আবদুর রহমান বিজয়ীর বেশে কর্ডোভাতে ফিরিয়া আসেন।[৭] পরবর্তী বৎসর খ্রীস্টানগণ পুনরায় স্পেনে আক্রমণ করিয়া লুসিতানিয়া অধিকার করিয়া নেয়। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করিয়া আমীর নিজে ১৯৭ হিঃ/ ৮১২ খ্রীস্টাব্দে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি খ্রীস্টানদিগকে স্পেনের সীমান্তে বিতাড়িত করিয়া দেশের উত্তরে বহু দুর্গ ও শহর পুনরায় অধিকার করিয়া নেন। মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফ্রাঙ্কদের এত সৈন্য নিহত হয় যে সারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের মৃতদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। খ্রীস্টানগণ যদিও পরাজিত হইয়াছিল কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় নাই। তাহারা বারবার স্পেনের উত্তরাঞ্চল আক্রমণ করিতে থাকে।[৮] শার্লমান ও প্রথম হাকাম ৮১০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বারের মত সাময়িক যুদ্ধ বিরতির জন্য আলোচনায় মিলিত হন। দুই বৎসর পর জনৈক মুসলিম দূত সম্ভবতঃ নৌবাহিনী-প্রধান ইয়াহিয়া বিন হাকাম আইক্স-লা চ্যাপেল্লেতে তিন বৎসরের জন্য আর একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু উহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। শেষ পর্যন্ত ২০০হিঃ ৮১৬ খ্রীস্টাব্দে কর্ডোভা ও আইক্স-লা-চ্যাপেল্লের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় এবং ফ্রাঙ্কগণ গোলযোগ সৃষ্টি হইতে বিরত থাকে ফলে ইহা হাকামের শাসনের শেষ সাত বছর অবধি স্থায়ী হয়।[৯]

খন্দক বা পরিখা দিবস (Fosse) ঃ ভিজিগথ সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী টলেডো মুসলিম স্পেনের এক গুরুত্বপূর্ণ নগর ছিল। যদিও ইহা পূর্ণ গৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। টলেডোর অধিবাসী ছিল প্রধানতঃ নব মুসলিম। খ্রীস্টানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। আরব শাসনের অধীনে উভয় সম্প্রদায়ই ছিল অসন্তুষ্ট। নব মুসলিমরা আরব রক্তের অধিকারী না হওয়ায় ঘৃণিত ও অবহেলিত ছিল। খ্রীস্টানগণ তাহাদের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে আত্মনিয়োগ করে। নগণ্য সংখ্যক আরব ও বার্বারগণ তথায় বসতি স্থাপন করে। যাহার ফলে বিদ্রোহী নব মুসলিম ও খ্রীস্টানগণের মধ্যে বিদ্রোহী মোর্চা গঠন করা সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ উবায়দাহ বিন হামিদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে হাকামের বিরুদ্ধে এবং টলেডোতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আমরুস বিন ইউসুফ হুয়েস্কার একজন নব মুসলিম—যিনি তালাভেরার[১০] শাসনকর্তা ছিলেন, শান্তি স্থাপনের জন্য সেখানে প্রেরিত হন। শহর অবরুদ্ধ হয়। উবায়দাহকে হত্যা করিবার নিমিত্তে মাখশিসকে প্রলোভিত করিয়া উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত করা হয়। টলেডোবাসীরা আত্মসমর্পণ

করে। আমরুস বিন ইউসুফকে শহরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু টলেডো-বাসীদিগকে শাসন করা ছিল খুবই কঠিন। ঘারবিব নামে জনৈক নব মুসলিম কবির নেতৃত্বে তাহারা পুনরায় গোলযোগ সৃষ্টি করিতে শুরু করে। ঘারবিবের জীবিতকালে হাকাম বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন নাই। ঘারবিবের মৃত্যুর পর আমরুস বিন ইউসুফকে পুনরায় শহরে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়। একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং দক্ষ প্রশাসক হিসাবে তিনি টলেডোবাসীদের আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ হন। টলেডোবাসীদের সম্মতিক্রমে শহরের উত্তর-পূর্বে তাগুস নদীর উপর অবস্থিত পুলের সন্নিকটে সংরক্ষিত সেনাবাহিনী রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। টলেডোবাসীরা আমরুসকে আমীরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বলিয়া মনে করিত কারণ আমরুস তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য আমীরের বিরুদ্ধে কটুক্তি করিতেন। যখন ভবিষ্যৎ শাসক যুবরাজ আবদুর রহমান খ্রীস্টান-স্পেনে যাইবার পথে ১৮১ হিঃ/৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে নগর পরিদর্শনের জন্য আগমন করেন[১১] সেই সময় উক্ত দুর্গে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে অনুষ্ঠানে যোগ দানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। অনুষ্ঠানে যোগদানের পর গভর্নর তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করে এবং সমস্ত মৃতদেহকে একটি পরিখা বা দিঘীতে (Fosse) নিক্ষেপ করে। ইতিহাসে এই ঘটনা পরিখা দিবস "The Day of the Ditch" নামে খ্যাত। সঠিক মৃতের সংখ্যা জানা যায় না। এই সংখ্যা ৭০০ হইতে ৫,০০০ হাজার পর্যন্ত বলিয়া অনুমান করা হয়।[১২] গভর্নর কর্তৃক এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় আমীরের এক গোপন নির্দেশক্রমে। টলেডোবাসীরা এইরূপে তাহাদের নেতাদিগকে হারায়। এবং পরবর্তী কিছুকালের জন্য টলেডোতে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপিত হয়।[১৩]

বেজা (বাজাটল) ও মেরিদাতে বিদ্রোহ ঃ আসবাগ বিন আবদুল্লাহ ছিলেন হাকামের চাচাত ভাই এবং ভগ্নিপতি। তিনি ছিলেন মেরিদার গভর্নর। আমীর এবং গভর্নরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছিল। আসবাগ একজন উজিরকে বরখাস্ত করেন। উজির আমীরকে জানায় যে আসবাগ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন। আমীর হাকাম তাহাকে বরখাস্তের আদেশ প্রদান করেন। ইহাতে আসবাগ বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহাকে গ্রেফতার করিবার জন্য হাকাম সুদক্ষ সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহারা বিদ্রোহী আসবাগকে গ্রেফতার করিতে ব্যর্থ হন। ৮০৬ খ্রীস্টাব্দে আমীর নিজে মেরিদা রওয়ানা হন। আসবাগের স্ত্রী যিনি আমীরেরও ভগ্নি তিনি তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আমীর তাহাকে ক্ষমা করিয়া পূর্বপদে পুনর্বহাল করেন।

লিসবনের ৯৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বাজ্জাতে ৮০৭ ও ৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হাজম বিন ওয়াহাব ও ওয়ালিদ একাধিকবার বেজায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পরাজিত হইয়া শাস্তি ভোগ করে।[১৪] ৮০৭ খ্রীস্টাব্দে আলজেসিরায় খারিজী বিদ্রোহকেও দমন করা হয়।

www.pathagar.com

কর্ডোভাবাসীদের বিদ্রোহ ঃ পূর্ব বর্ণনা অনুযায়ী হাকাম ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের নিকট প্রিয় ছিল না। হাকামের কঠোর ও কর্কশ ব্যবহারের জন্য গোয়াদালকুইভিরের দক্ষিণে অবস্থিত শহরগুলিতে বিদ্রোহের জন্য উস্কানী প্রদান করা হয়। ধর্মবেত্তাদিগকে তিনি তাহার পিতা হইতে কম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন যাহার ফলে একাধিক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং ইহাতে নবমুসলিমগণের অসন্তুষ্টি বিশেষভাবে কাজ করে। আমীর কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। তিনি তাঁহার দেহরক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। প্রায় ৬,০০০ হাজার দেহরক্ষীর অধিকাংশ ছিল নিগ্রো এবং খ্রীস্টান। আরবী জানিত না বলিয়া তাহাদিগকে বোবা বলা হইত। এই বিশেষ বাহিনীর জন্য আমীরকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে হইত। ফলে কর্ডোভাবাসীদের উপর অতিরিক্ত নগর শুল্ক ও কর আরোপ করা হয়। নিগ্রোরা অধিকাংশ সময় বে-আইনী কাজসমূহে প্রশ্রয় দিত। ইহার ফলে কর্ডোভাবাসীরা ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। টলেডোর সম্ভ্রান্ত বংশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হত্যাকাণ্ডের পর কিছুদিনের জন্য কর্ডোভাবাসীরা শান্ত থাকে। নগরের দক্ষিণাংশে আররাবাল দেলসুর (Arrabal Delsur) অঞ্চলে ফেকাশাস্ত্রবিদ ও ছাত্রদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ৮১৩ খ্রীস্টাব্দে মারাত্মক বিদ্রোহ দেখা দেয়। একদিন আমীর যখন নিয়ম মাফিক মসজিদে নামাজ আদায় করিতে যাইতেছিলেন তখন পথে এক ব্যক্তি তাঁহাকে সামনাসামনি পাইয়া জনসাধারণের আত্মতুষ্টির জন্য মুখে চপেটাঘাতপূর্বক অপদস্ত করে। এই অপমানে আমীর ক্ষিপ্ত হইয়া দশ ব্যক্তিকে শাস্তি হিসাবে প্রাণদণ্ড প্রদান করেন। ইহার ফলে কর্ডোভাবাসীরা আরও উত্তেজিত এবং ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে।

ধর্মবেত্তাগণ কর্ডোভাবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাইতে থাকে। ইয়াহিয়া বিদ্রোহীদিগকে আন্দোলন করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে শুরু করে। আবু মারওয়ান বিন হাইয়ানের মতে, আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জনগণকে উত্তেজিত করিবার কার্যে ধর্মবেত্তাগণের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন—তিনি ছিলেন তালুত।[১৫] একদিন রমজান মাসে ১৯৮ হিঃ/মে ৮১৪ খ্রীস্টাব্দে আমীরের জনৈক দেহরক্ষী এক অস্ত্র নির্মাতাকে তাহার তরবারী পরিষ্কার করিয়া দিতে বলে। এই কাজে অস্ত্র নির্মাতার বিলম্ব ঘটায় দেহরক্ষী ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে হত্যা করে। অতঃপর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক জনতা আমীরকে হত্যা করিবার জন্য প্রাসাদ ঘেরাও করে। আমীর নিজে প্রাসাদের মধ্যে আটকা পড়েন এবং বিদ্রোহীদিগকে দমনের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন কিন্তু তাহারা পরাজিত হয়। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ক্রোধে আমীর প্রাসাদ হইতে বাহিরে আগমন করেন এবং সেই সময়ের বিখ্যাত যোদ্ধা তাহার চাচা ওবায়দুল্লাহকে অশ্বারোহী সৈন্যের সহযোগিতায় বিদ্রোহী জনতার মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার রাস্তা করিয়া দিতে বলেন এবং গোয়াদালকুইভিরের দক্ষিণাংশে আররাবাল ডেলসুর-এ অগ্নিসংযোগের আদেশ প্রদান করেন। জনতা যখন অগ্নি নির্বাপণ, সন্তানদের

www.pathagar.com

জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য স্থান ত্যাগ করে সেই সময় আমীর এবং তাহার চাচা উভয় দিক হইতে এমন ক্ষিপ্রতার সহিত আক্রমণ করেন যে কর্ডোভাবাসীরা হতভম্ব হইয়া পড়ে। দিক-বেদিক জ্ঞানশূন্য নিগ্রো দেহরক্ষীরা তাহাদিগকে নির্দয় ভাবে হত্যা করে। সেই দিনই কয়েকজন ধর্মীয় নেতা কর্ডোভাবাসীদের পক্ষ হইতে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আমীরের নিকট গমন করিলে তাহাদিগকে জেলে পোড়া হয়। এবং তাহাদের হত্যা করিবার জন্য পাহারায় নিযুক্ত জুদাইরকে আদেশ করা হয়। জুদাইর এই আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করাতে হাকাম তাহাকে বরখাস্ত করেন এবং তাহার স্থলে ইবনে নাদিরকে নিযুক্ত করেন।[১৬]

৩৬ জন নেতাসহ বিশ্বাসঘাতকের মোট সংখ্যা ছিল ৩০০ শত। বিরুদ্ধাচারণের বিশেষ চিহ্নস্বরূপ আলকাজারে বাব আল সুদ্দা নামক প্রাণদণ্ড প্রদানের ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানে তাহাদিগকে পা উপরের দিকে লটকাইয়া নিচের দিকে মাথা ঝুলাইয়া হত্যা করা হয়। আররাবাল দেল সুরের অধিবাসীদিগকে তিন দিনের মধ্যে কর্ডোভা ত্যাগ করিতে বলা হয়। যদিও ইয়াহিয়া, তালুত ও অন্যান্য বিখ্যাত ধর্মীয় নেতাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তাহাদের বাড়িঘর ধূলিসাৎ করা হয়। প্রায় ৮০০০ হাজার পরিবার মরক্কোর ফেজ-এ আশ্রয় গ্রহণ করে। আলীর বংশধর দ্বিতীয় ইদ্রিস সেই সময় ফেজ-এ তাহার নতুন রাজধানী গড়িয়া তুলিতেছিলেন। যেহেতু কায়রোওয়ান ও কর্ডোভার আরবগণ একে অপরকে ঘৃণা করিত সেইহেতু দেওয়াল নির্মাণ করিয়া নগরের দুই পৃথক অঞ্চলে তাহাদের পুনর্বাসিত করা হয়। আরও ১৫,০০০ হাজার নির্বাসিত ব্যক্তি আলেকজান্দ্রিয়ার পথে দেশ ত্যাগ করেন এবং সেখান হইতে ক্রিটে (crete) গমন করিয়া সেখানে আবু হাফস ওমর আল বাল্লুতির নেতৃত্বাধীনে এক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করে। ৯৯১ খ্রীস্টাব্দে গ্রীকদের নিকট থেকে ক্রিট অধিকার পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।[১৭] কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে সেনাবাহিনী ব্যতীত অন্যকেহ সমর্থন করিতেন না। মুয়াল্লাদুনদের উত্থান উমাইয়াদের ধৈর্য্য ও সুবিচারের প্রমাণ বহন করে।

বেলেয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের দখল ঃ স্পেন এবং ফ্রান্সের শহরসমূহকে রক্ষার জন্য আরবরা তাহাদের নৌবাহিনীর উপর নির্ভর করিত। হাকামের রাজত্বকালে উমাইয়ারা তাহাদের নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। ৮০৮ খ্রীস্টাব্দে স্পেনীয় মুসলমানরা সার্দিনিয়ায় এক নিষ্ফল আক্রমণ পরিচালনা করেন। অতঃপর তাহারা করসিকা আক্রমণ করেন। বার্বারগণ তেরটি যুদ্ধ জাহাজের ক্ষতি সাধন করিয়া এই অভিযান ব্যর্থ করিয়া দেয়।[১৮] ৮১৩ খ্রীস্টাব্দে করসিকার অন্য এক অভিযানে (affray) তাহারা প্রায় ৫০০ শত যুদ্ধবন্দীকে আটক করে এবং প্রভেন্সের (Provence) নাইস (Nice) এলাকার চতুর্দিক এবং রোমকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।[১৯] ২০২ হিঃ/৮১৮ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম নৌবাহিনী ইভিজা (Iviza), মেজোরকা (Majorca) ও সার্দিনিয়া

www.pathagar.com

দ্বীপপুঞ্জে এক অভিযান পরিচালনা করেন এবং বেলেয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া নেন। তাহারা ৮২০ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় সার্দিনিয়া আক্রমণ করেন।

মৃত্যু ঃ বার্বার বিদ্রোহে আমীর মানসিক অশান্তিতে থাকেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্যের দারুণ ক্ষতি হয়। বিশেষ করিয়া কর্ডোভার ঘটনায় তিনি অত্যধিক পরিশ্রান্ত এবং দুর্বল হইয়া পড়েন। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ২৬শে জিলহজ্জ ২০৬ হিঃ/৮২২ খ্রীস্টাব্দে মে মাসে ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি ২৬ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমান রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ প্রথম হাকাম ছিলেন জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও কৃতসংকল্প। তিনি জাঁক জমকের সহিত দেশ শাসন করিয়াছেন। রাজ্যের সমস্ত বিষয় নিজেই দেখাশুনা করিতেন। তিনি গুপ্তচর ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। গুপ্তচরগণ তাঁহাকে রাজ্যের সমস্ত ব্যাপার অবগত করিত।[২০] তিনি ছিলেন সুবিচারক ও ধৈর্য্যশীল। যাহারা আইন ভঙ্গ করিত ও অত্যাচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হইত মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে তিনি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিতেন।[২১]

রাবি নামে এলভিয়ার একজন কর আদায়কারী জনৈক খ্রীস্টান প্রজাকে অত্যাচার করার জন্য ২০৬ হিঃ/৮০১-২ খ্রীস্টাব্দে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। কর আদায়ে ইসলামী আদর্শের গুরুত্ব দেওয়া হইত না। কেবলমাত্র নিরপেক্ষ বিচার পরিচালনায় সক্ষম ব্যক্তিকেই বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করা হইত। জনৈক ক্রীতদাসীকে তাহার জায়েন প্রভু হস্তে অর্পণ করিবার জন্য প্রধান বিচারপতি মুশয়াব বিন ইমরান আমীরকে পর্যন্ত বাধ্য করেন।[২২] মুসয়াবের স্থলাভিষিক্ত মুহাম্মদ বিন বশির (মৃঃ ৮১৩-১৪ খ্রীঃ) তাহার পূর্ব প্রভু বেজার গভর্নর আব্বাস বিন আবদুল্লাহ আল কারশী যিনি হাকামের বিশেষ অনুগ্রহ পুষ্ট ছিলেন তাহার বিরুদ্ধে বিচার পরিচালনায় দ্বিধাবোধ করেন নাই।[২২]

প্রথম হাকাম ছিলেন স্পেনের প্রথম আমীর, যিনি সৈন্যদের নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সামন্ত প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয় নাই। তাহার রাজ্যের কর আদায়ের দায়িত্ব ছিল টিউডালফোর (Teodulfo) পুত্র খ্রীস্টান রাবির উপর। দ্রব্যে আদায়কৃত জমির করের পরিমাণ ছিল ৪,৭০০ হাজার মুদ গম এবং ৭, ৭, ৪৭ মুদ যব। আল বাকরীর মতে, তাঁহার সময় আদায়কৃত করের বাৎসরিক পরিমাণ ছিল ৬০০,০০০ হাজার দিনার।[২৩] এই সময় অস্ত্রাগার নির্মিত হয় এবং নতুন যুদ্ধাস্ত্রের উদ্ভাবন করা হয়। বেতনভুক্ত নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠিত হয় এবং রাজ প্রাসাদের প্রবেশদ্বারে রক্ষিবাহিনী নিযুক্ত করা হয়। তিনি সেনাবাহিনীতে খ্রীস্টান ও নিগ্রোদের সম্মিলিত মামলুকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তিনি রাজধানীতে ৫,০০০ হাজার এবং রাজ প্রাসাদের সম্মুখে ও গোয়াদালকুইভির নদীর উভয় তীরে দুই হাজার নিয়মিত সেনা মোতায়েন করেন। সেনাপতিদের মধ্যে ১,০০ শত সৈন্যের দায়িত্বে নিযুক্ত সেনাধ্যক্ষকে

www.pathagar.com

আরিফ বলা হইত। সামরিক শক্তি ও সমর কৌশলের সাহায্যে আমীর দেশের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শার্লমানকে তাহার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য করেন।

ফ্রাঙ্কদের আক্রমণ হইতে তাহার রাজ্যকে রক্ষার্থে তিনি মরক্কোর ইদ্রিসী শাসকদের সহিত ৮০৫ খ্রীস্টাব্দে আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন। তিনি কঠোর হস্তে রাজ্য শাসন করেন এবং বিদ্রোহীদের দমন করেন। দেশের উত্তরে বসবাসকারী খ্রীস্টানগণ যাহারা মুসলমানদের জন্য স্থায়ী অশান্তির কারণ ছিল তাহাদিগকেও সাফল্যের সাথে দমন করেন। কতিপয় ঐতিহাসিক তাহাকে ব্যর্থ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তিনি তাহার কর্ম্মপ্রেরণা ও দৃঢ় সংকল্পের জন্য প্রশংসা পাইবার যোগ্য। ভারতবর্ষের মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে। উলামা বিরোধী আদর্শের ফলে তিনি মূলত ব্যর্থ হন। সেই সময়ে তাহার মত লৌহ-মানবের প্রয়োজন ছিল।

ইবনে হাজমের ন্যায় আরব লেখকগণ তাহাকে অত্যাচারী বলিয়া আখ্যায়িত করেন। তাহার প্রজাদের তরফ হইতে আবুল আছি (Fr. Aboulaz) কুকর্মের পিতা বলিয়া আখ্যায়িত হন। তিনি ধর্মীয়নেতাদের মধ্যে বিদ্বান আবু বকর জাকারিয়াকে হত্যা করেন যিনি প্রাচ্যে সুফিয়ান আল-সুরি, ও মালিক ইবনে আনাস-এর বক্তৃতামালা শ্রবণের জন্য যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি অসংখ্য লোককে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। কর্ডোভা হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার পর তিনি ধর্মীয় নেতাদের ক্ষমা প্রদর্শন করেন। তাহাদের অধিকাংশ টলেডোতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিবার আহ্বান জানানো হয়। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদিগকে কর্ডোভা ব্যতীত স্পেনের যেকোন অংশে বসবাসের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং তাহাদের সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হয়। তালুত বিন আবদুল জব্বার মাফির উপজাতির অন্তর্ভুক্ত একজন আরব প্রথমে তাহার খুবই প্রিয় ও অনুগ্রহ ভাজন ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সে আমীরের বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজিত করে। তাহাকে তিনি ক্ষমা করেন এবং পূর্ব অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখেন। অন্যদিকে উজির আবুল বাসসাম যিনি তাহার বন্ধু তালুতের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিয়াছিলেন তিনি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হন। জীবনের শেষদিকে আমীর ফুকাহাদের সাহচর্যে জীবন যাপন করেন। তাহারা কায়রোওয়ান ও দেশের অন্যান্য স্থান হইতে আগত আইনবিদদের সহিত গভীর সহযোগিতায় কাজ করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীগণ বিশেষ অবদান রাখেন। আসাদ ইবনে আল ফুরাতের আসাদিয়া নামে মালিকী মাজহাবের দৃষ্টিতে রচিত সংকলনটি ৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইসা বিন দিনার (মৃত ৮২৭ খ্রীঃ) স্পেনে প্রচার করেন। ইসা বিন দিনার নিজেও ১২ খণ্ডে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আমীরের সবচেয়ে প্রিয় ফকিহ ছিলেন জাইয়াদ বিন আবদুর রহমান, যাহার অনুরোধে অনেককে আমীর ক্ষমা করেন। আমীর কর্ডোভাবাসী ও ধর্মীয়নেতাদেরকে কঠোর হস্তে

www.pathagar.com

দমন করেন যখন তাহারা আমীরের পারিবারিক জীবন ও সম্মানের ব্যাপারে হুমকি প্রদর্শন করে। ইহা সত্য যে, কর্ডোভাবাসীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা যে অপরাধ করিয়াছিল ইহার জন্য মধ্যযুগে কোন ক্রমেই কম শাস্তি হইত না। তাহারা আমীরের জীবন নাশের হুমকী দিত। এই অপরাধের জন্য সব সময় মৃত্যুদণ্ডই দেওয়া হইত।

হাকাম ভোগ বিলাসিতার প্রশ্রয় দেন। এমন কি যখন তিনি জনগণ দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন তখনও তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করেন ও চিরুনী দ্বারা মাথা আঁচড়ান। কারণ যদি তিনি বিক্ষুব্ধ জনতার হস্তে নিহত হন তবে যেন তাহার মাথা দেখিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। সময় কাটাইবার জন্য শিকার করা ছিল তাহার অতীব প্রিয় অভ্যাস। তিনি ছিলেন একজন কবি এবং সঙ্গীত ভক্ত। তিনি কবি ও গায়কদের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তাহার প্রাসাদে গায়কদের মধ্যে ছিলেন আব্বাস বিন আল নাসারী, মনসুর, আলুন ও জারকুন। আব্বাস আল নাসারী ছিলেন প্রাসাদের প্রধান গায়ক ও বাদক। মুনসুর ছিলেন ইহুদী গায়ক ও বাদক যিনি পরবর্তীকালে দ্বিতীয় আবদুর রহমানের প্রাসাদে জিরইয়াব প্রবর্তনের জন্য প্রশংসা লাভ করেন। আলুন ও জারকুন তাহাদের গান বাজনার খ্যাতির জন্য প্রাচ্যে পর্যন্ত আমন্ত্রিত হইতেন। পণ্ডিত, কবি ও গায়কগণ ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান ও আনুকূল্য প্রদান করা হইত। আমীর একজন উচ্চমানের কবি ছিলেন।

সাংস্কৃতিক কার্যের জন্য জনগণ তাহাকে পছন্দ করিত না। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে একজন সফল শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রাজ্যের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বিধান এবং শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

তথ্য নির্দেশ

১। তাঁহার মাতার নাম ছিল জাখরাফ (ইবনুল খাতিব, *দ্যা খেলাফত-ই-মুয়াহিদীন* পৃঃ ১৩; রিয়াসত আলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭ দেখুন)

২। ইবনুল আছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১২৮।

৩। ইবনুল আছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০২, ১১০, ১১১, ১১৪।

৪। রিয়াসত আলী, পৃঃ ৩৬৯-আসবাগ; স্কট, *হিস্ট্রি অব দ্যা মূরিশ ইম্পায়ার ইন ইউরোপ,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৪-ইসবাহ।

৫। চার্লসের মৃত্যুর পর ৮০০ খ্রীঃ শার্লমান তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তী বছর তিনি জনৈক আব্বাসীয় দূতকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন দ্বারা তাঁহার রাজপ্রাসাদ আইকস্-লা-চাপেল্লেতে অভ্যর্থনা জানান। এই সমস্ত মূল্যবান উপঢৌকনের মধ্যে ছিল দুর্লভ হস্তী এবং পানি-বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত একটি পিতলের ঘড়ি।

৬। এইচ. কে. শেরওয়ানী, লিখিত জায়তুন নহে (মুসলিম কলোনিস, পৃঃ ১০১।)

৭। আমরুস খ্রীস্টান মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এইচ. কে. শেরওয়ানী, *মুসলিম কলোনিস্* পৃঃ ১০৫।

www.pathagar.com

৮। ইবনুল আছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০৮-১০৯।

৯। ই. জি. গোমেজ, *হিস্টোরিয়া,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৪; ডজি বলেন যে, আমরুস হিঃ ১৯১/৮০৭ খ্রীঃ গভর্নর নিযুক্ত হন, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২৪৬; রিয়াসত আলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২।

১০। রাফায়েল, *আলতামিরা, দ্যা ওয়েস্টার্ন খেলাফত, কেমব্রীজ মেডিয়াভ্যাল হিস্ট্রি,* ৩য় খণ্ড, ১৯২২, পৃঃ ৪১৫।

১১। ইবনুল আছির, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫-৩৭; *ইবনুল কুতাইবা,* পৃঃ ৪৫-৪৯; রিয়াসত আলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২-৬৭ এবং ই. জি. গোমেজ, *হিস্টোরিয়া ডি ইস্পানা,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৩-১০৪।

১২। ইবনুল খাতিব, *দ্যা খেলাফত-ই-মুয়াহিদীন,* পৃঃ ১৬ দেখুন।

১৩। জে. রিবেরা (ইবনুল কুতিয়া) *হিস্টোরিয়া ডি-ল্যা কনকুইজটা ডি ইস্পানা,* মাদ্রিদ, ১৯২৬, মূল পৃঃ ৫৫-৫৭ (অনুবাদ পৃঃ ৪৪-৪৬)।

১৪। এ. এ. ভেসিলেভ, *বাইজেন্স ইটলাস আরবস,* ১ম খণ্ড, ১৯৩৫, পৃঃ ৪৯-৫৫, (কনকুয়েট ডি, লা ক্রীট পার লেস আরব্‌স); লেখকের প্রবন্ধ, দ্যা রুল অব কর্ডোভান মুসলিম ইন ইকরিটিশ (ক্রীট), *দ্যা জার্নাল অব পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি,* করাচি, ১৯৬০; এই পুস্তকের পরিশিষ্ট-ক দেখুন।

১৫। *কালেকশনস অব দ্যা হিস্ট্রোরিয়ানস্ ডি ফ্রান্স,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬, রেনাউদ কর্তৃক উদ্ধৃত (অনুবাদ এইচ. কে. শেরওয়ানী) *মুসলিম কলোনিস্,* পৃঃ ১৯৭।

১৬। বাকেটের সংগ্রহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৬২, রেনাউদ কর্তৃক উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮।

১৭। ইবনুল আছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৭৬।

১৮। *মাজমুয়া-আল-আখবার আন্দালুস,* পৃঃ ১২৪, ১২৬।

১৯। ঐ, পৃঃ ১২৭, ১২৮।

২০। লেভি প্রভেঙ্কাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২।

২১। গায়ানগোস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩।

২২। হোল কর্তৃক-উদ্ধৃত, পৃঃ ৭০।

২৩। *আখবার মাজমুয়া,* পৃঃ ১২৯-৩০।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় আবদুর রহমান (৮২২-৮৫২ খ্রীঃ)

সিংহাসনে আরোহণ ঃ দ্বিতীয় আবদুর রহমান আবু আল মুতরিফ নামে পরিচিত ছিলেন। আরব ঐতিহাসিকগণ তাহাকে আল আওসাত নামে অভিহিত করেন। তিনি ২০৬ হিঃ/৮২২ খ্রীঃ তাহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাহার সিংহাসনে আরোহণ উপদ্রবহীন ছিল না। প্রথম আবদুর রহমানের পুত্র আবদুল্লাহ যাহাকে জায়গীরদারী হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল তিনি হাকামের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রদের সহযোগিতায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। হাকামের পুত্রগণ সরকারী উচ্চ পদে বহাল ছিলেন। তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য না পাইয়া আবদুল্লাহ শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন। তাহাকে মুরসিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং সেখানেই তিনি তাহার শেষ জীবন শান্তিপূর্ণ ভাবে অতিবাহিত করেন।

রাজ-সভাসদ ঃ কথিত আছে আবদুর রহমান তাহার রাজত্বকালে চার ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁহাদের একজন ছিলেন ধর্মবেত্তা, একজন ছিলেন গায়ক, একজন ছিলেন খোজা ও চতুর্থ জন ছিলেন এক নারী। ধর্মবেত্তা ছিলেন বার্বার ফকিহ্ আবু মুহাম্মদ ইয়াহিয়া বিন ইয়াহিয়া (মৃঃ২৩৪হিঃ/৮৪৮ খ্রীঃ)। কর্ডোভার হাকামের প্রাসাদ অবরোধকারী জনতার প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। ক্ষমতা দখলে বিফল ইয়াহিয়া অনুধাবন করেন যে রাজ্যের ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের জন্য শত্রুতা ত্যাগ করিয়া ফকিহদের উচিত উদীত শাসকের অন্তর জয় করা। তাহার পরামর্শে বিচারকদের নিয়োগ করা হইত। তিনি নিজে কোন পদ গ্রহণ করেন নাই। ইহার ফলে রাজ প্রাসাদে তাহার প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

গায়ক ছিলেন ইরানী জিরাব[১] তাহার উপনাম ছিল আবুল হাসান আলী ইবনে নাফি (৭৮৯-৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে), তিনি ছিলেন আমীরের খুবই প্রিয়। তিনি প্রথমে ছিলেন বাগদাদে হারুন আল-রশিদের (মৃত ৮০৯ খ্রীঃ) রাজপ্রাসাদে। তিনি বিখ্যাত গায়ক ইসহাক আল মাওসীলির শিষ্য ছিলেন। এই বিদ্যায় তিনি তাহার গুরুকে অতিক্রম করিয়া যান ইহাতে তাহার গুরু ঈর্ষান্বিত হইয়া ওঠেন। এবং বাগদাদ ত্যাগ না করিলে তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখান। তরুণ গায়ক তাহার গুরুর আদেশ অমান্য না করিয়া আফ্রিকার উদ্দেশ্যে বাগদাদ ত্যাগ করেন। ঐতিহাসিক আল কুতিয়াহ্ অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন যাহা তাহার আব্বাসী রাজ প্রসাদ ত্যাগের ঘটনার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। আল কুতিয়াহর মতে জিরইয়াব খলিফা আমিনের প্রসাদে চাকুরী করিতেন। ৮১৩ খ্রীঃ আমিনের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী মামুন কোন এক

www.pathagar.com

ব্যাপারে তাহাকে গালাগালি ও ভৎর্সনা করেন। সিংহাসনে আরোহণের জন্য ৮১৯ খ্রীস্টাব্দে মার্ভ হইতে মামুনের বাগদাদ আগমনের সময় জিরইয়াব আফ্রিকায়[২] পলাইয়া যান। কায়রোওয়ানে আগলাবিদ শাসক প্রথম জিয়াদাত উল্লাহর (৮১৬-৮৩৭) রাজদরবারে নিজেকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। একদিন তিনি আনতারা বাজাইবার সময় "আমার মা যদি কাকের মত কালো হইত" এই বাক্য দ্বারা জিয়াদাত উল্লাহর সম্মুখে গাহিতে শুরু করেন। ঘটনা ক্রমে জিয়াদাত উল্লাহর মাতা ছিলেন দেখিতে কালো। ফলে ক্রোধান্বিত হইয়া জিয়াদাত উল্লাহ তাহাকে বেত্রাঘাত করেন ও নির্বাসন দণ্ড প্রদান করেন। প্রথম হাকামের আমন্ত্রণে তিনি ৮২১ খ্রীঃ স্পেনের উদ্দেশ্যে ইফ্রিকীয়া ত্যাগ করেন। কিন্তু তাহার স্পেনে পৌঁছার পূর্বেই আমীরের মৃত্যু ঘটে। ইহুদী গায়ক আল-মনসুর তাহাকে দ্বিতীয় আবদুর রহমানের দরবারে লইয়া যান। আমীর তাহাকে গভীর আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করেন। তিনি তাহাকে বসবাসের জন্য একটি চমৎকার গৃহ দান করেন। তাহার এককালীন ভাতা ব্যতীত বাৎসরিক ২৪,০০০ হাজার দিনার বেতন নির্ধারিত হয়। একবার আমীর জিরাবকে ৩০,০০০ দিনার দেওয়ার জন্য ট্রেজারীতে লিখিয়া পাঠান। কিন্তু প্রধান খাজাঞ্চী জনসাধারণের অর্থ হইতে ইহা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং এইরূপে জাতির প্রতি তাঁহার দায়িত্বের প্রমাণ দেন। প্রভাবশালী পরিবার হইতে খাজাঞ্চী নিয়োগ করা হইত বলিয়া তিনি শাসকের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা রাখিতেন।

জিরইয়াব শ্রেষ্ঠত্বে স্পেনের অন্য গায়কদের অতিক্রম করিয়াছিলেন কারণ তিনি শুধু গায়ক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, জ্যোতির্বিদ, ঐতিহাসিক ও ভূগোল বিশারদ। তিনি সংগীতের মাধ্যমে আমীরের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কদাচিত তিনি রাজদরবারে[৩] তাহার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতেন। তিনি বাগদাদবাসীদের আচার আচরণ প্রসাধন ও খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের ইরানী রীতিনীতি স্পেনে প্রবর্তন করেন এবং স্পেনবাসীদিগকে পোষাক পরিচ্ছদে সুরুচির ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছিলেন। আব্বাসী ও স্পেনীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরূপতা সত্ত্বেও স্পেন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাগদাদের নিকট হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছিল।

জিরইয়াব স্পেনে[৪] একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সংগীত বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। জালজাল ছিলেন বাগদাদের বিখ্যাত গায়ক। তিনি উদ আল-শাব্বুত পরিপূর্ণ বীণা (Perfect lute)[৫] নামে এক প্রকার নতুন বীণার প্রচলন করেন।[৬] প্রচলিত বীণায় চারটি তার সংযোজিত ছিল। জিরইয়াব ইহাতে পঞ্চম তার সংযোগ করেন। (And substituted eagle's latons for wooden plectra) তাহার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তার ছিল কচি সিংহের (Entail) অস্থি দ্বারা তৈয়ারী। ইহা অন্যান্য বীণার তার হইতে মজবুত ছিল। সুরের গভীরতা ও শব্দের পরিচ্ছন্নতা ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল।

www.pathagar.com

জিরইয়াবের শিষ্যদের শিক্ষাদানের পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন মাক্কারী। তরুণ শিক্ষার্থীদের কোমরে চতুর্দিকে শক্ত করিয়া পাগড়ী বাঁধিয়া দিতেন স্বরকে দীর্ঘায়িত করিবার জন্য এবং তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ছোট এক খন্ড কাষ্ঠ শিষ্যের মুখে স্থাপন করিতেন চোয়াল প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে। ইয়া হাজ্জাম অথবা আহ্[৭] শব্দকে শিষ্যদের উচ্চ স্বরে চিৎকার করিতে বলিতেন। তাহার এই সংগীত বিদ্যালয় বহু বিখ্যাত গায়ক সৃষ্টি করে। বিদ্যালয়টি স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের পতনের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

সুলতানা তারুবের প্রিয়পাত্র রাজপ্রসাদের তত্ত্বাবধায়ক ক্রীতদাস নাসর ছিল খোজা। আরবী বলিতে পারিত না এইজন্য গান বাদ্য ও কাব্য চর্চায় মগ্ন থাকিতেন বলিয়া নাসর ও তারুবের বিরাট প্রভাব ছিল রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থার উপর। সুলতানা তারুব ছিলেন অতিমাত্রায় লোভী। আমীরের প্রদত্ত জিনিষে তিনি কখনই তৃপ্ত ছিলেন না। ১০,০০০ (দশ হাজার) দিনার মূল্যের[৮] একটি হার সুলতানা পরিধান করিতেন। তারুবের নিজের পুত্র আবদুল্লাহর পরিবর্তে মুহাম্মদকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করায় যুবরাজ মুহাম্মদকে বিষ প্রয়োগের জন্য তারুব ৮৫০ খ্রীস্টাব্দে নাসেরকে প্ররোচিত করেন। এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া গেলে আমীরের আদেশে মুহাম্মদের জন্য প্রস্তুত করা বিষ নাসর নিজে পান করে। এইরূপে খোজা নাসর নিজের হাতে মৃত্যুবরণ করে। ইয়াহিয়া তারুব এবং নাসর শাসককে পরামর্শ দেন ও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন কিন্তু জিরইয়াব পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার আচরণের ব্যাপারে আমীরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

তুদমির ও মেরিদার বিদ্রোহ ঃ তাহার রাজত্বের প্রথম দিকে শহরবাসীদের অসন্তুষ্টির জন্য বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অনভিজ্ঞতার দরুন এই বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। ৭২২ খ্রীঃ ইয়ামানী ও মুজারীগণ পুনরায় তুদমিরে গোত্রীয় গৃহযুদ্ধ শুরু করে। শান্তি স্থাপনের জন্য মুজারী নেতা আবুল শামাখ মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিমকে কর্ডোভাতে পাঠান হয় এবং লোরকাতে বিদ্রোহীদের শক্তি খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে রাজকীয় বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। তুদমিরের রাজধানী লোরকা হইতে মুরসিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। সাত বৎসর বিশৃংখলা চলার পর ৮২৮ খ্রীঃ সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯] ২১২ হিঃ / ৮২৮ খ্রীঃ মেরিদার খ্রীস্টান ও ইহুদীগণ প্রাক্তন কর আদায়কারী মাহমুদ ইবনে আবদুল জব্বার ও সুলায়মান বিন মারতিনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[১০] এই বিদ্রোহের কারণ ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর আরোপ এবং মন্ত্রী ও কর আদায়কারী কর্মচারীদের অত্যাচার। লুইস বিদ্রোহীদের প্ররোচিত করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ তিনি তাঁহার

www.pathagar.com

পিতা চার্লমানের স্থলাভিষিক্ত হন।[১১] ফ্রাঙ্ক রাজ লুইস মেরিদাবাসীদের নিকট নিম্নোক্ত পত্রটি প্রেরণ করেন ঃ

"সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষাকারী খ্রীস্টের নামে সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহে লুইসের তরফ হইতে সম্রাট আগাষ্টাস মেরিদার জনগণ ও ধর্মগুরুদের নিকট সৃষ্টিকর্তার প্রণাম। In the name of the lord god and our saviour jessus christ . Louis by the grace of god, Emperor Augustus. আপনাদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা ভোগ এবং নিষ্ঠুর আবদুর রহমানের অত্যাচার ও ধন সম্পদের লুণ্ঠন সম্বন্ধে আমরা অবহিত হইয়াছি। তাহার পিতা আকুনাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনাদের উপর অবৈধ করের বোঝা চাপাইয়া দেওয়ার ফলে তাহার বন্ধুগণ শত্রুতে ও বিশ্বস্ত প্রজাকুল বিদ্রোহীতে পরিণত হইয়াছে।

সত্যই সে আপনাদিগকে আপনাদের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার ও আপনাদের উপর কর আরোপ এবং বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার করিবার ইচ্ছা করিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ আপনারা সাহসিকতার সহিত লোভী, অত্যাচারী ও অবিচারক এই শাসকের প্রতিরোধ করিয়া চলিয়াছেন। বিভিন্ন সূত্রে এই সব সংবাদ আমাদের নিকট আসিয়া পৌছিয়াছে। আপনাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এইমাত্র লিখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। এবং স্বাধীকার আদায়ের এই সংগ্রামে অটল থাকিবার জন্য বলিতেছি। অত্যাচারী এই শাসক আমাদের ও আপনাদের উভয়ের শত্রু। তাঁহার বিরুদ্ধে সম্মিলিত ঐক্যফ্রন্ট গঠন করিবার প্রস্তাব করিতেছি। মহান স্রষ্টা চাহিলে আগামী গ্রীষ্মে আপনাদের সমর্থনে একদল সেনা পাঠাইবার আশা রাখি। যদি আরদুর রহমান অথবা তাঁহার সেনাবাহিনী আপনাদের বিরদ্ধে অগ্রসর হয় তাহা হইলে আমাদের সেনাবাহিনী শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবে। আপনারা যদি তাহার বশ্যতা অস্বীকার করেন এবং আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন—তাহা হইলে আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, আপনাদের পূর্ব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দান করা হইবে এবং কর মওকুফ করা হইবে। নিজস্ব জীবন ব্যবস্থা মোতাবেক আপনারা আপনাদের জীবন যাপন করিতে পারিবেন। দেশরক্ষা ব্যবস্থায় আপনারা আমাদের সহযোগী ও বন্ধু হিসাবে থাকিবেন। মহান স্রষ্টা আপনাদের সুস্থ শরীরে রাখুন এই প্রার্থনা করি।"[১২]

৮২৮ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহীরা কর আদায়কারীদের গৃহ লুণ্ঠন করে ও কতিপয় কর আদায়কারীকে হত্যা করে। বিদ্রোহীদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় আবদুর রহমান টলেডো হইতে আবদুর রহমানের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ করেন। নগর প্রাচীর ধ্বংস করা হয়। রাজকীয় বাহিনী প্রত্যাহারের

www.pathagar.com

শর্তে মেরিদার বিদ্রোহীগণ আত্মসমর্পণ করে। দীর্ঘদিন যাবৎ তাহারা অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। আমীর স্বয়ং অভিযান পরিচালনা ও শহর অবরোধ করিলে বিদ্রোহীগণ তাহাদের কার্য হইতে বিরত হয়। এই অভিযানে ৭,০০০ হাজার বিদ্রোহী নিহত হয়। তাহাদের নেতা মাহমুদ সারাগোসায় পলাইয়া যায়। এবং ৮৪০ খ্রীস্টাব্দে সেখানে দ্বিতীয় আলফন্সোর হস্তে নিহত হয়।

টলেডোতে বিদ্রোহ ঃ মেরিদাতে শান্তি স্থাপনের পরপরই টলেডোতে সাংঘাতিক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে খ্রীস্টান, নব মুসলিম ও ইহুদীগণ। হাশিম নামে এক কর্মকার নব মুসলিম ছিলেন ইহার নেতা। এই হাশিম পরিখাদিবসের ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কর্ডোভায় বসাবস করিতেছিলেন। হাকামের রাজত্বকালে কর্ডোভাতে তাঁহার পরিবারদের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়। ৮২৯ খ্রীঃ টলেডোতে প্রত্যাবর্তনের পর সে প্রতিশোধ হিসাবে আরব ও বার্বারদের গৃহ লুণ্ঠন করে। তিনি কান্টাব্রিয়া ও আমরুস দুর্গের ধ্বংস সাধনসহ বহু প্রহরীকে হত্যা করেন। বিদ্রোহীদিগকে দমনের জন্য সীমান্তের গভর্নর মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসিম সেনাদল প্রেরণ করেন কিন্তু রাজকীয় সেনাদল বিতাড়িত হয় এবং হাশিম পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে এক বৎসরকাল ধ্বংসাত্মক কার্য চালাইয়া যায়। কেন্দ্র হইতে সাহায্য আসিবার সংগে সংগে ৮৩১ খ্রীঃ ইবনে ওয়াসিম সেনাবাহিনী লইয়া টলেডো অভিমুখে অগ্রসর হন। হাশিম পরাজিত ও নিহত হয় এবং বিদ্রোহীরা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয় না। ৮৩৪ খ্রীঃ যুবরাজ উমাইয়ার নেতৃত্বে টলেডোতে শান্তি আনিবার জন্য একদল সেনা প্রেরিত হয় কিন্তু এই অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যতদিন পর্যন্ত টলেডোবাসীরা ঐক্যবদ্ধ ছিল ততদিন আবদুর রহমান শহর দখল করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত ইহা ৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন ২২২ হিঃ ৯ই রজব যুবরাজ ওয়ালিদ বিন হাকামের প্রবল আক্রমণের পর তাঁহার অধিকারে আসে। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ আট বৎসর পর টলেডোতে শান্তি স্থাপিত হয়। আমিরুস দুর্গ পুনরায় নির্মাণ করা হয়। রাজধানী দেশের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত হওয়ায় শাসকদের দুর্বলতা সত্ত্বেও বহিরআক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পায়।

খ্রীস্টান নেতাদের আক্রমণ ঃ সত্যিকার সীমান্ত বলিতে আন্দালুসের উত্তরে কিছু ছিল না। দুই দেশের মধ্যবর্তী স্থান মালিকানা বিহীন ভূমি হিসাবে গণ্য হইত। মুসলমান ও খ্রীস্টানগণ ইহা যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিত। মুসলিমগণ আপার মার্চের জন্য সারাগোসায়, মিডল মার্চের জন্য টলেডোতে ও লোয়ার মার্চের জন্য মেরিদাতে সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিল। আবদুর রহমানের শাসনের প্রথম দিকে লিওনের নেতা দ্বিতীয় আলফন্সো মদিনাত আল সালিম (মেদিনা সেলী) এবং আরাগোনা আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে। উত্তরের অন্যান্য দলপতিগণও তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। গথিক

www.pathagar.com

মার্চের কাউন্ট বরেল মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করে ৮২৩ও ৮২৬ খ্রীঃ আবদুল করিম বিন মুগিছ এবং উবায়দুল্লাহ বিন প্রথম আবদুর রহমানের নেতৃত্বে মুসলিম সেনাদল আলভা আক্রমণ করে। খ্রীস্টানগণ সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হয় এবং তাহাদের দুর্গশহর লিওন হয় লুণ্ঠিত। তাহারা আত্মসমর্পণ করে মুসলিম বন্দীদের মুক্তিদেয় এবং প্রচুর জরিমানা এবং ভবিষ্যতে উত্তম ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দান করে।

এই সময় আইজন নামে জনৈক গথিক লর্ড আকিটেনের রাজা লুইস-পুত্র পেপিন জনগণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করে। উমাইয়া সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ যিনি আমীরের নাতি হইতেন, বার্সিলোনা পার্শ্ববর্তী এলাকা গারোন্নকে পদানত করিয়া ফ্রান্সের দিকে অবস্থিত পীরেনীজের স্পাইরণ ও ছেরডাগ্নের অভিমুখে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হন।[১৩] গথিক মার্চে মুসলমানদের সাময়িক সফলতা বিফল হইয়া যায়। ৮২৫ খ্রীস্টাব্দের পর উত্তরাঞ্চলে কোন গুরুতর বিশৃঙ্খলার কথা আমরা শুনিতে পাই নাই।

মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যেকার এই সাময়িক যুদ্ধবিরতি দশ বৎসর স্থায়ী হয়। মুসলিম সেনাদের পর পর তিন বার আস্তুরিয়া, গ্যালেসিয়া, আলেভা এবং ক্যাস্টাইল অভিযানের ফলে ৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে এই যুদ্ধ বিরতির অবসান ঘটে। খ্রীস্টানগণ পাম্পলোনা পদানত করে এবং ঐ বৎসরই উহা মুসলমানদের হস্তগত হয়। বার্সিলোনা ও গ্যালেসিয়া মুসলমানদের অধিকারে আসে। উত্তর-পূর্ব স্পেন হইতে খ্রীস্টানগণ বিতাড়িত হয়। ৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে রাজা লুইস মেদিনাসেলী (মদিনাত আল সালিম) আক্রমণ করেন কিন্তু প্রচুর ক্ষতিসহ পশ্চাদপসারণ করিতে বাধ্য হন। এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দান করেন তুদমিরের সীমান্ত গভর্নর মুসা বিন ফাবতুন।

স্পেন ও আফ্রিকার বন্দর হইতে মুসলিম নৌযানসমূহ ভূমধ্যসাগরের তীরসমূহে আক্রমণ চালাইত এবং স্পেনীয় মুসলিম নৌসেনারা লোয়েরের মোহনায় বৃটানিতে অবস্থিত ওয়ে দ্বীপ আক্রমণ করিত। মাক্কারীর মতে, মুসলিম সেনারা বৃটেনের দ্বীপ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল।[১৪] ৮৪০ খ্রীস্টাব্দে লুইসের মৃত্যুর পর বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। লুইসের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র পেপিন ও কেশহীন চার্লস লানগুয়েডক অধিকারের জন্য যুদ্ধ করেন। এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুসলমানগণ রোন নদীর মোহনা দিয়া প্রভেন্সে প্রবেশ করে। নাভাররে প্রদেশের টুডেলার গভর্নর মুসা বিন মুসা ছেড়ডাগ্নে পদানত করিয়া লোয়ের, গারোন্ন ও স্লাতের ছিনসের মধ্য দিয়া মধ্য-ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হন [১৫]। উর্গাল ও রিভাগোরসার মধ্য দিয়াও মুসলিম সেনাবাহিনী ফ্রান্সের দিকে অভিযান পরিচালনা করে। মধ্যস্থতাকারী তোলোসের কাউন্ট, উইলিয়াম কর্ডোভার সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং কেশহীন চার্লসের সর্দারদের নিকট হইতে বার্সিলোনা এবং ক্যাটালনিয়ান শহর দখল করিয়া নেয়।[১৬]

www.pathagar.com

৮৪০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে দ্বিতীয় আবদুর রহমান স্বয়ং গ্যালেসিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। পরবর্তী বৎসর তাঁহার পুত্র মুতাররিফও গ্যালেসিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। আস্তুরিয়াসের শাসনকর্তা আলফন্সোর উত্তরাধিকারী এবং পুত্র রামিরোর বিরুদ্ধে ৮৪৬ খ্রীঃ অন্য দুইটি অভিযান পরিচালিত হয়।

কনস্টান্টিনোপল ও নাভাররের রাষ্ট্রদূতগণ ঃ এশিয়া মাইনর দখলের পর আব্বাসীয়রা কনস্টান্টিনোপলের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়। বাইজান্টানিয়োরা অতঃপর তাহাদের বিরুদ্ধে উমাইয়াদের সাহায্য কামনা করে। ২০৮ হিঃ/ ৮২৩ খ্রীঃ বাইজান্টাইন সম্রাট মিকায়েল দ্বিতীয় উন্নত জাতের ঘোড়া ও মূল্যবান উপহারসহ কর্ডোভায় দূত প্রেরণ করেন। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য আমীর তখন বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করিতে পারেন নাই। কনস্টান্টিনোপোলের সম্রাট মিকায়েলের উত্তরাধিকারী এবং পুত্র থিওফিলান মূল্যবান উপহারসহ কর্ডোভায় এক দূত প্রেরণ করেন এবং আব্বাসীদের বিরুদ্ধে উমাইয়াদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু আবদুর রহমান অভ্যন্তরীণ ও সীমান্তের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। পূর্বপুরুষ কর্তৃক অধিকৃত দেশ পুনর্দখলের মত সময় ও সামর্থ তাহার ছিল না। তবুও তিনি ইহার পরিবর্তে ইয়াহিয়া বিন হাকাম আল গাজ্জালের (১৫৬ হিঃ/ ৭৭৩- ২৫০ হিঃ / ৮৬৪ খ্রীঃ) নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপলে দূত প্রেরণ করেন। বাইজান্টাইনের সহিত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে।[১৭]

নাভাররের কাউন্ট যাহাকে ফ্রান্সের সম্রাট পরাভূত করিয়াছিলেন তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সম্পর্ক দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে কর্ডোভায় দূত প্রেরণ করেন। কাউন্ট এবং আমীরের মধ্যে এই শর্তে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে মুসলমানরা তাহাকে বহিরআক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। পরিবর্তে পীরেনীজ অতিক্রম করিয়া ফ্রান্স আক্রমণে নাভাররেগণ মুসলমানদিগকে সাহায্য করিবে। কিন্তু এইচুক্তি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। দ্বিতীয় আবদুর রহমান মরক্কো হইতে তিউনিস পর্যন্ত বার্বার রাজ্য দখল করেন।

নরম্যান আক্রমণ ঃ নরম্যানরা (মাজুস) জার্মান বংশোদ্ভূত। তাহারা অর্ধশতাব্দী ধরিয়া সমুদ্র তীরবর্তী ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছিল। স্ক্যান্ডেনেভিয়ার অধিবাসী ও নৌপরিচালনায় সুদক্ষ এই সম্প্রদায় জলদস্যুতায় পারদর্শী ছিল। ২২৯ হিঃ জুলহাজ/ ৮৪৪ খ্রীঃ আগস্ট মাসে তাহারা লুসিতানিয়ার (বর্তমান পর্তুগাল) উপকূল হইতে আটটি জাহাজ যোগে আক্রমণ করে এবং উপকূলবর্তী শহর লিসবন ও কাদিম লুণ্ঠন করিয়া সেভিলের দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা গোয়াদালকুইভিরের দ্বীপসমূহ ও সেভিল নগরীর ধ্বংসসাধন ও অসংখ্য লোককে হত্যা করে। তাহারা সেভিল ও তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে মুসলমান, ইহুদী ও খ্রীস্টান অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া বিয়াল্লিশদিন ব্যাপী এক নারকীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। গোয়াদালকুইভিরের পূর্বে ও সেভিলের দক্ষিণে অবস্থিত তাবলাদায় আবদুল ওয়াহিদ বিন ইস্কান্দারানী , আবদুল্লাহ বিন কুলাইব এবং মুহাম্মদ বিন রুস্তমের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

মুসলমানদের হাতে এক হাজার নরম্যান নিহত ও চারশত বন্দী হয়। তাহারা পলাইয়া গেলেও পুনরায় আগমন করিয়া উপকূলীয় শহর আক্রমণ ও আলজাসিরার ধ্বংস সাধন করে। পরবর্তীকালে মুসলমান ও নরম্যানদের মধ্যে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম দিকে নরম্যানগণ জয়লাভ করে এবং উপকূলীয় শহর লুণ্ঠন করিতে থাকে। কিন্তু মুক্তি পণের বিনিময়ে মুসলিম বন্দীদের মুক্তি দিয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর আমীর মুসলিম নৌবাহিনী গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ইহা সুসংগঠিত ও সুদক্ষ নৌসেনাতে পরিণত হয়। সেভিলে নৌঘাটি স্থাপিত হয় এবং উপকূলবর্তী শহরগুলিকে পরবর্তী আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করা হয়। সামুদ্রিক আক্রমণ হইতে উপকূলীয় এলাকাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের পর কিছু প্রহরী স্তম্ভ (Watch Tower) নির্মিত হয়।[১৮]

কর্ডোভার গোঁড়া খ্রীস্টানগণ ঃ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে, আবদুর রহমান ছিলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থক। আবদুর রহমানের শাসনের শেষ প্রান্তে (৩৩৬-৩৮ হিঃ/ ৮৫০-৮৫২ খ্রীঃ) কর্ডোভার ধর্মোম্মাদ খ্রীস্টানগণ মুসলমানদিগকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করিতে থাকে এবং তাহাদের পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কটূক্তি করিতে শুরু করে। খ্রীস্টান ও ইহুদী (Enlightened) বুদ্ধিজীবীদের আরবদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। বরং তাহারা আরব শাসনে সন্তুষ্ট ছিল। তাহাদের ছিল ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং তাহারা রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিবান অনেক খ্রীস্টান ইউরোপের অনেক দেশে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ধনী আরব (Magnet) তাহাদের জমিদারী ও ব্যবসা তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতিভাবান খ্রীস্টানদিগকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

আরবী ভাষার প্রকাশভঙ্গি ও রচনায় উপমা ব্যবহারের সুবিধায় মুগ্ধ হইয়া খ্রীস্টানগণ আরবী ভাষা শিখিতে শুরু করে। যদিও রোমান উচ্চারণ ভঙ্গিতে তাহারা কথা বলিত।[১৯] তাহারা ল্যাটিন ভাষায় লিখিত বিষয়ের প্রতি অনিচ্ছা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিত।[২০] ৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে হাজারে একজনও তাহাদের নিজ ভাষায় ভালোভাবে লিখিতে পারিত না। আরব সভ্যতার যাদুকরী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া এবং নিজেদের সাহিত্য দর্শন শিল্পকলার দীনতা পরিদর্শন করিয়া তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করিয়াও আরবদের পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহার নির্বিবাদে অনুকরণ করিতে শুরু করে। আররীতে বাইবেল অনূদিত হয়।[২১] এই সমস্ত সংস্কৃতিবান শিক্ষিত খ্রীস্টানদের দ্বারা বিশেষ গোষ্ঠী গড়িয়া ওঠে এবং আরবী শব্দ মুস্তারিবের বিকল্প মুস্তারাংশ (Lt. Muztarabes) নামে অভিহিত হয়।[২২] কর্ডোভা, সেভিল, সারাগোসা এবং টলেডোর ন্যায় বড় বড় নগরীতে তাহারা মুসলমানদের সহিত খুবই ঘনিষ্ঠভাবে ও অন্তরঙ্গ পরিবেশে বসবাস করিত। আরবী ভাষা ও আরব প্রথার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়

www.pathagar.com

তাহাদিগকে কঠোর ভাবে বিরোধিতা করিত। গোঁড়া খ্রীস্টান সম্প্রদায় আরবদিগকে তাহারা জবর-দখলকারী বলিয়া মনে করিত। মুসলিম বিরোধী নীতি গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা যাইবে এই ছিল তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা আরবদের সহিত সহযোগিতা করিত না এবং মুজারাবদিগকে জাতিচ্যুত বলিয়া উপহাস করিত।

মুজারাবদের (আরবীয় খ্রীস্টানদের) প্রতি ধর্মান্ধ খ্রীস্টানদের ছিল তীব্র ঘৃণা। তাহারা শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পেশায় নিযুক্ত ছিল। গ্রামগুলিতে ছিল তাহাদের প্রাধান্য। মফস্বল শহর সেরানিয়াতে দিন দিন তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাহারা জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের ইন্ধন যোগাইতে শুরু করে। মতামত প্রকাশের অধিকার এমন যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিত যে নামাজের সময় মসজিদে প্রবেশ করিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করিত। এই বিদ্বেষ প্রকাশের নেতা ছিলেন যাজক ইউলোজিয়াস ও তাহার যোগ্যতম সহযোগী ও বন্ধু আল ভোরো।

ইউলোজিয়াস ফ্লোরার নিকট একটিপত্র লিখেন। মুসলিম পিতা ও খ্রীস্টান মাতার গর্ভে ফ্লোরার জন্ম। চিঠির কিয়দাংশ ঃ "পবিত্র আত্মা ভগ্নি ফ্লোরা। আপনি যখন আমাকে আপনার সুদীর্ঘ গ্রীবাদেশের বেত্রাঘাতের দাগ দেখাইতে ছিলেন, সে সময় সেখানে ঘন কুন্তলে আবৃত, লম্বা কেশদাম ছিল না। এই রূপে আপনি আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনার ন্যায় আমাকে আপনি পবিত্র আত্মার সম্মান দান করিয়াছিলেন। আমি আপনার আঘাতের স্থানের উপর হস্ত স্থাপন করিয়াছিলাম। আমি চুম্বন দ্বারা আপনার জখম ভাল করিরাব, সুযোগ পাইয়াছিলাম। আফসোস কেন আমি ইহা করিলাম না।" চিঠির ভাষা হইতে মনে হয় সুন্দরী ফ্লোরার প্রতি ইউলোজিয়াস গভীরভাবে প্রেমাসক্ত ছিল। ফ্লোরার সহিত সাক্ষাতের পর ইউলোজিয়াস ধর্ম বিদ্বেষী আন্দোলন পূর্ণদ্যোমে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় আবদুর রহমান তাহার সাম্রাজ্যের ধর্মীয় নেতাদের এক সভা আহবান করেন। আমীরের প্রতিনিধিত্ব করেন তাহার সেক্রেটারী এন্টনীপুত্র গোমেজ। বেইনাউডের মতে, "অতিমাত্রায় শত্রু ভাবাপন্ন কতিপয় ধর্মযাজকের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিশপ মত প্রকাশ করেন যে, অপর ধর্ম অবলম্বীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করা বাইবেলের আদর্শ বিরোধী। ঘৃণা ও উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে বিরত থাকা অতি পুণ্যের কাজ"।[২৩] এই সভায় বিশপ হযরত মুহাম্মদ (দঃ) উপর অভিশাপের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ আরোপ ও আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া আদেশ জারী করেন। কিন্তু কোন কিছুই ঐ সমস্ত ধর্মান্ধদের বিরত করিতে পারেনা। তাহারা বিশপের ক্ষমতা ও আদেশকে অমান্য করে। ফ্লোরা পারফেকটাস এবং ইউলোজিয়াসের ন্যায় কর্ডোভার খ্রীস্টান যাজকগণ ধর্মোম্মাদের মত ইসলামের বিরুদ্ধে ও মুহম্মদ (দঃ) উপর অভিশাপ দিতে থাকে। অপরাধীদের কাজীর দরবারে হাজীর করা হয়। সেখানেও তাহারা ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

ইসলাম ও তাহার পয়গম্বরের বিরুদ্ধে গোঁড়া খ্রীস্টানদের কটূক্তি মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনা তাহাদের অনমনীয় মনভাবের পরিচায়ক। তাহারা মুসলমানদের শাসন এমন কি সমস্ত কিছুরই বিরোধিতা করে। প্রথমে এই সমস্ত লোকের প্ররোচনায় কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আন্দোলনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করা ব্যতীত উপায় থাকে না। ইউলোজিয়াস ও ইসহাকের ভগ্নি ফ্লোরা এবং মেরীসহ কতিপয় ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিকে বন্দী করা হয়। বিশপ পারফেকটাস ইসাক এবং রাজপ্রাসাদের খ্রীস্টান প্রহরী সাঞ্চোসহ ১১ ব্যক্তিকে ৮৫০ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এক বৎসর পর ২৪ শে নভেম্বর ৮৫১ খ্রীঃ জেলখানায় ফ্লোরা ও মেরিকেও প্রাণ হারাতে হয়। ইউলোজিয়াস মুক্তি পায়। আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর ৮২৫ খ্রীস্টাব্দের পরও আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে চলিতে থাকে। এই আন্দোলন পরবর্তীকালে চার্চ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। এই আন্দোলনে মৃত ব্যক্তিদের শহীদ ও সাধু পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। মুসলমানদিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যেই খ্রীস্টানরা এই জঘন্য প্রচারে লিপ্ত হইয়াছিল। এই আন্দোলনের ফলে বহু সংখ্যক মুজারা[২৪] স্বধর্মীয়দের কার্যকলাপে জড়িত থাকার সন্দেহ হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্পেনে নব মুসলিমদের সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পায়।

পরলোক গমন ঃ দ্বিতীয় আবদুর রহমান ২৩৮ হিঃ/ ৮৫২ খ্রীঃ রবিউল আওয়াল মাসে ৬২ বৎসর বয়সে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ত্রিশ বৎসরের মত রাজ্য শাসন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র মুহাম্মদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ দ্বিতীয় আবদুর রহমানের রাজত্ব কালে উমাইয়া সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যত প্রতিভাত হইতে থাকে। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও সীমান্তে অশান্তি থাকা সত্ত্বেও আবদুর রহমান তাঁহার শাসনের ত্রিশ বৎসরকাল স্পেনের সংস্কৃতির উন্নতির ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন এবং তৎকালীন পৃথিবীতে স্পেন সভ্যতার ক্ষেত্রে বিশেষ আসন লাভ করে। রাজ্যের প্রশাসন যন্ত্রকে আব্বাসীয়দের অনুকরণে গড়িয়া তোলেন। মুদ্রা ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করেন। তিনি পুনর্গঠিত সরকারী সিল মোহরের প্রচলন করেন।

দ্বিতীয় আবদুর রহমান প্রশাসন যন্ত্রকে পুনর্গঠিত করেন। মন্ত্রীদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমীর আবদুল করিম বিন মুগিছকে যিনি হিশামের প্রধান সেনাপতি ও প্রথম হাকামের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, পাইয়াছিলেন হাজীব হিসাবে। প্রতিভাবান ইসা বিন শহিদ আবদুর রহমান বিন রুস্তম, ইউসুফ বিন বখত এবং মুহাম্মদ বিন সালাম তাঁহার উজির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে আমীর নিজেই

www.pathagar.com

নিয়োগপত্র দিতেন। খাজাঞ্চিগণ তাহাদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করিতেন। প্রধান খাজাঞ্চি জুদায়ের সংগীতকার জিরইয়াবকে খাজাঞ্চি খানা হইতে সংগীতের পুরস্কার হিসাবে আমীরের আদেশে ৩০,০০০ হাজার দিনার দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং আমীর নিজ তহবিল হইতে সংগীতকারকে এই অর্থ প্রদান করেন। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।[২৫] প্রশাসনকে সুদক্ষভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি কর বৃদ্ধি করেন। ইবনে সাঈদের মতে, কর ছয় লক্ষ দিনার হইতে দশ লক্ষ দিনারে বৃদ্ধি করা হয়।[২৬] সৈন্য বিভাগের ব্যাপারে তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। সৈন্য বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত ছিল যুবরাজ মুহাম্মদ ও হাজীব আবদুল করিমের উপর। আবদুর রহমান তাঁহার পিতা কর্তৃক গঠিত দেহ-রক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং যুদ্ধাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। পূর্বের শাসন আমল অপেক্ষা তাহার রাজত্বকালে সীমান্ত প্রদেশ অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। তাহার শাসনকাল ছিল দুর্যোগপূর্ণ। কিন্তু তিনি কঠোর হস্তে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করেন, এবং তাহার উত্তরাধিকারীর জন্য বিরাট সাম্রাজ্য রাখিয়া যান।

শিল্প ও চারুকলার প্রতি তাহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি ছিলেন সুদক্ষ স্থপতি। রাজপ্রাসাদ প্রদর্শনকালে গ্রীকদূত কর্ডোভা ও কর্ডোভার পার্শ্ববর্তী এলাকার ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্যে গভীরভাবে অভিভূত হন। গোয়াদালকুইভিরের সুদীর্ঘ তীর ব্যাপী মনোমুগ্ধকর অট্টালিকা ও বাগান গড়িয়া উঠিয়াছিল। কর্ডোভা নগরীতে সিয়েররা ঝরণা হইতে শীশার পাইপের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে পানি আনা হইত। কর্ডোভা নগরীতে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অসংখ্য হাম্মাম ছিল। পানি নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। মারবেল পাথরের তৈরি রাস্তা ও ঝর্ণাগুলি নগরীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণ ও পুরাতন রাস্তাসমূহ মেরামত করা হয়। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমা পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। রাজ্যে প্রধান প্রধান শহরে মসজিদ নির্মিত হয়। সেভিল এবং জায়েনে আমীর সুদৃশ্য জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। কর্ডোভা মসজিদে অতিরিক্ত দুইটি বারান্দা (Porch) নির্মাণেও তিনি হাত দেন। পরবর্তীকালে তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম মুহাম্মদ উহা সমাপ্ত করেন। এই সংযোজনের ফলে মসজিদের সারির সংখ্যা ৮ হইতে ১৫ সারিতে উন্নীত হয়। মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথক মেহরাব নির্মাণ দ্বারা এই সংযোজন ২১৮ হিঃ/৮৩৩ খ্রীঃ করা হয়। মিম্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মাকসুরা (সুরক্ষিত কক্ষ) ২৩৪ হিঃ/৮৪৮ খ্রীঃ নির্মিত হয়। ২১২ হিঃ/৮২৭-২৮ খ্রীঃ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সীমান্ত শহরগুলিকে পুনর্নির্মাণ করা হয়। সেভিল নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা হয়। উপকূলীয় শহরগুলিকে নরম্যানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উপকূলীয় প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। আটলান্টিক মহাসাগরে শত্রুদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং জাহাজের যাতায়াতে পথ নির্দেশের জন্য উপকূল বরাবর প্রহরীস্তম্ভ নির্মিত হয়।

www.pathagar.com

সমুদ্রগামী জাহাজ প্রস্তুতের একটি কারখানা সেভিলে স্থাপিত হয়। দুর্ভিক্ষের বৎসর সরকারি খাজনা মওকুফ এবং সরকারি খাদ্য গুদাম হইতে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য বণ্টন করা হইত। ন্যায়পরায়ণতা ও দানশীলতার জন্য আমীরকে জনসাধারণ ভাল বাসিতেন। আবদুর রহমান শুধু চারুকলা ও স্থাপত্য শিল্পকেই ভালবাসিতেন না, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গ্রীক দর্শনের উপর লিখিত পুস্তকসমূহের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। নতুন এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ সংগ্রহের জন্য তাহার প্রতিনিধিরা প্রাচ্যের শহরগুলি ভ্রমণ করেন। বিজ্ঞানের উপর লিখিত গ্রীক ও ফার্সী ভাষার গ্রন্থগুলির আরবী অনুবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আব্বাস ইবনে নাসীহ মেসোপটেমীয়ার লাইব্রেরিগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন।[২৭] তাহার শাসনকালে কর্ডোভার লাইব্রেরি মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরি রূপে গড়িয়া ওঠে। তাহার দুই পুত্র মুহাম্মদ এবং ওমর তাহাদের গৃহশিক্ষক ইবনুল মুসান্না (মৃঃ ২৭৩ হিঃ/ ৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ) হাবিব বিন আউসের লিখিত কবিতার সংকলন স্পেনে বহন করিয়া আনেন। আমীর নিজেও একজন উচ্চাঙ্গের কবি ছিলেন। তাহার সভা কবি ওবায়দুল্লাহ বিন চার্লমান বিন বদর এবং আবদুর রহমান বিন শিমরের রচিত কবিতা তিনি শ্রবণ করিতেন। ইয়াহিয়া ইবনুল হাকাম ওরফে আল গাজ্জাল (মৃঃ ৮৬৪ খ্রীস্টাব্দ) তাহার সভার অন্য একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি মরমী ও ব্যঙ্গ কাব্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

আমীর কর্ডোভায় একটি অনুবাদ সংসদ স্থাপন করেন। এই সংসদ কর্তৃক গ্রীক ভাষায় লিখিত দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়। অন্যান্য বিষয়ের পুস্তক প্রাচ্যের শহরগুলি হইতে আমদানী করা হইত। নতুন প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালগুলিতে ব্যবহারের জন্য বাগদাদ ও প্রাচ্য শহরগুলি হইতে ঔষধপত্র আনয়ন করা হইত। গ্রীক এবং ফার্সী ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থগুলির আরবী অনুবাদসমূহ নূতন স্থাপিত মেডিক্যাল স্কুলগুলিতে ব্যবহার করা হইত। তাহার উদ্ভিদ ও প্রাণীজ বাগানের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচ্যের সর্বোত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। গরীব ও দরিদ্র জনগণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ। জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। তাহার পরবর্তী বংশধরগণ বিশেষ করিয়া তৃতীয় আবদুর রহমান এবং দ্বিতীয় হাকাম ও অন্যান্য শাসকগণ তাহার প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করেন। জীবনের কোন দিককেই আমীর উপেক্ষা করেন নাই। রাজদরবারে আনুষ্ঠানিকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক নতুন আদেশ জারী করেন এবং ইরানী ও আরবীয় আচার অনুষ্ঠান ও খাওয়া পরার রীতি প্রচলন করেন। রাজপ্রাসাদে ব্যবহৃত তিরাজ (কারুকার্য খঁচিত সিল্কের কাপড়) তৈয়ারীর জন্য একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। তাঁতশিল্প

www.pathagar.com

ও কাপড়ে সূচীকর্ম এবং কারুকার্যে উৎসাহিত করা হইত। দামী পর্দা এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য প্রাচ্য হইতে আমদানী করা হইত। দ্বিতীয় আবদুর রহমানের রাজপ্রাসাদ জাঁকজমকের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। "আবদুর রহমানের শাসনকালে স্পেনের যে সমৃদ্ধি সাধিত হয় পূর্বের সুলতানদের আমলে তেমনটি হয় নাই" বলিয়া ডজি মন্তব্য প্রকাশ করেন।[২৮] রাজকীয় আড়ম্বর ও জাঁকজমকে তিনি ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁহার আড়ম্বর ও জাঁকজমক প্রিয়তা কর্ডোভার রাজদরবারে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। উমাইয়াগণ তাহাদের শাসনের এক শতাব্দী কালের তিন চতুর্থাংশ ব্যয় করেন প্রশাসন যন্ত্রের পুনর্গঠনে ও নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে। আবদুর রহমান ছিলেন প্রথম শাসক যিনি প্রাচ্যের আব্বাসীয়দের অনুকরণে সর্বপ্রথম স্পেনে রাজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পণ্ডিত ব্যক্তি ও বিখ্যাত শিল্পীগণ তাঁহার দরবারে ভীড় করিত। আমীর সঙ্গীত ও দাবা খেলার প্রতি ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। আব্বাসীয়রাও অনুরক্ত ছিলেন এইরূপ আমোদ-প্রমোদের। সঙ্গীতপ্রিয়তা ছিল আরব স্পেনীয়দের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহার প্রসার ঘটে। আবদুর রহমান তাহার প্রাসাদের কবি, গায়ক ও শিল্পীদের মুক্ত হস্তে দান করিতেন। বিখ্যাত তারুব ব্যতীত তাহার হারেমে ছিল শাফা, কালাম, ফজল নামে তিন অপরূপ সুন্দরী এবং একজন কবি ও গায়িকা যিনি হারুন-অর-রশিদের কন্যার সাথী ছিলেন এবং হারুন-অর-রশিদের প্রাসাদে থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২৯] জিরইয়াব-এর প্রবর্তিত প্রাচ্য আচার-আচরণ ও পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি আবদুর রহমানের বিশেষ অনুরাগ ছিল।

জিরইয়াব কর্তৃক প্রচলিত খাবারের মধ্যে ছিল শামি কাবাব ও কাবাব। জিরইয়াব আবহাওয়ার সাথে সঙ্গতি রাখিয়া পোশাক পরিধান করিতেন। চামড়ার টেবিল কভার, কাঁচের পাত্র এবং সম্মুখের দিকে ঝুলাইয়া কেশ বিন্যাসের রীতিও তিনিই প্রচলন করেন।

আবদুর রহমান সংগীত ও সুন্দরী ক্রীতদাসী পরিবৃত্ত হইয়া থাকিলেও সময় মত নামাজ আদায় করিতেন এবং ইসলামের আদর্শ মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি একবার রমজান মাসের একটি রোজার পরিবর্তে ষাটটি রোজা রাখেন।[৩০] তিনি ইসলামী আইন ও জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখিতেন। তিনি ছিলেন দার্শনিক ও কবি। তিনি জ্ঞানী গুণিদের কদর করিতেন। খ্রীস্টান, ইহুদী ও স্পেনীয় কারিগর, ব্যবসায়ী এবং খ্রীস্টান স্ত্রী ও চাকর চাকরানীদের সংস্পর্শে আসার ফলে প্রাচ্যের আচার অনুষ্ঠানে পরিবর্তন আসে। স্পেনে বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্থানীয় উপভাষা ল্যাটিন প্রাধান্য লাভ করে।[৩১] কালক্রমে আরব ও বার্বার অশ্বারোহীদের বংশধরেরা আন্দালুসিয়ান আবহাওয়ায় সহনশীল ও কোমল হইয়া ওঠে। বার্বার ও

www.pathagar.com

স্পেনীয়দের রক্তের সংমিশ্রণে বাদামী কেশ ও নীল আঁখি বিশিষ্ট স্পেনীয়-আরবদের উদ্ভব হয়। প্রথম আবদুর রহমান যে সংস্কৃতি চালু করিয়াছিলেন দ্বিতীয় আবদুর রহমানের সময় উহা চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই সংস্কৃতি না ছিল ইসলামের না ছিল আরব ও বার্বারদের। প্রাচ্য ও স্পেনীয়দের সংমিশ্রণে সৃষ্ট এই সংস্কৃতিকে স্পেনীয় মুসলিম সংস্কৃতি বলা যাইতে পারে।

তথ্য নির্দেশ

১। এক প্রকার কালো পাখিকে জিরিয়াব বলে। ইহা তোতা পাখীর চেয়ে বেশি স্মরণশক্তির অধিকারী, হোল, পৃঃ ১৬৯।

২। জে রিবেরা, *হিস্টোরিয়া ডি লা কনকুয়েজটা ডি ইস্পানা,* মাদ্রিদ, ১৯২৬ মূল পৃঃ ৬৮ (অনুবাদ পৃঃ ৫৩-৫৪)।

৩। মাক্কারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৭-৮৮; হিট্টি, *হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস* পৃঃ ৫১৪ দ্রষ্টব্য।

৪। লেভি প্রভেন্সাল, *লা সিভিলাইজেশন আরব এন ইস্পানা* (স্পেনিশ অনুবাদ) পৃঃ ৬৮-৭০ দেখুন।

৫। হোল, *আন্দালুস,* পৃঃ ১৬৭-১৬৯ দ্রষ্টব্য।

৬। ফার্মার, *হিস্ট্রি অব দ্যা এ্যারাবিয়ান মিউজিক,* পৃঃ ১১৮-১৯।

৭। গায়ানগোস, ১ম খণ্ড ১১৬-১২১; হোল পৃঃ ১৬৭ দেখুন।

৮। হোল, *আন্দালুস,* পৃঃ ১১৬; লেভি প্রভেন্সাল, *লা ইস্পানা,* পৃঃ ৭২ দেখুন।

৯। ইবনুল ইজারী, *বেয়ান,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৪।

১০। ই. জি. গমেজ, *হিস্টোরিয়া ডি ইস্পানা,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩৯-৪১ দেখুন।

১১। ইস্পানা সাগরেদা, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৪১৬ দেখুন।

১২। ডম বাকেটের সংগ্রহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯ রেনাউদ কর্তৃক উদ্ধৃত। (অনুবাদ এইচ. কে. শেরওয়ানী) *মুসলিম কলোনিস, পৃঃ ১১৩-১১৪ দেখুন।*

১৩। এইচ. কে. শেরওয়ানী, *মুসলিম কলোনিস্, পৃঃ ১১৫।*

১৪। ডম বাকেটের সংগ্রহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩০৮, *মুসলিম কলোনিস্,* পৃঃ ১১৬।

১৫। মাক্কারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১।

১৬। *মুসলিম কলোনিস্,* পৃঃ ১১৮।

১৭। ঐ, পৃঃ ১২০।

১৮। আল-দাবিব, পৃঃ ৪৮, টীকা-২; গায়ানগোস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৪-১৫।

১৯। গ্রনেবাউম, জি. ই. ভন, সম্পাদিত *ইউনিটি এ্যান্ড ভ্যারাইটি ইন মুসলিম সিভিলাইজেশন,* শিকাগো, ১৯৫৫, পৃঃ ২০৭।

২০। আরনল্ড, *প্রিচিং অব ইসলাম,* পৃঃ ১৩৭, ওয়াট, পৃঃ ৫৭, ৭২।

২১। হোল, *আন্দালুস,* পৃঃ ৩১।

২২। টলেডোর মোজারেবগণ ৬ষ্ঠ আল-ফন্সো কর্তৃক ১০৮৫ খ্রীঃ টলেডো বিজিত হওয়ার পর বহুদিন পর্যন্ত আরবি অক্ষরে স্পেনিশ লিখিত।

২৩। হোল, পৃঃ ৪৯।

www.pathagar.com

২৪। এইচ. কে. শেরওয়ানী, *মুসলিম কলোনিস,* পৃঃ ১২৩; হেইনস্, সি আর, *খ্রীস্টানিটি-এ্যান্ড ইসলাম ইন স্পেন,* লন্ডন, ১৮৮৯।

২৫। লেভি প্রভেন্কাল, *লা-ইস্পানী,* পৃঃ ৩৪ দেখুন।

২৬। *ইফতিতাউদ আল-আন্দালুস* পৃঃ ৬৮-৬৯।

২৭। আল-মাক্কারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪।

২৮। লেভি প্রভেন্কাল, *লা-ইস্পানা,* পৃঃ ৬৪, ৮৫।

২৯। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২৬০।

৩০। আল-মাক্কারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬২; *ইবনুল কুতাইবা,* পৃঃ ৫৮, ইবনুল আছির, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬।

৩১। লেভি প্রভেন্কাল, *লা-ইস্পানা,* পৃঃ ১৯।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম মুহাম্মদ (৮৫২-৮৮৬ খ্রীঃ)

সিংহাসনে আরোহণ ঃ প্রথম মুহাম্মদ ছিলেন কর্ডোভার (২৩৮ হিঃ/ ৮৫২ খ্রীঃ) পূর্ব ঘোষিত আমীর। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রাসাদের অধিকাংশ খোজা প্রথমে তারুবের পুত্র আবদুল্লাহর দাবী সমর্থন করে। কিন্তু ক্রীতদাস আবুল মুফাররাহ ইহার বিরোধিতা করে এবং অপর ক্রীতদাস সাদুন মুহাম্মদকে আমীরের মৃত্যু সংবাদ দেয় ও তাঁহার সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে অভিনন্দন জানায়। তাহার শাসনকাল একাধিক অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন উল্লেখযোগ্য। কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও গোলযোগ আরও বৃদ্ধি পায়।

টলেডোতে বিদ্রোহীগণ ঃ জেল হইতে মুক্তি পাওয়ার পর ধর্ম-বিরোধী আন্দোলনের গোঁড়া নেতা ইউলোজিয়াস নাভাররে গমন করে। এবং সেখান হইতে টলেডোতে আসিয়া গোঁড়া খ্রীস্টানদিগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে শুরু করে। মুহাম্মদের ক্ষমতা লাভের পরপরই সিন্দুলার নেতৃত্বে টলেডোর খ্রীস্টানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সিয়েররা মরেনা পর্যন্ত দেশকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে। বিদ্রোহী খ্রীস্টানদের সহিত নব মুসলিমগণও যোগদান করে। প্রথম মুহম্মদ ৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে টলেডো অভিমুখে অগ্রসর হন। আমীরের আগমন সংবাদ শুনিয়া বিদ্রোহীদের প্রধান নেতা সিন্দুলার লিওনের রাজা প্রথম ওরডোনোর সাহায্য প্রার্থনা করে। বিয়েরজোর কাউন্ট গ্যাটোনের নেতৃত্বে ওরডোনো একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন তাহার সাহায্যার্থে। ইবনে খালদুনের মতে, গ্যালেসিয়ার রাজাও সাহায্য করতে আগাইয়া আসেন।[১] যুদ্ধে বিজয় সম্বন্ধে আমীরের সন্দেহ থাকায় তিনি সৈন্যের একাংশকে আপদকালীন সময়ে অগ্রগামী সেনাবাহিনীকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে পশ্চাদভাগে সংরক্ষিত রাখেন। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে আমীর এই সংরক্ষিত সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেন। এই সেনাবাহিনী গোয়াদাসেলেট (Ar. Wadi Salit) (স্পেঃ গোয়াজালেট) বিদ্রোহীদের চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল করে। কমপক্ষে ৮,০০০ হাজার খ্রীস্টান নিহত হয়। কালাতারাভা ও তালাভেরার গভর্নরের সাহায্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমীরের কনিষ্ঠ পুত্র আলমুনজির টলেডোতে থাকিয়া যান। টলেডোর গভর্নর ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী যাহারা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের শাস্তি দেওয়া হয়। আলমুনজির কর্তব্যপরায়ণ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করিয়া টলেডোর সরকারী প্রশাসন যন্ত্রকে পুনর্গঠিত করেন। টলেডোবাসীদের অভ্যন্তরীণ শাসন কার্যে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

কর্ডোভার গোঁড়া খ্রীস্টানগণ ঃ টলেডো হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আমীর কর্ডোভার গোঁড়া খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাহাদের জমিজমা জন-সাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন এবং উত্তেজনার সূতিকাগৃহ তাহাদের তাবানিওসের গীর্জা ধূলিস্মাৎ করিয়া দেওয়া হয়। আরবীয় খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত গোঁড়া খ্রীস্টান আন্দোলন শুরু করিয়াছিল তাহাদের শাস্তি দেওয়া হয় সত্য কিন্তু কোমল হৃদয় দ্বিতীয় আবদুর রহমান তাহাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করেন না। ফ্লোরার মৃত্যুদণ্ডের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পায়। কারাগার হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত ইউলোজিয়াসকে তাহার সমর্থক গোঁড়া খ্রীস্টানগণ প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত করে। এই সমস্ত খ্রীস্টানগণ ফ্রান্সের রাজা কেশহীন চার্লসের নিকট গোপন চিঠি পাঠায় এবং তাহাকে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে স্পেন আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। খ্রীস্টানদের পুরাকীর্তির অবস্থান ও নকশা প্রস্তুত করিবার ভান করিয়া উসুয়ার্দ ও আদিলার্দ নামে ফ্রান্সের দুইজন খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ৮৫৮ খ্রীঃ কর্ডোভায় আসেন। কর্ডোভা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাহারা ফ্রান্সের রাজার নিকট সেখানকার খ্রীস্টানদের অসন্তুষ্টির রিপোর্ট প্রদান করে। খ্রীস্টান গোঁড়া সম্প্রদায় রাজধানীর নাগরিকদের বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজিত করে। প্রথম মুহম্মদকে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। ফলে তাহাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে খর্ব হয়। গোঁড়া ইউলোজিয়াস, আলভেরো ও লিওক্রিটিয়াকে (ইসলাম ধর্মত্যাগী অত্যুৎসাহী রমণী) ৮৫৯ খ্রীঃ ফাঁসী দেওয়া হয়।

নাভাররে ও গ্যালেসিয়ার যুদ্ধ ঃ ইতিমধ্যে ফ্রাঙ্কগণ যাহারা ৮৪৭[১] খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় আবদুর রহমানের সহিত শান্তিচুক্তি করিয়াছিল তাহারা স্পেনের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া যুদ্ধাভিযান শুরু করে এবং দেশের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। গ্যালেসিয়ান এবং নাভাররেগণ একই পথ অনুসরণ করিয়া এই সুযোগ গ্রহণ করে। মেরিদা এবং সারাগোসার গভর্নরদ্বয়কে মুহাম্মদ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতে নির্দেশ দেন। এই সময় হাম্বলী ও মালেকী দুই সুন্নী সম্প্রদায় স্পেনে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। মুহাম্মদ নিজে এই সংঘর্ষে হস্তক্ষেপ করেন এবং দুই বিরোধী সম্প্রদায়কে একত্রিত করিয়া খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে সক্ষম হন। গ্যালেসিয়া, লিওন ও নাভাররের খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝেই অভিযান পরিচালিত হয়। গথিক মার্চ পুনর্বার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। বাস্কদের বাসভূমি নাভাররে ৮৬১ খ্রীস্টাব্দে আক্রান্ত হয় এবং রাজধানী পাম্পলোনাসহ ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকা পুনরায় মুসলমানদের দখলে আসে। খ্রীস্টানরা তাহাদের দুর্গে আত্মগোপন করে কিন্তু মুনজিরের প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে তাহারা পুনরায় বাহিরে আসে এবং উত্তর স্পেনের মুসলমানদের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তাহারা বহু শহর লুণ্ঠন করিবার পর অগ্নি সংযোগ করে। লুসিতানিয়া ও লিওট্রা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমীরের নেতৃত্বে কর্ডোভার অশ্বারোহী সৈন্যদল গ্যালেসিয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। মেরিদাতে অবস্থানরত সেনাবাহিনী তাহার সহিত

www.pathagar.com

যোগদান করে। ৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে লিওনের খ্রীস্টান শাসক বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেন এবং তাহার সহিত এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। পরবর্তী বৎসর প্রথম মুহাম্মদ ও কেশহীন চার্লসের মধ্যে অন্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং বিদ্রোহীদের কোন প্রকার সাহায্য করিবে না এই শর্তে তাহাকে ক্যাটালোনিয়া প্রত্যার্পণ করা হয়।

বানু কাসিদের স্বাধীনতা ঘোষণা ঃ নবম শতাব্দীর শেষ প্রান্তে কিছু সংখ্যক উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। নবমুসলিম বার্বার ও খ্রীস্টানদের অসন্তুষ্টির সুযোগ লইয়া তাহারা স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের চেষ্টা করে। ক্যাটালোনিয়ার যুদ্ধ অব্যাহত থাকে এবং পূর্ববর্তী বৎসরের যুদ্ধবিজয়ী সীমান্তের গভর্নর দ্বিতীয় মুসা এবার আস্তুরিয়ানদের কঠিন চাপের সম্মুখীন হন। মুসা আমীরের ক্রোধে পতিত হন। তিনি আস্তুরিয়ান রাজার পক্ষ অবলম্বন করেন এবং নাভাররের কাউন্ট গার্সিয়ার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দেন। দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের ঘনবসতি পূর্ণ এলাকা খ্রীস্টানদের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য মার্চগুলি উপকারে আসে, সীমান্ত প্রদেশের গভর্নরদের হস্তে সীমাহীন ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। এই সমস্ত ক্ষমতা তাহারা স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করে। পুরাতন ভিজিগথিক পরিবারের বনু কাসি উত্তরে মার্চের আরাগোনে এক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করে। ইহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় সারাগোসায়। এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জনৈক জাইয়াদ, ভিজিগথিক অভিজাত সম্প্রদায়ের পরবর্তী বংশধর। তিনি পূর্বে সারাগোসার গভর্নর ছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া তিনি বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করেন এবং ৮৪২ খ্রীঃ সারাগোসা অধিকার করেন। তিনি বহুবার রাজকীয় বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। তুদেলা,হুয়েস্কা এবং টলেডোর নেতাগণ দ্বিতীয় মুসা নামে পরিচিত বনু কাসির শাসক মুসা ইবনে মুসা ইবনে আল কাসীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। মুসা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন আমীরকে প্রতিহত করেন। তিনি সারাগোসা, তুদেলা এবং হুয়েস্কাকে প্রধান নগর রূপে আপার মার্চে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। উত্তর সীমান্তের অসন্তুষ্ট জনগণ দলে দলে তাহার সহিত যোগদান করে। গাসকোন ও নাভাররেগণও তাহাকে সমর্থন জানায়। নাভাররে ও পামপ্লোনার সহিত ইবনে কাসির রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। নাভাররে ও পাম্পলোনা এলাকায় খ্রীস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠায় দ্বিতীয় মুসা সাহায্য করে।

পরে তিনি ক্যাস্টাইল এবং বার্সিলোনার কাউন্টসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং পীরেনীজ অতিক্রম করিয়া কেশহীন চার্লসকে শান্তিচুক্তি সম্পাদন ও কর প্রদানে বাধ্য করেন। ফ্রান্সের খ্রীস্টান ও স্পেনের মুসলমানগণ তাহার স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া নেয়। তিনি নিজেকে স্পেনের তৃতীয় রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।[২] মুসার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র লোপ টলেডোতে একজন সেনানায়ক রূপে নিযুক্ত হয়। ৮৬২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মুহাম্মদ সারাগোসা ও তুদেলা অধিকার করেন। দশ বৎসর পর মুসার তিন পুত্র পিতার হৃত গৌরবকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে এবং রাজকীয় সেনাকে পুনরায় বিতাড়িত করিয়া

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আলফন্সোর সাহায্যে তাহারা ৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে আমীরের সারাগোসা দখলের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয় এবং স্বাধীন সত্তা বজায় রাখে। এই এলাকায় আরব বংশোদ্ভূত লোকেরা গোলযোগের সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতা দাবী করে।

ইবনে মারোয়ানের স্বাধীনতা ঘোষণা ঃ মেরিদার অধিবাসিগণ সারাগোসার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ৮৬৮ খ্রীঃ নাগাদ আবদুর রহমান ইবনে মারোয়ান বিন ইউনুস আল জিল্লিকী নামে জনৈক নব মুসলিমের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসন আমলে তাহার পিতা মারোয়ান বিন ইউনুস লোয়ার মার্চে মেরিদার গভর্নর ছিলেন। রাজকীয় বাহিনীর আক্রমণের মুখে মেরিদাবাসিগণ অবশ্য আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদের নেতাকে আমীরের দেহরক্ষীদের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ৮৭৫ খ্রীঃ প্রধানমন্ত্রী হাশিম বিন আবদুল আজিজ কর্তৃক অপমানিত হইয়া সে মেরিদার দক্ষিণ পূর্বে ২০ কিলোমিটার ১২½ মাইল) দূরে অবস্থিত আলাঞ্জেতে এবং তৎপর গোয়া-দিয়ানার উপত্যকা বাদাজোজে পলাইয়া যায়। ইহা সে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করিয়াছিল। সে অপর বিদ্রোহী আদুন আল সুরুনবাকীর সহিত যোগ দিয়া মেরিদা ও অন্যান্য জায়গার নব মুসলিমদের মধ্য হইতে বহুসংখ্যক সেনা সংগ্রহ করে এবং সারা এলাকা ব্যাপী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সে তৃতীয় আল ফন্সোর সহযোগিতায় হাশিমের নেতৃত্বে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনা বাহিনীকে পরাজিত করে। উমাইয়া সেনাপতি পরাজিত হইয়া বন্দী অবস্থায় লিওনের শাসকের নিকট প্রেরিত হন। একলক্ষ দিনার মুক্তিপণের বিনিময়ে তিনি দুই বৎসর পর মুক্তি লাভ করেন। ইতিমধ্যে ইবনে মারোয়ান সেভিল ও নিয়েবলার জেলাসমূহের ধ্বংস সাধন করে। বার বার তাহার বিরুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করিয়াও তাহাকে দমন করা সম্ভব হয় না। এই এলাকায় শান্তি স্থাপনের জন্য আমীর বাদাজোজ ও মেরিদাতে তাহার শাসন স্বীকার করিয়া নেন। তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনকাল ৯৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইহা সম্পূর্ণভাবে পুনর্দখল করিতে পারেন নাই। এইরূপে মুয়াল্লাদ নবমুসলিম বংশোদ্ভূত ইবনে জিল্লিকী ও তাহার পুত্র মেরিদাকে রাজধানী করিয়া প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর নিম্ন মার্চ শাসন করেন।

নরম্যান আক্রমণ ঃ ৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে নরম্যানগণ সাতটি জাহাজ লইয়া পুনরায় স্পেনের উপকূল ভাগ আক্রমণ করে এবং মালাগা ও অন্যান্য উপকূলীয় শহরের ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু এবার তাহারা বিশেষ সুবিধা করিতে পারে না। দ্বিতীয় আবদুর রহমান প্রথম ও দ্বিতীয় আক্রমণের মধ্যবর্তী সময়ে উপকূলীয় শহরগুলিকে সুরক্ষিত করিয়া নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলেন। ফলে নরম্যান আক্রমণকে অতি সহজে প্রতিহত করা সম্ভব হয়। গ্যালেসিয়া আক্রমণের জন্য কর্ডোভার[৩] জনগণের পক্ষে সেনাবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। আটলান্টিকের উপকূল হইতে গ্যালেসিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে গোয়াদালকুইভির নদীর নিম্নাংশে আবদুল হামিদ ইবনে মাগিসের পরিচালনায় একটি নৌবহর যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ইহা যখন আটলান্টিকের

www.pathagar.com

তীরে পৌঁছে সেই সময় ঝড়ে পতিত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। দুইটির বেশি নৌযান একত্র হইতে অসমর্থ হয় এবং মহাবিপদের মধ্যে নৌঘাটিতে ফিরিয়া আসে। এই ব্যর্থতা পরবর্তীকালে দশম শতাব্দীতে সমুদ্র পথে গ্যালেসিয়া আক্রমণ হইতে মুসলমানদের বিরত করিতে পারে নাই।

ওমর ইবনে হাফসুন ঃ মুহাম্মদের শাসন আমলে স্পেনের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে আন্দালুসিয়াতে ওমর ইবনে হাফসুন এক মারাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রোন্দা ও মালাগার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে তাহার দখলে ছিল। সামান্য সময়ের যুদ্ধ বিরতি ব্যতীত কর্ডোভার তিন জন আমীর ও একজন খলিফার সহিত তিনি যুদ্ধ চালাইয়া যান। ৮৬০ খ্রীস্টাব্দে তিনি রোন্দার নিকটবর্তী হিসন আনটে (iznate) জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা হাফস বিন ওমর বিন জাফর আল ইসলামী ছিলেন ভিজিগথ জমিদার। মালগার উত্তর-পূর্বে তিনি বাস করিতেন। আল হাকামের রাজত্বকালে হাফস রোন্দা ত্যাগ করে এবং মালাগার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত রোন্দার অন্তর্গত ইজনাটের নিকটবর্তী একটি গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তিনি খ্রীস্টান ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ব্যবসা করিয়া তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হন এবং হাফসুন নামে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক কিন্তু তাহার পুত্র ওমর ছিলেন উগ্র মেজাজী ও দস্যু-প্রকৃতির।

ওমর একবার জনৈক স্থানীয় সরকারি কর্মচারীকে হত্যা করিয়া তাহার পিতার সহিত বোবাষ্ট্র পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত সেরানীয়া ডে রোন্ডাতে পলায়ন করে। এবং তাহার ঘৃণ্য পথ পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর তাহার পিতা প্রাদেশিক গভর্নরের জারীকৃত পরোয়ানার বিরুদ্ধে তাহাকে শতর্ক করিয়া দিলে ওমর উত্তর আফ্রিকায় পলায়ন করে এবং তাহিরাতের এক দর্জীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্জীর সহিত তাহার পিতার পরিচয় ছিল কিন্তু ওমরের চরিত্র সম্পর্কে তিনি কিছু জানিতেন না। সেখানে জনৈক প্রতিবেশী তাহাকে চিনিতে পারে। সে তাহাকে আরবদের বিরুদ্ধে আন্দালুসীয়দের নেতৃত্ব দানের জন্য স্পেন যাত্রার পরামর্শ দেয়। উমাইয়া প্রতিনিধি তাহিরাতের যুবরাজ কর্তৃক ধৃত হইয়া প্রথম মুহাম্মদের হস্তে হস্তান্তরিত হইবার ভয়ে সে আফ্রিকা হইতে পলায়ন করিয়া ৮৮০ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে উপস্থিত হয়। তাহার চাচা মুজাবিরের সহযোগিতায় চল্লিশ জন ডাকাতের একটি দল গঠন করিয়া বোবাষ্ট্র পর্বতে অবস্থিত পুরাতন রোমান দুর্গে বসবাস করিতে শুরু করে। বর্তমানে এই দুইটি এলাকা ক্যাস্টিলোন (*el* Castillon) নামে পরিচিত। এলভিরার পর্বতবাসীদের সমর্থনে তিনি মুজারাব ও নবমুসলিমদের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি মুজারাব ও নব মুসলিমদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় আমীর প্রথম মুহাম্মদ, আল মুনজির ও আবদুল্লাহ এবং খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। ইবনে হাফসুন তাহার স্বার্থ সিদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী কোন আদর্শের তোয়াক্কা করিতেন না।

www.pathagar.com

তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত প্রথম মুহাম্মদের রাজকীয় বাহিনী দুইবার পরাজিত হয়। মুহাম্মদের প্রধান মন্ত্রী হাশিম তাহাকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করেন। ওমরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া প্রধানমন্ত্রী হাশিম তাহাকে ৮৮৩ খ্রীঃ সেনা বিভাগের চাকুরীতে নিয়োগ করেন। একাধিক যুদ্ধে বিশেষ করিয়া পোনছেরভো-এর যুদ্ধে সে কৃতিত্বের পরিচয় দান করে। বনু কাসি নেতা লোপ-পুত্র মুহাম্মদ এবং আস্তুরিয়ানদের বিরুদ্ধে ইবনে হাফসুন সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। নগরীর ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদ ইবনে ঘানিম প্রধান মন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট অত্যন্ত বিরাগভাজন ছিলেন। ফলে ঘানিম সৈন্যদের জন্য নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ করিয়া ওমরকে অপমানিত করেন। সে ইবনে ঘানিমের বিরুদ্ধে হাশিমের নিকট নালিশ করে কিন্তু কোন প্রতিকার না হওয়ায় রাগন্বিত হইয়া ৮৮৪ খ্রীঃ সে প্রথম মুহাম্মদের সেনাবাহিনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং বোবাষ্ট্র পর্বতের দস্যুদলের সহিত তাহার ভাগ্যকে আবার বিজড়িত করে। সেখানে রাজধানী স্থাপন করিয়া মুহাম্মদের শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং আরবদের গোলামী হইতে নবমুসলিমদের মুক্তি, দারিদ্র্য, শোষণ ও অবিচারের প্রতিকার বিধানের শপথ গ্রহণ করেন। বিরাট সংখ্যক ভাগ্যান্বেষী অসিয়া তাহার সহিত যোগদান করে। এই পার্বত্য অঞ্চলে তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করিয়া শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] কিন্তু পার্শ্ববর্তী জায়েন ও ইজনাজারের মুসলমান অমুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে হত্যা ও তাহাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে। জাইদ ইবনে কাসিমের নেতৃত্বে বিদ্রোহ দমনের জন্য আমীর সেনা বাহিনী প্রেরণ করেন। ওমর রাজকীয় বাহিনীর মোকাবেলা করিতে সাহস না পাওয়ায় ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জায়েদকে হত্যা করে এবং মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে। প্রথম মুহাম্মদ এই খবরে ক্রোধান্বিত ও ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে এবং ৮৮৬ খ্রীঃ জুন মাসে ওমরকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুনজিরকে আদেশ করেন। তিনি কর্ডোভা ও সেভিলের গভর্নরদ্বয়কে বিদ্রোহ দমনে যুবরাজকে সাহায্য করিতে নির্দেশ দেন।

ওমরের মিত্র ও সহযোগী অপর বিদ্রোহী আলহামা দুর্গের প্রধান, আবদুল মালিক রাজকীয় বাহিনীর মোকাবেলা করিলেও যুদ্ধে নিহত হয়। কর্ডোভায় আমীরের নিকট তাহার মস্তক প্রেরিত হয়। ওমর তাহার সাহায্যার্থে আগমন করিলে গুরুতর ভাবে আহত হন ও পলায়ন করেন। ওমরের সৌভাগ্য যে পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া মুনজির অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

মৃত্যু ঃ আমীর প্রথম মুহাম্মদ ৩৪ বৎসর রাজ্য শাসনের পর (২৭৩ হিঃ ২৯শে সফর /৪ঠা আগস্ট ৮৮৬ খ্রীঃ) ৬৫ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুনজিরকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

www.pathagar.com

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ প্রথম মুহাম্মদ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ ও সাহসী কিন্তু সংকীর্ণমনা ও লোভী ছিলেন। তিনি শক্রর বিরুদ্ধে সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবে তাহার শাসন আমলে স্পেনের বিভিন্নাংশে স্বাধীন ও আধাস্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তিনি সরকারী কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর বেতন হ্রাস করেন এবং পুরাতন মন্ত্রীদের অপসারণ করিয়া তদস্থলে কম বেতনের অল্প বয়সী অনভিজ্ঞ লোকদিগকে নিযুক্ত করেন। তিনি বহু সংখ্যক খ্রীস্টান কর্মচারী ও সৈনিককে অপসারণ করেন। সুশিক্ষিত ও ধীরস্থির খ্রীস্টান গমেজকে ৮৫২ খ্রীঃ প্রধান সচিব হিসাবে নিযুক্ত করেন। অর্থনৈতিক ব্যাপারসমূহ আমীর স্বয়ং দেখাশুনা করিতেন। ইহাতে দুর্নীতি পরায়ণ কর্মচারীরা অসন্তুষ্ট ছিল। এই ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে তাহাদের জন্য দুর্নীতির সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়া যায়।

একবার এক কোষাধ্যক্ষের হিসাবে ১৫ দীরহামের গরমিল হয়। আমীরের নজরে এই গরমিল ধরা পড়ে তিনি সংশোধনের জন্য হিসাবের খাতা সচিব ও কোষাধ্যক্ষের নিকট ফেরৎ পাঠান। তাহারা উভয়ে এই ভুল বাহির করিতে অসমর্থ হওয়ায় আমীর নিজে শেষ পর্যন্ত এই ভুল দেখাইয়া দেন।[৫] ইহার পরে কর্মচারীরা তাহাকে ঘৃণা করিত কিন্তু ফকিহগণ তাহার সুবিচার ও গোঁড়া খ্রীস্টানদের দমন করায় তাহাকে ভালবাসিতেন।

তিনি ছিলেন একধারে কবি, সাহিত্যিক ও বাগ্মী। তিনি পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। প্রথম মুহাম্মদ রাষ্ট্রপরিচালনায় কর্ডোভা মসজিদের কাজির পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মুক্ত বুদ্ধির অধিকারী আমীর প্রাচ্য-চিন্তাবিদ ও হাদিসবেত্তা বাকী ইবনে মাখলাদকে (মৃঃ ২৭৬ হিঃ/৮৮৯ খ্রীঃ) অনুপ্রাণিত করেন। আন্দালুসের শিয়া মতাবলম্বীদের মধ্যে বাকী ছিলেন সুপরিচিত। বিখ্যাত ধর্মীয়তত্ত্ব বিশারদ ইবনে আবী শায়বাহর মতবাদের উপর তিনি বক্তৃতা করেন। মালেকীদের এবং হাদীসের সমর্থক স্পেনের অন্যান্য ধর্মীয় আইনের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধেও তিনি সমালোচনা করেন।[৬] আইন বিজ্ঞানের ব্যাপারে বাকী হাদিসের অন্তর্নিহিত আদর্শের অনুসরণে মুক্ত চিন্তার মাধ্যমে আইন প্রণয়নের সমর্থক ছিলেন। এই মতের সমর্থন করিয়া কর্ডোভায় তাহার ছাত্রদের শিক্ষা দান করিতেন। মুতাজিলা মতবাদের সমর্থক বিখ্যাত আল জাহিজের (মৃঃ ৮৬৯) গ্রন্থাবলী তাঁহার সময়ে উসমান ইবনে আল মুসান্না ও ফারাজ ইবনে সাল্লামা স্পেনে আনেন[৭]। আলজাহিজ কর্তৃক রচিত 'কিতাবুল হাইয়ান' গ্রন্থখানিতে জীবতত্ত্বের তুলনায় ধর্মতত্ত্ব, লোক কাহিনী ও দার্শনিক মতবাদই প্রাধান্য পাইয়াছে বেশি। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া চিন্তাবিদগণ কর্ডোভায় ভীড় জমায় এবং মুক্ত চিন্তার চর্চায় উৎসাহ বোধ করে। মালেকী মতবাদের উপর একখানি সম্পূরক গ্রন্থ রচিত হয়। প্রথম মুহাম্মদের শাসন আমলে প্রাচ্যের একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ স্পেনে আগমন করেন

www.pathagar.com

এবং সেখানে একটি চিকিৎসক পরিবারের সূচনা করেন।[৮] পরবর্তীকালে বিশেষ করিয়া খেলাফত আমলে এই সমস্ত চিকিৎসাবিদগণ প্রচুর যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন।

কর আদায়ের সুবিধার্থে তিনি বিশপ হোস্টেজেসিসকে খাজনা, জিজিয়া ও বাৎসরিক দর্শনী দাতাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবার নির্দেশ দেন।[৯] প্রথম মুহাম্মদ দুর্ভিক্ষ বিরাজমান অবস্থায় মুহতাসিব ইব্রাহিম বিন আসিমকে কর অনাদায়ে দোষী ব্যক্তির মস্তক ছেদন ও হস্তকর্তনের বিশেষ ক্ষমতা দান করেন।[১০] ২৬০ হিঃ/৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে এবং ২৬০ হিঃ/৮৮০ খ্রীস্টাব্দের মারাত্মক ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য রিলিফের ব্যবস্থা করা হয়।

পিতার ন্যায় মুহাম্মদও সৌন্দর্য ও জাঁকজমক-প্রিয় ছিলেন। বৃহৎ অট্টালিকা ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া তিনি রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তাঁহার সময় কর্ডোভা মসজিদ সম্প্রসারিত হয়। আমীরের নিজের জন্য মিম্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সুরক্ষিত কামরা (মাকসুরা) নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়। দ্বিতীয় আবদুর রহমান ইহার নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ইমাম ব্যতীত কোন মুসলমান অথবা শাসকের জন্য মসজিদের মিম্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথকভাবে নামাজ আদায়ের কামরা (মাকসুরা) নির্দিষ্ট করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী।

৩০০ পাউণ্ড ওজনের একটি স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করিয়া উহাকে মণিমুক্তা ও মূল্যবান পাথরে সুসজ্জিত করা হয়। মূর্তির দ্বিগুণ মূল্যে একটি বেদী নির্মিত হয়। প্রথম মুহাম্মদের আদেশে মূর্তিটিকে খ্রীস্টানদের স্বর্ণগীর্জায় দান করা হয়।

তথ্য নির্দেশ

১। ই. জি. গমেজ, *হিস্টোরিয়া ডি ইস্পানা,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪২, ও টীকা-২৪।

২। পারেজা, *ইসলামোলোজিয়া, ১ম খণ্ড,* পৃঃ ১৬৭।

৩। ইবনে ইজারী, *বেয়ান,* পৃঃ ১১১-১১২।

৪। হোল, *আন্দালুস,* পৃঃ ১৬১।

৫। ইবনুল খাতিব, *আমল,* পৃঃ ২৪; ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ২৯৯।

৬। আল-মাক্কারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৮; ই. জি. গমেজ, *হিস্টোরিয়া ডি-ইস্পানা,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৮৮।

৭। ইবনুল ফারাজী, টীকা-৮৮৯ ও ১০৩৬।

৮। ইবনুল খাতিব, *আমল* পৃঃ ২৫।

৯। *কন্ট্রিবিউশনস্,* পৃঃ ৯৬, ১০৪।

১০। আল-জোকসানী মূল পৃঃ ১৭৮-৭৯, (অনুবাদ, পৃঃ ২২০-২২২)।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মুনজির ও আবদুল্লাহ

প্রথম মুনজির (৮৮৬-৮৮৮ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ ঃ প্রথম মুনজির তাঁহার পিতা মুহম্মাদের মৃত্যুর পর ২৭৩ হিঃ/৮৮৬ খ্রীঃ কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার রাজত্বকালে বিভিন্ন যুদ্ধ পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করার যোগ্যতা তাঁহার ছিল না।

স্পেনের জনগণের অধিকাংশ ছিল আমীরের অবাধ্য। তাহারা আমীরের বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্রোহ করিতে তৎপর ছিল। কিছু স্বাধীন রাষ্ট্রও গঠিত হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কগণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল গথিক মার্চে। লিওনের বৃহত্তর অঞ্চল আরাগণ ও ক্যাটালোনিয়া ছিল খ্রীস্টানদের হাতে। উত্তরাঞ্চলের দুর্গগুলি ছিল আমীরের শত্রুদের প্রভাবাধীন। স্পেনের দক্ষিণে ইবনে হাফসুন ছিল অপরাজিত এবং দেশের বৃহৎ অঞ্চল ছিল তাঁহার অধিকারে। আল মুনজির সর্বপ্রথম ওমর ইবনে হাফসুনের মিত্র ও সহযোগী আর্কিডোনার নেতা আইশুন নামক জনৈক নব-মুসলিম বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। যুদ্ধে আইশুন ধৃত হইয়া নিহত হন। অতঃপর সিয়েররা ডে-পিরিয়েগোর বানু মাতরুহকে শায়েস্তা করিয়া ওমর ইবনে হাফসুনের সুরক্ষিত এলাকা বোবাস্ট্রো দুর্গ অবরোধের জন্য তিনি অগ্রসর হন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অবরোধ অবস্থায় দেখিয়া ওমর ইবনে হাফসুন কর দান, আত্মসমর্পণ ও আনুগত্যের ভান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ওমর পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন। রাজকীয় সেনাবাহিনী রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে ওমর তাহাদের গতিরোধ করিয়া বহু সৈন্যকে হত্যা করেন। মুনজির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং বোবাস্ট্রো দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহর প্ররোচনায় তাহার চিকিৎসক বিষ প্রয়োগে ৮৮৮ খ্রীঃ তাহাকে হত্যা করে। মুনজির মাত্র দুই বৎসর সাফল্যের সহিত রাজত্ব করেন।

দ্বিতীয় আবদুল্লাহ (৮৮৮-৯১২ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ ঃ আল মুনজিরের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহাকে স্পেনের আদি অধিবাসীগণই শুধু বিরোধিতা করে নাই আরব অভিজাত সম্প্রদায়ও গোলযোগের সুযোগ নেন। তাঁহারা অনেকেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সারাদেশে বিপ্লব ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেভিল ও এলভিরায় নব-মুসলিম ও আরবদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধে। ইয়ামানী ও মুজারীগণ পুরাতন গোত্রীয় কলহে লিপ্ত হয়।

www.pathagar.com

হেজাজ ও সিরিয়ার অধিবাসীগণ একে অপরের ঘোরতর শত্রু ছিল। আরব, নব মুসলিম, খ্রীস্টান ও বার্বারগণ স্পেনে বাস করিত। এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী দলগুলি সর্বদা কর্ডোভার আমীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিত। ইহাদের নিয়ন্ত্রণে রাখিবার জন্য একজন দৃঢ়চেতা আমীরের প্রয়োজন ছিল। আব্দুল্লাহর ন্যায় দুর্বল ও ভীরু শাসক ইহা নিয়ন্ত্রণ করিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন।

এলভিরায় স্পেনীয়দের অভ্যুত্থান ঃ স্পেন শিল্প ও বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করে এবং সেখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। বিশেষ করিয়া এলভিরা ও সেভিলের নব মুসলিমদিগকে আরব অভিজাতবর্গ প্রভাবিত করে এবং তাহাদের সম্পদ ও ঐশ্বর্য তাহাদিগকে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন করিয়া তোলে। বহু আরব নেতাও আমীরের আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানায়। আরব ব্যতীত বার্বার, নব মুসলিম, খ্রীস্টান এবং ইহুদীগণও আমীরের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিল। এই সমস্ত বিপরীত মুখী শক্তিকে কার্যকরীভাবে শাসন করা খুবই কঠিন ছিল। এক বা একাধিক দল একত্রিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। আব্দুল্লাহর শাসনের প্রথম দিকে আমীর ও আরবীয়দের বিরোধের সুযোগ লইয়া আরব অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে স্পেনীয়গণ বিদ্রোহী হইয়া ওঠে ও তাহাদিগকে এলভিরা হইতে বিতাড়িত করে।

আরবগণ ইয়াহিয়া ইবনে সুকালাহর নেতৃত্বে গ্রানাডার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত গোয়ার দাহোরতোনার নিকটবর্তী মন্টেজিকারে সমবেত হয়। কিন্তু স্পেনীয়দের হস্তে তাহাদের নেতা ইয়াহিয়া নিহত হন। ইয়ামানী ও মুজারী মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও উত্তর গ্রানাডার অন্তর্গত মারাকেনার কাইসী গোত্রের সাওয়ারকে নতুন নেতা নির্বাচন করে। সাওয়ারের কনিষ্ঠ পুত্র স্পেনীয়দের হামলা হইতে মন্টেসাকরোকে রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হন। কিন্তু সাওয়ার অতিদ্রুত মন্টেসাকরোকে পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ৬,০০০ হাজার নব মুসলিম সেনার সমন্বয়ে গঠিত শহর রক্ষীদলকে অস্ত্রসজ্জিত করেন। এলভিরার গভর্নর জাদের নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনীর সহযোগিতায় স্পেনীয়গণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। রেজিও, জায়েন এবং কালাতারাভার আরবগণের সহিত সাওয়ার চুক্তিবদ্ধ হন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গগুলি পুনর্নির্মাণ করেন।

শত্রুদের ঐক্যবদ্ধ দেখিতে পাইয়া স্পেনীয়গণ আবদুল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহারা এলভিরার সরকারে সাওয়ারের অংশীদারিত্ব স্বীকার করিয়া তাহাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। এইভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সাওয়ার, ওমর ইবনে হাফসুনের সহিত মিলিত হওয়ায় স্পেনীয়গণ পুনরায় অস্ত্রধারণ করে। সাওয়ার পরাজিত হন এবং পরিত্যক্ত দুর্গ আল হামাহতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রেজিও এবং জায়েন হইতে সেখানে সাহায্যকারী সৈন্য আগমন করে। ২,০০০ হাজার স্পেনীয় সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় কিন্তু তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং বার হাজার সৈন্য

www.pathagar.com

নিহত হয়। পরাজিত স্পেনীয়গণ ওমর ইবনে হাফসুনের পতাকাতলে সমবেত হয়। তিনি এলভিরাতে রক্ষী বাহিনী পুনর্গঠিত করেন এবং সাওয়ারকে আক্রমণ করিয়া শোচনীয় রূপে পরাজিত হইয়া বোবাষ্ট্রোতে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। তিনি সাহসী আরব কবি সাইদ ইবনে জুদিকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। হাফস ইবনে আল মাররাকে এলভিরার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া আসেন। এলভিরার অধিবাসীগণ আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া আকস্মিকভাবে সাওয়ারকে হত্যা করে। ওমর কর্তৃক মুক্তি প্রাপ্ত সাইদ ইবনে জুদিকে আরবরা তাহাদের নেতা নির্বাচিত করে। ওমর তাহার পূর্বের বন্দীকে দেখিয়া ভীত হইয়া ওঠেন এবং প্রথম যুদ্ধেই ক্ষণকালের মধ্যে পরাজয় বরণ করেন। কিন্তু আরবগণ স্পেনীয়দের উপর আরও সফলতা লাভ করিতে ব্যর্থ হন।

যুবরাজ মুতাররিফ ৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে এলভিরা আক্রমণ করেন। যুবরাজ দেখিতে পাইলেন এলভিরা প্রদেশের আরবগণ সাইদ ইবনে জুদি ও আল হামা (Noalejo) মুহাম্মদ ইবনে আযহ আল হামাদানীর নেতৃত্বে দুই দলে বিভক্ত।[১] আল হামা ইবনে আযার সহযোগিতায় আরব নেতা আবু ওমর ওসমান ৮৯৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে সাইদ ইবনে জুদিকে হত্যা করে। সাইদ ও ইবনে আযার সমর্থকগণ কর্ডোভার শাসকের নিকট আত্মসমর্পণ করে কিন্তু আত্মকলহে লিপ্ত থাকার ফলে আরবরা দুর্বল হইয়া পড়ে। অন্যদের নিকট আমীর কর দাবী করেন। তাহাদের শহর ও দুর্গগুলি তিনি অধিকার করেন না কারণ তাহাদের জীবিকা নির্বাহের সম্পদ ছিল খুবই সামান্য।

সেভিলে আরবদের অভ্যুত্থান ঃ সেভিল উমাইয়া রাজধানীর অতি নিকটে অবস্থিত। সেভিলে বসবাসকারী দুই আরব পরিবার ও মুয়াল্লাদদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের সর্ববিষয়ে প্রাধান্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দুই আরব পরিবারের মধ্যে শত্রুতা দেখা দেয়। উভয় পরিবারের মধ্যে যাহাকে আবদুল্লাহ স্বীকৃতি প্রদান করেন, সেই পরিবার সেভিলে আধা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করেন। সেভিল শহর ও ইহার জেলাগুলি যথাক্রমে একটি স্পেনীয় দল বানু আনজেলিনো এবং বিদ্রোহী আরব পরিবারসমূহ যেমন বানু হাজ্জাজ ও বানু খালদুনের দখলে থাকে। ইয়েমানী লক্ষ্মী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত উম্যার চারিপুত্র সেভিল ও নিয়েবলার মধ্যবর্তী জিলা সেনেদের জায়গীর ভোগ দখলকারী উইতিজার প্রৌপুত্রী সারাহর বংশধরেরা ছিল। বানু হাজ্জাজ ও বানু খালদুন ইয়ামানের হাজরামাওত গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহাদের জমিদারী ছিল অক্সারাফে। বানু হাজ্জাজ ও বানু খালদুনরা ছিল কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী। দেশের অভ্যন্তরে ছিল তাহাদের দুর্গ এবং রাজধানীতে ছিল বিরাট বিরাট অট্টালিকা। আবদুল্লাহর শাসনের প্রথম দিকে বানু খালদুনের নেতা ছিল বিখ্যাত সৈনিক কুরাইব। উমাইয়া সাম্রাজ্যের জাত শত্রু কুরাইব ইব্রাহিম ইবনে হাজ্জাজের অধীন বানু হাজ্জাজ, নিয়েবলা ও সিদনার ইয়ামানী নেতা এবং কারমোনার বার্বার নেতাদের লইয়া

www.pathagar.com

আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে দল গঠন করেন। তিনি আমীরের কম প্রভাবাধীন সেভিলের অধিবাসী অধ্যুসিত এলাকাসমূহ লুণ্ঠনের জন্য মেরিদা এবং মেদেলিনের নব মুসলিম বার্বারদের উৎসাহিত করেন। তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও তালিয়াতা দখল করেন। সেভিলের গভর্নর ৮৯১ খ্রীস্টাব্দে মেরিদার বার্বারদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। বার্বার ও তাহার মধ্যেকার পূর্ব ষড়যন্ত্র মোতাবেক কুরাইব গভর্নরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য তাহার সহিত যোগদান করেন। গভর্নর পরাজিত হন এবং মেরিদার বার্বারগণ প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী লইয়া তালিয়াতায় প্রত্যাবর্তন করে। ইবনে মারোয়ান নামে বাদাজোজের জনৈক নব মুসলিমও কিছু অঞ্চল লুণ্ঠন করে।

অকর্মণ্য ও অযোগ্য গভর্নরকে অপসারণ করা হয়। কিন্তু তাহার স্থলাভিষিক্ত উমাইয়া বিন আল গাফির আল-খালিদ সাহসী ও যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দুর্ধর্ষ সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদিগকে দমন করিতে ব্যর্থ হন। তিনি মুহম্মাদ ইবনে গালিব নামক জনৈক নব মুসলিমকে এই শর্তে সেভিল ও এচিজার সীমান্তে অবস্থিত সিয়েতে টররেস নামক পল্লীর নিকট দুর্গ নির্মাণের ক্ষমতা প্রদান করেন যে, সে সন্ত্রাসবাদীদের দমনে রাখিবে। দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহা খুবই ক্ষণস্থায়ী ছিল। এক রাত্রে বানু খালদুন গোত্রের জনৈক ব্যক্তি ইবনে গালিব কর্তৃক নিহত হয়। বানু খালদুন আমীরের নিকট তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করে। যুবরাজ মুহম্মাদ বিচার করিতে বিলম্ব করেন। ইতিমধ্যে সেনেদের লাখমী গোত্রের কুরাইব, অক্সারাফের হাজরামী ও সেভিলের বানু হাজ্জাজ গোত্রের লোকেরা আবদুল্লাহর অধীনে একত্রিত হন। অতঃপর তাহারা কোরিয়া ও কারমোনার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া অধিকার করেন। সেভিলের গভর্নর উমাইয়াহ যিনি বাধা প্রদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, অবশেষে পলাইয়া যান।

আরবদের খুশি ও সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমীর তাহার প্রতিনিধি এলভিরার গভর্নর জাদ যাহাকে সাওয়ার পরবর্তীকালে মুক্তি দান করিয়াছিলেন ইবনে গালিবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইহা জানিতে পারিয়া গালিব তাহার ভ্রাতা উমাইয়াহ যুবরাজ মুহম্মাদকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন। জনতা আক্রান্ত, নিহত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ইবনে হাফসুন যাহার সহিত আমীর ও গালিবের সন্ধি ছিল, সে গালিবের হত্যাকারী জাদের মস্তক দাবি করেন। রাজদরবারে নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া জাদ তাহার দুই ভ্রাতা হাশিম এবং আবদুল গাফির সহিত পলায়ন করেন। কিন্তু সিয়েতে ফিলা দুর্গের সন্নিকটে গালিবের ভ্রাতাদের হস্তে নিহত হন। উমাইয়াহ তাহার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসাবে বানু খালদুন ও বানু হাজ্জাজ গোত্রদ্বয়কে স্পেনীয়দিগকে সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল করিতে আদেশ দান করেন। ২০,০০০ হাজার লোক নিহত হয় এবং পলাইবার সময় বহুসংখ্যক লোক নদীতে ডুবিয়া মারা যায়।

www.pathagar.com

সেভিলে স্পেনীয়দের নির্মূল করিবার পর বানু খালদুন ও বানু হাজ্জাজ গোত্রদ্বয় প্রদেশের ভাগ্যবিধাতারূপে আবির্ভূত হন। নিঃসহায় ও নিরুপায় আমীরের প্রতিনিধি গভর্নর উমাইয়াহ তাহার দল ও কুরাইবের মধ্যে বিরোধ ও বিবাদের বীজ বপন করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। ইয়ামানীদের নির্মূল করিবার পরও আমীরের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হয় না। তিনি বিদ্রোহী ইয়ামানী নেতাকে গ্রেফতার করেন। কিন্তু নিজে আরব নেতাদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হন। তাহারা পরে আমীরকে পত্র দ্বারা জানায় যে গভর্নর বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুতি লইয়াছিল, এইজন্য তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে।

নিঃসহায় আমীর সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকার করিতে পারেন না। তিনি তাহার চাচা হাশিমসহ অপর একজন গভর্নরকে প্রেরণ করেন। তিনিও ইয়ামানী শক্তি খর্ব করিতে ব্যর্থ হন। হিশামের পুত্র মুতাররিফ কুরাইবের চাচাত ভাই মাহদী কর্তৃক নিহত হন। মাহদী এবং বানু খালদুনকে শায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যে গভর্নর আরও সৈন্য চাহিয়া আমীরের নিকট পত্র লেখেন, বানু খালদুনরা চিঠি আটক করিয়া গভর্নরকে কারারুদ্ধ করেন। ৮৯১ খ্রীস্টাব্দে সেভিলের অবস্থা ছিল এইরূপ। সেভিলে আরবগণ ও দেশের অন্যান্য স্থানে আফ্রিকান এবং স্পেনীয় নেতাগণ ছিল শক্তিশালী। জায়েন ও এলভিরার দুর্গগুলি ছিল বার্বারদের অধিকারে। আল্গ্রোনোবা (Algarve) প্রদেশের সান্তামারিয়া, সেলভিস, বেজা, মেরটোলা এবং প্রিয়েগোর পার্বত্য অঞ্চলসমূহে নব মুসলিমদের একাধিপত্য ছিল।

আব্দুল্লাহর[২] পুত্র যুবরাজ মুতাররিফ ৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে সেভিল আক্রমণ করেন।[৩] মুতাররিফের আক্রমণ কুরাইব সফলতার সহিত প্রতিহত করেন। কুরাইব এবং ইব্রাহিম ইবনে হাজ্জাজ দুই নেতা সেভিলকে নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করিয়া নেন। কিন্তু শিঘ্রই তাহাদের পতন ঘটে এবং ৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে কুরাইব নিহত হন। ইব্রাহিম বিন হাজ্জাজ আমীরের নিকট এই শর্তে আত্মসমর্পণ করেন যে কাসিমের সহিত তাহাকে সেভিলের গভর্নর নিযুক্ত করা হইবে। কয়েক মাস পরে কাসিমকে অপসারণ করা হয়। তারপর সে ওমর ইবনে হাফসুনের সহিত ৯০০ খ্রীস্টাব্দে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। ইব্রাহিম কঠোর হস্তে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হাস্যরসিক কবি ও গায়িকা কমরসহ কবি ও লেখকগণ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিত। রাজকবি ইবনে আবদু রাব্বিহি কর্ডোভার কবিগণ তাহার রাজসভায় জমায়েত হয়।[৪] আরব, নবমুসলিম এবং বার্বার নেতাগণ সরকারের বিরোধিতা করে। মেন্তেসা, মেদিনা, সিদনা,লোরকা এবং সারাগোসা আরব নেতাদের অধীনে ছিল। আলগাভ, বেজা, জায়েন, মুরসিয়া এবং অপর কিছু অংশ বার্বার ও নব মুসলিমদের দখলে ছিল। কর্ডোভার আমীরের অনুগত ব্যক্তিবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান প্রভাবই আবদুল্লাহর ক্ষমতাকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন করে। আবদুর রহমান ইবনে মারোয়ান আল জিল্লিকী নামক জনৈক নবমুসলিম নেতা

www.pathagar.com

গ্যালেসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে লিওনের তৃতীয় আল ফন্সোর সাহায্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বিস্তীর্ণ এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন। ৯০১ খ্রীস্টাব্দে জনৈক ব্যক্তি অসন্তুষ্ট বার্বারদের সমর্থনে নিজেকে মাহদী ও ঐশ্বরিক শক্তি প্রাপ্ত ইমাম বলিয়া দাবি করেন। তিনি তাহাদিগকে জামোরার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দান করেন। কিন্তু লিওনের শাসনকর্তা কর্তৃক পরাজিত হন ফলে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।[৫] মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পূর্বে খ্রীস্টান নেতাগণ আস্তুরিয়াসের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। তাহাদের কেহ কেহ কর্ডোভার আমীরকে স্বেচ্ছায় কর প্রদান করিত।

ওমর ইবনে হাফসুনের সহিত যুদ্ধ ঃ উপরে উল্লিখিত বিদ্রোহসমূহের মধ্যে ওমর ইবনে হাফসুনের বিদ্রোহ ছিল মারাত্মক। তিনি রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সর্বত্র তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। আবদুল্লাহ ৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে তাহার বিরুদ্ধে চল্লিশ দিনের এক অভিযান চালাইয়া মাত্র কয়েকটি গ্রাম উদ্ধার করিয়া বহু কষ্টে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আমীর পুনরায় ওমরের বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী লইয়া অগ্রসর হন এবং এই শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, আমীরের প্রতিনিধি হিসাবে সে তাহার দখলীকৃত এলাকা শাসন করিতে থাকিবে। কিন্তু ওমরের সমর্থকগণ যাহারা ছিল দস্যু প্রকৃতির তাহারা এই শান্তি চুক্তিকে অপছন্দ করে এবং আবদুল্লাহর বিশেষ অনুগত আলজেসিরার বার্বার নেতা আবু হারবকে আক্রমণ করে ও দুর্গগুলি দখল করিয়া নেয়। আবদুল্লাহ কঠিন চাপে পড়িয়া আরব নেতাদের দমনের জন্য ওমরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইব্রাহিমের নেতৃত্বে ওমর রাজকীয় বাহিনীতে যোগদান করেন। তাঁহার এই যোগদানের পিছনে ছিল অন্য উদ্দেশ্য। তিনি জায়েনের ইবনে মুসতানাহর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিম ইবনে খামীর ও অন্যান্য রাজ কর্মচারীদের কারারুদ্ধ করেন।

কর্ডোভার খ্রীস্টানদের সমর্থনে ওমর দেশের উত্তরাংশে প্রভাব বিস্তার করেন এবং রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হন। অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠনের সময় কাউন্ট সারভাণ্ডো নিহত হন এবং ওমর, এচিজা এবং পোলে দখল করিয়া নেন। এই এলাকার আরবদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত স্পেনীয় জনগণ হাফসুনের পক্ষ নেয় তাহারা পরবর্তীকালে হাফসুনের বিপক্ষে গমন করে।

আরবদের মধ্যেও তাহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য ৮৯০ খ্রীস্টাব্দে বোবাস্ত্রোতে তাহার ক্ষমতা লাভের দশ বৎসর পর উত্তর আফ্রিকার আব্বাসীয় গভর্নর ইবনে আগলাবের মাধ্যমে আব্বাসীয় খলিফা মুতাদিদ বিল্লাহর তরফ হইতে অভিষেক প্রার্থনা করেন। দীর্ঘকালব্যাপী তাহার বিদ্রোহ স্পেনে উমাইয়া শাসনের দুর্বলতার পরিষ্কার প্রমাণ দেয়।

www.pathagar.com

পোলের যুদ্ধ ঃ আবদুল্লাহর আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া ওঠে। রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে ফলে সেনাদের বেতন দেওয়া সম্ভব হয় না। দেশকে পুনরায় একত্রিকরণে আমীরের নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুবিধাজনক শর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উদ্ধত ওমর প্রত্যাখান করেন। অনন্যোপায় আমীর সাহস সঞ্চার করিয়া শক্তিশালী শত্রুকে আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁহার সেনাপতি আবদুল মালিক বিন উমাইয়াহ ৪,০০০ হাজার নিয়মিত সৈন্য এবং ১০,০০০ হাজার নতুন সংগৃহীত সৈন্যকে লইয়া পোলের দিকে অগ্রসর হন। ওমর ৩০,০০০ হাজার সুদক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া দুর্গ হইতে দেড় ক্রোশ দূরে নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন। ১২ই মুহররম শুক্রবার ২৭৮ হিঃ/১৬ এপ্রিল ৮৯১ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হয়। উমাইয়াহ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও আবদুল্লাহ নিজে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নাই। আমীরের সেনাবাহিনী পূর্ণ শক্তি ও সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করে। অপরদিকে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ওমর পরাজিত হন। কিছু সংখ্যক সৈন্য লইয়া ওমর পোলে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরবদের পশ্চাদ্ধাবনের তীব্রতায় বাকি অংশ এচিজার দিকে পলাইয়া যায়। বিপদের পূর্বলক্ষণ দেখিয়া ইবনে হাফসুন ও ইবনে মস্তানাহ পোলে এবং আর্কিডোনা দুর্গ ত্যাগ করিয়া বার্বারদের পশ্চাৎ অপসারণ করেন। আবদুল্লাহ প্রচুর যুদ্ধ সামগ্রী ও ধন সম্পদসহ পোলে দুর্গ অধিকার এবং এচিজা অবরোধ করিলে অতিসহজে উহার পতন ঘটে। অতঃপর তিনি বোবাস্ট্রো অভিমুখে যাত্রা করেন। বোবাস্ট্রো অবরোধ করা হয়। কিন্তু অপরাজিত থাকে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সেনাবাহিনী আর্কিডোনা ও এলভিরার মধ্য দিয়া কর্ডোভা প্রত্যাবর্তন কালে জায়েনে আত্মসমর্পণ করে। এইরূপে দেশের দক্ষিণাংশে সাময়িকভাবে আমীরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তী ঘটনাসমূহ ঃ ইতিমধ্যে ওমর তাহার সুনাম ও প্রতিপত্তি বহুগুণে হারাইয়া ফেলেন। উত্তর আফ্রিকায় ইবনে আগলাব তাহার দূতগণকে উদাসীনতা ও অবহেলার সহিত গ্রহণ করেন। তিনি আব্বাসী খলিফার নিকট হইতে গভর্নর হিসাবে কোন নিয়োগপত্র না পাওয়ায় ইবনে হাফসুন আমীরের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন ও তাঁহার পালক পুত্রকে জামিন হিসাবে রাখেন। আমীর আবদুল্লাহ তাহার নিজ পুত্রকে জামিন হিসাবে চাহিলে তিনি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। ওমর নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং ৮৯২ খ্রীস্টাব্দ শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি তাহার হারান এলাকা পোলে, এচিজা, আর্কিডোনা ও এলভিরা পুনরুদ্ধার করেন এবং এলভিরা বিজয়ী আরব নেতা সাইদ ইবনে জুদির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। পরে তিনি জায়েন অধিকার করেন। ক্ষমতা ও সাফল্যগর্বে গর্বিত ওমর আব্বাসীয় খলিফার নিকট হইতে স্বীকৃতি না পাইয়া ৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে সপরিবারে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। ইহা ছিল পট পরিবর্তনের সূচনা ও তাহার ভাগ্য বিরম্বনার শুরু। হোলের মতে, "তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অস্পষ্ট।

www.pathagar.com

এইরূপ করায় তিনি লাভবান হন নাই।"[৬] তাহার ধর্মত্যাগের সাথে সাথে তাহার যোগ্য কর্মচারী আনাতোলের পুত্র ইয়াহিয়া তাহাকে ত্যাগ করেন এবং তাহার একজন শক্তিশালী মিত্র কানিয়াতের (বর্তমান কানিয়াত পরিয়ান) বার্বার নেতা আও সাজা বিন আল খালিত আবদুল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেন।[৭] গৃহযুদ্ধ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতায় জর্জরিত জনগণ শান্তির আশায় দলে দলে আবদুল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ওমরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনয়ন করা আমীরের পক্ষে অসম্ভব হইয়া ওঠে কারণ সে তাহার হারান গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে আরবদের আস্থা অর্জনের জন্য ইব্রাহিম ইবনে হাজ্জাজের সহিত মিলিত হয়।

আমীর ৯০১ খ্রীস্টাব্দে ওমরের সহিত শান্তি চুক্তি স্থাপন করেন। ওমর পিরিয়োগের নেতা ইবনে মাস্তানাহ ও তাঁহার খাঞ্জাঞ্চি খালাফসহ চার ব্যক্তিকে আমীরের দরবারে জামিন হিসাবে প্রেরণ করেন। এক বৎসর পূর্বে তিউনিয়ার ক্ষমতায় আগমনকারী ফাতেমীয়দের সহিত ওমর ৯১০ খ্রীস্টাব্দে মৈত্রী সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। পুত্র আবদুর রহমানকে কর্ডোভায় জামিন হিসাবে রাখা সত্ত্বেও ওমর ইবনে হাফসুন সারাগোসার বানুকাসি ও লিওনের রাজার সহিত ইবনে হাজ্জাজ মিলিত হন। ইবনে হাফসুনকে শত্রু শিবির হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ তাহার পুত্রকে জামিন হিসাবে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত লইয়া হাজ্জাজের অন্তর জয় ও আনুগত্য লাভ করিতে সমর্থ হন। নবম শতাব্দীতে স্পেনের খ্রীস্টান ও মুসলমানদের ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ধরনের। খ্রীস্টান কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে মুসলমান নেতাদিগকে ব্যবহার করিতেন। অপর দিকে মুসলমানগণ লিওন ও আস্তুরিয়ার অধিবাসীদের সম্মেলনে গঠিত তৃতীয় আলফন্সোর (৮৬৬-৯১০) অধীনে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে শ্রেণীসংগ্রামে ব্যস্ত ছিলেন।

আমীর আবদুল্লাহর মৃত্যু ঃ আত্মসমর্পণ না করা ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কুফল সম্পর্কে জনগণ আবদুল্লাহর শাসনের শেষের দিকে অবগত হন। পঁচিশ বৎসরের বিশৃঙ্খল ও ব্যর্থ শাসনের পর ১ম রবিউল আওয়াল ৩০০হিঃ/১৫ই অক্টোবর ৯১২ খ্রীস্টাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে এই দুর্বল ও ভীরু আমীরের মৃত্যু হয়। দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণে বিদ্রোহ ভাবাপন্ন এলাকায় অতি কষ্টে আমীরের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইতে শুরু করে। আমীর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বদরের সহযোগিতায় স্পেনে শান্তি স্থাপনের পথ প্রস্তুত করিয়া যান। আবদুর রহমান তাঁহার দীর্ঘ ও কৃতিত্বপূর্ণ শাসনের প্রথম অংশেই ইহার পরিপূর্ণতা দান করেন। রাজনৈতিক ভাটা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গতি স্তিমিত হয় নাই। আবদুল্লাহর শাসনের শেষ পর্যায়ে ইবনে কুতাইবাহর (খ্রীঃ ৮৮৯) সাহিত্যকর্ম ও গ্রন্থাবলী স্পেনে আসে।

স্বাধীন আমীরদের শাসন আমলের পর্যালোচনা ঃ আরব, বার্বার নবমুসলিম এবং খ্রীস্টানগণ পৃথকভাবে এবং কখনও কখনও সম্মিলিতভাবে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

www.pathagar.com

করে। আবদুল্লাহ পর্যন্ত সত্তর বৎসরের আরব শাসনের বিরুদ্ধে তাহারা এই দীর্ঘ সংগ্রামে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাহারা প্রত্যেকে নিজেদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

প্রথম আবদুর রহমান রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু প্রজাকুলের হৃদয় জয় করিবার সময় পান নাই। যদিও আরব ও বার্বারগণ দেশ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা ছিল নবমুসলিম ও খ্রীস্টান প্রজাদের তুলনায় সংখ্যায় কম। আরবদের বংশ গৌরব ও স্বেচ্ছাচারিতা দেশের অবশিষ্ট জনগণকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। প্রথম আবদুর রহমান ও হিশাম তাহাদের উদারতা ও মহত্ত্বের মাধ্যমে জনগণের নিকট ইসলামী সংস্কৃতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু প্রথম হাকাম তাহার বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন ও ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা নবমুসলিমদিগকে তাহার নিকট হইতে দূরে রাখেন। ইহার ফলে কর্ডোভায় আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়া ওঠে এবং টলেডোতে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

ধর্মীয় আন্দোলন দমন করা হয় বটে কিন্তু সংখ্যাগুরু খ্রীস্টানদের কিছু অংশ মুসলিম শাসন স্বীকার করিতে অস্বীকৃতি জানায়। সরকারী প্রশাসনে আশানুরূপ কর্তৃত্ব না পাওয়ায় এবং আরবদের তরফ হইতে যথাযোগ্য মর্যাদা না পাওয়ায় বার্বার ও নব মুসলিমগণ বিদ্রোহে যোগদান করে।

যতদিন পর্যন্ত শক্ত হাতে শাসন পরিচালনা করা হইত—আরব, বার্বার, নব মুসলিম এবং খ্রীস্টানগণ অনুগত থাকিত কিন্তু যখনই তাহারা সুযোগ পাইত বিশেষ করিয়া দুর্বল আমীরদের সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। ইহারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখিতে পাই তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। খ্রীস্টানগণ দেশের উত্তরাংশে স্বাধীন রাষ্ট্র এবং বার্বারগণ আধা স্বাধীন ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায় স্পেনের বিভিন্নাংশে এবং সর্বশেষে ওমর ইবনে হাফসুন ও অন্যান্য নেতাগণ দেশের দক্ষিণাংশে কর্ডোভা নগরীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আরব সমর্থন হারাইবার পর আমীর তাহার সিংহাসন রক্ষার্থে বাহির হইতে বেতনভুক্ত সৈন্য সংগ্রহ করেন। আরবদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া প্রথম হাকাম নিগ্রো সেনা নিয়োগ করেন। আবদুর রহমান বার্বার ও নবমুসলিম বেতনভুক সেনা সংগ্রহ করেন। এইরূপে আরব শাসক ও অনারব প্রজাকুলের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। ফলে সিংহাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া ওঠে।

এই সময় আরব এবং ইসলামী সংস্কৃতি স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলে এবং তদস্থলে বহুজাতীয় সংমিশ্রণে স্পেনীয় মুসলিম সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে। গোত্রীয়, জাতিগত এবং ধর্মীয় বিরোধের কুফল থাকা সত্ত্বেও একটা ভাল ফল দেখিতে পাওয়া যায়। বহু যুগের কূপমণ্ডুকতা হইতে মুসলমানগণ স্পেনীয়দিগকে মুক্ত করেন। তাহারা বুদ্ধিমান দৃঢ়চেতা সাহসী কর্মঠ জাতিতে পরিণত হয় এবং একমাত্র কর্ডোভার শাসকের নেতৃত্বে তাহাদের হারানো ক্ষমতা ও গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয়[৮]।

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশ

১। ডজি. *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ৩৬৯ দেখুন।

২। ই. জি. গোমেজ. *হিস্টোরিয়া ডি ইস্পানা,* পৃঃ ২৩২।

৩। *ঐ*

৪। হুবার্ট, *এ্যারাবিক লিটারেচার,* পৃঃ ২১৫; ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ৩৬৪।

৫। ওয়াট, পৃঃ ৪৪।

৬। আন্দালুস, *স্পেন আন্ডার দ্যা মুসলিমস্,* পৃঃ ১৬৩।

৭। গমেজ, *হিস্টোরিয়া,* ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮ দেখুন।

৮। ইবনুল ফারাজী, নং ১৯৯; আর গুয়েস্ট, *দ্যা গভর্নরস্ এ্যান্ড জাজেস অব ইজিপ্ট,* পৃঃ ৫৪৮

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

উমাইয়া খিলাফত (৯২৯-১০৩১ খ্রীঃ)

তৃতীয় আবদুর রহমান আল নাসির (৯১২-৯৬১ খ্রীঃ)

সিংহাসনে আরোহণ ঃ ৯১২ খ্রীস্টাব্দে ২২ বৎসর বয়সে তৃতীয় আবদুর রহমান তাঁহার পিতামহ আবদুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হন। পিতা মুহাম্মদ ও পিতৃব্য মুজাফফরকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ওমর ইবনে হাফসুন ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী আবদুর রহমানের পিতা মুহাম্মদ কর্ডোভার কারাগারে বন্দীছিলেন এবং আবদুল্লাহর ভ্রাতা মুতরিদ কর্তৃক বিষ প্রয়োগে নিহত হন। মুহাম্মদের পুত্র তৃতীয় আবদুর রহমান আমীর কর্তৃক উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হওয়ায় সাধারণ জনগণ প্রশংসা করেন।[১] রাজসভাসদ ও জনগণ নতুন শাসকের মহানুভবতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। ফলে দেশের কোথায়ও বিরোধিতা দেখা যায় নাই।

আবদুর রহমান যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক গোলযোগে দেশ পরিপূর্ণ ছিল। লিওনের খ্রীস্টান ও তিউনিসিয়ার ফাতেমীয়গণ ছিল তাঁহার শক্তিশালী শত্রু। আবদুর রহমান তাঁহার গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও চরিত্রবলে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক বৈরিতাকে দমন করিয়া আল আন্দালুসকে সুখ্যাতির চরম শিখরে লইয়া যান। প্রথম আবদুর রহমান ও তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহর অনুসৃত নীতির বৈপরীত্য সরকারকে দুর্বল করিয়া ফেলে। ক্ষমতালোভী গভর্নরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জনগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। দস্যুগণ পার্বত্য অঞ্চল হইতে আসিয়া দেশ লুণ্ঠন করিত। রাজক্ষমতা শুধু রাজধানীতেই কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে। কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়, কলকারখানার উৎপাদন ব্যহত হয় এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। ২৯৭ হিঃ/ ৯০৯-১০ খ্রীস্টাব্দে জায়েনে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ জীবন রক্ষার্থে উত্তর আফ্রিকায় পলাইয়া যায়। এই দুঃসময়ে তৃতীয় আবদুর রহমান দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

তিনি তাঁহার পিতামহের গৃহীত অস্থায়ী নীতিকে পরিত্যাগ করেন।[২] তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাঁহার ক্ষমতাকে সুসংহত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদের মূল উৎপাটন করেন। আরব অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রভাবকে খর্ব করেন এবং মুসলিম স্পেনের উত্তর ও দক্ষিণের সীমান্তকে সংরক্ষণ করেন।

তিনি তাহার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে শত্রুদের কর হইতে তাহাদের দুর্গ ও সুরক্ষিত স্থানসমূহ বেশী মূল্যবান। মনে

www.pathagar.com

হইয়াছিল, গোত্রীয় নেতাগণ তাহার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহা বাস্তবে সম্ভব হয় নাই। ক্রমে ক্রমে দেশের পরিবর্তন সাধিত হয়। আরব অভিজাত শ্রেণী সাইদ ইবনে জুদি[৩] কুরাইব ইবনে খালদুন ও ইব্রাহিম ইবনে হাজ্জাজ[৪] সহ তাহাদের বহু নেতাকে হারান। ইবনে হাফসুনের ন্যায় বহু বিদ্রোহী তাঁহার সময় জীবিত ছিল কিন্তু অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়ায় তাহারা কোন প্রকার কার্যকরী বিরোধিতা করিতে পারেন নাই। জনগণ গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতায় অতিষ্ঠ হইয়া বিদ্রোহী নেতাদের সমর্থন দানে বিরত থাকে এবং শান্তির জন্য উদগ্রীব হইয়া ওঠে। আবদুর রহমান সেই আকাঙ্ক্ষিত শান্তির কথা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন।

নতুন শাসক হৃত প্রদেশগুলিকে পুনরুদ্ধার করেন এবং চতুর্দিকে তাহার বিজয় কেতন উড়িতে থাকে। তৃতীয় আবদুর রহমান সৈনিকদের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন ফলে সৈনিকদের মনবল বৃদ্ধি পাইত ও তাহারা সাহসিকতার সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত।

সেভিলের বানু হাজ্জাজদের আত্মসমর্পণ ঃ গৃহযুদ্ধ সেভিলের বানু হাজ্জাজের ক্ষমতাকে খর্ব করিয়া দিয়াছিল। আবদুর রহমান ও তাহার ভ্রাতা মুহাম্মদ সেভিল এবং কারমোনায় যথাক্রমে তাহাদের পিতা ইব্রাহিম ইবনে হাজ্জাজের স্থলাভিষিক্ত হন। ৯১৩ খ্রীস্টাব্দে আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুহাম্মদ সেভিল দখলের চেষ্টা করেন কিন্তু তাহার পিতৃব্যপুত্র আহম্মদ ইবনে মুসলিমাহ তদস্থলে নেতা নির্বাচিত হন।

মুহাম্মদ কর্ডোভায় পলাইয়া যান এবং আহম্মদ ইবনে মুসলিমাহর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি সেনা বিভাগে সেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেন। সেভিল অববোধ করা হয়। নিঃসহায় আহম্মদ ইবনে মুসলিমাহ ওমর ইবনে হাফসুনের সহযোগিতায় গোয়াদালকুইভির নদীর দক্ষিণ তীরে রাজকীয় বাহিনীর মুকাবিলা করেন এবং সম্পর্ণরূপে পরাজিত হন। অতঃপর আহম্মদ বিন মুসলিমাহ তৃতীয় আবদুর রহমানের প্রধান মন্ত্রী বদরের সহিত যোগাযোগ করিয়া ৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্মানজনক শর্তে আত্মসমর্পণ করেন। মুহাম্মদ হতাশ হইয়া কারমোনা পলায়ন করেন। আমীরের দূত কাসিম বিন ওয়ালিদ আত্মসমর্পণ করাইবার উদ্দেশ্যে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। ৯১৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তৃতীয় আবদুর রহমান তাঁহাকে হাজীব কবির বা "শ্রেষ্ঠ উজিরে আজম" উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন। এইরূপে কারমোনা তাহার অধিকারে আসে।

ওমর ইবনে হাফসুনের সহিত যুদ্ধ ঃ ৯১৩ খ্রীস্টাব্দের শেষ পর্যায়ে সেভিলের আরব শাসক পরিবারের জায়গা দখল করে একজন বিশ্বস্ত গভর্নর। ইহাতে ইবনে হাফসুন বেশ দুর্বল হইয়া পড়ে। দক্ষিণ স্পেনের খ্রীস্টানগণ এবং অন্যান্য যাহারা মুসলমান শাসনের বিরোধী ছিল ওমর ইবনে হাফসুন তাহাদের নিকট স্বাধিকার ও স্বাধীনতার বীরপুরুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ স্পেনের অধিকাংশ নবমুসলিম ও

www.pathagar.com

খ্রীস্টান অধিবাসী তাহার চতুস্পার্শ্বে সমবেত হয়। ইতিমধ্যে তৃতীয় আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহারা আমীরের শাসন পদ্ধতিকে সমর্থন করে। কারণ নতুন আমীর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহী ছিলেন। যাহা পূর্বেকার আমীরগণ যথা—প্রথম মুহাম্মদ, মুনজির ও আবদুল্লার শাসন আমলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দীর্ঘকালের গৃহযুদ্ধ ও অরাজকতায় জনগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা শান্তির জন্য ছিল উদগ্রীব। অপর দিকে ওমর স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত হইবার জন্য আব্বাসীয়দের সঙ্গে যোগযোগ স্থাপন করেন কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ওমর ইবনে হাফসুন নিজে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ফাতেমীয় খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল শিয়াইর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নেন। কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধান হয়না। রেজিওর পর্বত্য অঞ্চল হইতে সৈন্য সংগ্রহের সংখ্যা কম হওয়ায় ওমর ইবনে হাফসুন বার্বার অর্থলোভীদের তাঁহার সেনা বিভাগে বেতনভূক সৈন্য হিসাবে ভর্তি করেন। বার্বারগণ ছিল খুবই লোভী ও ভীরু। যদিও এই বিরোধ জাতীয় চরিত্র হারাইয়া ফেলে এবং ধর্মীয় রূপ ধারণ করে। ইবনে ইজারীর মতে, ওমর তাঁহার শক্তিশালী মিত্র ইবনে মাস্তানাহ ৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে পূর্বে আংশিক আলোচনা করা হইয়াছে। খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণের পর তিনি বহু গীর্জা নির্মাণ করেন।[৫] নব মুসলিমদের তুলনায় ধর্মত্যাগের পর ওমর ইবনে হাফসুন স্যামুয়েল নাম গ্রহণ করেন। ফলে তাহার সমর্থকদের মধ্যে জাতিগত বিরোধ মাথাচাড়া দিয়া ওঠে। ভূমিদাস (সার্ফ) ও দাসদের বংশধরগণ গথিক শাসকদের দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাবকে সহজে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কারণ তাহাদের সন্দেহ হয় যে মুসলমান শাসন আমলে তাহারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করিত তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। স্যামুয়েলের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা তাহার বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। স্যামুয়েল এখন শুধু খ্রীস্টান সমর্থক ও আফ্রিকান বেতনভুক্ত সৈনিকদের উপর আস্থা স্থাপন করিল। খ্রীস্টান এবং মুসলমান একে অপরকে সন্দেহ ও অবজ্ঞার চোখে দেখিতে শুরু করে।[৬] স্যামুয়েলের খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণের এক বৎসর পূর্বে নব মুসলিমদের নেতা ইবনে আল শালিয়াহ জায়েন প্রদেশের শক্তিশালী দুর্গ কাজলোনা পুনরায় দখল করেন। ইবনে শালিয়াহ দুর্গরক্ষাকারী সমস্ত খ্রীস্টান সৈনিককে অস্ত্রের মুখে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। স্যামুয়েলের কিছু সংখ্যক সমর্থক বিশেষ করিয়া নব মুসলিমগণ যাহারা যুদ্ধ বিগ্রহের দরুন এবং নেতাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বময় নীতির ফলে পরিশ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা সুশাসক ও সহিষ্ণু তৃতীয় আবদুর রহমানের পক্ষ অবলম্বন করে। গোয়াদালকুইভিরের দক্ষিণ তীরে স্যামুয়েলের পরাজয়ের পর তৃতীয় আবদুর রহমান রেজিও আক্রমণ করেন। প্রতি পদক্ষেপে তিনি স্যামুয়েলের সমর্থকদের চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তাহারা সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগ ও অগ্রগামী সৈন্যের বেশ কিছু সংখ্যক সেনাকে নিহত ও কারারুদ্ধ করেন। তথাপি আমীর স্যামুয়েলের আশ্রয়স্থল টোলোক্সে পৌঁছেন। টোলোক্সে স্যামুয়েল রাজকীয় বাহিনীকে বাধা প্রদান করেন কিন্তু

www.pathagar.com

তাহার পুত্র আবদুর রহমানের নিকট দুর্গ হস্তান্তর করেন। ইতিমধ্যে উত্তর আফ্রিকা হইতে তাহার জাহাজ রসদ লইয়া যাত্রা শুরু করে এবং পথিমধ্যে রাজকীয় রণতরী দ্বারা আক্রান্ত হয়। ৯১৭ খ্রীঃ স্যামুয়েল মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে ইজারী বলেন, "এই বৎসর ওমর ইবনে হাফসুন মারা যান। তিনি ছিলেন অবিশ্বাসীদের অবলম্বন, ধোঁকাবাজদের নেতা, গৃহযুদ্ধে ইন্ধন দাতা। ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি কারীদের লালন কর্তা।"[৭]

ওমর (স্যামুয়েল) ছিলেন একজন সুযোগ্য ব্যক্তি এবং দক্ষ সৈনিক। তিনি বিশ বৎসর ব্যাপী একে একে চারজন আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন একজন বীর, যদিও বিশ্বাসঘাতক ও আত্মকেন্দ্রিক। খৃস্টধর্ম গ্রহণই ছিল তাহার পতনের কারণ। যদি তিনি ইসলাম ধর্মে স্থির থাকিতেন তাহা হইলে খ্রীস্টানগণও তাহাকে কর্ডোভার শাসকের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতেন এবং নব মুসলিমগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিত না এবং তাহাকে দমনের জন্য আমীরের পক্ষ অবলম্বন করিত না এবং হয়তো তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হইতেন। ফলে স্পেনের ইতিহাস হয়তো অন্য রকম ভাবে লিখিত হইতো।

ওমর ইবনে হাফসুনের পুত্রের আত্মসমর্পণ ঃ স্যামুয়েলের চার পুত্র ছিল। জাফর, সুলায়মান, আবদুর রহমান এবং হাফস্। জাফর স্যামুয়েলের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন। ৯১৯ খ্রীঃ তিনি তৃতীয় আবদুর রহমানকে বাৎসরিক কর দিতে সম্মত হন। তিনি পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার ও তাহার পিতার স্পেনীয় মুসলমান সমর্থকদের তাহার পিছনে সমবেত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই নীতি তাঁহার জন্য আত্মঘাতী বলিয়া প্রমাণিত হয়। তৃতীয় আবদুর রহমান ইতিমধ্যে স্পেনীয় মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীরা দুরভিসন্ধির শিকারে পরিণত হইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অপরদিকে খ্রীস্টান সৈনিকগণ তাহাদের নেতার ভন্ডামী ও কপটতাপূর্ণ কার্যের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় এবং ৯২০ খ্রীঃ বিদ্রোহী হইয়া তাহাকে হত্যা করে। সুলায়মান তাঁহার ভ্রাতা জাফরের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শান্তি রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন এবং রাজকীয় বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ৯২৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে মারা যান। তাঁহার ভ্রাতা হাফস তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বোবাস্ট্রো দুর্গ শেষবারের মত ৯২৭ খ্রীঃ জুন মাসে কর্ডোভান সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হয়। দীর্ঘ ছয় মাসের প্রতিরোধের পর হাফস আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। পরবর্তী কালে মুক্তি লাভ করিয়া সেনা বাহিনীর চাকুরী গ্রহণ করেন। এইরূপে তৃতীয় আবদুর রহমানের হস্তে শক্তিশালী দুর্গের পতন ঘটে যাহা একাধারে কর্ডোভার চার জন শাসকের আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া প্রায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী টিকিয়া ছিল।

www.pathagar.com

এচিজা, জায়েন ও এলভিরা প্রদেশের পতন ঃ ৯২৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তৃতীয় আবদুর রহমান স্বয়ং উত্তরের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। সফলতা ও বিফলতায় সৈন্যদের সহিত তাহার অংশ গ্রহণ সৈন্যদিগকে অনুপ্রাণীত ও উৎসাহিত করে। তাহাদের নৈতিক বল বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম আক্রমণে এচিজা দুর্গ অধিকৃত ও ধূলিসাৎ হয়। দ্বিতীয় অভিযানে জায়েন এবং এলভিরার সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। জায়েন প্রদেশের অন্তর্গত মন্টেলিওনের শক্তিশালী দুর্গ অবরোধ করিলে ইহার নেতা স্যামুয়েলের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাইদ ইবনে হুজায়েল আত্মসমর্পণ করেন। কাজলোমার নেতা ইবনে আল শালিয়াহ, মেন্তেসার নেতা ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম আত্মসমর্পণ করেন। পরে আবদুর রহমান এলভিরা প্রদেশের দিকে অগ্রসর হন এবং ফিনানাহ যাবার পথে কোনরূপ বাঁধার সম্মুখীন হননা, ফিনানাহ ওমর ইবনে হাফসুনের ভক্তদের দখলে ছিল। স্বল্প সময়ে উহার পতন ঘটে কিন্তু অচিরেই কঠিন বাঁধার সম্মুখীন হইতে হয়। জনসাধারণের জন্য পুরাপুরি ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়। পরবর্তীকালে এলভিরা প্রদেশের বানু মুহাল্লাব গোত্রের বার্বারগণ আত্মসমর্পণ করে। জায়েন এবং এলভিরা প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত শক্তিশালী দুর্গ মন্টেরুবিও দখলে আসে এবং খ্রীস্টান দস্যুদের শক্তি খর্ব করা হয়। শক্তিশালী দুর্গসমূহের পতন ঘটে। দস্যু কবলিত সমস্ত এলাকা দখলে আসে এবং শান্তি স্থাপিত হয়। মন্টেরুবিওর পতনের পর পার্শ্ববর্তী এলাকার শহর ও দুর্গের নেতাগণ আবদুর রহমানের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নেন। খ্রীস্টান দুর্গ জুভাইলস সহ অন্যান্য বহু গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ যেমন সালোব্রেনা, সানষ্টেভান, ডে গোরমাজ এবং বেনা ফোরাতা দখলে আসে। রাষ্ট্রের পরম শত্রুদের চরম শাস্তি বিধান করা হয় কিন্তু অন্যান্যদের মুক্তি প্রদান করা হয়। অভিজ্ঞ ও অনুগত সৈনিক কর্মকর্তাদের রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়।

তুদমিরের গুরুত্ব হ্রাস ঃ দেশের দক্ষিণাংশে অধিকার প্রতিষ্ঠার পর আবদুর রহমান স্পেনের অন্যান্য অংশের প্রতি দৃষ্টি দেন। আহম্মদ বিন ইসহাকের নেতৃত্বে ৯২৮ খ্রীঃ রাজকীয় বাহিনী আলিকান্তের নেতা আরব শায়েখ আসলামীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। তাহাকে বন্দী হিসাবে তাহার পরিবারের সদস্যদের সহিত কর্ডোভাতে আনা হয়। মেরিদা সান্তাব্রেরীয়া এবং বেজাও একই বৎসর আত্মসমর্পণ করে। আল গারভ প্রদেশের অন্তর্গত অক্সোনোবার নবমুসলিম নেতা খালাফ ইবনে বকর পরে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

টলেডোর আত্মসমর্পণ ঃ লোয়ার মার্চে বাদাজোজের শাসক ইবনে মারওয়ানের উত্তরাধিকারী কঠিন প্রতিরোধ গড়িয়া তোলেন এবং ৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেন নাই। টলেডো যদিও দীর্ঘ দিন ধরিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। কারণ খলিফার নেতৃত্বাধীনে রাজকীয় বাহিনী দুই বৎসর কাল ইহা অববোধ করিয়া রাখে। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য

www.pathagar.com

গুদামজাত করা হয় এবং টলেডোবাসীদিগকে রেশনে পানি সরবরাহ করা হয়।[৮] অপর দিকে দীর্ঘদিন অবরোধ করিয়া রাখিবার জন্য তৃতীয় আবদুর রহমান টলেডোর পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাহাড়ের উপরে আল-ফাতাহ নামে একটি নতুন শহর গড়িয়া তোলেন। লিওনের রাজা অর্ডোন ও জিল্লিকীয়াহর খ্রীস্টান রাজা দ্বিতীয় রামিরো টলেডোর সাহায্যে আগাইয়া আসেন। কিন্তু ৩২০ হিঃ/ ৯৩২ খ্রীঃ পরাজিত হন। মিডল মার্চের বিদ্রোহীদের জন্য টলেডো ছিল শক্তিশালি ঘাঁটি।

আপার মার্চের তুজুবিদগণ শুরুতে আনুগত্যের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সারাগোসার লর্ড ৯৩৭ খ্রীঃ লিওনের খ্রীস্টান শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। আবরোধ করা হইলে বাধ্য হইয়া সারাগোসা আত্মসমর্পণ করে। এইরূপে আরব, বার্বার ও স্পেনীয়গণ পরাজিত হইয়া স্বেচ্ছাচারী সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। চাতুর্য, দয়াহীন কঠোরতা এবং অদম্য মনোবল সুদৃঢ় প্রত্যয় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার কারণে খলিফা মুসলিম স্পেনে সার্বিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহার বহুশত্রু কর্তৃক তিনি প্রশংসিত ও সম্মানিত হন।

বৈদেশিক নীতি ঃ অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তৃতীয় আবদুর রহমান শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। দুইটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি গৃহীত হয়। দেশের উত্তরাংশের খ্রীস্টান নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও সেখানে তাহার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। দ্বিতীয়ত উত্তর আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরে ফাতেমীয়দের প্রভাব ও প্রতিপত্তির বিরোধীতা করা।

দেশের উত্তরাংশে খ্রীস্টান আক্রমণ ঃ প্রথম আলফন্সোর সময় হইতে খ্রীস্টান যুবরাজগণ স্পেনের মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায় বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই। আবদুল্লাহর শাসন আমলে কতিপয় বিদ্রোহের দরুন দেশ দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত খ্রীস্টান নেতাগণ এই সুযোগ গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকেন। উপরোন্তু তাঁহারা মুসলমানদের সম্মুখে বাঁধা স্বরূপ সীমান্তে অবস্থিত কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন। খলিফা শুধু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহই দমন করেন নাই বরং বাহিরের শত্রুকেও মুকাবিলা করেন। দেশের উত্তরাংশে খ্রীস্টানগণ যথা—বাস্ক, আরাগণ ও ক্যাস্টিলিয়ানগণ অপরাজিত থাকিয়া যায়। তাহারা ছিল ধর্মোন্মত্ত অসহিষ্ণু এবং মুসলিম স্পেনের সভ্যতার ধ্বংস সাধনকারী। ৯১৪ খ্রীঃ লিওনের অধিবাসীগণ অর্ডোনোর নেতৃত্বাধীনে মেরিদা প্রদেশের ক্ষতি সাধন করে। তাহারা ছিল মুসলমানদের চিরশত্রু। যখনই তাহারা কোন মুসলিম শহরকে দখল করিত তখনই শহরের অধিবাসীদের হত্যা করিত। তাহারা আলাঞ্জের অধিবাসীদের উপর চরম অত্যাচার করে এবং তালাভেরার শহরতলীকে ভস্মীভূত করে। কিন্তু সেই সময়কার খ্রীস্টান শাসকগণ তাহাদের পূর্ববর্তীদের তুলনায় দুর্বল ছিল। কারণ কারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের পর তাহারা স্পেনের বাহির হইতে কোন প্রকার সামরিক সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয়। গৃহে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর আবদুর রহমান দেশের উত্তরাংশে বসবাসকারী মুসলিম

www.pathagar.com

প্রজাদের রক্ষার্থে খ্রীস্টানদের কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য আবি আবদাহর পুত্র আহাম্মদকে ৯১৬ এবং পুনরায় ৯১৭ খ্রীঃ প্রেরণ করেন। দ্বিতীয়বার যখন আহাম্মদ কাস্ট্রো মারোসের শক্তিশালী দুর্গকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি লইতেছিলেন সেই সময় লিওনের দ্বিতীয় অর্ডোনো তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হন। আহাম্মদের আধা বার্বার ও আধা স্পেনীয় সেনাবাহিনী লিওনীদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হয়। মুসলিম সেনাপতি নিহত হন এবং সৈন্যগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।৯১৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মিত্র নাভারের সাঞ্চোর সহযোগিতায় অর্ডোনো তুদেলা, নাজেরা, ও ভালতিয়েরার ধ্বংস সাধন করেন।

লিওন ও নাভাররেদের আত্মসমর্পণ ঃ ৯১৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে হাজীব বদর রাজকীয় বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি মুটোনিয়ায় লিওন বাসীদিগকে পরপর দুইবার পরাজিত করেন। ৯২৩ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসে আবদুর রহমান স্বয়ং সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় অর্ডোনো ওসমা অবরোধ করেন এবং কাস্ট্রো মরোসের আলকুবিলা ও কলুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দুর্গসমূহের ধ্বংস সাধন করেন। আবদুর রহমানের শত্রুগণ তাহার আগমনে বাধা দানে সাহস না পাইয়া এই স্থান হইতে অন্যস্থানে পলাইয়া যান। আবদুর রহমান সামান্য কিছু সৈন্যকে টলেডোর গভর্নর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ লোপের নেতৃত্বে লিওন বাসীদের অগ্রগমনে বাধা প্রদানের জন্য রাখিয়া নাভারের দিকে অগ্রসর হন। এবরো পৌছা পর্যন্ত মুসলিম সেনাবাহিনী পথিমধ্যে কোন প্রকার বাঁধার সম্মুখীন হয় না।

নাভারীয়গণ আবদুর রহমানের অগ্রগামী সেনাদলের ক্ষতিসাধন করে এবং তৎপর তাহার মূল সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ গিরিসংকটের মধ্যে অবস্থান লইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু মুসলিম সেনাবাহিনী নাভারের রাজা সাঞ্চো এবং তাঁহার মিত্র অর্ডোনোর সম্মিলিত সেনা বাহিনীকে ভালদে জুনকেরাসের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং তাহাদের কিছু সুরক্ষিত স্থানের ধ্বংস সাধন করে। সালামানকার বিশপ দুলচিদাস এবং তুইয়ের হারমুজিয়াস মুসলমানদের হস্তে বন্দী হন। পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া খ্রীস্টানগণ মুয়েস ও সালিমাস ডেওরোর মধ্যবর্তী স্থলে জুনকেয়াসের সমতল ভূমিতে যুদ্ধকে স্বাগত জানায়। তাহাদের এই কৌশলগত ভুলের দরুন শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে হয়। আমীর তিন মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে ৯২০ খ্রীস্টাব্দে বিজয়ীর বেশে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কিন্তু খ্রীস্টানগণ তাহাদের বিজয় সম্বন্ধে আশাবাদী ছিল। অর্ডোনো ও সাঞ্চো পুনরায় মুসলিম সীমান্ত প্রদেশসমূহ আক্রমণ করে। তাহারা ৯২৩ খ্রীঃ নাজেরা ও ভিগুয়েরা দখল করে বহুসংখ্যক লোককে হত্যা করে। নারী ও শিশুদের বন্দী হিসাবে লইয়া যায়। ৯২৩ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে আবদুর রহমান তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। বাস্ক ও লিওনিজদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। আবদুর রহমান নাভারের

www.pathagar.com

রাজধানী সুদূর পাম্পলোনা পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং ইহার বহু দুর্গ ধ্বংস করেন। ইতিমধ্যে ৯২৪ খ্রীস্টাব্দে অর্ডোনো মৃত্যু বরণ করেন। তাহার পুত্রগণ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় পিতার সিংহাসন দখলের জন্যে। সাঞ্চো এখন তাহার ভগ্নোদ্যোম সেনা লইয়া একাকী কর্ডোভার সেনাদের মুকাবিলা করিতে থাকেন। নাভারেগণ মুসলিম অগ্রাভিযানকে প্রতিহত করিবার জন্য পথিমধ্যে বহুস্থানে বাঁধা দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হন এবং তাহাদের রাজা সাঞ্চো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হন। নাভারে রাজ্যের পতনের পর আবদুর রহমান "আমীরুল মোমেনীন" ও "আলনাসির লিদিনিল্লাহ" উপাধি (৩১৬ হিঃ ২৩ শে জিলকদ শুক্রবার/ ১২ জানুয়ারী ৯২৯ খ্রীস্টাব্দ) ধারণ করেন।[৯]

দ্বিতীয় অর্ডোনো ৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। তৎপর তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। চতুর্থ আলফন্সো তাঁহার ভ্রাতা সাঞ্চোকে পরাজিত করিয়া লিওন অধিকার করেন এবং সাঞ্চো গ্যালেসিয়া অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন। ৯৩১ খ্রীস্টাব্দে চতুর্থ আলফন্সো তাহার ভ্রাতা দ্বিতীয় রামিরোর পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। রামিরো স্বজাতীয়দের পরাজিত করিয়া ৯৩২ খ্রীঃ মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। খলিফা আবদুর রহমান তাহাকে বিতাড়িত করেন এবং ক্যাস্টিলের রাজধানী বোরগোসের ধ্বংস সাধন করেন এবং আলভা ও গ্যালেসিয়ার মধ্য দিয়া দ্রুত অগ্রসর হন। কিন্তু দেশের উত্তরাংশে অনতিবিলম্বে গোলযোগ ও অশান্তি দেখা দেয় এবং খলিফার বিরুদ্ধে শক্তিশালী দুর্দমনীয় দল গঠিত হয়। ৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে সারাগোসার তুজুবিদ গভর্নর মুহাম্মদ বিন হাশিম খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং রামিরোর অধীনে চাকুরী করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। মুহাম্মদ ও রামিরো তৎপর নাভাররের নাবালেগ শাসক গার্সিয়ার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। দেশের সমস্ত উত্তরাংশ এইরূপে খলিফার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। খলিফা দৃঢ়তার সহিত ইহা মোকাবিলা করেন। তিনি বানু হাশিম ও খ্রীস্টানদিগকে কালাতাইউদে ৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে পরাজিত করিবার পর প্রায় তিরশটি দুর্গ অধিকার করেন এবং নাভাররে ও সারাগোসায় প্রতিরোধকারীদের আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। সারাগোসার গভর্নর ও ক্ষমতাশালী অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত মুহাম্মদ ইবনে হাশিমকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া পূর্ব পদে বহাল রাখেন। গার্সিয়ার অভিভাবক ও সাঞ্চোর বিধবা পত্নী তুতাহ (থিওদা) একের পর এক পরাজয় বরণ করিয়া শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন ও নাভাররের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে খলিফাকে স্বীকার করিয়া নেন। এইরূপে লিওন ও ফ্রান্সের তাবেদার রাজ্য ক্যাটালোনিয়ার কিছু অংশ ব্যতীত সমস্ত স্পেন খলিফার নিকট আত্মসমর্পণ করে।

আলহানদেগার যুদ্ধ ঃ ৩২৭ হিঃ/ ৯৩৮-৯ খ্রীঃ গ্যালেসিয়ান, লিওনিজ, ও বাস্কগণ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খলিফার নেতৃত্বে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়। একলক্ষ সৈন্য লইয়া গঠিত এই বাহিনীতে সাকালিবাহ নামে পরিচিত স্লাভগণ

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্ত ছিল ও আরবদের সহিত সাকালিয়ানদের সম্পর্ক পরে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইবে। আরবগণ একজন স্লাভ জেনারেল নাজদাহ (নাজহা) এর অধীনে যুদ্ধ করিতে অপমান বোধ করে। বংশ গৌরবে গর্বিত আরবগণ স্লাভ জেনারেলের নেতৃত্বে জয়ের পরিবর্তে পরাজয়কে গৌরবের বলিয়া মনে করিত। খলিফা লিওনের দিকে অগ্রসর হন এবং রাজকীয় বাহিনী আধুনিক ভাল্লাডালকের দক্ষিণে অবস্থিত সিমানকাসে কয়েকদিন যুদ্ধের পর পলায়ন করিতে শুরু করে এবং জামোরার চতুর্দিকে অবস্থানরত মুসলিম সেনার পশ্চাদভাগে রামিরো কর্তৃক খননকৃত খন্দকে পতিত হইয়া তাহাদের অনেকেই প্রাণ হারায়। দুর্গ অবরুদ্ধ হয়।

এই দুর্গকে রক্ষার জন্য ইহার চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণ ও গভীর পরীখা খনন করা হয়। পরীখা পর্যন্ত পৌছাইবার পূর্বে মুসলিম বাহিনীকে গ্যালেসীয় ও বাস্কদের সম্মিলিত বাহিনীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। এখানেই আরবগণ স্লাভদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে সর্বশান্ত ও ধ্বংস হইয়া যায়। লিওনিজরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। ফলে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিতে শুরু করে। পরিত্যক্ত স্লাভগণ পরিখার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া সাহসিকতার সহিত মুশলধারে বর্ষিত তীর ও বর্শার মধ্যে যুদ্ধ করে এবং পরিখা অতিক্রম করিয়া খ্রীস্টানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহাদের অনেককে হত্যা করে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় তুরমেস নদীর তীরে সালামানকার দক্ষিণে অবস্থিত আল খন্দক (Sp. Alhandega Engl. The Ditch) নামক গ্রামের নিকট। স্লাভগণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ঊনপঞ্চাশ জন সঙ্গীসহ খলিফা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হন। তৃতীয় আবদুর রহমান ইহাতে চরম আঘাত পান। রামিরো সালামানকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় খ্রীস্টানদিগকে পুনর্বাসিত করেন এবং ক্যাস্টিলীয় বিদ্রোহীদের দমন করিতে আত্মনিয়োগ করেন। এইরূপে লিওন ও আস্তুরিয়ার রাজা (৯৩২-৯৫০) দ্বিতীয় রামিরো কর্তৃক মুসলিম সেনাবাহিনী দেশের উত্তরাংশে অগ্রসর হইতে বাধা প্রাপ্ত হয়। গৃহযুদ্ধের জন্য খ্রীস্টানগণ এই বিজয়ের ফল ভোগ করতে পারেনা। যদিও তাহারা খলিফাকে ত্যক্ত-বিরুক্ত করিয়া চলিয়াছিল। বাদাজোজের গভর্নর আহম্মদ ইবনে ইয়ালা ৯৪০ খ্রীঃ লিওনিজদের অগ্রগমনে বাধা দান করেন। গ্যালেসিয়ান ও বাস্কদের শায়েস্তা করিবার জন্য খলিফা অপর একদল সেনা প্রেরণ করেন। ৯৪৪ ও ৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে রাজকীয় বাহিনী ক্যাস্টিলিয়ান অঞ্চলে লুণ্ঠনের জন্য সহসা আক্রমণ করেন। ৯৫০ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় রামিরোর মৃত্যুর পর তৃতীয় আবদুর রহমান দেশের উত্তরাঞ্চলে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। লিওনের রাজা নাভাররের রানী ক্যাস্টাইল ও বার্সিলোনার কাউন্টগণ তাঁহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। তাহারা বাৎসরিক কর দিতে সম্মত হন এবং মুসলিম সীমান্তে অবস্থিত তাহাদের শক্তিশালী দুর্গ পরিত্যাগ ও হস্তান্তর করেন। ক্যাস্টিলের সহিত সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ডুয়েরো নদীর তীরে (Madinat-

www.pathagar.com

al-Salim the city of Protection) মেদিনাত আল সালিম রাজধানী করিয়া খলিফা অপর আর একটি সীমান্ত প্রদেশ গঠন করেন। এখন হইতে ক্যাস্টাইলের বিরুদ্ধে দুর্গপ্রাচীর নির্মাণের দায়িত্ব বর্তায় মুসলমানদের উপর।

দ্বিতীয় রামিরোর পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় অর্ডোনোর ৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পূর্ব পর্যন্ত খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান চলে। খ্রীস্টানদের পক্ষে সুবিধাজনক শর্তে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফাতেমীয়দের সহিত যুদ্ধের জন্য তৃতীয় আবদুর রহমান দেশের উত্তরাংশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আটলান্টিকের তীরে অবস্থিত লেরিদা হইতে এবরো নদীর উৎপত্তি স্থল পর্যন্ত প্রলম্বিত মুসলিম সীমান্তে তাহার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাঞ্চো ও তুতাহর (থিওডা) কর্ডোভা আগমন ঃ ৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে তৃতীয় অর্ডোনোর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারী স্থূলাকায় সাঞ্চো তাহার ভ্রাতা কর্তৃক সম্পদিত চুক্তিসমূহ মানিতে অস্বীকার করেন। ৯৫৪ খ্রীঃ টলেডোতে নিযুক্ত গভর্নর আহম্মদ ইবনে ইয়ালা ৯৫৭ খ্রীঃ লিওনিজদের চরমভাবে পরাজিত করেন। লিওনগণ ক্যাস্টিল অধিপতি ফারনান গঞ্জালেজের সহযোগিতায় পরাজিত সাঞ্চোকে অনতিবিলম্বে বিতাড়িত করে এবং সাঞ্চোর পিতৃব্য পুত্র চতুর্থ অর্ডোনোকে তাহার স্থলে নেতা নির্বাচিত করেন। নাভাররের বৃদ্ধা রাণীর প্রতিনিধির সহিত সাঞ্চো পাম্পলোনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী পিতৃব্য পুত্র চতুর্থ অর্ডোনোর বিরুদ্ধে আবদুর রহমানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আলোচনা চলাকালীনই খলিফা তাহার ইহুদী চিকিৎসক হাসডাই এবনে শাপরুটকে সাঞ্চোর অতিরিক্ত স্থূলতার চিকিৎসার জন্য নিয়োগ করেন। ধন্যবাদ হাসডাইর কুটনীতির। হাসডাই ছিলেন কর্ডোভার আমদানী রফতানী শুল্ক বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সাঞ্চো ও তাহার পিতামহী তুতাহ স্বয়ং কর্ডোভা আগমন করেন এবং রাজকীয় সামরিক সাহায্যের বিনময়ে দশটি দুর্গ হস্তান্তরের অঙ্গীকার করেন। রাজকীয় বাহিনী সাঞ্চোর পক্ষে ৯৫৯ খ্রীঃ জামোরা ও পরবর্তী বৎসর অভিয়েডো দখল করেন। চতুর্থ অর্ডোনো বোরগোসে পলায়ন করেন ও ফার্ডিনান্ড ফারনান গঞ্জালেজ বন্দী হন। ৯৬০ খ্রীস্টাব্দের দিকে সাঞ্চো পুনরায় লিওন গ্যালেসিয়া ও নাভাররেতে আধিপত্য বিস্তার করেন সত্য কিন্তু খলিফার আধিপত্য স্বীকার করিয়া নেন। উমাইয়া শাসনের ধ্বংস সাধন ও মুসলিম সভ্যতার মূল উৎপাটনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত খ্রীস্টান আক্রমণকে প্রতিহত করা হয়। আবদুল্লাহর সময়কার ক্ষুদ্র কর্ডোভা রাজ্য বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। ইহা তারাগোনা হইতে আটলান্টিকের উপকূল ও এবরোর পাদদেশ হইতে জিব্রাল্টার প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।[১০] ৯৬০ খ্রীস্টাব্দে লিওন উমাইয়া আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইবার ফলে স্পেনের উত্তর-পশ্চিম অংশ ইহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এক কথায় মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ শেষ সীমায় পৌছে ও আইবেরিয় উপদ্বীপের বিজয় অভিযান সমাপ্ত হয়। এইরূপে সাম্রাজ্য বিস্তারের কার্য দশম

www.pathagar.com

শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চলে। মুসলমানদের বিশেষ করিয়া আরবদের জন্য ঠান্ডা আবহাওয়া ও ক্ষুদ্র শহর উপযোগী ছিল না। স্পেনের জীবন ছিল কঠিন এবং স্থানীয় জনসাধারণ ছিল শত্রুভাবাপন্ন। ফলে আরবদের পক্ষে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা সম্ভব হয় নাই।

ফাতেমীয়দের সহিত যুদ্ধ ঃ দেশের উত্তর অঞ্চলে যখন অভিযান চলিতেছিল সেই সময় তৃতীয় আবদুর রহমানকে উত্তর আফ্রিকার ফাতেমীয়দের মোকাবেলা করিতে হয়। ফাতেমীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে স্পেন বিপদের সম্মুখীন হয়। মরক্কোর ফাতেমীগণ ইদ্রিসীয়দের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। যাহার ফলে আবদুর রহমান উত্তর আফ্রিকার ঘটনায় হস্তক্ষেপের বিরাট সুযোগ পান। ফাতেমীয়দের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে ও মৌরিতানিয়াতে তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে বাঁধা প্রদানের জন্য তিনি দক্ষিণ উপকূলে দুর্গ নির্মাণ করেন এবং শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়িয়া তোলেন এবং পশ্চিম আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহকে বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায়।

ফাতেমীয় সামাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী ওমর ইবনে হাফসুনের সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্পেনে গুপ্তচর প্রেরণ করেন। ইসমাইলী (শিয়া সম্প্রদায়ের এক শাখা) যাহারা ধর্ম প্রচারকের ছদ্মবেশে কাজ করিত ও মুক্তচিন্তার অধিকারীদের লইয়া ফাতেমীয় সমর্থক দল গড়িয়া তোলে। সেভিলের বানু ইসহাক গোত্রের নেতা আহমদ ফাতেমীদের সমর্থনে স্পেনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাহাকে ইসমাইলী-শিয়া হিসাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয়।[১১] মাহদীকে উত্তর আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তার করিতে দিলে স্পেনে তিনি বিপদাপন্ন হইবেন ভাবিয়া আবদুর রহমান সতকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ৩১৯ হিঃ/ ৯৩১ খ্রীঃ সিউটা আধিকার করিয়া সেখানে প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়োগ করেন এবং আহম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন ইলিয়াস ও ইউনুস বিন সাইদ নামে দুইজন সেনাপতির অধীনে জিব্রাল্টায় নৌবাহিনী মোতায়েন করেন। ইফরিনের বার্বার উপজাতীয় খারিজী নেতা আল ইয়াজিদ সুন্নীদিগকে একত্রিত করিয়া কায়রোওয়ান অধিকার করেন। এবং আবদুর রহমানের প্রধান্য স্বীকার করেন। আবদুর রহমান তাহার অনুগত প্রজাদের সাহায্যে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা অধিকার করেন। আলজিরিয়া এবং ওরয়ানের বার্বারগণ তাহার আধিপত্য স্বীকার করিয়া নেয়। নুকুরের ক্ষুদ্র আরব শাসকসহ স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ যাহারা ফাতেমীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে তাহার সমর্থনে সমবেত করিতে সক্ষম হন। মাগরাওয়ার সাহায্যে উমাইয়া খলিফা তাহিরাত (তাবহারাত) ব্যতীত মৌরিতানিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার করেন। পরে তৃতীয় আবদুর রহমান উত্তর স্পেনের খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালে ৯৫২ খ্রীঃ চতুর্থ ফাতেমী শাসক আল মুইজ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং স্পেনীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে উত্তর আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত করেন।

www.pathagar.com

তিনি আলেকজান্দ্রিয়া যাইবার পথে আবদুর রহমানের বাণিজ্যপোত, মাহদীয়ায় গমনকারী একটি সিসিলিয় বাণিজ্যজাহাজের গতিরোধ করে। জাহাজটি স্পেন আক্রমণের পরিকল্পনা ও সিসিলির গভর্নরের একটি বার্তা লইয়া মুইজের নিকট যাইতেছিল। মুইজ সিসিলির গভর্নরকে আন্দালুসীয়ার উপকূলভাগ আক্রমণ করিবার আদেশ করেন। এবং গভর্নর আদেশ পালন করেন। তিনি আলমেরিয়া বিধ্বস্ত করিয়া কিছু সংখ্যক বন্দী লইয়া সিসিলি প্রত্যাবর্তন করেন। বহু জাহাজ তাহার হস্তগত হয়। তন্মধ্যে সিসিলিয় জাহাজ অবরোধকারী জাহাজটিও ছিল। জাহাজটি আলেকজান্দ্রিয়া হইতে গায়িকা ও পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। আবদুর রহমান তাহার প্রতিনিধি এডমিরাল গালিবকে উত্তর আফ্রিকার উপকূল ভাগে লুণ্ঠন ও ধ্বংসাত্মক কার্য পরিচালনার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এই অভিযান বিশেষ সফল হয় না। সত্তরটি জাহাজের বিরাট এক নৌবহর আহমদ বিন ইয়ালা নামে জনৈক সাহিব আল সুরতার (পুলিশ প্রধান) নেতৃত্বাধীনে অপর এক অভিযানে প্রেরিত হয়। এই অভিযানে উত্তর আফ্রিকার উপকূলের অন্তর্গত কালাব্রিয়ার নিকট অবস্থিত মারছা আল-খারাজ-এ অগ্নি সংযোগ এবং সুসা ও তাবারকাহ পল্লীসমূহের ধ্বংস সাধন করা হয়। ৯৫৯ খ্রীঃ ফাতেমী সেনাপতি জাওহারের আক্রমণের পর আফ্রিকায় তৃতীয় আবদুর রহমানের অধিকারে শুধু তাঞ্জিয়ার ও সিউটা অবশিষ্ট থাকে।

মৃত্যু ঃ ৪৯ বৎসরের দীর্ঘ রাজত্বের পর তৃতীয় আবদুর রহমান ২রা রমজান ৩৫০ হিঃ/১৫ই অক্টোবর ৯৬১ খ্রীস্টাব্দে একাত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কৃতিত্ব ও অবদান ঃ তৃতীয় আবদুর রহমানের দীর্ঘ রাজত্বকাল মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। স্পেনের উমাইয়া শাসকের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন সেই সময় দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ বিরাজমান ছিল। একাধারে গৃহযুদ্ধ ও দলীয় কোন্দলের ফলে স্পেনে দস্যুদের উপদ্রব বৃদ্ধি পায় এবং সাত বৎসর পর্যন্ত যাত্রীগণ কর্ডোভা হইতে সারাগোসা ও অন্যান্য দূরবর্তী শহরসমূহে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারিত না। তিনি ছিলেন বিরাট প্রতিভার অধিকারী। বিদ্রোহী এবং আইন অমান্যকরী ব্যক্তিদের দমনের পন্থা তিনি ভালভাবে জানিতেন। তিনি স্পেনকে অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও গোলযোগ এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। আঠারো বৎসরের সামরিক অভিযানের পর সমগ্র স্পেনে তাঁহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দেশের ভাগ্য উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। টলেডো, আরাগোন, একস্ট্রেমাদুরা এবং বোবাস্ট্রোর আন্তর্গত নব মুসলিমদের ভূসম্পত্তি হ্রাস করা হয়। আরব ও বার্বার অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা খর্ব করা হয় এবং দেশ ও নগরসমূহে সুদক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। চুক্তির শর্তসমূহ নিষ্ঠার সহিত পালন করা হয়। জনৈক অভিজাত খ্রীস্টানের উপপত্নী তৃতীয় আবদুর রহমানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তিনি তাঁহার খ্রীস্টান প্রভুর দাসত্ব

www.pathagar.com

হইতে মুক্তির জন্য কাজির নিকট প্রার্থনা করেন এই বলিয়া যে তিনি দাসত্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত একজন মুসলিম নারী। প্রধান মন্ত্রী বদরের নিকট হইতে সংবাদ অবহিত হইয়া তিনি কাজিকে উক্ত নারীর অনুরোধ রক্ষা করিতে নিষেধ করেন। কেননা ইহার ফলে উমাইয়া সরকার ও খ্রীস্টানদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করা হইবে।

বার্বার খ্রীস্টান এবং স্লাভদের সমন্বয়ে গঠিত ১৩,৭৫০ জন নিয়মিত সৈন্য বাহিনীকে আবদুর রহমান ভরণপোষণ করিতেন। শৃঙ্খলা ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় তাঁহার এই বিরাট সৈন্যবাহিনী সম্ভবত সমসাময়িক কালের সর্বোত্তম ছিল। এই বাহিনী তাহাকে দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত খ্রীস্টান শক্তিকে দমন ও পরাজিত করিতে প্রচুর সাহায্য করে। তাঁহার শক্তিশালী নৌবাহিনী পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ফাতমীদের প্রধান্য খর্ব করিতে সমর্থ হয়।

সাধারণত অভিজাত আরব গোত্র হইতে সচিবদিগকে নিয়োগ করা হইত। তাহারা কখনও রাজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। খলিফা প্রশাসন ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষার্থে স্লাভ ও মুক্তব্যক্তিদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বদর ইবনে আহম্মদ, আবদুল্লাহর জনৈক মুক্তদাস ৯২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় আবদুর রহমানের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। আহম্মদ ইবনে শুহায়িদকে যু-আল-উজারাতাইনের পদ ও বেতনে সম্মানিত করা হয়। খলিফা আহম্মদ ইবনে শুহায়িদ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিকট হইতে মূল্যবান উপঢৌকন লাভ করেন। তৃতীয় আবদুর রহমান পূর্ববর্তী শাসকদের নির্ধারিত সমস্ত বেআইনী কর মওকুফ করেন। ইহার ফলে কর ব্যবস্থায় নিয়মানুবর্তিতা আসে ও রাজ্যের অর্থনীতিতে সুফল দেখা দেয়। তাহার রাজত্বকালে রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ ব্যয় হইত সরকারি দালান কোঠা নির্মাণে যাহা রাজ্যের সর্বত্র নির্মিত হইত।[১২] ৩১৬ হিঃ/ ৯২৮ খ্রীঃ আবদুর রহমান বিন সাঈদ বিন জুদাইর, আহম্মদ বিন মুসা বিন জুদাইর, আহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব, খালিদ বিন উমাইয়া বিন শুহায়েদ, ইশা বিন ফুতাইস নামে পাঁচ ব্যক্তিকে অপসারণ করিয়া মুহম্মদ বিন জাওহার, আহম্মদ বিন ইশা বিন আবি আবদাহ, আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল গাজ্জালী ও আহম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আবি কামুসকে নিয়োগ করেন।[১৩] সেনাবাহিনী ও পণ্য সামগ্রীর দ্রুত গমনাগমন এবং সহজ যোগাযোগের জন্য আবদুর রহমান শুধু পুরাতন রাস্তাগুলিকে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাই করেন না বরং দেশের সর্বত্র নতুন নতুন রাস্তাও নির্মাণ করেন। ভ্রমণকারী ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার জন্য মহাসড়কের জায়গায় জায়গায় ফাঁড়িতে পাহারাদার নিযুক্ত করেন। সুদক্ষ পুলিশ ব্যবস্থার দরুন পথিক ও ব্যবসায়ীগণ তাহাদের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লইয়া বিপদ সংকুল যাত্রাপথে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারিত। দ্রুত খবরাখবর প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। অশ্বারোহী সংবাদ বাহককে বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়। শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে সরকারকে

www.pathagar.com

অবহিত করিবার উদ্দেশ্যে এবং শহর বন্দরকে পাহারা দেওয়ার জন্য উপকূল বরাবর ও পাহাড়ের উপরে রক্ষীস্তম্ভ (Watch tower) নির্মিত হয়।

সরকারীগৃহ নির্মাণ ও মেরামতে প্রচুর টাকা ব্যয় হইত। দেশের সর্বত্র পয়ঃপ্রণালী, সেতু ও দুর্গ নির্মিত হয়।[১৪] সর্বসাধারণের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, পথিকের জন্য বিশ্রামাগার ও এতিমদের জন্য এতিমখানা নির্মিত হয়। এইরূপে স্পেন পশ্চিম ইউরোপে সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। আবদুর রহমানের বিভিন্ন অবদান ও কৃতিত্বকে নিম্নবর্ণিত শিরোনামে আলোচনা করা যাইতে পারে।

খলিফা উপাধি গ্রহণ ঃ সুন্নী মতে রাষ্ট্রের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রধান—যাহার অধীনে পবিত্র মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস থাকে তাহাকে খলিফা বলা হয়। মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস নগরী বাগদাদের আব্বাসী খলিফার অধিকারে ছিল। আবদুর রহমানের পূর্ব-পুরুষ কর্ডোভার শাসকদের এই তিন নগরীর উপর কখনও আধিপত্য ছিল না। খিলাফতের জন্য তিনটি বিষয় প্রয়োজন। খলিফার নামে খোতবা পাঠ, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন এবং আমীরুল মোমেনীন উপাধি ধারণ। প্রথম আব্দুর রহমান নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন ও স্বীয় নামে খোতবা প্রচলন করেন। তিনি নিজেকে পুরাপুরিভাবে মুসলিম স্পেনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রধান হিসাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিলে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতেন। কারণ জনগণ তাহার ধর্মীয় নেতৃত্ব স্বীকার করিতেন না। ফলে তাঁহাকে অতি সহজে ইতিহাসের পাতা ইহতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহার পরবর্তী শাসকগণও খলিফা উপাধি গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন।

দশম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খলিফাগণ তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাই শুধু হারান না বরং ধর্মীয় ও নৈতিক সমর্থনও তাঁহাদের হ্রাস পায়। ইহাতে জনগণের নিকট আব্বাসীয় খলিফাদের গুরুত্ব কমিতে শুরু করে। ফলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই সুযোগে মাহদীয়ার ফাতেমী শাসক ৯০৯ খ্রীঃ নিজেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। আব্বাসীয় খালিফাদের রাজনৈতিক অনৈক্য জনগণের উপর গভীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথম যুগের মুসলমানদের ধারণা ছিল যাঁহার অধীনে মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাস থাকিবে তিনিই হইবেন খলিফা। পরবর্তীকালে এই ধারণার পরিবর্তন হয়। সেই সময়ের জনসাধারণ একজন খলিফার মধ্যে যে সমস্ত গুণের প্রত্যাশা করিত তৃতীয় আবদুর রহমান সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী ছিলেন। আমীর হিসাবে ১৭ বৎসর রাষ্ট্র পরিচালনার পর স্পেনে তাহার ক্ষমতা সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ৩১৬ হিঃ/ ৯২৯ খ্রীঃ তিনি নিজেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি "আমীরুল মোমেনীন" ও "আল-নাসির লিদিন আল্লাহ" খেতাব ধারণ করেন।[১৫] আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ফাতেমী ও বাইজান্টাইন শাসকদের সহিত প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে তৃতীয় আবদুর রহমান স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। তিনি শুধু আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধেই নয়

www.pathagar.com

বরং প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতেমীদের বিরুদ্ধেও খলিফার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং ইহার পক্ষে ফাতেমী বিরোধী বার্বার নেতাদিগকে ধর্মীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন।

বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ঃ খলিফা দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিদেশেও তিনি একাধারে শ্রদ্ধা অর্জন ও ভীতির সঞ্চার করেন। প্রথম মুহাম্মদের শাসনকাল পর্যন্ত দুর্যোগময় ও বিশৃঙ্খল পরিবেশে বিদেশের সহিত রাষ্ট্রদূত বিনিময় সম্ভব হয় না। নাসিরের শাসনকালে সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধির সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ ও দূর-দূরান্তের দেশ হইতেও রাষ্ট্রদূতগণকে সাদরে গ্রহণ করা হয়। কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট এবং জার্মানী ও ফ্রান্সের রাজাগণ তাঁহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন ও রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন।[১৬] ৩৩৬ হিঃ/ ৯৪৭-৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রীক সম্রাট কনস্টান্টাইন কর্তৃক প্রেরিত রাষ্ট্রদূতকে তৃতীয় আবদুর রহমান আল-জাহরা প্রাসাদের বিরাট কক্ষে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।[১৭] বিপুল আড়ম্বর ও জাঁকজমক প্রদর্শিত হয়। রাস্তায় বহুমূল্য কার্পেট বিছান হয়। পথের দুই পার্শ্বে রাজদেহরক্ষী বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে। অভ্যর্থনা সভার জাঁকজমক এত মনোরম ছিল যে, সাহিব আল আমালী আবু আলী আল কালীর মত সুরুচির অধিকারী উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এমন এক অব্যক্ত ভাবের সৃষ্টি হয় যে তিনি তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ভাষণ অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হন। মুনজির ইবনে সাইদ উক্ত অভ্যর্থনা সভায় হৃদয়গ্রাহী এক উপস্থিত বক্তৃতা দিয়া কর্ডোভার কাজির পদ লাভ করেন।

বাইজান্টাইন দূতের বিনিময়ে তৃতীয় আবদুর রহমান হিশাম বিন ফুলাইব গাছিক্বকে কনস্টান্টিনোপলে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। দুই বৎসরের দৌত্যকর্ম শেষে হিশাম কনস্টান্টিনোপল হইতে অপর একজন দূতকে সঙ্গে লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। জার্মানীর মহান অটো খলিফার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁহার দূত মেতজের নিকটবর্তী গোর্জের চার্চের সন্ন্যাসী জনৈক জহনকে তোরতোসার মুসলিম গভর্নর অতি সম্মানের সহিত কর্ডোভায় আনেন এবং রাজকোষ হইতে তাঁহার ভ্রমণের সমস্ত ব্যয় বহন করেন। অতি জাঁকজমকের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। জার্মান ঐতিহাসিক লুইতপ্রাণ্ডের মতে, এই রাষ্ট্রদূত প্রেরণের পিছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্স, ইটালী বিশেষ করিয়া ফ্রাকজিনেট প্রভৃতি মুসলিম উপনিবেশসমূহ যাহাদের উপর তৃতীয় আবদুর রহমানের বিরাট প্রভাব ছিল তাহাদের অত্যাচার ও আক্রমণকে প্রতিহত করা। পীরেনীজ পর্বতের অপর পারে অবস্থিত ফ্রাঙ্করাজ প্রভেন্সের উক হুগো (Ukoh-Hugo) এবং পূর্ব ফ্রান্সের রাজা কালদোহ (Charles the simple) ৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকালে তৃতীয় আবদুর রহমানের দরবারে তাহাদের রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেন। শত্রুভাবাপন্ন ফাতেমীদের বিরুদ্ধে ইটালীর রাজার সহিত তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। উত্তর-পূর্ব ইউরোপের মাকালিক দেশগুলি এবং উত্তর স্পেনের

www.pathagar.com

খ্রীস্টান ও রোমের জনগণের সহিতও সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। খলিফার রাষ্ট্রদূত রেছেমুণ্ড (Recemundus) যিনি ল্যাটিন ও আরবী উভয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন, তিনি জার্মানের মহান অটোর দরবারে রাবি ইবনে জাইদ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি লুইতপ্রান্ডকে (Liudprand) তাহার ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেন। খলিফার প্রাসাদ চিকিৎসক হাসদাই ইবনে শাপরুত জার্মান ও বাইজান্টাইন রাষ্ট্রদূতদ্বয়ের পরিচর্যায় নিয়োগ করা হয়। নাভাররের রাণী তোতা ও লিওনের রাজা ৪র্থ অর্ডোনোর নিকট তাহাকে দূত হিসাবে প্রেরণ করা হয়।

কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ উৎপাদিত শস্যের অংশদানের ভিত্তিতে চাষাবাদ করিবার ব্যবস্থা চালু ছিল। উর্বরা জমির কৃষকদিগকে বলা হইত হাভার্স (Halvers)। কারণ তাহারা উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক অংশ সরকারি কোষাগারে জমা দিত। ইবনে বাশকুওয়ালের বর্ণনা অনুসারে, তৃতীয় আবদুর রহমান তাহার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সরকারী সম্পত্তির আয় হইতে বৎসরে ৭৫০,০০০ হাজার দিনার গ্রহণ করিতেন।[১৮] দ্রব্যসামগ্রীর স্বল্প মূল্য ও ভিক্ষাবৃত্তির অনুপস্থিতি জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতার পরিচয় বহন করে। ইবনে হাওকাল বলেন, ফলমূল এত সস্তায় বিক্রয় হইত যে প্রায় বিনা মূল্যে পাওয়া যাইতো বলা যাইতে পারে।[১৯] তাহার শাসন আমলে আন্দালুসিয়ায় এক নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। মধ্যযুগীয় ইউরোপ ইহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিত। উন্নতমানের কৃষি শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও উদ্যান পরিচর্যায় নতুন নতুন কলা-কৌশল প্রবর্তন করা হয়। তাঁহার সময়ে স্পেন অতি উচ্চ প্রযুক্তির চাষাবাদ ও সমৃদ্ধ উৎপাদনশীল উদ্যান সামগ্রীর নজির স্থাপন করে। উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সংগ্রহের জন্য পাশ্চাত্যের সর্বত্র প্রতিনিধি প্রেরিত হইত। চিড়িয়াখানা ও উদ্ভিদ-উদ্যানের জন্য স্পেন দশম খ্রীস্টাব্দে খ্যাতি অর্জন করে এবং উভয় বিষয়ের উপর অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়। উদ্ভিদ-বিদ্যার নৈপুণ্য ও কলা-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাচ্যের বহু উদ্ভিদকে নিষ্ফল করিয়া (Neutralise) কমলালেবু, ধান, আখ ও তুলাকে অন্য জাতীয় ফল ও শস্যের সহিত শঙ্করীকরণ করা হয়। কর্ডোভার শহরতলী ও মুরসিয়া উদ্ভিদ ও গাছপালার জন্য প্রবাদে পরিণত হয়। অসমতল ভূমি ও পাহাড়কে কৃষিকার্যের জন্য উপযুক্ত করা হয়। কৃষিকর্মের জন্য আস্ত পাথরের মধ্য দিয়া নালা কাটিয়া পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয়। আরবদের প্রকৌশল বিদ্যার নৈপুণ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। উদ্ভিদ সংরক্ষণের প্রচেষ্টাও পুরাদমে চলে। খাদ্য-সামগ্রীর প্রাচুর্য ও স্বল্পমূল্য থাকার ফলে মুসলিম স্পেনের জনসংখ্যা ৩০,০০০,০০০ লক্ষ [২০] বৃদ্ধি পায়। শুধু কর্ডোভার জনসংখ্যা ছিল দশ লক্ষ। গোয়াদালকুইভির নদীর তীরে ১২,০০০ গ্রাম ও বিভিন্ন প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে।

আরব, বার্বার ও মুয়াল্লাদদের সমন্বয়ে গঠিত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অধিক। খ্রীস্টান ও ইহুদী জিম্মীগণ কর্ডোভার জনসংখ্যার এক বিশেষ অংশ ছিল।[২১] শহরসমূহের

www.pathagar.com

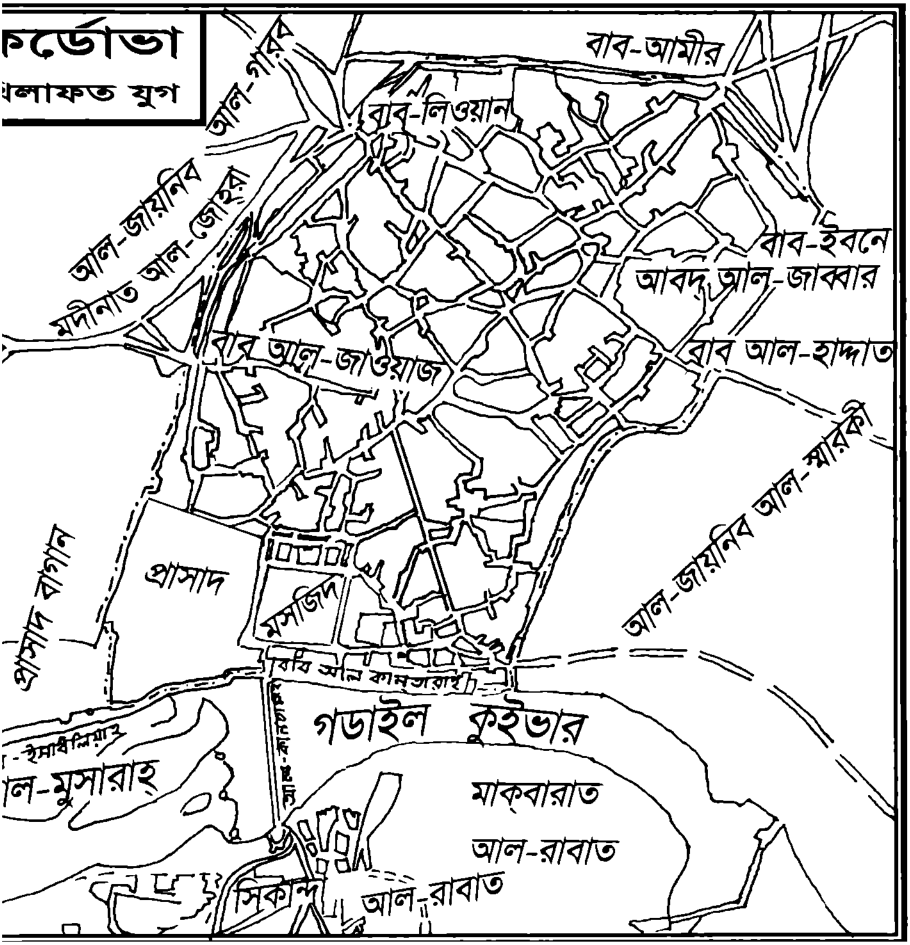

www.pathagar.com

উন্নতি বিধানের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদত্ত হয়। নগর জীবনকে অনুপ্রাণিত ও পৌর জীবনের প্রতি নতুন আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়। হাট বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শহরসমূহের আইন শৃঙ্খলা যথাযথভাবে রক্ষা করিবার জন্য মোহতাসিবদের নিয়োগ করা হয়। শহরের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী বণিক শিল্পী ও কারিগরদের জন্য পৃথক পৃথক সংঘ ছিল। ভ্রাম্যমান বণিক ও তাহাদের দ্রব্যসামগ্রী রাখিবার জন্য উপযুক্ত সরাইখানা নির্মিত হয়। সাহিত্য শিল্প ও বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য দরিদ্র লেখক, শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইত।

শিল্প-কারখানা ঃ কৃষির সহিত সমানতালে শিল্প কারখানারও উন্নতি বিধান করা হয়। কর্ডোভা, সেভিল ও অন্যান্য শহরে বিশেষ ধরনের সিল্ক, সুতী ও পশমী কাপড় তৈয়ারির মিল এবং চামড়া ও বিভিন্ন প্রকারের ধাতুর কারখানা গড়িয়া ওঠে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং স্পেন সমৃদ্ধশালী হইয়া ওঠে। কর্ডোভা ছিল শিল্পকারখানা ও বাণিজ্য নগরী। ইহার প্রধান প্রধান রাস্তার উভয় পার্শ্বে চামড়া, কাগজ, সুগন্ধি, জিন ও জুতার কারখানা গড়িয়া ওঠে। ভ্যালেন্সিয়া ও এলভিরা হইতে সিল্ক সামগ্রী এবং কুয়েনকা হইতে কার্পেট, টলেডো হইতে অস্ত্রশস্ত্র, কালাতাইউদ হইতে মৃৎপাত্র, সারাগোসা হইতে পশু চর্ম, নকশী কাপড় ও পুস্তক কর্ডোভায় আমদানী করা হইত। কর্ডোভায় প্রতি বৎসর ৬০,০০০ পুস্তক প্রকাশিত হইত। দুষ্প্রাপ্য ও সৌখিন পুস্তকসমূহ পুস্তকের বাজারে মাঝে মধ্যে নিলামে বিক্রয় হইত। আল মেরিয়ার নিকটবর্তী পেচিনা বন্দর মারফত বিদেশী বিলাস সামগ্রী স্পেনে আসিত। একটি প্রদেশের তিন হাজার গ্রাম গুটি পোকার লালন পালনে নিয়োজিত ছিল। শুধু কর্ডোভাতে ১৩,০০০ তন্তুবায় ছিল। যদিও পরবর্তীকালে আল মেরিয়া ও সেভিল কাপড় প্রস্তুতের ক্ষেত্রে কর্ডোভাকে অতিক্রম করে।[২২] খলিফার দরবারে ইবনে শুহাইদের উপঢৌকন হিসাবে জাহরা ও অন্যান্য জায়গার প্রস্তুতকৃত বস্ত্রসমূহও অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্পেনে প্রস্তুত দিবাজ নামীয় সিল্কের কাপড় রং ও সৌন্দর্যে বিশ্ববিখ্যাত ছিল। স্পেনে তৈয়ারী সিল্কের জিন পৃথিবীর অন্যত্র তৈয়ারী জিন হইতে উত্তম ছিল। স্পেনের রাজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত সিল্কের কাপড় আব্বাসী ও ফাতেমী শাসকদের জন্য তৈয়ারী ইরাক ও মিশরের সিল্কের কাপড় হইতে উন্নত মানের ছিল।[২৩] মুসলিম স্পেনে উন্নতমানের বরসাতিও প্রস্তুত হইত। কাপড় ও অন্যান্য দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্য অতি সস্তা দামে তৈয়ারী ও বিক্রয় হইত। স্পেনের ধাতু শিল্পীগণ তরবারী, বর্ম, প্রদীপ ও লৌহের দরজা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল। চামড়াজাত দ্রব্য সামগ্রীও বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে। অদ্যাবধি কর্ডোভার চামড়া ইউরোপের বাজারে আন্দালুসিয়ার রাজধানীর নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। উন্নতমানের কার্পেট ও নকশী করা কাপড়ের সমাদর ছিল পৃথিবীর সর্বত্র। সোনা, রূপা, পারা ও লোহার প্রচুর খনি ছিল মুসলিম স্পেনে। মার্বেল ও অন্যান্য প্রস্তরখনিও ছিল

www.pathagar.com

সেখানে। ডেনিয়া ও মাজুরকা মৃৎপাত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। শিল্পকারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী দেশের জনগণের চাহিদা মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিত। উহা বিশেষ করিয়া প্রসাধনী ও বিলাস-সামগ্রী বিদেশে রফতানি হইত।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ দামেস্ক এবং বাগদাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশির ভাগ উট বাহিত ছিল। কিন্তু কর্ডোভার ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত বাণিজ্যিক জাহাজের মাধ্যমে। ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহের সহিত সড়ক পথে এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ও উপকূলসমূহে, তিউনিসিয়া, মিশর ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় দেশসমূহের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত সমুদ্রপথে। স্পেনের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের দিনে ইহার বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যা ছিল এক হাজারের বেশি। পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে দূরদেশে স্থায়ী বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরিত হইত। স্পেন ব্যবসায় বাণিজ্যে এত উন্নত ছিল যে,[২৪] আমদানি ও রফতানি শুল্ক জাতীয় আয়ের বিরাট অংশের যোগান দিত।

বিভিন্ন জাতির অবিমিশ্র ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরব সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে প্রচার এবং প্রসারে সাহায্য করে। সভ্যজগতের বহু স্থান হইতে রাষ্ট্রদূত আগমন করেন কর্ডোভার সহিত বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে। বৈদেশিক বাণিজ্য মারফত স্পেন বাইজান্টাইন ও পাশ্চাত্যের মুসলমানদিগকে অতি নিকটে আনয়ন করে। দেশের উত্তরাংশকে কৃষি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে উন্নয়ন সাধন করিবার পর দক্ষিণাংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। সেখানে কৃষি-নির্ভর খ্রীস্টান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর মুসলমানদের মধ্যে বিরাট উত্তেজনা বিরাজমান ছিল।

কৃষি, শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সাথে সাথে বাৎসরিক জাতীয় আয় ৬২৪,০০০ হাজার দিনারে উন্নীত হয়। ইহা প্রথম আবদুর রহমানের সময় হইতে আট গুণ বেশি। জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের জীবনের মানও বৃদ্ধি পায়। ইবনে হাওকাল বলেন যে, বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত জনগণ পায়ে হাঁটিয়া ভ্রমণের পরিবর্তে খচ্চর ও অশ্বে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিত। ইহাতে মুসলিম স্পেনের জনসাধারণের বিশেষ করিয়া কর্ডোভার অধিবাসীদের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।[২৫] তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালের শেষে (৩৪০হিঃ/ ৯৫১ খ্রীঃ) রাজকোষে দুই কোটি দিনার গচ্ছিত ছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ তৃতীয় আবদুর রহমান সাহিত্য চর্চা ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি রাজকোষের এক তৃতীয়াংশ প্রতি বৎসর শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের জন্য ব্যয় করিতেন। স্পেনের সভ্যতায় খলিফার বিরাট অবদান চির স্মরণীয়। তাঁহার সময়ে দার্শনিক ইবনে মাসাররাহ (মৃঃ ৯৩১ খ্রীঃ), ঐতিহাসিক ইবনুল আহমার (মৃঃ ৯৬৯ খ্রীঃ), চিকিৎসক আরিব বিন সাইদ এবং ইয়াহিয়া বিন ইসহাকের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটে। তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে ইহুদীগণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন। বিখ্যাত কূটনীতিবিদ ও চিকিৎসক হাসদাই ইবনে

www.pathagar.com

শাপরুত (৯৪৫-৭০ খ্রীঃ), তৃতীয় আবদুর রহমানের কোষাধ্যক্ষ ও অর্থমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। উদ্ভিদ বিদ্যার উপর লিখিত চিত্রসম্বলিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডিওস করিডেস' (Dioscorides) ইবনে শাপরুতের সহযোগিতায় গ্রীকপণ্ডিত নিকলাস আরবিতে অনুবাদ করেন।[২৬] গ্রন্থটি মুসলিম স্পেনে গ্রীক বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। কর্ডোভার ইহুদী চিকিৎসকগণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রাসাদ চিকিৎসক হিসাবে চাকুরী করিতেন। ইয়াহিয়া বিন ইসহাক তাহার সময়ে একজন চিকিৎসক ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিতদিগকে খলিফা প্রচুর উপঢৌকন ও পারিতোষিক দিতেন। ভ্রাম্যমান পণ্ডিতদিগকে সাদরে গ্রহণ, হৃদ্যতাপূর্ণ আতিথ্য ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতেন। দূরদেশ হইতে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আন্দালুসিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরিতে আসিয়া ভীড় করিতেন। ফাতেমী ভূগোলবিদ ইবনে হাওকাল কর্ডোভা সফর করেন এবং ইহুদী পণ্ডিত নিকলাস ও হাসদাই তাঁহার দরবারের শোভা বর্ধন করেন। কর্ডোভার ইবনে মাসাররাহ (৮৮৩-৯৩১ খ্রীঃ) যাহাকে নাস্তিকতার অভিযোগে দেশ হইতে বহিষ্কার করা হয়, তাঁহার শাসন আমলে আরাবীয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিতে শুরু করেন। তিনি গ্রীক দর্শনের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন ফলে মালেকীদের কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ইবনে মাসাররাহ কর্ডোভার পার্শ্ববর্তী সিয়েরার এক আশ্রমে গমন করেন।[২৭] সেখানে তিনি কিছু সংখ্যক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া আন্দালুসীয় অতীন্দ্রিয়বাদের আদর্শ প্রচার করেন।

মিশর ইরাক ও ভারতবর্ষে দীর্ঘ ভ্রমণের পর ইবনুল আহমার রাজকীয় লাইব্রেরিতে যোগদান করেন এবং 'তৃতীয় আবদুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবন চরিত' রচনা করেন।[২৮] 'কিতাবুল আওতাকুস-সানাত'-এর রচয়িতা খ্যাতনামা লেখক আবুল হাসান আরিব বিন সাইদ তৃতীয় আবদুর রহমান ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হাকামের শাসন আমলে আত্মপ্রকাশ করেন ও অন্যান্য আরও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহারা তাবারী কর্তৃক লিখিত বিখ্যাত কালানুক্রমিক ইতিহাস গ্রন্থের (২৯১-৩২০ হিঃ/৯০৪-৯৩২ খ্রীঃ) সহিত উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের ইতিহাস সংযোজন করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করেন। এই গ্রন্থের কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান, উহাতে তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজপ্রাসাদ ও সাম্রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপরেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহার একটি কপি মাদ্রিদের এস্কোরিয়াল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। 'ইফতিতাহুল আন্দালুস' গ্রন্থের রচয়িতা ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল কুতিয়াহ তাঁহার সময়েই সুখ্যাতি অর্জন করেন। এই গ্রন্থে আবদুর রহমানের শাসনের প্রথম অংশে মুসলিম স্পেনের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। আহমদ আল-রাজী (মৃঃ ৯৫৩ খ্রীঃ) নামে জনৈক বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্পেনের একখানা ইতিহাস রচনা করেন। 'করোনিকা ডেল মোরো রাসিস' (Cronica del Moro Rasis) নামের এই ইতিহাসখানা স্পেনের

www.pathagar.com

দলিল হিসাবে পরিচিত ও পরিগণিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা ভিত্তিক শিক্ষা ৯৫০ খ্রীঃ স্পেনে প্রচলন করা হয়। গণিতবিদ আবু গালিব হাব্বাব ? ইবনে উবদা এবং মাসলামাহ আল মাজরিতির শিক্ষক জ্যামিতি বিশারদ আবু আইউব ছিলেন তাঁহার সময়ের দুই বিখ্যাত পণ্ডিত। তৃতীয় আবদুর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে স্পেনে পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তিউনিসিয়ায় ফাতেমী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর কায়রোওয়ানের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতগণ আন্দালুসিয়ায় বসবাস করিতে যান। বাগদাদের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ আবু আবদুল কাবকে ৯৪১ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে আগমনের আমন্ত্রণ জানান হয়।

দ্বিতীয় আবদুর রহমান সর্বপ্রথম মুসলিম স্পেনে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাঁহার সময় ইহার ব্যাপক প্রসার ঘটে। আরবিতে বহু গ্রীক গ্রন্থ অনূদিত হয় ও গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন বিষয়ের বহু মূলগ্রন্থ আরবিতে রচিত হয়। খলিফা ও তাঁহার পুত্রের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে বহু গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। তৃতীয় আবদুর রহমান দ্বিতীয় আবদুর রহমানের লাইব্রেরির গ্রন্থ সংখ্যার সহিত আরও গ্রন্থ যোগ করিয়া ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বড় বড় শহরে এতিমখানা স্থাপন করেন। একমাত্র কর্ডোভার এতিমখানাতেই এতিমের সংখ্যা ছিল ৫০০ শত। জিরিয়াবের শিষ্য জনৈক মুতা, গান ও বাদ্য দ্বারা খলিফার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ইবনে আবদ রাবিহী (৮৬০-৯৪০খ্রীঃ) খলিফার জনৈক রাজকবি তাহার সংগীত শ্রবণে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়া তাঁহার অতীত জীবনের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করেন। তিনি উরজুজা নামে প্রশংসামূলক কবিতার মাধ্যমে তৃতীয় আবদুর রহমানের সাহসিকতাপূর্ণ সামরিক কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্পেনীয় সাহিত্যে ইহা এক অতীব দুর্লভ ও বিরল সংযোজন। তাহার রচনার উপকরণ পাশ্চাত্য হইতে সংগৃহীত হয়। তিনি ইবনে কুতাইবার রীতি অনুসরণে তাঁহার সাহিত্য ভাণ্ডার 'ইকদুল ফরিদ' (অনুপম সোনার হার) প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে তাঁহার খ্যাতি ও সুনাম অর্জনে সহায়তা করে। তাঁহার সমকালীন কবিদের মধ্যে ইবনে হানী (মৃঃ ৯৭৩) সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত ও সুরুচির অধিকারী ছিলেন। তাহাকে "পাশ্চাত্যের মুতানাব্বী" বলা হইত। প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদের বিরোধী বলিয়া ২৭ বৎসর বয়সে তাঁহাকে স্পেন হইতে বহিষ্কার করা হয়। তিনি ফাতেমীদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুইজ্জের বীরত্ব গাথা রচনা করেন। তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে মুকাদ্দাম ইবনে মুয়াফা অথবা মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ দশম হিজরীর প্রথম দিকে কর্ডোভার নিকটবর্তী কাবরাতে বসবাস করিতেন। মুয়াশশাহ নামে কবিতা রচনার নতুন রীতি তাঁহার সময়েই আবিষ্কৃত হয়। স্পেনের কিছু সংখ্যক গদ্য লেখক প্রাচ্যের ছন্দবদ্ধ লেখার রীতিকে তাহাদের রচনায় গ্রহণ করিয়া সাহিত্যে

www.pathagar.com

এক নতুন লেখন-রীতির প্রবর্তন করেন। ইহা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও অফিসের কাজকর্মেও ব্যবহার হইত।

আল জাহরা প্রাসাদ ও কর্ডোভা মীনার ঃ সরকারি ইমারত ব্যতীত সুন্দর ও মনোহর অট্টালিকা নির্মাণে খলিফার ছিল অসীম আগ্রহ। পুরাতন রাজপ্রাসাদের সংস্কার সাধন ও সেগুলো সুসজ্জিত করেন। বহু প্রশংসিত আলজাহরা প্রাসাদ ৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সিয়েররা মরেনার নাব্য অঞ্চলে কর্ডোভার তিন মাইল পশ্চিমে জাবালুল উরুসে খলিফার প্রিয়তমা উপপত্নী সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আলজাহরার স্মরণে নির্মিত হয়। ইহার প্রধান অংশ নির্মাণে পনেরো বৎসর সময় লাগে। অবশিষ্ট অংশের নির্মাণ কাজ সমাধা করিতে আরও পঁচিশ বৎসর সময় লাগে। ২৮০ একর (১৬৬০ × ৮১৫ গজ) জায়গা ব্যাপী এই নগরী গড়িয়া ওঠে। ৫০০০ দরজার এক সুবৃহত প্রাচীর দ্বারা ইহাকে পরিবেষ্টিত করা হইয়াছিল। ৩২৫ হিঃ/৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক ইহার নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং দ্বিতীয় আলহাকাম কর্তৃক ৩৬৫হিঃ/৯৭৫ খ্রীঃ সমাপ্ত হয়। ইহার নির্মাণ কাজে ১০,০০০ শ্রমিক, ১৮০০ ভারবাহী জানোয়ার[২৯] প্রতিদিন ব্যবহৃত হইত। গড়ে প্রতি বৎসর ইহার নির্মাণ কাজে ব্যয় হইত ২,০০,০০০ লক্ষ দীনার।[৩০] ক্রম স্তরে নির্মিত তিনটি নিম্নগামী/নাক ছাদে নগরীকে বিভক্ত করা হয়। উপরের ছাদে একটি হেরেম, একটি অন্দর মহল এবং একটি দুর্গ ছিল। আলহামরা জামে মসজিদ ও অভ্যর্থনা কক্ষও এই ছাদে অবস্থিত ছিল। এখান হইতে গোয়াদালকুইভিরের মনোরম দৃশ্য অবলোকন করা যাইত। দাস-দাসীদের বসবাসের গৃহ ছিল নিম্ন ছাদে। মধ্য ছাদ নির্দিষ্ট ছিল বাগান, ছায়াঘেরা কুঞ্জবন এবং জলকেলীর কৃত্রিম জলাশয়ের জন্য। মসজিদের জাঁকজমকপূর্ণ নির্মাণ কার্য ২২শে জানুয়ারি ৯৪১ খ্রীঃ/৩২৯হিঃ শুক্রবারে পাঁচ বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। কাজি আবু আবদুল্লাহ বিন আবি ইসার ইমামতিতে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জুমার নামাজে তৃতীয় আবদুর রহমানও অংশ গ্রহণ করেন। সুন্দররূপে নির্মিত এই মসজিদের অভ্যন্তরে লোক বসিবার পাঁচটি সারি ছিল। প্রাসাদ প্রাঙ্গণ কমলা রংয়ের মার্বেল পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

আল জাহরা প্রাসাদে ৭৫০টি প্রবেশ পথ এবং ৪৩১৬টি থাম্বা ছিল। এই প্রাসাদে ব্যবহারের জন্য মূল্যবান পাথর খণ্ড, বিভিন্ন প্রকার নির্মাণ সামগ্রী এবং সুশোভিত ও সুসজ্জিত করিবার বস্তুসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল বাইজান্টিয়াম, কার্থেজ, ইউটিকা, নারবোন ও তারাগোনা প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতে। মার্বেল থামের ১৪০টি কনস্টান্টিনোপল ও আফ্রিকার শহরসমূহ হইতে, ১৯টি ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্য হইতে, কিছু রোম এবং অবশিষ্টগুলি স্পেনীয় প্রস্তরখনিসমূহ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তারাগোনা, ও আলমেরিয়া হইতে সাদা মার্বেল এবং রাইউহ হইতে ডোরাকাটা মার্বেল সংগৃহীত হয়। কারিগরী নৈপুণ্যের জীবন্ত নিদর্শন চমৎকার আকৃতির দুইটি ঝর্ণা সালোন ডে লস কালিফাস ও পাটিও ডে আলমুনিসে স্থাপিত হয়। মানব-মূর্তি খোদিত ব্রোঞ্জ নির্মিত

সুবৃহৎ ঝর্ণাটি আনিত হয় কনস্টান্টিনোপল হইতে। সবুজ মার্বেলে প্রস্তুত ছোট ঝর্ণাটি আনা হয় সিরিয়া হইতে। ছোট স্নানাগারটি বহুমূল্যবান রত্ন ও মণিমুক্তা খচিত, বাবটি স্বর্ণমূর্তি পরিবেষ্টিত ছিল। উহার উপর চিত্রিত ছিল সিংহ, হরিণ, কুমীর, ঈগল, ড্রাগন, ঘুঘু, বাজপাখি, পাতিহংসী, মুরগী, চিল, শকুনি ও মুরগীর বাচ্চা—যাহাদের মুখ হইত অনবরত পানি নির্গত হইতে থাকিত। গ্রীক ভাস্কর্য ও রঙিন পাথরের বিচিত্র কারুকার্য প্রাসাদ সজ্জায় ব্যবহৃত হয়। উমাইয়া রাজপ্রাসাদ বিশেষ করিয়া জাহরার প্রতিকৃতিও অঙ্কিত চিত্র দ্বারা সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়। প্রাসাদের প্রবেশ পথে রানী জাহরার প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়। প্রাসাদের দরবারকক্ষ ছিল মুক্তা ও রুবী খঁচিত মার্বেল থামের উপর নির্মিত গোলাকার গম্বুজের মধ্যস্থলে। হল কক্ষের মধ্যস্থলে ছিল পারা নির্মিত মার্বেলের চৌবাচ্চা। উহার উভয় পার্শ্বে আটটি করিয়া দরজা ছিল। রৌদ্রকরোজ্জ্বলে চৌবাচ্চাটি যন্ত্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকিত। ইহার ফলে এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি হইত।

শহরের পায়খানাসমূহে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। সেই যুগে এইরূপ ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যত্র ছিল অকল্পনীয়। দুইটি স্নানাগারের একটি রাজপরিবার ও অন্যটি জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কৃত্রিম হ্রদ ও জলাশয় সর্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন পানি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। বাগানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল বহুনদী ও জলধারা। রাজপ্রাসাদের মৎস্যাধারে প্রত্যহ ১২,০০০ পাউরুটি এবং ১১৫টি বুশেল কাল বীজ সরবরাহ করা হইত।[৩১] প্রাসাদটি দৈর্ঘ্যে ছিল এক মাইল ও প্রস্থে ছিল আধা মাইল। ইহারই মধ্যে পুরা সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দফতরসমূহ বিদ্যমান ছিল। মার্বেল পাথরে নির্মিত ছাদ, গোলাকৃতি সভাকক্ষ, অপরূপ সুসজ্জিত স্বর্ণহল, অতুলনীয় মসজিদ নকশা, রঙ বেরঙের ফুলে সুশোভিত উদ্যান নবনির্মিত জাহরা শহরের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল। ক্রীতদাসীদের রূপের আকর্ষণ-স্মৃতিবিজড়িত জাহরা প্রাসাদের ভিত্তি প্রস্তর ব্যতীত কালের করাল গ্রাস হইতে কিছুই রক্ষা পায় নাই।[৩২]

কর্ডোভা নগরী পাঁচটি বৃহৎ জেলায় বিভক্ত ছিল। ইহার প্রত্যেকটি প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা হয়। একুশটি শহরতলীর প্রত্যেকটিতে ছিল একটি করিয়া মসজিদ, বাজার ও স্নানাগার। শহরটি গোয়াদালকুইভির তীর বরাবর উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত ও পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল। খলিফার রাজপ্রাসাদের দুই বর্গ মাইল সহ ৫১ বর্গমাইল জায়গা লইয়া শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত আলকাজাবা দুর্গ অবস্থিত ছিল শহরের মধ্যস্থলে। কোন কোন শহরতলীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল উহার বিস্ময় সৃষ্টিকারী বাগান, মনোমুগ্ধকর মসজিদ, সুগন্ধিযুক্ত তুলসী গাছ বিক্রেতার দোকান এবং রুটি বিক্রেতাদের বাজার। সিয়েররা ডে কর্ডোবা হইতে খালের মাধ্যমে রাজপ্রাসাদে পানি আনয়ন করিয়া সেখান হইতে শীশার পাইপের মাধ্যমে শহরতলীসমূহে, উদ্যানে, বৃহৎ জলাশয়ে ও চৌবাচ্চায় পানি সরবরাহ করা হইত।

www.pathagar.com

কর্ডোভাতে বসবাসকারী নাগরিকদের মধ্যে ছিল প্রাচ্যের অধিবাসী, স্পেনীয় যোদ্ধাগণ, ব্যবসায়ী, শিক্ষিত শ্রেণী, ক্রীতদাস, ইহুদী, মুজারাব ও বৈদেশিক দূতাবাসের প্রতিনিধি বৃন্দ। শপথ গ্রহণ ও বৈদেশিক দূতদের পরিচয় পত্র প্রদানের অনুষ্ঠানসমূহ আলকাজার প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হইত। তৃতীয় আবদুর রহমান নিজে বিদেশীদিগকে জাহারা প্রাসাদে অভ্যর্থনা জানাইতেন। জার্মানীর প্রথম অটোর জনৈক রাষ্ট্রদূত জিয়ান ডে গোরজে তৃতীয় আবদুর রহমানের নিকট নিজের পরিচয় দানকালে কর্ডোভার সৌন্দর্যে বিস্ময় প্রকাশ করেন। স্যাকসনীর অদূরে শান্ত সমাহিত পরিবেশে অবস্থিত কর্ডোভার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া গ্যান্ডার শেইমের সন্ন্যাসী হরৎসভিথা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "কর্ডোভা পৃথিবীর অলঙ্কার।"[৩৩] কর্ডোভা নগরী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া সভ্যতার মশাল বুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

কর্ডোভা মসজিদের কমলা আকৃতির দরবার কক্ষের উত্তর দিকে এক সুদৃশ্য মিনার নির্মিত হয়। ২৭ ফুট বর্গাকৃতির ও ১০৮ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই মিনারটি উত্তর আফ্রিকা হইতে সংগৃহীত মসৃণ পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হয়। বর্গাকৃতির সুউচ্চ মিনারটি সিরিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত মিনারের ন্যায় আড়াআড়ি স্তর বিন্যস্ত ভাবে নির্মিত হয়। ইহা স্থাপত্য শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। মসজিদের ফাসাদটি উত্তর পার্শ্ব বরাবর পুনর্নির্মাণ করা হয়। স্পেনের মূল-স্থাপত্যশিল্প প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে গড়িয়া ওঠে। মাল-মসলা ও নির্মাণ পদ্ধতিতে স্থানীয় এবং সাজ-সজ্জায় সিরীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মসজিদের বেশির ভাগ নির্মাণকার্য সমাধা হয় স্লাভ ইঞ্জিনিয়ার আবু জাফর আল-আস কালাবীর তত্ত্বাবধানে। খলিফা মসজিদের মিনার নির্মাণে এবং মসজিদের কারুকার্যে ২৬,৫৩০ দিনার ব্যয় করেন। তাঁহার শাসনকালে মসজিদে ১০,০০০ বাতি প্রজ্বলিত হইত এবং ৩০০ জন লোক ইহার পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল।

সাকালিবাহ ঃ উপজাতীয়দের লইয়া গঠিত সামরিক সংগঠনকে জুন্দ বলা হইত। এই বাহিনী গঠনে নানা প্রকারের ভুলত্রুটি ছিল। প্রথমত ইহাতে শৃঙ্খলার দারুণ অভাব ছিল। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের তরফ হইতে উপজাতীয় প্রধানদের প্রতি অতিরিক্ত আনুকূল্য প্রদর্শন করা হইত। এই সমস্ত কারণে প্রথম হইতেই স্পেনের আমীরদের দেহরক্ষী হিসাবে স্লাভদিগকে নিয়মিত সৈন্যরূপে নিযুক্ত করা হয়। মাঝে মাঝে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইলেও জুন্দ হইতে উহাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য।[৩৪] এই নগণ্য সংখ্যক সেনা দ্বারা আরব গোত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা খুবই কঠিন ছিল।

প্রাচীন আরব আভিজাত্যকে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করাই ছিল তৃতীয় আবদুর রহমানের উদ্দেশ্য। কারণ তাহাদের গোত্রীয় চরিত্র দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটায়। আরব আভিজাত্যের জায়গা দখল করে নগণ্য সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই

www.pathagar.com

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা স্থাপন করিয়া সীমাহীন সম্পদের মালিক হয়। জায়গীরদার অভিজাত শ্রেণীর হস্তেও সম্পদ পুঞ্জীভূত হইয়া পড়ে। তিনি ব্যক্তি বিশেষকে যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুপাতে জমিদারী প্রদান করেন এবং তাহাদিগকে নিজস্ব এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ও জরুরী পরিস্থিতিতে সরকারকে সেনা সরবরাহের শর্তে সীমিত সংখ্যক সেনাবাহিনী রাখিবার অনুমতি দান করেন। আব্বাসীদের ন্যায় খলিফা নিয়মিত বেতনভুক বিদেশী সৈন্য নিয়োগ করেন। আরবদের স্থলে খ্রীস্টান স্লাভ ও বার্বারগণ প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত হয়। যে সমস্ত বিদেশী সেনাবিভাগে অথবা খলিফার হেরেমে চাকুরী করিত, তাহারা সাকালিবাহ (স্লাভ)[৩৫] নামে পরিচিত ছিল। ইহারা অধিকাংশই ছিল উত্তর-পূর্ব ইউরোপের অধিবাসী। স্লাভগণ বাল্যকালে উত্তর-পূর্ব ইউরোপের উপজাতীদের হাতে বন্দী ছিল অথবা ক্রীতদাস হিসাবে ভেরদুন, মারসেলেস ও পেসিনাদের (আলমেরিয়া) মারফতে কর্ডোভায় আনীত হয়। আরব অভিজাত শ্রেণী ও উপজাতিদের সমন্বয়ে গড়িয়া ওঠা সমাজ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্পেনীয় সাকালিবাহদের মধ্যে বিদেশ হইতে সংগৃহীত ১২,০০০ হাজার দেহরক্ষীর অবস্থা ছিল প্রাচ্যের তুর্কীদের ন্যায়। ১২,০০০ হাজার দেহরক্ষীর মধ্যে প্রায় ৮,০০০ হাজার ছিল অশ্বারোহী। তাহারা উত্তম সিল্কের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করিত। জার্মান রাষ্ট্রদূত জিয়ান ডে গোরজের আগমন উপলক্ষে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে খচ্চর ও অশ্ব সমন্বয়ে অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠিত হয়। অশ্বের জন্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল খাঁটি স্বর্ণের কটিবন্ধ। খলিফার অধীনে ১,৫০,০০০ নিয়মিত ও অসংখ্য অনিয়মিত সৈন্য ছিল। বহু সাধারণ সৈন্য সেনাবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হয়। তাহাদের অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়িয়া তোলেন। অনেকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কার্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। সেনাবিভাগে চাকুরী গ্রহণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বৈষয়িক, ধর্মীয় নহে। সাকালিবাহ পদ্ধতি সম্পর্কে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

একটি নতুন জাতির জন্ম ঃ আরব, স্পেনীয় এবং বার্বারদের পৃথক পৃথক জাতীয় পরিচয়ের বিলুপ্তি সাধনের পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব অভিজাত শ্রেণী তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হইতে বঞ্চিত হয়। ফলে তাহাদের দ্বারা অত্যাচারিত স্পেনীয়রা খুশি হয়। আরব অভিজাতদের অপমানজনক ব্যবহার ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া এক জাতিতে পরিণত হওয়া ব্যতীত স্পেনীয়দের আত্মতৃপ্তির অন্য কোন কারণ ছিলনা। তৃতীয় আবদুর রহমান বহুজাতির সংমিশ্রণে প্রকৃতপক্ষে এক বৃহৎ স্পেনীয় জাতি গড়িয়া তোলেন। এইভাবে পুরাতন গোত্রীয় পার্থক্য দূরীভূত হয় ও ব্যক্তিযোগ্যতার গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁহার শাসনকালে সকল জাতির সমান অধিকারের নীতি অনুসৃত হয়। যাহার কুফল পরবর্তীকালে দেখা দেয়। এডউইন হোলের মতে, "খলিফা যে জনগণকে শাসন করিতেন তাহারা মিশ্র জাতীয়তা সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তিনি যখন সিংহাসনে

www.pathagar.com

আরোহণ করেন সে সময়ই দেশের মধ্যে আন্দালুসীয় অনুভূতির বহু চিহ্ন বিদ্যমান ছিল কিন্তু তাহা আন্দালুসীয় জাতীয়তার পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে নাই। তাঁহার দীর্ঘদিনের সফল শাসনে ইহার উন্নতি সাধিত হয়। জাতি-বর্ণ ও গোত্রের তীব্র মতপার্থক্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ সম্মিলিত জাতীয় অনুভূতি সৃষ্টির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।"[৩৬] খলিফার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই উদার। ফলে তিনি এক সময় কর্ডোভার প্রধান কাজির পদ জনৈক নব মুসলিমকে দিতে মনস্থ করেন। তাহার মাতা-পিতা তখন পর্যন্ত খ্রীস্টান ছিল। এই সিদ্ধান্ত হইতে খলিফাকে নিবৃত্ত করিতে ধর্মীয় নেতাদের বেশ বেগ পাইতে হয়। আলহানডেগার (আলখন্দক) যুদ্ধে জামোরানসদের বিরুদ্ধে ৩২৭ হিঃ / ৯৩৮-৩৯ খ্রীঃ নাজদাহ নামে জনৈক নব মুসলিমকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতা ও অনুপ্রেরণায় খ্রীস্টান এবং ইহুদীগণ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করে।

চরিত্র ঃ তাঁহার চরিত্রের মাহাত্ম্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সফলতা আনয়ন করে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণও তাঁহার প্রশাসনিক সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং বলেন, ইতিহাসের ছাত্রদের নিকট তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ প্রশাসন এক আশ্চর্যের বস্তু। দৃঢ়চেতা সাহসী ও পরিশ্রমী খলিফা নিজেকে যুগোপযোগী বলিয়া প্রমাণিত করেন। আল মাক্কারী বলেন, "তিনি ছিলেন ধীরস্থির ও সুশিক্ষিত শাসক। তাঁহার পূর্বে আর কোন শাসক এই সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন না। তাঁহার বিনম্র স্বভাব, উদারতা ও সুশাসনের প্রতি ভালবাসা সমগ্র দেশে প্রবাদে পরিণত হয়।"[৩৭] প্রত্যেক ধর্মের প্রতিনিধিকে লইয়া তিনি একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। পরধর্ম সহিষ্ণুতার জন্য তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত দেশপ্রেমিক লোকদিগকে তিনি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সরকারি পদ ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিতেন। মন্ত্রী, সরকারি কর্মচারী ও প্রজাদের সহিত সরাসরি যোগাযোগ রক্ষার্থে তিনি হাজীবের পদের বিলোপ সাধন করেন। বলা হয় তিনি তাঁহার শাসনের শেষ পর্যায়ে স্বেচ্ছাচারী হইয়া ওঠেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে কোন কিছুই আড়াল করে রাখা সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষের শের শাহের ন্যায় তিনি নিজে রাজ্যের দৈনন্দিন কাজকাম দেখাশোনা করিতেন। তিনি আধুনিক কালের সম্রাটদের দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। আইনসিদ্ধ করের হ্রাস এবং বে-আইনী করের বিলোপ সাধন করিয়া তিনি প্রজাকুলের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল। বহুকষ্টে রাষ্ট্রের উচ্চ বিচারকের পদে নব মুসলিমকে নিয়োগ করা হইতে তিনি বিরত থাকেন। তিনি গীর্জা নির্মাণের এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জনগণকে আহবানের জন্য ঘন্টা বাজাইবার অনুমতি দান করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমঅধিকারের বিধান করেন। তিনি তাঁহার পরামর্শ পরিষদে সকল ধর্মের মানুষকে অংশ গ্রহণের আহবান জানাইতেন। খলিফা সাধারণ জনগণের জীবনের মান উন্নয়ন করেন। রাজ্যের বর্ধিত কর জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে এবং সুদৃশ্য সরকারি ভবন নির্মাণে ব্যয় করেন। সুবিচারের প্রতি নিষ্ঠা ও জ্ঞানী গুণীজনের প্রতি

www.pathagar.com

সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার শাসনকাল ইতিহাসের রূপকথায় পরিণত হইয়াছে। কাজি মুনজির বিন সাইদ আল-বাল্লুতি (৮৭৮-৯৬৫ খ্রীঃ) তাঁহার সময়ের সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ধর্মবেত্তা ছিলেন। 'ইকদুল ফরিদির' লেখক আহমদ ইবনে আবদ আল রাবিহী ও আবুল কাসেম খালাফ ইবনে আব্বাস আল জাহ্‌রাবী রাজপ্রাসাদ ও কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের শোভা বর্ধন করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় খলিফা নিজে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষার্থীদের তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

তথ্য নির্দেশ

১। রাফায়েল আলতামিরা, *দ্যা ওয়েস্টার্ন খেলাফত ইন দ্যা কেমব্রীজ মেডিয়াভ্যাল হিস্ট্রি*, ৩য় খণ্ড, কেমব্রীজ, ১৯২২, পৃঃ ৪২০।

২। নিহত ডিসেম্বর ৮৯৭ খ্রীঃ; ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৩৬৯।

৩। সেভিল ও কারমোনার নেতা, তাঁহার দুই পুত্র আবদুর রহমান ও মুহম্মদকে রেখে তিনি ২৯৮ হিঃ/ ৯১০-১১ খ্রীঃ মৃত্যুবরণ করেন; লেভি প্রভেন্কাল, *হিস্টোরিয়া*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৮।

৪। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৩৮৬।

৫। *আল-বেয়ানুল আল-মাগরিব*, হোল কর্তৃক উদ্ধৃত, আন্দালুস, পৃঃ ১৬৪।

৬। এস.এম. ইমামউদ্দিন, 'ফারমিং এ্যান্ড স্টোরিং ইন মুসলিম স্পেন আন্ডার দ্যা উমাইয়াদস্' (*ইসলামিক কালচার*, হায়দারাবাদ, (ইন্ডিয়া) ১৯৫৯, পৃঃ ২২৮-২৩১ দেখুন।

৭। *কেমব্রীজ মেডিয়াভ্যাল হিস্ট্রি*, ৩য় খণ্ড, ১৯২২, পৃঃ ৪২১।

৮। *ঐ*, পৃঃ ৪২১।

৯। *ঐ, পৃঃ ৪২১-২২।*

১০। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৪২৭ ও ৪২৯।

১১। গায়ানগোস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৬।

১২। এস. এম. ইমামউদ্দিন, *সাম অ্যাস্‌পেক্টস অব দ্যা সোশিও ইকনোমিক এ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন*, লেডেন, ১৯৬৫, পৃঃ ৫৪।

১৩। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৪৪৫।

১৪। ইবনে ইজারী, *বাইয়ান*, পৃঃ ২১২/৩২৭; লেভি প্রভেন্কাল, *লা ইস্পানা*, পৃঃ ৪৫-৪৭, ও *লাজাসিওন*, পৃঃ ৩৩-৩৪।

১৫। এইচ. কে. শেরওয়ানী, *মুসলিম কলোনিস*, পৃঃ ১৫৫-৫৭।

১৬। হোল, *আন্দালুস*, পৃঃ ৯১।

১৭। ঐ, পৃঃ ৭০।

১৮। ক্রেমারস্, *ইবনে হাওকল*, পৃঃ ১১৪।

১৯। ম্যাককেব, পৃঃ ৬৩।

২০। লেভি প্রভেন্কাল, *লা-ইস্পানা*, পৃঃ ২৩২।

২১। ম্যাককেব, পৃঃ ৬৩; *কেমব্রীজ মেডিয়াভ্যাল হিস্ট্রি*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩২।

২২। ক্রেমারস্, ইবনে হাওকল, পৃঃ ১১৬।

২৩। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৪৪৬-রাজা খুজারশের নিকট কাসদাইয়ের পত্র। কারমলি কর্তৃক *দাস খুজারস্ এন জি, সোসাইটি*, পৃঃ ৩৭ ও টীকা-১।

www.pathagar.com

২৪। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ৪৪৫; ক্রেমারস্ পৃঃ ১১৪।

২৫। কর্দোভার বিখ্যাত চিকিৎসক আবু আব্দুল্লাহ আল-আসকালাবীর মতো গ্রীক ভাষাবিদ স্পেনে দুর্লভ ছিল।

২৬। এম. আসিব-পালা শিওস, *ওবরাস ইসকোজিডাস* (ইবনে মাসারাহ ওয়াই শু এসকুয়েলা) ১ম খণ্ড, মাদ্রিদ ১৯৪৬, পৃঃ ১-২১৬।

২৭। এস. এম. ইমামউদ্দিন, *সাম অ্যাসপেক্টস অব দ্যা সোশিও-ইকনোমিক এ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন,* লেডেন, ১৯৬৫, পৃঃ ১৮৬।

২৮। গায়ানগোস, *১ম খণ্ড,* পৃঃ ২৩৪, *আজহার,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯; ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ৪৪৬।

২৯। ইবনে ইজারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৬।

৩০। উপপত্নী ও স্লাভ নারীদের প্রতি তাহাদের প্রভুদের হৃদয়ের আকর্ষণ সম্পর্কিত কুফী অক্ষরে লিখিত কিছু সমাধিস্তম্ভ কর্দোভায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৩১। ১০১৩ খ্রীঃ ইহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বর্তমানে স্পেনিশ সরকারের অধীন ইহা পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হইতেছে।

৩২। গুরুনে বাউম, *মেডিয়াভ্যাল ইসলাম,* পৃঃ ৫৭।

৩৩। রোমান স্লাভদের ন্যায় উমাইয়া স্লাভ ও খোঁজাগণ স্পেনে বিশেষ পদ লাভ করে এবং সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাহারা সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। সেনাবাহিনী হেরেম ও কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত স্লাভদের উপর আমীর ও খলিফা একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। স্লাভগণ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শাসকদের প্রচুর সাহায্য করিত।

৩৪। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ৪৩০।

৩৫। *আন্দালুস,* পৃঃ ৪৭।

৩৬। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ৪৪৭।

৩৭। মাক্কারী, (গায়ানগোস) *২য় খণ্ড,* পৃঃ ১৪৭।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়
দ্বিতীয় হাকাম (৯৬১-৭৬ খ্রীঃ)

সিংহাসনে আরোহণ ঃ তৃতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হাকাম আল মুসতানসির বিল্লাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাষ্ট্র পরিচালনায় হাকাম আবদুর রহমানের প্রধান সহকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত মন্ত্রীকে বহাল রাখেন। জাফর আল-আসকালাবী নামে জনৈক স্লাভকে প্রধানমন্ত্রী (হাজীব) নিয়োগ করেন। সিংহাসনে আরোহণ কালে দ্বিতীয় হাকামের বয়স ছিল প্রায় ছয়চল্লিশ বৎসর। তাঁহার পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে রাষ্ট্রের প্রশাসন ও পরিচালনকার্যে তিনি বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। মাসুদীর মতে, 'হাকামের তেমন কোন সামরিক দক্ষতা ছিল না। কিন্তু সুবিচারক হিসাবে রাজ্যের সর্বত্র তাঁহার সুখ্যাতি ছিল।' তাহার সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরই দেশের উত্তরাঞ্চলে খ্রীস্টান শক্তি মাথা চাড়া দিয়া ওঠে ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

খ্রীস্টান বিদ্রোহ দমন ঃ সাঞ্চো ও গার্সিয়া যথাক্রমে লিওন ও নাভাররের রাজাদ্বয় তৃতীয় আবদুর রহমানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁহারা চুক্তি ভঙ্গ করেন। সাঞ্চো দুর্গ হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। গার্সিয়া তাঁহার বন্দী ফার্ডিনান্দকে (ফারনান গঞ্জালেজ) হাকামের নিকট সমর্পণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কর্ডোভার উমাইয়াদের মিত্র চতুর্থ অর্ডোনীওর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য ফার্ডিনান্দ তাহার কন্যাকে প্রভাবিত ও বাধ্য করেন। সাঞ্চো ও গার্সিয়ার ধারণা ছিল সামরিক কার্যকলাপে বিমুখ ও সাহিত্যের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হাকাম সন্ধির শর্তসমূহ পালনের জন্য চাপ-প্রয়োগ করিবেন না। আর একান্তই যদি তিনি সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও যুদ্ধ ঘোষণা করেন তবে তাঁহার পিতার ন্যায় সামরিক সফলতা অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন না। ঠিক একই সময়ে ক্যাস্টাইলের কাউন্ট ফারনান গঞ্জালেজও তাঁহার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করিতে শুরু করেন। কিন্তু হাকাম প্রমাণ করেন যে একজন বিদ্বান ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি সামরিক ক্ষেত্রেও সমভাবে পারদর্শী হইতে পারেন তাহার পূর্বসূরীর ন্যায় তিনিও দেশের উত্তরাংশের ঘটনাবলীর নীরব দর্শক ছিলেন না। ৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি গঞ্জালেজের বিরুদ্ধে নিজে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন এবং সীমান্তের অপর পার্শ্বে খ্রীস্টানদিগকে বিতাড়িত করেন।

খ্রীস্টান শাসকদের আত্মসমর্পণ ঃ অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর চতুর্থ অর্ডোনীও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অর্ডোনীও আবদুর রহমানের সহায়তায়

www.pathagar.com

সাঞ্চোকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। মদিনাতুস সালিমের গভর্নরের মাধ্যমে তিনি নতুন খলিফার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ওবায়দুল্লাহ (আবদুল্লাহ) ইবনে কাসিম পাহারা দিয়া তাহাকে সেভিলের রাজধানী আল জাহরাতে আনয়ন করেন। সেখানে তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত গ্রহণ করা হয়। তিনি নাউরা প্রাসাদে অবস্থান করেন। খলিফার সহিত আলজাহরা প্রাসাদে তাহাকে পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার পিতৃব্য পুত্র সাঞ্চোর বিরুদ্ধে খলিফার সাহায্য প্রার্থনা করেন। খলিফা তাঁহাকে সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি তাঁহার সেনাপতি গালিবকে লিওনের সিংহাসনে অর্ডোনীওকে অধিষ্ঠিত করিতে সাহায্য দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন। মুসলমানদের সহিত শান্তিতে বসবাস করিবার জন্য অর্ডোনীও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি তাঁহার পুত্র গার্সিয়াকে জিম্মী হিসাবে প্রেরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি কখনও গঞ্জালেজের বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিবেন না।

সাঞ্চোকে তাঁহার প্রজাকুল পছন্দ করিত না। এই মারাত্মক পরিস্থিতি দেখিয়া তিনি আত্মসমর্পণ করেন এবং পূর্ববর্তী চুক্তি মোতাবেক দুর্গসমূহ সমর্পণ করেন। হাকাম সাঞ্চোর উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া অর্ডোনীওর সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করেন। সাঞ্চো পুনরায় বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অর্ডোনীওর মৃত্যুর পর সাঞ্চো চুক্তির শর্তসমূহ পালন করিতে অস্বীকৃতি জানান। কথিত আছে ৯৬২ খ্রীঃ অর্ডোনীও হতাশ হৃদয়ে কর্ডোভায় দেহত্যাগ করেন। ইহার পর খ্রীস্টান নেতাদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। মেদিনাসিলের গভর্নর গালিবের নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী ক্যাস্টিলে প্রেরিত হয়। তিনি গ্যালেসীয়দের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করিয়া সান এষ্টেভান দে-গরমাজের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ অধিকার করেন। মুহাম্মদ তাজিবীর পুত্র ইয়াহিয়া সারাগোসার গভর্নর গালিবের সহিত যোগদান করেন। গালিব ও ইয়াহিয়ার সম্মিলিত বাহিনী বাস্কদের দেশে অনুপ্রবেশ করে। নাভাররের নেতা গার্সিয়াকে পরাজিত ও কালাহোররাকে বন্দী করেন। সীমান্ত শহর ক্যাটালোনীয়া আক্রান্ত ও ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। অধিকৃত গুরুত্বপূর্ণ শহরসমূহ বহির-আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়। তৎপর সাঞ্চোর (৯৬৬ খ্রীঃ) পরাজয়ের পর নাভাররের গার্সিয়া ও ক্যাস্টিলের গঞ্জালেজও একের পর এক আত্মসমর্পণ করেন। তাহাদের মিত্র কাউন্ট, বরেল ও মিরন তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। ক্যাটালোনীয়ার খ্রীস্টান নেতাগণ, বার্সিলোনার কাউন্ট ও ক্যাটালোন লর্ডগণ হাকামের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। তাহারা মুসলিম সীমান্ত সংলগ্ন সমস্ত দুর্গ ও পাহারা স্তম্ভের ধ্বংস সাধন করিতে সক্ষম হন এবং মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে খ্রীস্টানদিগকে কোন প্রকার সাহায্য না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সাঞ্চো যখন হাকামের সহিত শান্তি আলোচনায় লিপ্ত সেই মুহূর্তে গ্যালেসিয়া আক্রান্ত হয়।[১] ৯৬৬ খ্রীঃ শেষের দিকে ডুরো নদীর তীরে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি তাঁহার শত্রু কাউন্ট গোনঝালভো কর্তৃক বিষ পরিবেশিত

www.pathagar.com

হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়স্ক পুত্র রামিরো ও তাঁহার চাচী এলভিরা রাষ্ট্রকে[২] ডানদের ধ্বংস লীলার কবল হইতে রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন। হীনবল লিওনগণও দ্বিতীয় হাকামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সাহস পায় না। বারর্সিলোনার কাউন্ট বরেল ৯৭১ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় হাকামের নিকট ত্রিশজন স্লাভকে উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেন। পরবর্তী বৎসর ক্যাস্টিলিয়ান শাসক সীমান্তচুক্তি মানিতে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহার প্রতিনিধি দলকে হাকাম বন্দী করেন। ৯৭৫ খ্রীঃ লিওন, ক্যাস্টাইল ও নাভারের রাজাগণ তাহাদের স্বাধীনতা দাবী করিলে গালিব তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

ফাতেমী ও সানহাজাহদের সহিত যুদ্ধ ঃ সমান দক্ষতার সহিত তিনি উত্তর আফ্রিকার তরফ হইতে বিপদের হুমকিকেও প্রতিহত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতেমী খলিফাগণ সমগ্র মুসলিম জাহানকে তাহাদের শাসনাধীনে আনিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা স্পেনের শহরসমূহে ধর্মোন্মত্ত নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা পাঠান। ফাতেমী গোয়েন্দাগণ সেনাবিভাগ, এমন কি আল হাকামের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে। ৯৭২ খ্রীঃ ফাতেমী রাজধানী কায়রোতে স্থানান্তরের পর অবশ্য এই ফাতেমী আতঙ্ক অন্তর্হিত হয়। তিউনিসিয়া হইতে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ফাতেমী প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। সেনাপতি গালিবের নেতৃত্বে ৯৭২ ও ৯৭৪ খ্রীঃ উমাইয়া অভিযানের ফলে ইফ্রিকার কিছু এলাকা পুনরুদ্ধার করা হয়। ফাতেমী খলিফাদের অনুগত সানহাজাহগণ উত্তর আফ্রিকায় উমাইয়া সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ক্ষুদ্র ইদ্রিসী রাজবংশ তাঞ্জিয়ার ও আরজিলায় উমাইয়াদের নামমাত্র প্রজা ছিল। ফাতেমী প্রতিনিধি আবুল ফাতাহ শেষ ইদ্রিসী শাসক হাসান ইবনে পান্নুনের শাসিত এলাকায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে কর্ডোভার খলিফার আনুগত্য প্রত্যাহার এবং কায়রোর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করেন। উমাইয়া নৌ ও পদাতিক বাহিনী, ইবনে তুমলুসের নেতৃত্বে ফাতেমী ভাইসরয় হাসান ইবনে গান্নুনের সহিত দুই দফা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। প্রথম আক্রমণে ইবনে গান্নুন পরাজিত হন কিন্তু দ্বিতীয় দফায় উমাইয়াগণ পরাজয় বরণ করে। উমাইয়া সেনাপতি ইবনে তুমলুস যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। ফলে মৌরিতানিয়ার উমাইয়া সমর্থকগণ তাহাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করিয়া হাসান ইবনে গান্নুনের সহিত যোগদান করে। দ্বিতীয় হাকামের অধিকারে শুধু সিউটার ন্যায় কয়েকটি সুরক্ষিত শহর অবশিষ্ট থাকে।

গালিবের নেতৃত্বে ৯৭২ খ্রীঃ মৌরিতানিয়ায় এক অভিযান পরিচালিত হয়। ফাতেমী অগ্রাভিযানকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে গালিব সিউটা ও তাঞ্জিয়ারের মধ্যবর্তী কাসরে-মাসমুদাতে অবতরণ করেন। গালিব সুকৌশলে সৈন্য পরিচালনা করিয়া ভূমধ্যসাগরের তীরে বার্বার সৈন্যদের সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করেন। ইবনে গান্নুনের সমর্থক ও অফিসারদিগকে উপহার ও উপঢৌকন দেওয়া বাবদ গালিব প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ইফ্রিকিয়ায় আর্থিক ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

আলহাকাম কর্ডোভা টাকশালের পরিচালক ইবনে আবি আমিরকে সেখানে প্রেরণ করেন। আবি আমির সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যাইবে মৌরিতানিয়ার সেনাপতি ইয়াহিয়া ইবনে মুহাম্মদ সম্পর্কে আলোচনাকালে। তাহারা দীর্ঘদিন হাসান বিন গান্নুনকে প্রতিরোধ করেন। অবশেষে ৯৭৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ইবনে গান্নুন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। হাজরাতুন নাশরের দুর্গ হইতে তাহাকে বন্দী করিয়া কর্ডোভার কারাগারে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীকালে তিনি তিউনিসিয়াতে নির্বাসিত জীবনযাপন করেন এবং সেখান হইতে তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে গমন করেন। জানাতা মাগরাওয়া ও মিকনাশার বার্বার উপজাতিগণ কায়রোর খলিফার সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া কর্ডোভার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। আন্দালুসিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর আল হাকাম তাঁহার প্রিয় বিষয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

মৃত্যু ঃ সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক খলিফা আল হাকাম মাত্র ১৬ বৎসর রাজ্য শাসন করিবার পর ৩রা সফর ৩৩৬হিঃ/৩০শে সেপ্টেম্বর ৯৭৬ খ্রীঃ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহার ১২ বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র হিশামকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। মুশাফী এবং ইবনে আবি আমির মুহাম্মদকে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করেন।

কৃতিত্ব ঃ তাঁহার কৃতিত্ব ছিল ব্যাপক। তাঁহার শাসনকালে আইবেরিয়ার উপদ্বীপ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চর্চায় বিরাট সাফল্য অর্জন করে। তিনি তাহার রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখেন এবং খ্রীস্টান ও ফাতেমী আক্রমণ প্রতিহত করেন। হাকাম তাঁহার পিতা কর্তৃক বিলুপ্ত হাজীবের পদ পুনর্জীবিত করেন। তিনি শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার সাধন ও উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পরিচ্ছন্নতা পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, সাবানের ব্যবহার, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ও রুমালের ব্যবহার প্রভৃতি মুসলমানদের নিকট হইতে পাশ্চাত্য জগত গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় আবদুর রহমান ও দ্বিতীয় হাকামের ন্যায় উমাইয়া শাসকগণ এই সমস্ত জিনিসের প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় হাকামের হেরেমে তখন যে সাবান ও প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার হইত সমসাময়িক ইউরোপবাসীগণ কয়েক মাসেও উহা একবার ব্যবহার করিত না। আচার ব্যবহার,শালীনতা ও সৌজন্যবোধ এবং মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। তাঁহার রাজত্বকালে ইউরোপীয় নাইটগণ আরব অশ্বারোহী সৈনিকদের নিকট শিক্ষার্থী হিসাবে আগমন করিত। হাকামের সাফল্য ও কৃতিত্ব নিম্ন শিরোনামগুলির মাধ্যমে আলোচনা করা যাইতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ দ্বিতীয় আল হাকাম ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও শিক্ষা সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার ভ্রাতা মুনজিরকে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তাহার সময়ে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় চরম উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীকালে কায়রোর আল আজহার ও বাগদাদের নিজামীয়া ইহার

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ওঠে। খ্রীস্টান, ইহুদী ও মুসলিম ছাত্রগণ বিদ্যা শিক্ষার্থে এখানে আগমন করিত। এখানে শুধু স্পেনের ছাত্রগণই শিক্ষা লাভ করিত না, ইউরোপের বিভিন্ন অংশ আফ্রিকা ও এশিয়ার বিদ্যার্থীগণও ভীড় জমাইত। রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত সাতাইশটি অবৈতনিক স্কুলে গরীব ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষা গ্রহণ করিত। প্রথম মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তিনটি ও কর্ডোভার শহরতলীতে অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে চব্বিশটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] ইহার ব্যয় নির্বাহ হইত কর্ডোভা বাজারের জিন নির্মাতাদের নিকট হইতে সংগৃহীত শুল্কের দ্বারা। ধনীদের জন্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। অতি ক্ষুদ্র শহরেও বিদ্যালয় ছিল। প্রতিটি বড় শহরে উচ্চ শিক্ষার্থে পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। সেভিল, মালাগা, সারাগোসা, ও জায়েনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ডোভার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করিত। পরবর্তীকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব পাঠ্যতালিকা প্রবর্তন করে। কর্ডোভায় সর্ববৃহৎ এতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এইরূপ বহু প্রতিষ্ঠান অন্যান্য শহরেও গড়িয়া ওঠে। স্পেনের অধিকাংশ জনগণ লিখিতে ও পড়িতে জানিত। কর্ডোভার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চ পারিতোষিক দেশ বিদেশের পণ্ডিতদিগকে আকৃষ্ট করিত। দ্বিতীয় হাকামের শাসনকাল শিক্ষা-সংস্কৃতি ও পাণ্ডিত্যের স্বর্ণযুগ। কর্ডোভা ছিল ইহার জ্যোর্তিকেন্দ্র। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বৃহৎ লাইব্রেরিতে বহু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও মূল্যবান গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকালে আন্দালুসিয়ার সাংস্কৃতিক জীবন ছিল খুবই উচ্চাঙ্গের ও পরিশীলিত। "প্রত্যেকে লিখিতে ও পড়িতে জানিত। অপরদিকে খ্রীস্টান ইউরোপের যে সামান্য কয়েকজন লিখিতে পড়িতে পারিত তাহারা ছিল যাজক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।"[৪] কাজবিনির উদ্ধৃতি দিয়া নিকলসন বলেন, যদি কেউ একজন কৃষককেও কিছু কবিতার পংক্তি রচনা করিতে বলিত তবে সে "ফরমায়েশ মোতাবেক যে কোন বিষয়ের উপর কবিতার পংক্তি রচনা করিয়া দিতে পারিত"।[৫] কথিত আছে ইউরোপে কর্ডোভার স্থান ছিল মানবদেহের মস্তকের ন্যায়। ইউরোপবাসী কর্ডোভা হইতেই অধিকাংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করে। হাকাম স্পেনীয় সভ্যতাকে এমন উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেন যে তৎকালীন অন্ধকারময় ইউরোপে কর্ডোভা আলোর দিশারী হিসাবে কাজ করে। দশম শতাব্দীর জার্মান নারী কবি গ্যান্ডার শেইমের হরৎসভিথা (১০০২ খ্রীঃ) কর্ডোভাকে বিশ্বের আভরণ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।[৬]

কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ঃ খলিফা হাকাম কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য হইতে অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানান এবং তাহাদের বেতনের বিনিময়ে জায়গীর প্রদান করেন। এই সমস্ত শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বাগদাদের বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও ঐতিহাসিক আবু বকর ইবনে কুতিয়াহ যিনি কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাকরণ ও ইতিহাস শিক্ষা দান করিতেন। বাগদাদের ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত আবু আলী আলকালী (মৃঃ ৯৬৭)

www.pathagar.com

শিক্ষা দিতেন প্রবাদবাক্য, ভাষা, কাব্য-সাহিত্য ও প্রাচীন আরবদের কৌতূহলোদ্দীপক জীবন-কাহিনী। তাহার রচিত 'আমালী' গ্রন্থখানি এখনও আরবী সাহিত্যের ছাত্রগণ শ্রুতিলিখন গ্রন্থহিসাবে পাঠ করিয়া থাকে। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল উজরী ছিলেন হাকামের প্রাসাদ-চিকিৎসক। 'কিতাবুল আইন' নামে একখানা উত্তম আরবী অভিধানের প্রসিদ্ধ লেখক ও বিখ্যাত পণ্ডিত মুহাম্মদ আবু বকর আল জুবাইদী হাকামের পুত্র হিশামের গৃহশিক্ষক ছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রবিদ আবু ইব্রাহিম কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়াছিলেন। আবু বকর ইবনে মুয়াবিয়াহ হাদীস, ধর্মতত্ত্ব, কুরআনী আইন, শিষ্টাচার ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা দান করিতেন। অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকগণও বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

গ্রন্থাগারসমূহ ঃ দ্বিতীয় হাকাম ও তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ তাঁহাদের পিতার জীবদ্দশায়ই নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়িয়া তোলেন। হাকাম এই গ্রন্থাগারগুলিকে তাঁহার পিতার গ্রন্থাগারের সহিত একত্রিত করিয়া দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য গ্রন্থ সংগ্রহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত গ্রন্থ সংগ্রাহক। তাঁহার প্রতিনিধি ফাতিমাহ পুরাতন ও নতুন পাণ্ডুলিপি ক্রয় ও অনুলিপি সংগ্রহের জন্য কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া, দামেস্ক ও বাগদাদের বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করেন। দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি খলিফার নিকট সবচেয়ে মূল্যবান উপঢৌকন বলিয়া বিবেচিত হইত। ফলে মধ্যযুগের রাজকীয় লাইব্রেরির মধ্যে খলিফা হাকামের লাইব্রেরি ছিল দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও অমূল্য গ্রন্থের সর্ববৃহৎ সংগ্রহশালা। কোন কোন ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৬,০০,০০০ লক্ষ উল্লেখ করিয়াছেন। তবে কোন ইতিহাস লেখকই ৪,০০,০০০[৭] লক্ষের কম উল্লেখ করেন নাই। সমকালীন আরব পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় হাকামের গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।[৮]

ইবনে হাজমের সূত্র উল্লেখ করিয়া ইবনে খালদুন বলেন যে, তিনি হাকাম কর্তৃক মুক্ত, তাঁহার লাইব্রেরি দেখাশোনায় নিযুক্ত খোজা তালিদের নিকট হইতে অবগত হইয়াছেন যে, লাইব্রেরির অসমাপ্ত গ্রন্থ তালিকা চুয়াল্লিশ খণ্ডে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রতি খণ্ডে বিশ হইতে পঁচিশ সিট কাগজ ছিল—ইহাতে শুধু পুস্তক ও লেখকের নাম লিপিবদ্ধ ছিল।

হাকাম তাঁহার ভ্রাতা আবদুল আজিজকে রাজকীয় গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক ও অপর ভ্রাতা মুনজিরকে শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। কখন কখন তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের শিক্ষিত জ্ঞানীগুণিদের সভায় সভাপতিত্ব করিতেন। তালিদ[৯] নামক জনৈক খোঁজা ছিলেন প্রধান গ্রন্থাগারিক। পুস্তক রাখিবার আলমারীগুলি তৈয়ার করা হইত সুগন্ধিযুক্ত পালিশ করা কাঠ দ্বারা। আলমারীর উপরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত বাক্য, তাকে রক্ষিত পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু নির্দেশ করিত। রাজ প্রাসাদের কিছু কক্ষ অনুলিপি তৈয়ারি ও পুস্তক দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। পুস্তকসমূহের বাঁধাই ও অঙ্গসজ্জার জন্য সুদক্ষ নারী ও

www.pathagar.com

পুরুষ কর্মচারী নিয়োগ করা হইত। দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় ও রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে সেগুলি পরিচালিত হইত। বালেসট্রসের মতে, একমাত্র কর্ডোভা শহরে সত্তরটি পাবলিক লাইব্রেরি ছিল।[১০]

গ্রন্থ সংগ্রহ ঃ হাকাম কর্ডোভাকে বিশ্বগ্রন্থ বাজারে পরিণত করেন। এখানে সারা বিশ্বের প্রকাশিত পুস্তক ক্রয় বিক্রয় হইত। কখন কখন প্রতিলিপির দোকানগুলি নারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হইত। গহনা ও সিল্ক কাপড়ের দোকানগুলির ন্যায় পুস্তক বিক্রয়ের দোকানগুলিতেও ক্রেতার ভীড় জমিত। একটি শহরে বিশ হাজার পুস্তক বিক্রয়ের দোকান ছিল। তাহা হইলে সেই শহরের দেশে নিশ্চয়ই কয়েক লক্ষ টন কাগজ তৈয়ার হইত। রোমানদের পাপিরাস ও চামড়ার কাগজের পরিবর্তে আরবরা তাহাদের নিজস্ব তৈয়ারি কাগজ ব্যবহার করিত। ইহার ফলে পুস্তক প্রকাশনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এবং পুস্তকের মূল্য হ্রাস পাইবার ফলে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধকগণ উপকৃত হন।

কর্ডোভার সাহিত্যিক ও অভিধান সংকলক মুহাম্মদ বিন আবি আল হুসাইন আল ফিহরী এবং জায়েনের অপর আরব পণ্ডিত মুহাম্মদ বিন মার্মার ছিলেন দ্বিতীয় হাকাম কর্তৃক নিযুক্ত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম, যাহারা তাঁহার গ্রন্থাগারের জন্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। নকল নবিশদের মধ্যে ছিলেন ইউসুফ আল বাল্লুতি ও সিসিলির আবুল ফজল বিন হারুন (মৃঃ ৩৭৯হিঃ/৯৮৯-৯০) ও আব্বাস বিন আমর এবং বাগদাদের জাফর অন্যতম। ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রাহকদের মধ্যে কর্ডোভার ইবনে ফুতাইসের লাইব্রেরির স্থান ছিল সর্বোচ্চ। এগারো শতাব্দীর প্রথমভাগে এই লাইব্রেরিটি ৪০,০০০ দিনারের বিনিময়ে নিলামে বিক্রি হয়। বিদেশী পণ্ডিতগণও খলিফার জন্য পুস্তক সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে মিশরের ইবনে শাবান, বাগদাদের ইবনে ইয়াকুব আলকিন্দী ও মুহাম্মদ ইবনে ফারজানের নাম[১১] উল্লেখ করা যাইতে পারে। লাব্বানাহ (মৃঃ ৩৯৪হিঃ/১০০৪ খ্রীঃ) গ্রন্থাগারিক তালিদের প্রধান সেক্রেটারী পরবর্তীকালে হাকামের ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হন। শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির লেখক ফাতিমাহ ও লাব্বানা দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধানে বহুদেশ ভ্রমণ করেন এবং মূল্যবান গ্রন্থে রাজকীয় গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন।

প্রতিটি বিখ্যাত লেখককে পুরস্কৃত করা হইত। নতুন নতুন প্রকাশনাকে উৎসাহিত করিবার জন্য উদারভাবে দান করা হইত। এবং বাজারে প্রকাশের পূর্বেই লেখকের নিকট হইতে প্রথম কপি সংগ্রহের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হইত। মিশর, গ্রীস, সিরিয়া ও ইরান প্রভৃতি দূরদেশ হইতে বিখ্যাত লেখকদের গ্রন্থ কর্ডোভায় প্রেরণ করা হইত। কোন বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ রচনার জন্য এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পর্যন্ত উপঢৌকন দেওয়া হইত। উমাইয়া ঐতিহাসিক ও কবি আবুল ফারাজ ইসফাহানী যখন ইরাকে

www.pathagar.com

বসিয়া আরব ঐতিহাসিক কবি ও চারণ গীতিকারদের উপর 'কিতাবুল আগানী' নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন ইহার প্রথম প্রতিলিপি সংগ্রহের জন্য আল হাকাম এক হাজার দীনার প্রেরণ করেন। আবুল ফারাজ উমাইয়াদের বংশতালিকার উপর লিখিত অন্য একটি পুস্তকসহ 'কিতাবুল আগানী' গ্রন্থটি হাকামের নিকট প্রেরণ করেন। প্রসিদ্ধ লেখকগণ তাঁহাদের রচিত বহু গ্রন্থ দ্বিতীয় আল হাকামের নামে উৎসর্গ করিতেন। ইহাদের মধ্যে ৯৬১ খ্রীঃ পঞ্জিকার উপর রচিত আবুল হাসান আরিব বিন সাইদ (মৃঃ ৯৮০-১ খ্রীঃ) 'কিতাবুল আওকাতিস সনাত' গ্রন্থখানি ও স্পেনে বসবাসকারী কায়রোওয়ানের মুহাম্মদ বিন হারিস বিন আসাদ আল খুশানী (মৃঃ ৬৬১হিঃ/৯৭১খ্রীঃ) কর্তৃক রচিত 'তারিক কুজাতিল কুরতবা' উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনুল কুতিয়াহ (মৃঃ ৯৭৭ খ্রীঃ) স্পেনের উমাইয়া শাসকদের বংশ-ইতিহাস রচনা করেন। ইবনে জামামিন (১০০৭-৯ খ্রীঃ) হাকামের লাইব্রেরির জন্য ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করেন। অন্যান্য লেখকগণ যাহারা খলিফার নামে তাহাদের রচিত গ্রন্থ উৎসর্গ করেন তাঁহারা হইলেন ফনতি আওরিয়ার (কর্ডোভা) ইবনে মুফাররাজ, এলভিরার মুতাররিফ বিন ইসা (মৃঃ ৩৭৭ হিঃ/ ৯৮৭ খ্রীঃ) ও গোয়াদালাজারার মুহাম্মদ ইউসুফ। জায়েনের আহমদ বিন ফারাজ লিখিত 'আলহাদায়েক' নামক কবিতার সংকলনটি তাঁহার নামে উৎসর্গীত হয়। হাকামের পুত্র হিশামের গৃহ শিক্ষক আল জুবাইদি (মৃঃ ৯৮৯) কবি হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। সিরিয়া স্পেনের উমাইয়া খলিফাদের উপর রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ সংগ্রহের জন্য ইবনুস সফরকে নিয়োগ করেন।[১২] সরকারি দফতরে সেক্রেটারীদের দ্বারা বহুল ব্যবহৃত উন্নতমানের গদ্যরীতিতে লিখিত বহু পুস্তক ছিল যাহা এখন আর অবশিষ্ট নাই।

বিদ্বান ও বিদ্যানুরাগী আল হাকাম ঃ দ্বিতীয় আল হাকাম শুধু গ্রন্থের সংগ্রাহকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন জ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক। ইবনে আল ফারাজী ও ইবনে বাশকোয়ালের প্রকাশিত মতে, বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন ইবনুল আব্বার। তাঁহারা হাকামের সময়ের পণ্ডিতদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু খলিফার সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। খলিফা এবং অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় আকৃষ্ট হইয়া বহু চিকিৎসাবিদ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভূগোল বিশারদ, জ্যোতির্বিদ ও অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ কর্ডোভায় বসবাস করিবার জন্য আগমন করেন। অভিজাত সম্প্রদায় ও সুধীগণ দ্বিতীয় হাকামের অনুকরণে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও বাগান তৈরি করিতেন। শিক্ষা সংস্কৃতি ও আমলাদের নগর ছিল কর্ডোভা। অন্য কোন সম্রাটকেই ঐতিহাসিকগণ তাঁহার পাণ্ডিত্যের সমকক্ষ বলিয়া অবিহিত করেন নাই। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন কাসিম ইবনে আসবাগ, আহমদ ইবনে দাহিম, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সালাম আল-খুশানী, যাকারিয়া ইবনে আল-খাত্তাব ও ছাবিত ইবনে কাসিম। অন্যান্য আমোদ

www.pathagar.com

প্রমোদের জিনিসের তুলনায় তিনি পুস্তক পাঠকে অধিকতর পছন্দ করিতেন। তিনি শুধু তাঁহার লাইব্রেরিতে পুস্তক পাঠ করিতেন না বরং সমস্ত পঠিত পুস্তকে সংযোজিত সাদা পাতায় গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও লেখকের পূর্ণ পরিচয় লিখিয়া রাখিতেন। হাকামের লাইব্রেরির জন্য লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি ৩৫৯ হিঃ/ ৯৭০ খ্রীঃ ফেজে আবিষ্কৃত হয়। ইবনে আল আব্বারের মতে, খলিফা তাহার নিজের লাইব্রেরির প্রায় সমস্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সহিত পরিচিত ছিলেন।[১৩] এইরূপে তিনি তাঁহার জ্ঞানকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন এবং ইতিহাস, জীবনী ও বংশ পরিচয়ে তাহার সময়কার পণ্ডিত ব্যক্তিদের অতিক্রম করেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞ ঐতিহাসিক ও নিরপেক্ষ সমালোচক।[১৪] তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞান ছিল খুবই নির্ভুল এবং তর্কাতীত। তাঁহার সুগভীর বিচারবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিতগণ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি স্পেন সম্পর্কে সুন্দর একখানা ইতিহাস রচনা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থখানি বিনষ্ট হইয়া যায়।

স্পেনীয়দের ন্যায় বিদেশী পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের প্রতিও তাহার সীমাহীন উদারতা এবং শ্রদ্ধা ছিল। তিনি দার্শনিকদের উৎসাহিত করিতেন ও ধর্মান্ধদের অত্যাচারের কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। হাকাম বিদ্বান, পণ্ডিত ও ধর্মবেত্তাদের শ্রদ্ধা ও সাহায্য করিতেন। একবার আবু ইব্রাহিম কর্ডোভার প্রধান মসজিদে ধর্মতত্ত্বের ওপর বক্তৃতা করিতেছিলেন, সেই সময় খলিফা তাহাকে ডাকিয়া পাঠান। কোন উত্তম কাজে নিয়োজিত আছেন বলিয়া ইব্রাহিম খলিফাকে অবহিত করেন। খলিফা তাহার গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং বক্তৃতা শেষে খলিফার দরবারে হাজির হইতে বলেন। উত্তরে ফকিহ ইব্রাহিম বলেন যে তিনি খুবই দুর্বল এবং বৃদ্ধ, ঘোড়ায় আরোহণ করিতে অক্ষম ও পায়ে হাঁটিয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে অপারগ। তিনি সংবাদ দাতাকে মসজিদ ও প্রাসাদের মাঝখানে সংযোগ রক্ষাকারী দরজা "বাবুল-সানা"কে খুলিয়া দিতে বলিলেন। বক্তৃতা সমাপ্তির পর ইব্রাহিম প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পান যে খলিফা মন্ত্রীগণসহ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইহাতে তিনি ভীষণভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন। খলিফা তাহাকে আন্তরিক অভিবাদন ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং মূল্যবান উপহার ও উপঢৌকনে সম্মানিত করেন।

মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদের কাজ খলিফা হাকামের রাজত্বকালে সমভাবে চলিতে থাকে। গ্রীকভাষায় লিখিত দর্শনের পুস্তকসমূহ অনুবাদ করানো হয়। সক্রেটিস ও প্লেটোর গ্রন্থাবলীর প্রতিও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হইত। ইউক্লিড ও এরিস্টটলের গ্রন্থাবলী অনুবাদের জন্য অনুবাদসংস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। ভূতত্ত্বের উপর কতিপয় গ্রন্থ রচিত হয়। কৃষি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কে পুস্তক রচিত হয় এবং বৃক্ষের রোগ ও পুষ্টির উপর নানা প্রকারের পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালিত হয়।

www.pathagar.com

চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা এবং ঔষধের উপর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচিত হয়। আবুল কাসেম অস্ত্রোপচার সম্পর্কে লিখিত পুস্তক 'আল-তাসরিফের' জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন। শতশত বৎসর পূর্বের গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান আশাতীত উন্নতি লাভ করে। মানচিত্র অংকন ও ভূগোলশাস্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করা হয়। নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য মানমন্দির হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কিছু মিনার নির্মিত হয়। ইবনে ফিরনাস নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক পশুর লোম (ফারসের) দ্বারা আকাশে উড্ডয়ন যোগ্য পোশাক তৈয়ার করেন। তিনি নিজে ইহার সাহায্যে আকাশে উড্ডয়ন করেন কিন্তু ভারসাম্য রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়া ভূমিতে পতিত হওয়ার দরুন মারাত্মকভাবে আহত হন। আবিতার নামক জনৈক ব্যক্তি স্বয়ংক্রীয় ঘড়ি আবিষ্কার করেন।[১৫] আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার কর্ডোভায় কেন্দ্রীভূত হয়। এই সময় আন্দালুসিয়ায় গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। প্রায় প্রত্যেকটি নাগরিকই লিখিতে পড়িতে জানিত।

জনহিতকর কার্যাবলী ঃ খলিফা জনহিতকর কার্যের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি রাজপথের সংস্কার সাধন ও পথের পার্শ্বে কূপ খনন করান। একদিনের যাত্রাপথের দূরত্বে (প্রায় পঁচিশ মাইল) পথিকদের জন্য বিরাট বিরাট সরাইখানা নির্মাণ করা হয়। গরীব ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস, রুগ্নদের জন্য হাসপাতাল এবং গণশিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। কেন্দ্রীয় রাজধানীসহ প্রাদেশিক রাজধানীতেও সাধারণ জনগণের জন্য গোসলখানা (হাম্মাম), সরাইখানা, বাজার, পুষ্করিণী ও হাসপাতাল নির্মিত হয়।[১৬] খলিফা জনসাধারণকে তাহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে ও গৃহের আশেপাশে খালি জায়গায় বাগান তৈরী করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন লইতে অনুরোধ করেন। তিনি নিজে রাজকীয় বাগানের পরিচর্যায় অংশ গ্রহণ করিতেন।

কর্ডোভা মসজিদের সংস্কার সাধন ঃ স্থাপত্য বিদ্যা ও শিল্পের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন খলিফা আল হাকাম। কর্ডোভা মসজিদের সংস্কার সাধন করিয়া উহা আকারে বড় করেন। প্রথম আবদুর রহমান কর্তৃক নির্মিত দক্ষিণ পার্শ্বের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া মূল এগার সারির (চক্র) সহিত আরও কিছু সারি সংযোগ করিয়া দৈর্ঘ্যে বর্ধিত করেন। সুন্দর একটি কামরা (মাকসুরা) নির্মাণ করা হয়। নির্জনে একাকী ধ্যানমগ্ন থাকিবার জন্য একটি খিলানের মধ্যে অপর একটি খিলান নির্মাণ করিয়া চীনা বাটির ন্যায় একটি গম্বুজ নির্মিত হয়। ইহার সম্মুখে আট গম্বুজের মিহরাব ছিল। এই মিহরাবের উভয়দিক মূল্যবান পাথর দ্বারা মোজাইক করা হইয়াছিল। মিহরাবের উপর দিক নির্মিত হয় মিনা করা টাইল (টালী) দ্বারা। তাঁহার সময়ে মসজিদের বর্ধিত অংশে বাগদাদের স্থাপত্যশিল্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অলঙ্কৃত খিলান ও সুসজ্জিত মিহরাবের জন্য কর্ডোভা মসজিদ স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে চরমে পৌঁছে। কর্ডোভা মসজিদের বর্ধিত অংশকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে গ্রীস হইতে মোজাইক

www.pathagar.com

কুশলীদের প্রেরণ করিবার জন্য খলিফা নিচেফরো ফোকাসকে অনুরোধ জানান। খলিফা কনস্টান্টিনোপল (কুস্তুনতুনিয়া) হইতে ৩২৫ কিউব মোজাইক সামগ্রী উপঢৌকন পান। ইহা কর্ডোভা ও মদিনাত আল-জাহরার স্থাপত্য শিল্পী ভাস্কর এবং মোজাইক কুশলীদের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। দশম শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে নির্মিত কতিপয় অট্টালিকার কারুকার্যে বাইজান্টাইন প্রভাব প্রতিভাত হয়।[১৭] কর্ডোভা মসজিদের মিম্বার কাষ্ঠ নির্মিত। ইহা কারুকার্যখঁচিত শিল্পকর্মের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই মিম্বার নির্মাণ করিতে ৩৬০০০ খণ্ড আইভরি, আবলুস, সেগুন ও অন্যান্য সুগন্ধিযুক্ত কাষ্ঠ, মূল্যবান পাথর ও স্বর্ণের ব্যবহার করা হয়। মসজিদের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিতে সময় লাগে সাত বৎসর এবং ৩৫,৭০৭ দিনার খরচ হয়। কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ করিতে সর্বমোট ২,৬১,০০০ দিনার ব্যয় হয়। কর্ডোভার প্রস্তরখনি হইতে কর্তনকৃত আস্ত পাথরের তৈরি দুইটি বিরাট ঝরণা খলিফা প্রধান মসজিদের জন্য তৈয়ার করান। সিয়েরার ঝরণা হইতে সীসার পাইপ ও নলের সাহায্যে কর্ডোভায় পানি সরবরাহ করা হইত। খলিফার সময়ের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

চরিত্র ঃ আল হাকাম ছিলেন সুশিক্ষিত ও ন্যায়বিচারক শাসক। যিনি প্রদেশগুলির উপর ধার্যকৃত কর লাঘব করেন। তিনি প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজে শরিক হইতেন এবং দরিদ্রদের মধ্যে দান-খয়রাত করিতেন। তিনি কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মানিয়া চলিতেন এবং রসূলুল্লাহর জীবন আদর্শ (সুন্না) সাম্রাজ্যের সর্বত্র চালু করিয়াছিলেন। বিবাহ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় হাকামের বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুরের মদ প্রচলিত ছিল। আরিব বিন সাঈদের মতে, গোলাপ ফুল শাহতারাজ ও অন্যান্য ফুল হইতে এপ্রিল মাসে; আপেল, আলশাবী ও খাসখাস হইতে মে মাসে; আপেল ও নাশপাতি হইতে জুলাই মাসে; খাসখাস ও দাড়িম ফল হইতে আগস্ট মাসে শরবত (পানীয়) সংগৃহীত হইত। খলিফা অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা পাঠে উৎসাহী ছিলেন। গোড়া মুসলমানদের অপছন্দ সত্ত্বেও খলিফা দর্শন শাস্ত্র পাঠে অনুপ্রেরণা দিতেন।[১৮] তাঁহার দরবারে গোড়া ও উদার পন্থীরা উভয়ে সমভাবে সমাদ্রিত ছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্যে সকল ধর্মাবলম্বীই তাহাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে পালন করিতে পারিত। তিনি ছিলেন পরধর্মে সহিষ্ণু।

জাহিরী মাতবাদের আল মুনজির ইবনে সাঈদ আল বাল্লুতি নামে জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি এই সময়ে প্রসিদ্ধী লাভ করেন। বাল্লুতী ছিলেন ৯৫০-৯৬৬ খ্রীঃ পর্যন্ত কর্ডোভার কাজি। খলিফা মালিকী মতবাদের আধিপত্য সমর্থন করিতেন না। তিনি সাধারণ বিষয়ে কাজিকে জাহিরী মতবাদ মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন। কোরান শরীফের মূলপাঠে বিশেষজ্ঞ ও শাফী মতবাদের প্রচারক আবুল হাসান

www.pathagar.com

আল-আনতাকী ৯৬৩ খ্রীঃ কর্ডোভায় বসতি স্থাপন করেন।[১৯] কিন্তু তিনি মালেকীদের বিরোধীতার কারণে শাফী মতবাদ প্রচারে বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন না। কায়রোওয়ান ও অন্যান্য স্থান হইতে শাফী মতবাদে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ আগমন করিতে থাকেন। ধর্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন শাখায় বৃত্তি প্রদানের নীতি অব্যাহত থাকে এবং প্রাচ্যের সুন্নী মতবাদ কর্ডোভায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

খলিফা আল হাকাম ছিলেন নম্র দয়ালু ধর্মপরায়ণ ও সরল প্রাণ। তিনি শত্রুকে পর্যন্ত ক্ষমা প্রদর্শন করিতেন। তিনি যেমন তাঁহার পিতার ন্যায় রাজনীতিবিদ ছিলেন, তেমনি তিনি তাঁহার পিতার জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনও পছন্দ করিতেন না। কূট রাজনীতিবিদ না হইলেও তিনি ছিলেন সাহসী ও কর্মঠ। তিনি কোন কোন সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। অধিকাংশ সময় জ্ঞান সাধনা ও সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করিবার ফলে রাজকার্য পরিচালনায় উজির ও হেরেমের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় হাকাম তাঁহার সামরিক শক্তি হ্রাস করেন এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র বর্ধিত করের ছয় ভাগের একভাগ লাঘব করেন।[২০] রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করেন খলিফা আল হাকাম। দেশ কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধশালী হইয়া ওঠে। হাকামের সচিব আরিব বিন সাঈদের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, দেশের নদীতীরবর্তী এলাকায় ধানের চাষাবাদ হইত। কলকারখানার উন্নতি সাধিত হয়। পিতার ন্যায় খলিফা দ্বিতীয় হাকামও বস্ত্রশিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিরাজের প্রধান প্রস্তুতকারক হিসাবে স্লাভ ফাইক আল-নিজামীকে ও অপর স্লাভ জাওজারকে সুন্দর সূচীকর্মের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এই দুই প্রিয় অনুচরের বাহুর উপরেই দ্বিতীয় হাকামের ইন্তেকাল হয়।

গচ্ছিত মূল্যবান খনিজ পদার্থকে দেশের শিল্পকারখানার উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়। ফলে স্পেন উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী হইয়া ওঠে। সংক্ষেপে বলা যায় দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকাল ছিল মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগ।

তথ্য নির্দেশ

১। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৪৫৩; *মুসলিম কলোনিস*, পৃঃ ১৫৮-১৫৯।

২। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৪৫৪; রিচার্সাস (১৮৮১) পৃঃ ২৯৪।

৩। হিট্টি, *হিস্ট্রি অব দি আরবস*, পৃঃ ৫৩০।

৪। *সাম অ্যাসপেক্টস*, পৃঃ ১৮৪।

৫। গুরুনেবাউম, *মেডিয়াভ্যাল ইসলাম*, পৃঃ ৫৭।

৬। লেভি প্রভেন্সাল, *ল্যা-সিভিলাইজেশন, আরব এন ইস্পানা*, পৃঃ ১০১।

৭। ম্যাককেব, *স্পেলান্ডার অব মুরিশ স্পেন*, পৃঃ ৮০; মাক্কারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮; এস. এম. ইমামউদ্দিন, *হিস্পানো আরব লাইব্রেরিয়া, বুক্‌স এ্যান্ড ম্যানাসক্রিপ্টস (J. P. H. S. VII)* করাচি, ১৯৫৯, পৃঃ ১০৬; হোল, *আন্দালুস, টীকা-৩৮।*

www.pathagar.com

৮। মাক্কারী, *১ম খণ্ড,* পৃঃ ৩০২।

৯। জে. ম্যাককেব, *স্পেলান্ডার অব মুরিশ স্পেন,* পৃঃ ৮১; রিবেরা, ডিজারটেরনস, *১ম খণ্ড,* পৃঃ ১৯৩।

১০। ম্যাককেব, পৃঃ ৮১; এস. এম. ইমামউদ্দিন, *হিস্পানো আরব,* করাচি, ১৯৫৯, পৃঃ ১০৮।

১১। এস. এম. ইমামউদ্দিন, *হিস্পানো আরব,* করাচি, ১৯৬১, পৃঃ ৪-৫।

১২। ঐ পৃঃ ৫।

১৩। *হিস্পানিস,* ১৮শ খণ্ড, ১৯৩৪, পৃঃ ১৯৮-২০০; লেভি প্রভেন্সাল, *ল্যা-সিভিলাইজেশন;* পৃঃ ৮৭, টীকা নং-২১।

১৪। গায়ানগোস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭০।

১৫। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ৪৫৫; ম্যাককেব, পৃঃ ৮১, ১৮৫; স্কট, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫৬-৫৭।

১৬। এস. এম. ইমামউদ্দিন, *সাম অ্যাসপেক্টস, অব দ্যা সোশিও-ইকনোমিক এ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন,* লেডেন, ১৯৬৫, পৃঃ ১৭৩।

১৭। ১ দিনার = ১৩$\frac{১}{২}$ শিলিং (১৯৬৯ খ্রীঃ)

১৮। *সাম অ্যাসপেক্টস,* লেডেন, ১৯৬৫, পৃঃ ১০৬।

১৯। ইবনুল ফারাজী, নং ১৩২।

২০। লেভি প্রভেন্সাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৮, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

হাজীব আল-মনসুর

(৯৭৬-১০০২ খ্রী ঃ

হিশামের সিংহাসনে আরোহণ ঃ দ্বিতীয় আল হাকামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হিশাম আল-মুয়াইয়াদ ২রা অক্টোবর ৯৭৬ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ কালে তাহার বয়স ছিল ১২ বৎসর।[১] ফাইক ও সাত্তজার নেতৃত্বাধীন স্লাভগণ তাহার সিংহাসনে আরোহণের বিরোধিতা করে এবং তাঁহার পিতৃব্য আল মুগিরাহ সিংহাসন আরোহণ সমর্থন করে কিন্তু তাহাদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়। আবুল হাসান জাফর বিন উসমান আল মুশাফী মুগিরাকে হত্যা করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী আবু আমীর মুহাম্মদকে প্ররোচিত করেন। খলিফা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাহার মাতা সুলতানা সুবহ রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যের সমস্ত কার্য পরিচালনা করিতেন। সুলতানা সুবহ ছিল বাস্ক জাতির অন্তর্গত। খ্রীস্টানগণ তাহাকে অরোরা (উষা) বলিয়া সম্বোধন করিত।[২]

আবু আমীর মুহাম্মদের অভ্যুত্থান ঃ দ্বিতীয় হিশামের রাজত্বকালে আমীরদের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হয়। খালিফাকে তাঁহার প্রাসাদে বন্দী করিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়।[৩] দ্বিতীয় হাকামের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের মধ্যে যে বিশৃংখলা দেখা দেয় তাহার কারণ সর্বজন বিদিত। এই আমীরী স্বেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু আমীর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইবনে আবু আমীর। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে নিজ চেষ্টার দ্বারা প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। তাহার মাতা বুরাইয়াহা ছিলেন শহর ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়া ইবনে বারতাল আল তামিমীর কন্যা। তাহার পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন রাজপ্রাসাদের শিক্ষিত ও সম্মানিত ব্যক্তি। ইবনুল আব্বাস ও মাক্কারীর[৪] মতে, তাহার মহান প্রপিতামহ আবদুল মালিক আল মাফিরী[৫] ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী। তিনি তারিক ইবনে জিয়াদের সহিত স্পেনে আগমন করেন এবং আল-জাসিরা প্রদেশের অন্তর্গত টোররোক্স-এ বসতি স্থাপন করেন। আমীর মুহাম্মদের সভাসদদের মধ্যে আবু আমীর ছিলেন অন্যতম। আবু আমীর মুহাম্মদের পিতামহ মুহাম্মদ সেভিলের কাজি হিসাবে আট বৎসর চাকরী করেন। তাহার পিতা বিচারক আবু হাফস আবদুল্লাহ ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনের শেষ পর্যায়ে হজ্ব হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে আফ্রিকার আরকাদা অথবা ত্রিপলীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবু আমীর মুহাম্মদ ৯৪২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি কর্ডোভা আগমন করিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করেন। প্রথম জীবন হইতেই তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা

www.pathagar.com

লাভের আশা পোষণ করিতেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি তাহার বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক দূরদর্শীতা সম্পর্কে আস্থাবান ছিলেন এবং ভবিষ্যতবাণী করিয়াছিলেন যে, তিনি একদিন আন্দালুসিয়ার ভাগ্যবিধাতা হইবেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি আইন শিক্ষা লাভ করেন। তারপর কর্ডোভার কাজি মুহাম্মদ আল সলিমের বিচারালয়ে মুহরীর কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে শুরু করেন। দ্বিতীয় আল হাকামের প্রসাদের বাহির দরজার নিকট তিনি তাহার অফিস স্থাপন করিয়াছিলেন। আবু আমীর মুহাম্মদের সহিত জনৈক খোজার ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই খোজা তাহাকে সুলতানা সুবহের সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়। রাণী তাঁহাকে মাসে পনরো দিনার মাস মাহিনায়[৬] তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুর রহমানের জমিদারীর নায়েব নিযুক্ত করেন। ৯৬৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি ঐ সময় তাহার বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ বৎসর। কিছুকাল পর রাণী তাহাকে নিজের ব্যক্তিগত জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। সাতমাস পর সেভিলে রাণী তাঁহাকে উত্তরাধিকার কর ও অকটর আদায়ের কালেকটর পদে উন্নীত করেন। পরবর্তী কালে তাঁহাকে কর্ডোভা টাকশালের সুপারিনটেন্টডেন্ট নিয়োগ করা হয়। তাহার পৃষ্ঠপোষক সুলতানা সুবহের জন্য প্রাসাদের রৌপ্য নির্মিত নমুনা (Model) পেশ করেন এবং আল হাকামের প্রিয়ভাজন আবু আফলাহসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির হৃদয় মূল্যবান উপঢৌকন ও প্রচুর ঘুষ দ্বারা জয় করিতে সমর্থ হন।[৭] অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে উজির ইবনে হুদায়ের তহবিল পূরণের জন্য তাহাকে গোপনে সাহায্য করেন। ফলে যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল তাহারা লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়। ৯৬৮ খ্রীঃ তিনি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক এবং উহার এগার মাস পর সেভিল ও হুয়েলভার কাজি নিযুক্ত হন। যুবরাজ আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর ৯৭০ খ্রীঃ তিনি হিশাম আল মুয়াইয়াসের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। ৩৬১ হিঃ/ ৯৭২ খ্রীঃ তিনি কর্ডোভার সাহিবুল শুরতাহ (পুলিশ অফিসার) নিযুক্ত হন। কর্ডোভা নগরীর ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তিনি নিরপেক্ষভাবে আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত নিজ দায়িত্ব পালন করেন। যোগ্যতা ও তোষামদের দ্বারা তিনি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি পাঁচ হইতে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালন করেন।

সুদূর পশ্চিম ইফ্রিকিয়াতে বার্বার সরদারদের বিদ্রোহ দমনে গালিব প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। ইহা দ্বিতীয় হাকাম অর্থের অপচয় বলিয়া সন্দেহ করেন এবং আবু আমীর মুহাম্মদকে অর্থ দফতরের কন্ট্রোলার জেনারেল এবং মৌরিতানিয়ার প্রধান বিচারক নিযুক্ত করেন। তিনি আফ্রিকায় গমন করিয়া প্রাদেশিক প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হন। জনৈক ফাতেমী সমর্থক হাসান বিন গান্নুনের বিরুদ্ধে মরক্কোতে যুদ্ধরত জেনারেল গালিবের সহিত পরামর্শ করিয়া মোটা সামরিক ব্যয় হ্রাস করেন। তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি সফলতার সহিত সম্পাদন করেন। গালিব

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে নিজ কন্যা আসমাকে তাহার সহিত বিবাহ দেন। ইফ্রিকিয়ায় অর্জিত অভিজ্ঞতা ও এই বৈবাহিক সম্পর্ক পরবর্তীকালে তাহাকে ক্ষমতা লাভে সাহায্য করে।

দ্বিতীয় আল-হাকামের মৃত্যুর সময় আবু আমীরের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। বালক রাজার সিংহাসন আরোহণে পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির খ্রীস্টানদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, তাহারা এইবার সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করিবার সুযোগ পাইবে। খ্রীস্টানদের এই ধারণাই তাহার উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। রজব ৩৬৬ হিঃ/ ফেব্রুয়ারি ৯৭৭ খ্রীঃ আবু আমীর খ্রীস্টানদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে কর্ডোভা হইতে যাত্রা করেন এবং তাহাদিগকে দমন করিয়া প্রচুর গানিমত লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার ফলে কর্ডোভায় তাহার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

সভাসদদের সহিত আবু আমীরের সম্পর্ক ঃ আবু আমীর মুহাম্মদ তাঁহার শ্বশুর গালিবের সহায়তায় হাজীব জাফর ইবনে উসমান আল মুশাফী যিনি হাকামের পুত্রের গৃহশিক্ষক হইবার সুযোগে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন তাহাকে ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যাহারা তাহার ক্ষমতা গ্রহণে বিরোধীতা করিয়াছিলেন তাহাদিগকে অপসারণ করেন। তিনি শেষ আঘাত হানেন রাজকীয় দেহরক্ষী স্লাভদের উপর, যাহারা গালিবের প্রতি বিশেষ অনুগত ছিল। তিনি এই দেহরক্ষী দলের পরিবর্তে উত্তর আফ্রিকার বার্বার ও উত্তর স্পেনের খ্রীস্টান বেতনভোগী ইউনিট গড়িয়া তোলেন। ইহারা রাষ্ট্রের তুলনায় আবু আমীরের প্রতি অধিক অনুগত ছিল। মঞ্চে একমাত্র বিরোধী (যুল ও জারাতাইন) জেনারেল গালিব অবশিষ্ট থাকেন। আবু আমীরের সৌভাগ্য গালিব খ্রীস্টানদের সহিত যুদ্ধকালে নিহত হন। তিনি খলিফাকে প্রাসাদের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করেন এবং উৎসব অনুষ্ঠান ব্যতীত সরকারি কর্মচারীদের সহিত দেখা সাক্ষাত করিতে নিষেধ করেন। কর্ডোভাতে উমাইয়াদের দ্বারা নির্মিত প্রাসাদ আল কাজার হইতে নতুন নগরী মদিনাতুল জাহিরাতে প্রশাসনিক সদর দফতর স্থানান্তর করিয়া বাহিরের জগত হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন।

এই সময় সুলতানা সুব্‌হ আবু আমীরের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া ওঠেন। দ্বিতীয় হিশামকেও তিনি তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পরায়ণ করিয়া তোলেন। সুলতানা বাহিরের সাহায্যের জন্য মরক্কোর শাসক জিরি ইবনে আতিয়ারের স্মরণাপন্ন হন। আবু আমীর রাজ্যের সমস্ত পরিচালনার ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া একটি ডিক্রি জারি করিতে খলিফাকে সম্মত করিতে সক্ষম হন। রাণী আবু আমীরকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যর্থ হইয়া রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ক্ষমতা লাভের পথে সমস্ত প্রতিবন্ধক বিরোধী শক্তিকে পরাভূত করিয়া আবু আমীর স্পেনের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া ওঠেন। মুদ্রার উপর হিশামের নাম ছিল সত্য কিন্তু সমস্ত রাজাজ্ঞা ও আদেশ নিষেধ আবু আমীরের অনুমোদনে প্রচারিত হইত। খলিফার নামের সহিত তাহার নামও খুতবায় পাঠ করা হইত। তিনি অতিরিক্ত চতুর ছিলেন বলিয়া খলিফা টাইটেল গ্রহণ হইতে বিরত

www.pathagar.com

থাকেন। সংক্ষেপে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে লিওন ও নাভাররের শাসকদ্বয়কে পরাজিত করিয়া তিনি 'আল মনসুর বিল্লাহ' উপাধী গ্রহণ করেন। আবু আমীর ছিলেন সাহসী ও কর্মঠ। তিনি পূর্বেকার শাসকের ন্যায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। একজন আরব হওয়া সত্ত্বেও তিনি অন্যায়ভাবে গৃহীত ক্ষমতাকে রক্ষা করিবার জন্য বার্বার ও স্লাভদিগকে সেনাপতিরূপে নিয়োগ করেন।

আলেমদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঃ সুলতানা সুবহর সহিত তাহাদের পূর্ব সম্পর্ক লইয়া কর্ডোভায় বিরূপ সমালোচনা হয়। পূর্বে যাহারা হাজীবের অনুগত ছিল পরবর্তীকালে তাহারাই তাহার প্রতি শক্রভাবাপন্ন হইয়া ওঠে। তাহার চরম শক্র ফকিহগণ তাঁহাকে ধর্মবিরোধী বলিয়া আখ্যা দেন। খলিফার সহিত তাহাকেও হত্যা করিতে ফকিহগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তৃতীয় আবদুর রহমানের অপর পৌত্রকে সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করেন। এই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া যায় এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁসী অথবা নির্বাসন দেওয়া হয়। বিচারক ও আলেমদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য আল-মনসুর আল হাকামের লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত দর্শনের গ্রন্থসমূহ জ্বালাইয়া দেন[৮] এবং বহু দার্শনিককে নির্বাসিত করেন। ইহার পরও তাহাদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি স্বহস্তে কোরআন শরীফ নকল করেন।

সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন ঃ প্রধানমন্ত্রী মুশাফীকে উৎখাত করিবার পর আল-মনসুর প্রধান সেনাপতির প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেনাবাহিনীকে তাহার আয়ত্তে আনিবার জন্য। আরব বার্বার এবং স্পেনীয়দের লইয়া সেনাবাহিনী গঠন করা হয়। তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসন আমলে বিদেশীদের সেনাবিভাগে ভর্তির যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল দ্বিতীয় হাকামের রাজত্বকালে উহার পরিবর্তে দেশী লোকদিগকে সেনাবিভাগে ভর্তি করা শুরু হয়। গালিবের পক্ষপাতিত্ব ও অবহেলার দরুন সেনাবাহিনী পূর্বের শৃঙ্খলাবোধ হারাইয়া ফেলে। উত্তর আফ্রিকায় অবস্থানকালে আবু আমীর মাগরিবী সেনাদের দক্ষতায় মুগ্ধ হন এবং তাহাদিগকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মৌরিতানিয়ার যুদ্ধে বিপর্যস্ত বহু বার্বার সিউটাতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সিউটার গভর্নরের হস্তক্ষেপে এই সমস্ত বার্বার তাহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। আল মনসুর তাহাদিগকে কর্ডোভায় সাদরে গ্রহণ করেন এবং উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র ও অশ্ব দ্বারা তাহাদিগকে সুসজ্জিত করেন। এই খবর শুনিবার পর বহু বার্বার ও সুদানী স্বেচ্ছাসেবক নতুন হাজীবের সেনাদলে যোগ দিতে শুরু করে। বার্বারদিগকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিবার পর নগরীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপায়। ফলে আল-মনসুর কর্ডোভার জামে মসজিদকে বর্ধিত করেন। বার্বার সৈন্যগণ দুই শ্রেণীর ছিল। প্রথম শ্রেণী বেতনভোগী নিয়মিত সেনা, তাহাদিগকে 'মুবতাজিকা' বলা হইত। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল স্বেচ্ছাসেবক

www.pathagar.com

বাহিনী। তাহারা পুরস্কার এবং এক কালীন ভাতা পাইত। তাহাদিগকে 'মুতাবিয়া' বলা হইত । দেশের উত্তরাংশে খ্রীস্টান নেতাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের ফলে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। লিওন, নাভাররে ও কাটালোনিয়ার অধিবাসীগণ দরিদ্র হইয়া পড়ে। বহুলোক তাহাদের পূর্ব প্রভু ত্যাগ করিয়া কর্ডোভায় আগমন করে। দেশের উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টানগণ বার্বারদের ন্যায় অধিক সংখ্যায় কর্ডোভার সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। গোত্রীয় আদর্শে গঠিত মুসলিম সেনাবাহিনী উহাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে। তৃতীয় আবদুর রহমানের অনুকরণে আল-মনসুর আরবগোত্রীয় সেনাবাহিনীর পরিবর্তে নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলেন। দ্বিতীয় হাকামের শাসনকালে এই পদ্ধতির তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয় না। গোত্রীয় কলহ-কোন্দলকে দূর করিবার উদ্দেশ্যে আল-মনসুর আরব সৈন্যদিগকে বার্বার ও খ্রীস্টান বেতনভোগী সৈন্যদের মধ্যে ভাগাভাগী করিয়া দেন। গালিবের ভক্ত ও অনুগত সেনাবাহিনীকে এইভাবে বিভক্ত করা হয়।[৯] অতঃপর সেনাবাহিনীতে শৃংখলাবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দক্ষ ও অনুগত সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। বিদেশী বেতনভুক সৈনিকের আনুগত্য সম্পর্কে তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল। উহাদের সমন্বয়ে তিনি সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলেন দেশের উত্তরাঞ্চলে এক অভিযানকালে তাঁহার মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬,০০,০০০ লক্ষ। শক্তিশালী শাসকদের অধীনে বিদেশী বেতনভুক সৈনিকগণ ছিল সুশৃঙ্খল। কিন্তু উমাইয়া শাসনের পতনকালে শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহারা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনে অংশ গ্রহণ করে। মনসুরের সেনাবাহিনী ছিল খুবই সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী। কারণ শৃঙ্খলা ভংগের জন্য সমুচিত শাস্তি বিধানে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর।

সামরিক অভিযান ঃ বেসামরিক প্রশাসনের মত সামরিক ক্ষেত্রেও আবু আমীর মুহাম্মদ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। হিট্টির ন্যায় বিশ্ব বিশ্রুত ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, "৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ফাতেমীদের রাজধানী কায়রোতে স্থানান্তর ও দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত খ্রীস্টান রাষ্ট্রসমূহে গণ-অসন্তোষ তাহার জন্য আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে ও আইবেরিয় উপদ্বীপের উত্তরাংশে সামরিক অভিযান পরিচালনার সুবর্ণ সুযোগ করিয়া দেয়।"[১০]

দ্বিতীয় হাকামের মৃত্যুর অব্যবহিত পর গ্যালেসিয়ার অধিবাসী ও বাস্কগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং স্পেনীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে। ৩৭১ হিঃ/ ৯৮১ খ্রীঃ লিওনের রাজা তৃতীয় রামিরো জামোরা অধিকার করিয়া ক্যাস্টিলের কাউন্ট গার্সিয়া ফার্নান্ডেজ ও পাম্পলোনার (নাভাররে) রাজা সাঞ্চো আবারকার সহিত সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু এই তিন জনই আবু আমীর মুহাম্মদের সেনাপতির হস্তে সিমানকাসের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রোয়েদাতে পরাজিত হয়। খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে মনসুরের এক যুদ্ধ সম্পর্কে তারতুশি[১১] উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রথমবারের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের

www.pathagar.com

পরপরই উভয় পক্ষের সেরা সৈনিকদের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হইয়া যায়।[১২] কয়েকটি সফল অভিযানের পর মনসুর লিওন ও নাভাররেকে করদরাজ্যে পরিণত করেন এবং উহাদের রাজধানীতে নগররক্ষী বাহিনী মোতায়েন করেন। খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তিনি ৯৮১ খ্রীঃ 'মনসুর বিল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। দেশের উত্তরাংশে গমনের উদ্দেশ্যে ৯৮৫ খ্রীঃ এলভিরা, বাজা ও মুরসিয়ার মধ্য দিয়া পুনরায় তিনি কর্ডোভা ত্যাগ করেন এবং সেখানকার নেতা ইবনে খাত্তাব ১৩ দিন ব্যাপী উৎসবের মধ্য দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ক্যাটালোনিয়া পৌছিবার পর তিনি ৯৮৫ খ্রীঃ ৬ই জুলাই দ্রুত বার্সিলোনা অধিকার ও লুণ্ঠন করেন এবং কাউন্ট বরেলকে বিতাড়িত করেন। ইবনে আব্বারের মতে ইহা ছিল তাহার তেইশতম অভিযান। তৃতীয় রামিরোর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বেরমুডের অধীনে লিওনবাসীগণ ৯৮৭ খ্রীঃ পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৯৮৮ খ্রীঃ তাহারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা পুনরায় পীরেনীজ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

মৌরিতানিয়াতেও তাহার সেনাবাহিনী সফলতা অর্জন করে এবং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিরাট অঞ্চল তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সেনাপতি আসকালাজাহর নেতৃত্বে তাঁহার অধিকারে আসে। ইবনে গান্নুন পরাজিত ও পরাভূত হইয়া কর্ডোভাতে প্রেরিত হন কিন্তু আত্মসমর্পণের শর্ত ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় আসকালাজাহও নিহত হন। জিরি বিন অতিয়াহ আবু আমীরের বিরুদ্ধে সুলতানা সুব্হের সহিত যোগদান করেন। জিরিকে শাস্তি প্রদানের জন্য মনসুর তাহার পুত্র আবদুল মালিককে প্রেরণ করেন। ফেজ অধিকার করিয়া সিজিলমাসের সহিত একত্রিত করা হয়। জিরি তাহিরাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে ৩ বৎসর পর ১০০১ খ্রীঃ মৃত্যু বরণ করেন। আবদুল মালিক তাহার আজাদকৃত ক্রীতদাস ওয়াদীকে মৌরিতানিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া ৯৮৮ খ্রীঃ স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময় মরক্কোর ইদ্রিসী শাসক হাসান বিন গান্নুন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার জিরি বিন আতিয়ার নিকট হইতে "মিহরিয়াহ" নামক উৎকৃষ্ট জাতের পঞ্চাশটি উট উপঢৌকন হিসাবে গ্রহণ করেন।

দেশের উত্তরাংশে খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে প্রতি বৎসর অভিযান পরিচালনার ফলে তাহাদের মনে মনসুর সম্পর্কে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। একবার মনসুরের সেনাবাহিনী কোন এক খ্রীস্টান নগরীর ছোট পাহাড়ে উপস্থিত হইয়া সেখানে পতাকা উত্তোলন করে। পতাকাটি রাখিয়া সেনাবাহিনী স্থান ত্যাগ করে কিন্তু কোন খ্রীস্টান সেনা উহাকে নামাইতে সাহস পায় নাই। মনসুরের নাম শুনিলে শত্রুর হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হইত।

৯৯৭ খ্রীঃ কাসরে আবি দানিশে রক্ষিত যুদ্ধোপযোগী বেশ কিছু সংখ্যক যুদ্ধ জাহাজকে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী নাবিক দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া গ্যালেসিয়া অভিযানে প্রেরণ করা হয়। সমুদ্রপথের এই দুঃসাহসিক অভিযানে মনসুর বিরাট সফলতা অর্জন করেন।

www.pathagar.com

দক্ষিণে আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল এবং সুদূর উত্তরে লিওন, সান্তিয়াগো, দি কম্পোস্টিলা ও কান্টাব্রিয়ান সমুদ্র পর্যন্ত তাহার সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত হয়। উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টান শাসকদের মত উমাইয়া শাসকগণও আধা সামন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

আল-মনসুর প্রতি বৎসর ৮০০০ হাজার ঘোড়া খরিদ করিতেন। একবার তিনি শুধু উত্তর আফ্রিকা হইতে ১,০০০ হাজার ঘোড়া আমদানী করেন। সেভিলের নদী-দ্বীপ মাদাইনে তাহার ৩,০০০ হাজার ঘোটকী ও ১০০ ঘোড়া ছিল। প্রতিবার অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আস্তাবল রক্ষক মুনিয়াতুল আমিরীয়াতে মনসুরকে ঘোড়ার উৎপাদন ও উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত করিত।[১২] ইবনুল খাতিব বলেন, মন্টে মেয়রের বিরুদ্ধে অভিযানের প্রাক্কালে মনসুর সাতদিনে ৩,০০০ হাজারের অধিক খচ্চর খরিদ করেন।[১৩] ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ এলাকায় সামরিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য প্রচুর পশু পাওয়া যাইত।[১৪]

মৃত্যু ঃ রিওজার বিরুদ্ধে পরিচালিত শেষ অভিযানে সান মিলান দে-লা কগোল্লার আশ্রম ধ্বংস করিয়া প্রত্যাবর্তন কালে ২৭ শে রমজান ৩৯২ হিঃ/ ১০ই আগস্ট ১০০২ খ্রীস্টাব্দে সাফল্যের সহিত ২৭ বৎসর রাজত্ব করিবার পর এই বিখ্যাত বীর একষট্টি বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মদিনাতুস সালিমে (মেদিনা সেলী) তাঁহাকে দাফন করা হয়।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ আল-মনসুর তাহার সময়কার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তৃতীয় আবদুর রহমানের পর তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং দশম শতাব্দীর ইউরোপে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। সাধারণ অবস্থা হইতে নিজ চেষ্টা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, যোগ্যতা ও কূটনীতির মাধ্যমে তিনি রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ছাত্র জীবনেই তিনি নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং বলিতেন তিনি ভবিষ্যতে আন্দালুসিয়ার ভাগ্যবিধাতা হইবেন। স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্যকে তিনি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক হিশামের সিংহাসন আরোহণ ও অলস মুশাফির অকর্মণ্যতার দরুন খ্রীস্টানদের অনুপ্রবেশ ও আফ্রিকার বিদ্রোহ স্পেনকে খণ্ডবিখণ্ড করিবার উপক্রম করে কিন্তু মনসুর কূটকৌশল অবলম্বন করিয়া স্লাভদের বিরুদ্ধে মুশাফীকে, মুশাফীর বিরুদ্ধে গালিবকে, গালিবের বিরুদ্ধে জাফর মালিক আল জাবকে, জাফরের বিরুদ্ধে আবদুর রহমান আল মুতাররীদকে একের পর এক ব্যবহার করিয়া নিজ শত্রুদিগকে উৎখাত করিয়া দেশকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করেন। রাজ্য শাসনে তিনি অসহায় ও নাবালেগ খলিফাকে দাবার ঘুটি হিসাবে ব্যবহার করেন।

আল-মনসুর অনুগত সুদক্ষ সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলেন। তিনি মোট সাতান্নটি অভিযান পরিচালনা করেন এবং লিওন, নাভাররে ও বার্সিলোনার খ্রীস্টান শক্তিকে দমন

www.pathagar.com

করেন। খ্রীস্টানগণ তাহার নামে আতঙ্কিত হইত এবং চুক্তিভঙ্গকারিরা সমুচিত শিক্ষা লাভ করিত। তিনি শত্রুর সহিত শান্তি আলোচনার পরিবর্তে তাহাদিগকে কঠিন ও কঠোর হস্তে দমন করিতেন। সন্দেহাতীত ভাবে তিনি ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব।

মনসুর ছিলেন তাঁহার সৈনিকদের নিকট অনুপ্রেরণার উৎস। সৈনিকদের শৃঙ্খলাবোধের প্রতি তিনি ভীষণ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহার শাসন খুবই কঠোর ছিল। ফলে তাহার শাসনকালে কোন প্রকারের বিদ্রোহ রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করিতে পারে নাই। তাঁহার রাজত্বকালে স্পেন যে গৌরবের অধিকারী হইয়াছিল পরবর্তীকালে আর সেরূপ হয় নাই। তাহার সময়ে মুসলিম স্পেন গৌরব ও প্রাচুর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে। তৃতীয় আবদুর রহমান ব্যতীত স্পেনের রাজনৈতিক গগনে তাঁহার ন্যায় আর কোন নক্ষত্রের উদয় হয় নাই।

মনসুর দেশের বৈষয়িক উন্নতির প্রতি অতি মাত্রায় আগ্রহী ছিলেন।[১৫] ফলে মুসলিম স্পেনের জনসংখ্যা বৃদ্ধিপায়। তিনি যাতায়াতের সুবিধার জন্য পুরাতন রাস্তাসমূহকে সংস্কার ও প্রশস্ত এবং নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও সেনা পরিচালনায় সুবিধার জন্য কতিপয় সেতু নির্মাণ করেন। এচিজার নিকট জেনিল ও কর্ডোভার সন্নিকটে গোয়াদালকুইভির নদীর উপর সেতু নির্মিত হয়। কর্ডোভা সেতু নির্মাণে ১,৪০,০০০ দিনার ব্যয় হয়। কর্ডোভা মসজিদকে আল-মনসুর সংস্কার ও সম্প্রসারিত করেন। ইহার নির্মাণ কার্যে তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। কর্ডোভা মসজিদ তাঁহার সময়েই শেষবারের মত সম্প্রসারিত হয়। ইহার পূর্ব অংশ ভাঙ্গিয়া আরো আটটি সারি (চক্র) যোগ করা হয়। দ্বিতীয় আবদুর রহমান ও দ্বিতীয় হাকামের সময় কর্ডোভা মসজিদে পরিবর্তন ও সংযোজন এবং মনসুরের সময় ইহার সিলিংকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়। সমসাময়িক কালের হিসাব অনুযায়ী কর্ডোভা নগরী ও উহার শহরতলীতে জনগণের ব্যবহারের জন্য ২,১৩,০৭৭টি গৃহ খলিফা, অভিজাত সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য এবং মসজিদ হাসপাতাল ও সেনানিবাসসহ ৬০,৩০০টি অট্টালিকা ও ৮০,৪৫৫টি দোকানঘর ছিল। কর্ডোভা নগরীতে বসবাসকারী নাগরিকের সংখ্যা ছিল দশ লক্ষাধিক। কর্ডোভার অধিবাসীদের মধ্যে ছিল আরব, বার্বার নব মুসলিম, খ্রীস্টান ও ইহুদী।

জাহরার দূরত্বের জন্য এবং কর্ডোভার নিরাপত্তা হীনতার দরুন আবু আমীর ৩৬৮হিঃ/৯৭৮ খ্রীঃ মদিনাতুল জাহিরা নামে কর্ডোভার পূর্বপ্রান্তে জাকজমকপূর্ণ ও সুরক্ষিত এক নতুন নগরী গড়িয়া তোলেন। টাকশাল স্থানান্তরিত হয় হিশামের রাজপ্রাসাদ হইতে মদিনাতুল জাহিরাতে। রাষ্ট্রদূতদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ও রাজ সভাসদদের অধিবেশনও সেখানে অনুষ্ঠিত হইত।

আল-মনসুরের রাজত্বকালে স্পেন উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করে। আন্তর্জাতিক শক্তিরূপে কর্ডোভা সারা খ্রীস্টান জগতে ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়। গ্যান্ডার

www.pathagar.com

শেইমের জার্মান সন্ন্যাসিনী হরৎসভিথা (মৃঃ ১০০২ খ্রীঃ) খ্রীস্টান ধর্মান্ধ জনৈক নিলাগিয়াসের সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বিতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে এই খ্রীস্টান ধর্মান্ধ নিহত হন। এই গ্রন্থে লেখক কর্ডোভার প্রশংসায় বলেন যে, পশ্চিম গোলার্ধে কর্ডোভা এক উজ্জ্বল নগরী, যুদ্ধে অপরাজেয়, সুমার্জিত সংস্কৃতির ধারক, স্পেনীয়রা যাহার উত্তরাধিকারী, মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ও সম্পদের জন্য বিখ্যাত।[১৬]

হাজীব আল-মনসুর স্পেনে আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করেন। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার উন্নতিকল্পে তিনি সাহায্য করেন। বিদেশ হইতে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতব্যক্তি তাঁহার রাজধানীতে আগমন করেন এবং মনসুর স্বয়ং তাহাদের আলোচনায় শরিক হইতেন ও তাহাদিগকে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। অভিযান পরিচালনার সময় দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবিগণ তাঁহার সহিত গমন করিতেন। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, ক্যাটালোনিয়া অভিযানকালে একচল্লিশ জন সুশিক্ষিত কবি ও ঐতিহাসিক তাঁহার সহিত ছিলেন। বাগদাদের সুপ্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট কবি আবুল আলা সাঈদ বিন আল হাসান ছিলেন তাহাদের অন্যতম। তিনি ভাষাতত্ত্বের সমালোচনা ও টীকা, পৌরাণিক কাহিনী, কবিতা এবং প্রবাদবাক্য প্রভৃতি বিষয়ে আরবী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্যোতির্বিদ্যা ও অংকশাস্ত্রকে মনসুর জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। তিনি ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষাদান করিতেন আবুল কাসিম মাসলামাহ আল মাজরিতি (মৃত্যু ঃ ১০০৪-৭)। খাওয়ারাজিমের[১৭] জিজের তিনি সংস্কার ও সংশোধন করেন। উস্তুরলাব (এস্ট্রোল্যাব-astrolab) এবং খাওয়ারাজিমের ট্যাবলের (নকশা) সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন ও বাণিজ্যিক অঙ্ক সম্পর্কে পুস্তক রচনা করেন। তিনি পেটের রোগ ও জোলাপ (Omitive ও Laxative) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সার ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মনসুরের প্রাসাদের চিকিৎসকদের খ্যাতি সারা ইউরোপ ও এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার রাজত্বকালে স্লাভরাও রাজ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় অংশ গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে ফাতিন, হাবিব ও ইবনে জলজল পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে মনসুর দ্বিতীয় হাকামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল বাগ্‌দাদের সাঈদ কর্তৃক বিরচিত 'আলফুসুস'। মনসুরের নিকট হইতে এই গ্রন্থের পারিতোষিক হিসাবে তিনি ১০০০ দিনার গ্রহণ করেন। অপর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন হাসান ইবনে আবি আবদুল্লাহ। আবুল ওয়ালিদ ইবনে মামার নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ (Paleaographist) কে পাণ্ডুলিপি মিলাইবার জন্য (Collate) মনসুর ও তাহার উত্তরাধিকারীদের লাইব্রেরিতে সংরক্ষণের জন্য নিয়োগ করেন। আমীরের

www.pathagar.com

পারিবারিক ইতিহাস রচনার দায়িত্ব তাহার উপর অর্পণ করেন। হুসাইন ইবনে আসিম ১১শত শতাব্দীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আবি আমীর সম্পর্কে 'কিতাবুল মাসিরিল আমীরিয়া' নামে একখানা ইতিহাস রচনা করেন। হাজীব আল-মনসুর আলেমদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া দর্শন সম্পর্কে লিখিত আলহাকামের লাইব্রেরির অসংখ্য গ্রন্থ জ্বালাইয়া দেন। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা টলেডোর সাঈদ কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে।

ধর্ম শাস্ত্রের পণ্ডিতদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে আল-মনসুর তাঁহার শাসনের প্রথম দিকে মুক্তচিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন কিন্তু শেষের দিকে তাহাদিগকে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। মনসুর দার্শনিক মতবাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কাসিম বিন মুহাম্মদ যাম্বুসির মৃত্যুদণ্ড রহিত করেন। তিনি ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন। খ্রীস্টান ও মুসলমানদের বিবাহে তিনি উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং নিজে নাভাররের রাজা তৃতীয় সাঞ্চোর কন্যাকে বিবাহ করিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁহার সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য খ্রীস্টান হওয়ায় তিনি রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করেন।

এই মহান শাসকের প্রতিভার ছাপ তাঁহার ছোট বড় সমস্ত কাজ-কর্মে প্রতিফলিত হয়। তিনি সাধারণত তাঁহার পরামর্শ পরিষদের মতামত জানিতে চাহিতেন। কিন্তু নির্বিচারে উহা গ্রহণ করিতেন না। তিনি যে পন্থায় ক্ষমতায় আসেন উহা সমর্থনযোগ্য নহে বটে। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই ক্ষমতা লাভের পর তিনি ইহা সততা ও সফলতার সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। মনসুর ছিলেন উদারচেতা, দানশীল ও সুবিচারক। তিনি গরীব ও দুঃখীদের জন্য মুক্ত হস্তে দান করিতেন এবং অত্যাচারীকে ভর্ৎসনা ও কঠোর হস্তে দমন করিতেন। সাধারণ প্রজার প্রতি অবিচার ও জনৈক ব্যবসায়ীর সহিত দুর্ব্যবহারের জন্য বর্মধারী বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ মেজর ডেমোকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। সুবিচার করিতে ব্যর্থ বিচারকদের অপসারণ ও প্রশাসনিক দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মচারীকে তিনি বিতাড়িত করেন। সুবিচারের প্রতি তাঁহার একনিষ্ঠতা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। মনসুর নিজে জনগণের সেবা ও ত্রাণমূলক কার্যে অংশ গ্রহণ করিতেন। মনসুরের রাজকীয় খাদ্য গুদামে ৩৭৪হিঃ/৮৮৪-৫ খ্রীঃ ২,০০,০০০ মুদ্দস গম মওজুদ ছিল যাহার জন্য তিনি গর্ব অনুভব করিতেন। ৩৭৮ হিঃ/৯৮৮-৯ খ্রীস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে জনগণকে রিলিফ হিসাবে প্রদান করিয়া উক্ত খাদ্য গুদাম শূন্য করিয়া ফেলেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কর্তব্য কর্মের প্রতি একনিষ্ঠ, বন্ধুত্বে বিশ্বাসী ও ঘৃণাবিদ্বেষে অনাগ্রহী। রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে তিনি পথ প্রদর্শক ও সৈনিক হিসাবে তিনি ছিলেন তাঁহার যুগের অদ্বিতীয়। তিনি ক্ষমতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেন। ক্ষমতার এই পর্যায়ে পৌঁছিতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, আবু মুসলিম খোরাসানী ও খালিদ বারমাকীর ন্যায় ব্যক্তিগণ সমর্থ হন নাই। ইহার কারণ হয়তো

www.pathagar.com

তাঁহারা যে সমস্ত খলিফা ও শাসকের অধীনে কার্য সম্পাদন করিতেন তাহারা ছিলেন যোগ্য ও শক্তিশালী শাসক। রাজার পুত্র রাজা হইবে, রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আল-মনসুর রাজপুত্র হিসাবে জন্ম গ্রহণ না করিলেও স্পেনের বহু মুসলিম রাজা হইতে অধিক যোগ্য শাসক ও কূটনীতিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন।

তথ্য নির্দেশ

১। ডজি, পৃঃ ৪৬৭. স্কট, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬৭।

২। ডজি, *ঐ* পৃঃ ৪৬৭।

৩। হাসিব আল-মনসুরের বংশধরেরা হিশামকে বন্দী করিয়া তাঁহার নামে রাজ্য শাসন করেন।

৪। মাক্কারী, (গায়ানগোস) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮।

৫। আল-মনসুর ছিলেন আব্দুল মালেকের অষ্টম অধঃস্তন বংশধর।

৬। ১০ম শতাব্দীতে ২০ দিনারে একটি পরিবার মণ্ডলে ১ বৎসর ভদ্রোচিতভাবে চলিতে পারিত। ৯৬০ খৃঃ এক পাউন্ড গমের মূল্য ছিল ২·৪ দিরহাম (হোল, আন্দালুস, পৃঃ ৭১; আল-ভুরি, পৃঃ ২৪৬)। এই সময়ে মণ্ডল-এর চেয়ে স্পেনে খাওয়া-পড়ার জিনিস সস্তা ছিল, (Von Kramar, ইবনে হাওকল, পৃঃ ১১৪)।

৭। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৪৬১।

৮। ধ্বংসের এই বিভীষিকাময় চিত্র টলেডোর সাঈদ কর্তৃক আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। লেভি প্রভেঙ্কাল, *ল্যা সিভিলাইজেশন*, পৃঃ ৮৮।

৯। *লা ইস্পানা*, পৃঃ ১৩৭-৩৮।

১০। *হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস*, পৃঃ ৫৩২।

১১। *লা ইস্পানা*, পৃঃ ১৪৭-৪৮।

১২। গায়ানগোস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮।

১৩। আ'মাল, পৃঃ ১১৯।

১৪। ম্যাককেব, *মুরিশ স্পেন*, পৃঃ ৬৩।

১৫। গুরুনেবাউম, *মেডিয়াভ্যাল ইসলাম*, পৃঃ ৫৭।

১৬। মেনিস-ভ্যালিচরোসা, *হিস্ট্রোরিয়া ডি লা সায়েন্সিয়া ইস্পানোলা*, বার্সেলোনা, ১৯৪৯, পৃঃ ২৭-২৮।

১৭। প্যালেন্সিয়া, *লিটারেচার*, পৃঃ ২৮৯।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের পতন (১০০২-১০৩১)

আরব, বার্বার, খ্রীস্টান ও নও-মুসলিম প্রভৃতি জনসমষ্টিকে লইয়া গঠিত রাষ্ট্রকে শাসন করা খুবই কঠিন ছিল। দেশে কৃত্রিম সংহতি বিরাজ করায় খলিফা এই পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কর্ডোভা নগরীতে খলিফা অবিরত বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হন। খলিফা আবদুর রহমান ও হাজীব আল-মনসুর পুরাতন সুরক্ষিত নগরী কর্ডোভা হইতে নিরাপদ দূরত্বে জাহরা ও জাহিরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং দেহরক্ষী হিসাবে স্লাভদিগকে নিয়োগ করেন। স্লাভগণ রাজপ্রাসাদ ও হেরেম পাহারা দিত। বেতনভুক বিদেশী সৈন্যদের উপর নির্ভরশীলতা তৃতীয় আবদুর রহমান ও মনসুরকে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। কিন্তু ইহার ফলে আরব, বার্বার ও স্পেনীয়দের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। মনসুর বার্বারদের তুলনায় আরব ও স্পেনীয়দের প্রতি অধিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তাহারা বার্বারদিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত করিবার আশা অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছিল। বার্বার ও আরবদের গোত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশকে আরও মারাত্মক করিয়া তোলে।

প্রধান মন্ত্রী মুজাফফর ঃ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে মনসুর তাঁহার প্রজাকুলকে দমন রাখিতে সক্ষম হইলেও তাহাদের প্রকৃত আনুগত্য লাভে ব্যর্থ হন। ফলে তাঁহার পুত্রগণ অবিরত এই অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হন। মনসুরের মৃত্যুর পর প্রজাগণ দ্বিতীয় হিশামকে ক্ষমতায় বসাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বানু আমীরের বিরোধিতা করে। তৃতীয় আবদুর রহমানের অপর পৌত্র যুবরাজ হিশাম মনসুরের পুত্র আবদুল মালিককে হত্যার পরিকল্পনা করে কিন্তু ইহা ব্যর্থ হয় এবং যুবরাজ নিহত হন। বিদ্রোহ দমন করিয়া আবদুল মালিক যিনি চারি বৎসর পূর্বে উত্তর আফ্রিকার ভাইসরয় হিসেবে নিজেকে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়া তোলেন। তিনি ১০০২ খ্রীঃ পিতার স্থলে হাজীবের পদ গ্রহণ করেন এবং খলিফা দ্বিতীয় হিশাম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার সাত বৎসরের শাসন আমলে মুসলিম স্পেন সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য কলকারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। উত্তর আফ্রিকা হইতে নতুন সেনা সংগ্রহ করিয়া তিনি খলিফার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলেন এবং একাধিক অভিযান পরিচালনা করেন ৩৯৩ হিঃ/১০০৩ খ্রীঃ দেশের উত্তরে অবস্থিত ক্যাটালোনিয়ার বিরুদ্ধে ৩৯৫ হিঃ/১০০৫ খ্রীস্টাব্দে পাম্পলোনার বিরুদ্ধে এবং ৩৯৭ হিঃ/১০০৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যাস্টিলিয়ানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান। শেষ অভিযানের পর তিনি "আল মুজাফফর বিল্লাহ" উপাধি ধারণ করেন। দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত খ্রীস্টান

www.pathagar.com

রাজ্যগুলির সহিত মুসলমানদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বাবস্থা বহাল রাখেন। আবদুল মালিক আল মুজাফফরের জীবদ্দশায়ই আমীরী (বানু আমীর) পরিচালিত সরকার ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করিতে শুরু করে। তিনি সফলতার সহিত বিদ্রোহ দমন করেন এবং যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন দৃঢ়ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি নিজেকে একজন দক্ষ প্রশাসক এবং মহান সেনাপতি প্রমাণিত করেন।

ইতিমধ্যে মুসলিম স্পেনে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও শ্রেণী বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়া ওঠে এবং নতুন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যাহারা ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে এক নতুন মতবাদ প্রচার করে। আরবগণ ভিক্ষুকে পরিণত হয় কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সীমাহীন বিত্তের অধিকারী হইয়া ওঠে এবং বার্বার ও স্লাভগণ সামরিক ক্ষমতা লাভ করে। বার্বার স্লাভ ও স্পেনীয়গণ দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করিয়া তোলে। স্লাভ গার্ডগণ কর্ডোভাতে প্রাচীন রোমের প্রিটোরিয়ান ও মধ্য যুগের বাগদাদে তুর্কীদের ভূমিকা পালন করে। জনগণ আন্তরিকভাবে উমাইয়া খিলাফতের প্রতি অনুগত ছিল এবং সর্বান্তকরণে আল-মনসুরের আমীরিদ শাসনের অবসান কামনা করিত।

চতুর্থ আবদুর রহমান সাঞ্চোল ঃ মুজাফফরের মৃত্যুর পর আমীরী শাসনের অবক্ষয় শুরু হয়। তাঁহার ভ্রাতা আবদুর রহমানের ডাক নাম শানজুলের (Sanchuelo বা Sanchol (i.e.) little Sancho) প্ররোচনায় বিষ প্রয়োগের কারণে তিনি ৩৯৯ হিঃ/ মহরম মাসে/১০০৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যু বরণ করেন। আবদুর রহমান জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল করেন। তাঁহার হাজীবের পদ গ্রহণে দুর্বল খলিফা দ্বিতীয় হিশাম অনুমোদন করেন। এই সময় হইতে স্পেনের ইতিহাসে অরাজকতা বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। আবদুর রহমান ফুকাহাদের নিকট অপ্রিয় ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন মদাশক্ত ও ইসলামের পবিত্র আচার অনুষ্ঠান বিরোধী। পিতা ও ভ্রাতার গুণ হইতে তিনি ছিলেন বঞ্চিত; তিনি হিশামের নিকট হইতে উমাইয়া খেলাফতের ভাবী উত্তরাধিকারী রূপে অনুমোদন লাভ করিতে সক্ষম হন। খোতবায় তাহার নাম পাঠ করা হইত। ইহাতে কোরায়েশ ও অপরাপর আরবগণের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। কারণ খলিফার প্রতি তাহাদের আনুগত্য ছিল খুবই দৃঢ়। এই অসন্তুষ্টি আরও মারাত্মকরূপ ধারণ করে সৈনিকদিগকে শিরস্ত্রাণের পরিবর্তে ধর্মীয় নেতাদের পাগড়ি ব্যবহারে বাধ্য করিবার ফলে, এই সমস্ত কার্যকলাপ শেষ পর্যন্ত তাহার ও তাহার পরিবারের জন্য বিপদজনক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় মুহাম্মদ আল মাহদী ঃ চতুর্থ আবদুর রহমান ৯০০৯ খ্রীঃ ইবনে আসকালিজাকে কর্ডোভায় তাহার প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া লিওনের পঞ্চম আলফন্সোর বিরুদ্ধে আস্তুরিয়ার অভিযান পরিচালনা করেন। সেই সময় কর্ডোভাবাসী দ্বিতীয়

www.pathagar.com

হিশামকে জোরপূর্বক ক্ষমতা ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন এবং দ্বিতীয় মুহাম্মদ বিন হিশাম বিন আবদুল জব্বার বিন তৃতীয় আবদুর রহমানকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ৩৯৯হিঃ/১০০৮ খ্রীঃ সম্মানসূচক উপাধিসহ তাঁহাকে খলিফা ঘোষণা করা হয়। নতুন খলিফা আমীরী প্রাসাদ আল-মাদিনা তুল জাহিরাকে ধূলিস্মাৎ করিয়া দেয় এবং চার দিন ধরিয়া শহরটি লুণ্ঠিত হয়। বিশ লক্ষ দশ হাজার রৌপ্য খণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ খণ্ড গানিমত হিসাবে পাওয়া যায়। নিজের অবস্থা নিরাপদ নহে ভাবিয়া তিনি শান্তি স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন কিন্তু কর্ডোভাতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশ্বস্ত মিত্র কারিওন নিহত হন। এইভাবে আমীরী স্বৈরতন্ত্রের চির অবসান ঘটে।

খলিফা নির্বাচনে তিনটি উপজাতীয় দল কর্ডোভার পপুলাসে বার্বার ও স্লাভ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সময় হইতে উমাইয়া শাসনের পতন কাল (১০০৯-১০০৩১ খ্রীঃ) পর্যন্ত কর্ডোভা গৃহযুদ্ধের ফলে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়। বার্বারগণ উত্তর আফ্রিকা হইতে সংগৃহীত সানহাজাহ সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন যোগায়। রক্তপিপাসু মাহদী দ্বিতীয় হিশামকে আনয়ন করিয়া পুতুল হিসাবে সিংহাসনে বসান। বেতনভুক বিদেশী সৈন্যদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মাহদী স্লাভ ও বার্বারদের অধিক সংখ্যায় সমরবিভাগ হইতে অপসারণ করেন। অমিতাচারী ও লম্পট মাহদী ধর্ম বেত্তাগণেরও কোপানলে পতিত হন।

সুলায়মান ঃ মাহদী ছিলেন একজন দুশ্চরিত্র ব্যক্তি, সেইহেতু বার্বারগণ সুলায়মান বিন তৃতীয় আবদুর রহমানের পুত্র অপর হিশামকে স্পেনের খলিফা হিসাবে দাবী করেন। কিন্তু তাহাকে হত্যা করা হয় এবং তাহার সমর্থকগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হয়। বার্বারগণ অনতিবিলম্বে তাহাদের নেতা জাওবির পিছনে একতাবদ্ধ হয় এবং তাহাদের সহিত কর্ডোভার অসন্তুষ্ট জনগণ একত্রিত হইয়া দেশের ক্ষমতা হস্তগত করে এবং ১০১০ খ্রীস্টাব্দে অপর উমাইয়া যুবরাজ সুলায়মান বিন আল হাকাম বিন তৃতীয় আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি "আল মুস্তাইন বিল্লাহ" উপাধি গ্রহণ করেন। নতুন খলিফার নেতৃত্বাধীনে বার্বারগণ কালাতারাভা ও গোয়াদালাজারা এবং ক্যাস্টিলিয়ানদের সহযোগিতায় কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হন। আল মাহদী কান্তিচে পরাজিত হন এবং তাহাদের অগ্রাভিযানে বাধা প্রদান করিতে ব্যর্থ হন। সুলায়মান বিন মুস্তাইন বিল্লাহ সানহাজাহ নেতা জাওবী কর্তৃক রাজা হিসাবে রাজ প্রসাদে অভিষিক্ত হন। বার্বার এবং ক্যাস্টিলিয়ানগণ রাজধানীতে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নৃশংস অত্যাচার চালায়।

আল মাহদীর রাজধানী পুনরুদ্ধার ঃ মাহদী বার্সিলোনার কাউন্ট রাইমুন্ড উরগেলের (লেরিদার) এরমেনেগিল্ড এবং তোরতোসার শাসক ওয়াদিহর সহিত সন্ধি স্থাপন দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া সুলায়মান আল মুস্তাইন বিল্লাহকে ও তাঁহার বার্বার

১৩—

www.pathagar.com

সমর্থকদেরকে কর্ডোভার উত্তরে অবস্থিত আকাবা আল-বাকারের (Castillo del Bacar) সন্নিকটে আক্রমণ করেন। বিশেষ করিয়া যুদ্ধকৌশলের অজ্ঞতা বশতঃ সুলায়মান পরাজিত হন। আফ্রিকার অধিবাসী তাঁহার অগ্রগামী দেহরক্ষী দল প্রচণ্ড শক্তিতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে পশ্চাৎ অপসারণ করে। সুলায়মান তাহাদের পরিকল্পনা অনুধাবন করিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন এই ভাবিয়া যে তাহারা যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু বার্বারগণ প্রত্যাবর্তন করে কাটালানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ পরিচালনা করে। কাউন্ট এরমেনেগিল্ডসহ তাহাদের ষাট জন নেতা নিহত হন। কিন্তু বার্বারগণ যখন দেখিতে পায় তাহাদের নেতা সুলায়মান যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন তখন তাহারা নিরাশ হইয়া পশ্চাৎ অপসারণ করে। মাহদী এইভাবে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কর্ডোভা পুনর্দখল করেন। মাহদী ছিলেন একজন অক্ষম রাজা। তিনি রাজধানীতে পর্যন্ত শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হন। বার্বারগণ পুনরায় একত্রিত হইয়া স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ হঠাৎ আক্রমণ করে এবং কর্ডোভা ও দেশের বিভিন্ন অধিবাসীদের লাঞ্ছিত করে। এইভাবে দেশের জনগণ মাহদীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ওঠে।

অভিভাবকত্ব হইতে দ্বিতীয় হিশামের মুক্তি ঃ ওয়াদিহর নেতৃত্বে স্লাভগণ মাহদীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ও মাহদীকে হত্যা করে এবং খলিফা দ্বিতীয় হিশামকে তাহার হাজীবের অভিভাবকত্ব হইতে মুক্ত করে। ৪০০ হিঃ জুলহাস/১০১০ খ্রীঃ জুন মাসে দ্বিতীয় হিশাম দ্বিতীয় বারের মত খলিফা ঘোষিত হন।[১] হিশামের প্রথম কাজ ছিল তাহার প্রধান মন্ত্রী রূপে ওয়াদিহকে নিয়োগ ও বার্বারদের সহিত শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা। বার্বারগণ ওয়াদিহর সহিত একমত হইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং জনগণকে হত্যা করা ও লুণ্ঠন কার্য অব্যাহত রাখে। খাজাঞ্চীখানা শূন্য হইয়া যায়। সেনাবাহিনীর মাহিনার জন্য ওয়াদিহকে হাকামের লাইব্রেরির মূল্যবান গ্রন্থসমূহ বিক্রয় করিতে হয়।

দ্বিতীয় দফা সুলায়মান শাসক নিযুক্ত ঃ ১০১২ খ্রীঃ বার্বারগণ কর্ডোভা লুণ্ঠন করে এবং কর্ডোভাবাসীদিগকে দ্বিতীয় বারের মত সুলায়মানকে খলিফা হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। স্লাভগণ বার্বারদের অনুসরণ করিয়া কর্ডোভায় প্রবেশ করে এবং ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হয়। এমন কি তাহারা পৃথিবী বিখ্যাত পণ্ডিতগণকেও হত্যা করিতে দ্বিধা করে না। উমাইয়া শাসনের স্বর্ণ যুগে এই সব পণ্ডিত ব্যক্তি বিদেশীদিগকে স্পেনে আকর্ষণ করিত। তাহারা দ্বিতীয় হিশামের কর্মকাণ্ডে নিরাশ হয়। হিশাম এশিয়ায় পলাইয়া যায় এবং অজ্ঞাত জীবনযাপন করে অথবা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আহত হইবার পর মৃত্যুবরণ করে। তাহার জীবন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উমাইয়া শাসনের শেষ গৌরবের পরিসমাপ্তি ঘটে। ২৩শে শাওয়াল ৪০৩ হিঃ/৯ই মে ১০১৩ খ্রীঃ কর্ডোভার

www.pathagar.com

কাজি ইবনে জাকওয়ান কর্ডোভার অধিবাসীদের পক্ষে বিনা শর্তে বার্বারদের নিকট শহর সমর্পণ করেন। সুলায়মান তাঁহার দ্বিতীয় দফার শাসনকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে নতুন মুদ্রার প্রচলন করেন। সুলায়মান আল মুস্তাইন তাহার শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে এলভিরাতে আন হাজাকে, জায়েনে বানু বিরজাল ও বানু ইফরানকে এবং হামদুবিদ ভ্রাতৃদ্বয় আলী ও কাসিমকে যথাক্রমে সিউটা এবং তাঞ্জিয়ারের শাসনভার অর্পণ করে।

আলী বিন হাম্মুদ ঃ সুলায়মান বার্বারদিগকে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেন। কর্ডোভাবাসিরা তাঁহার শাসনে অতিষ্ঠ হইয়া সিউটাতে গভর্নর আলী বিন হাম্মুদকে আহবান করে সিংহাসন দখল করিবার উদ্দেশ্যে। আলী বিন হাম্মুদ ৪০৫ হিঃ/১০১৫ খ্রীঃ সুলায়মানকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিহত হন এবং রাষ্ট্রের অবস্থা আরও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর অল্প দিন পর কাসিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন খুবই দুর্বল প্রকৃতির ফলে অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে ব্যর্থ হন। ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যে তাহাকে ১০১৮ খ্রীঃ কর্ডোভা হইতে বিতাড়িত করা হয়।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আবদুর রহমান ঃ এই বিশৃঙ্খলার সময়ে কর্ডোভা সর্বপ্রকার বর্বরতা ও অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয় এবং দেশের প্রত্যন্ত সীমায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াইয়া পড়ে। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকের উদ্ভব ঘটে। ইহাদের মধ্যে মুলুক আল তাওয়াইফের (Sp. Reyes de Taifas)[২] নাম উল্লেখযোগ্য। ৩রা এপ্রিল ১০১৮ খ্রীঃ ১০ই জিলহজ্জ/ ৪০৮ হিঃ আলমিবার শাসক খায়রান, সারাগোসার গভর্নর মুনজির এবং কর্ডোভা নগরীর সুধীবৃন্দ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল মালিক বিন তৃতীয় আবদুর রহমানকে খলিফা নির্বাচিত করেন। তিনি "আল মুর্তজা" উপাধি ধারণ করেন। গ্রানাডার শাসক জাবি বিন জিরির সহিত যুদ্ধ চলাকালে তাহার সমর্থকগণ বিশ্বাস ঘাতকতা করে এবং তিনি নিহত হন। কাসিম বিন হাম্মুদ কর্ডোভা অধিকার করেন কিন্তু পরে বিতাড়িত হন।

তৃতীয় আবদুর রহমানের পৌত্র চতুর্থ আবদুর রহমানকে খলিফা হিসাবে নির্বাচন করা হয় ৪১৪ হিঃ/ ১০২৩ খ্রীস্টাব্দে। তিনি "আল মুস্তাজহির" উপাধি গ্রহণ করেন এবং আলী বিন হাজমকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করেন। আলী ইবনে হাজম ছাড়াও তিনি আবদুল ওয়াহাব ইবনে হাজম (আলীর পিতৃব্য পুত্র) ও আবু আমীর ইবনে শুহাইদের ন্যায় উপদেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাহারা যোগ্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে তাহাদের অনীহা ও বিরূপ মনভাব গোড়া মুসলমানগণকে মর্মাহত করে।

পঞ্চম আবদুর রহমানকে বিরোধীতা করার দরুন বহু প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোককে কারাবরণ করিতে হয়। গৃহযুদ্ধের ফলে শহরের জনজীবন ও অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

অবস্থার চরম ক্ষতি সাধিত হয়। অগণিত লোক বেকার হইয়া পড়ে। তাহারা সমাজের অবশিষ্ট ঔজ্জ্বল্যকে ধ্বংস করিতে উদ্যত ছিল। তাহাদের নেতা মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন উবায়েদ আল্লাহ ছিলেন আল নাসিরের জনৈক পৌত্র। তিনি তাহাদিগকে শহরের ধ্বংস সাধন ও লুণ্ঠন করিবার জন্য উত্তেজিত করেন। প্রাচীন সম্ভ্রান্ত লোকেরা পপুলেছদের সহিত যোগদান করেন। ১০২৩ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে বার্বারদের একটি ব্যাটেলিয়ান কর্ডোভায় প্রবেশ করে। সৈন্যের বিশেষ প্রয়োজন থাকায় পঞ্চম আবদুর রহমান তাহাদিগকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়া নেন। রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী যাহারা বার্বারদের ঘৃণা করিত তাহারা বিদ্রোহীদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। শহরের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ও উজিরগণ খলিফাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তাঁহারা বার্বারদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া যেখানে পায় সেখানেই হত্যা করেন। পঞ্চম আবদুর রহমান ১০২৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি নিহত হন।[৩]

তৃতীয় মুহাম্মদ আল-মুস্তাকফী ঃ তৃতীয় মুহাম্মদ সিংহাসন অধিকার করিয়া “আল মুস্তাকফী” উপাধি গ্রহণ করেন। যখন তিনি জনৈক তাঁতীকে তাহার প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করেন ও ইবনে হাজমকে গ্রেফতার করেন তখন জনগণ হিংস্র হইয়া ওঠে। তাঁহারা ১০২৫ খ্রীঃ মালাগার নেতা হাম্মুদী ইয়াহিয়াকে আমন্ত্রণ করেন। জনতা তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে হত্যা করেন এবং তৃতীয় মুহাম্মদ নারীর ছদ্মবেশে কোন অখ্যাত গ্রামে আত্মগোপন করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার এক অফিসারের দ্বারা তিনি নিহত হন।

মালাগার ইয়াহিয়া ঃ ইয়াহিয়া কর্ডোভায় আগমন করিতে ছয় মাস বিলম্ব করেন। এই অন্তর্বর্তীকালে এক উপদেষ্টা পরিষদ কর্ডোভার শাসন পরিচালনা করে। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর ইয়াহিয়া ও শান্তি স্থাপনে জনগণকে সন্তুষ্ট করিতে ব্যর্থ হন। কর্ডোভাবাসীরা হাম্মুদী ও আফ্রিকাবাসীদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ওঠে। তাহাদের উপর শাসন কার্য পরিচালনার জন্য আলমেরিয়া ও দেনিয়া হইতে যথাক্রমে দুইজন স্লাভনেতা খায়রান ও মুজাহিদকে আহ্বান করেন। তাহারাও অপদার্থ বলিয়া প্রমাণিত হন এবং উভয়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং একের পর এক দুইজনই কর্ডোভা ত্যাগ করেন।

তৃতীয় হিশাম আল-মুতাদ ঃ জাওহারের পুত্র আবুল হাজমের নেতৃত্বে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন উমাইয়া রাজবংশের কাহাকেও সিংহাসনে বসাইতে। অতঃপর মুহাম্মদের (মৃঃ ৯৭৫ খ্রীঃ) পুত্র, পঞ্চম আবদুর রহমানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিশামকে ১০২৭ খ্রীঃ জুন মাসে আমন্ত্রণ জানানো হয়। হিশাম ১০২৯ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে আলপুয়েন্তে হইতে কর্ডোভা আগমন করেন। তাহার ভ্রাতার হত্যার পর তিনি সেখানে পলাইয়া যান। আরামপ্রিয় ও অস্থিরচিত্ত হিশাম তাঁহার পরামর্শদাতা ও অভিজাত শ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে ব্যর্থ হন। তাহারা হিশামের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। তদুপরি হিশাম জনৈক অযোগ্য ও অপদার্থ হাকামকে তাঁহার হাজীব

www.pathagar.com

নিযুক্ত করেন যিনি তাহার প্রভুকে লাম্পট্য ও অমিতাচারে উৎসাহিত করেন, ফলে কোষাগার শূন্য হইয়া যায় ও সৈনিকদের বেতন বকেয়া পড়ে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর উপর কর ধার্য করিয়া এবং রাজপ্রাসাদের আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পান রাষ্ট্রের খরচ বহনের জন্য তাহা যথেষ্ট ছিল না। তিনি বিভিন্ন পন্থায় অর্থ আদায়ের চেষ্টা করেন। ধর্মনেতাদিগকে তিনি অতি সহজে ব্যবহার করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তোলেন। তিনি অভিজাত শ্রেণীর বিদ্রোহী নেতা ইবনে জাওহারকেও দমন করিতে ব্যর্থ হন। তিনি তাহাকে পরিষদের কার্যালয় হইতেও বহিষ্কার করিতে ব্যর্থ হন। সমস্ত স্পেনবাসী সরকারের স্থিতিহীনতায় খেলাফতের অবসানের জন্য আগ্রহী হইয়া ওঠে। তৃতীয় হিশামের স্থলে অপর কাহাকেও খলিফার আসনে বসাইবার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ চিন্তা ভাবনা করিতে আরম্ভ করে। তৃতীয় হিশামের আত্মীয় জনৈক উমাইয়ার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। ১০৩১ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ষড়যন্ত্রকারীগণ প্রধান মন্ত্রী হাকামকে হত্যা করে এবং উপদেষ্টা পরিষদের প্রেসিডেন্ট ইবনে জাওহারের পক্ষে হিশামকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। তৃতীয় হিশামকে কারারুদ্ধ করা হয়। সেখান হইতে তিনি মেরিদাতে পলায়ন করেন ও ১০৩৬ খ্রীঃ মৃত্যু বরণ করেন। দেশ হইতে উমাইয়াদেরকে উৎখাত করা হয়। ইবনে জাওহারের নেতৃত্বে পৌরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসন কর্ডোভার শহরতলী এবং শহরের বাহিরের জনগণ মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ঃ এগারো শত খ্রীস্টাব্দে স্পেনের উমাইয়া সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায় এবং প্রত্যেক প্রদেশ স্বাধীনতা দাবী করে। আরব, স্পেনীয় স্লাভ অথবা বার্বার নেতাদের নেতৃত্বে মুলুকুল তাওয়াইয়া নামে বহু সংখ্যক ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০৩১ খ্রীস্টাব্দে সীমান্তবর্তী তিনটি প্রদেশ ব্যতীত আল আন্দালুসের তেরোটি শহর কমবেশি স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

প্রাচ্যে উমাইয়া রাজবংশের পতনের পর স্পেনে উহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা মধ্যযুগের আরবের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উমাইয়া রাজবংশ সর্বপ্রথম মুসলিম বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্পেনে প্রকৃত রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। যোগ্য ও সাহসী শাসকদের শাসনাধীনে মুসলিম স্পেন আব্বাসী ও ফাতেমী আক্রমণকে প্রতিহত করে। তাঁহারা ফ্রাঙ্ক এবং দেশের উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে সফলতার সহিত যুদ্ধ করেন। শান্তিয়াগো ডি কম্পোস্টিলা অধিকার করিয়া খ্রীস্টানদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত করার ফলে তাহারা ভীষণভাবে অবমাননা বোধ করে। স্পেনের প্রথম খলিফা যখন উমাইয়া রাজবংশের পতাকা বোবাস্ট্রো ও টলেডোতে উড্ডয়ন করেন সেই সময় হইতে স্পেনে উমাইয়াদের শাসন সুদৃঢ় হয়। মধ্যযুগীয় বার্বারদের রাজনৈতিক সংবিধান আলোচনাকালে ই. এফ. গান্টিয়ার (E. F. Gantier) বর্ণনা করেন যে,

www.pathagar.com

উমাইয়া রাষ্ট্র ভূঁইফোর রাষ্ট্র ছিল না। যাহা রাত্রিতে জন্মলাভ করিয়া ভোরবেলা বিলুপ্ত হয়।[৪] কিন্তু ইহা পরিপূর্ণরূপ পরিগ্রহ করিতে মাত্র পঁচিশ বৎসর সময় লাগে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যে সমস্ত কারণে রাজ্যের স্থিতিশীলতা ও সংহতি বিনষ্ট হয় তাহা অবোধগম্য নহে।

অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ ঃ দ্বিতীয় হিশাম ও আবদুর রহমান সাঞ্চোলের দুর্বলতা আমীর ও পরবর্তী উমাইয়া রাজ প্রতিনিধিদের অত্যাচার ও স্বৈরাচার, জনসাধারণের ব্যাপারে বার্বার ও স্লাভদের হস্তক্ষেপ, কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা, নব মুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষ ও সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন প্রভৃতি উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের কারণ।[৫] সেনাবাহিনীর নৈতিক অধঃপতন এবং অভিজাত শ্রেণীর বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গিও উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

প্রায় প্রত্যেক শাসকই তাহার নিজের কল্যাণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। শাসিতের কল্যাণের প্রতি অধিকাংশ ছিলেন উদাসীন। কোন স্বেচ্ছাচারী শাসক কেবলমাত্র শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই জনগণের আনুগত্য আদায় করিয়া থাকে। আমীর অথবা খলিফারদের শাসনকালে সাধারণত রাষ্ট্রে অনৈক্য দেখা দেয়। প্রাচ্যের ন্যায় ইসলামী সংস্কৃতি স্পেনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না সত্য তথাপিও তৃতীয় আবদুর রহমান হাজীব আল-মনসুরের ন্যায় অত্যাচারী এবং স্বৈরাচারী শাসকও ইসলামী ধর্মবেত্তাগণকে অবজ্ঞা করিতে সাহস করেন না। পরবর্তীকালের উমাইয়া শাসকগণ ক্রমবর্ধমান হারে পার্থিব সুখ শান্তি ও বিলাস ব্যাসনে লিপ্ত হন। তাহারা ধর্মনেতা ও বিচারকদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে শুরু করেন। পূর্ববর্তী শাসকগণ তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাহারা উমাইয়া নেতৃত্বের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা প্রকৃতই পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ ও ক্ষমতাকে তাহাদের মধ্যে একত্রিত করিতে চাহিয়াছিলেন। শাসকদের অনীহার ফলে তাঁহারা তাহাদের মঞ্চ হইতে রাজাদের বিরুদ্ধে খোতবা প্রদান করিতে শুরু করেন এবং এইরূপে জনগণের মধ্যে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় হাকামের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় হিশাম ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক। ফলে মনসুর রাষ্ট্রের উপর তাহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। ইহাতে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে পুনরায় অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়। ফলে পুরাতন শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। মনসুর তাহার জীবিতকালে তাহার বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য ও শক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করেন।

মনসুরের ন্যায় বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা না থাকায় তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ উমাইয়া সিংহাসনের অবশিষ্ট সময়ে মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিতে ব্যর্থ হন। তাঁহাদের গৃহীত কার্যক্রম জনগণ ও সৈনিকগণকে অভ্যন্তরীণ গোলযোগে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ প্রদান করে।

www.pathagar.com

খেলাফতের সব চাইতে বড় দুর্বলতা ছিল রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন ধর্মের লোকদের উপস্থিতি। দুর্বল শাসকদের আমলে বিশেষ করিয়া উমাইয়া শাসনের শেষ চব্বিশ বৎসরে দশজন অপদার্থ শাসক বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ক্ষমতার সমতা বিধানে ব্যর্থ হন। রাজ্য পরিচালন ভার খলিফার আওতার বাহিরে চলিয়া যায় এবং বিভিন্ন দল নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পুনঃপুনঃ পুরাতন এই গৃহবিবাদ সংঘটিত হওয়ায় ও স্বাধীন ইমারত প্রতিষ্ঠা আবদুল্লাহর সময়ে গৃহ যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। এই বিদ্রোহকে দমন করিবার জন্য প্রথম আবদুর রহমান ও তৃতীয় আবদুর রহমানের ন্যায় কোন শক্তিশালী ব্যক্তি তখন ছিল না। জাতিগত পার্থক্য ও শত্রুতা বার্বার ও নব মুসলিমদের সহানুভূতি লাভ করে। তাহারা আরবদের পরম শত্রুতে পরিণত হয় এবং গোত্রগত পার্থক্য দেশের মধ্যে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। আমীর আলী বলেন, "প্রাচীন আরব সমাজ তাহার নৈতিকতাবোধ ও দোষত্রুটিসহ অবলুপ্ত হয়।"[৬] জাতীয় ঐক্য তৃতীয় আবদুর রহমান ও মহান হাজীব ইবনে আবি আমীর মুহাম্মদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্বল শাসকদের সময়ে তাহা অন্তর্হিত হয়।

ইবনে আবি আমীর রাজ্যকে সুসংহত করিবার প্রচেষ্টায় এবং অন্যদের প্রতি বিশ্বাসের দরুন প্রশাসনের সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে নিজে দেখাশোনা করিতেন। এই অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের ফলে সরকারি কর্মচারীবৃন্দ ও দূরবর্তী জেলাসমূহের শাসকগণ বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। তাহারা মনে করে যে তাহারা তাহাদের দায়িত্ব পালনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। মন্ত্রীগণ ক্ষমতাহীন হইয়া হাজীবের আদেশ নীরবে পালন করিতেন। তাহারা তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে সংহতি বিরোধী কার্যকলাপে উৎসাহিত করে।

মুজারাবগণ তাহাদের গীর্জাকে, পৌরহিত্যকে এবং তাহাদের উপদেষ্টা পরিষদের অধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখেন। তাহাদের উৎসব ও পর্বাদি খ্রীস্টান ও মুসলমানগণ পালন করিতেন। মুজারাবদের অনেকেই আরবদের প্রথাসমূহ অবলম্বন করা সত্ত্বেও মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিল না। তাহারা সর্বদা দেশের উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টান অনুপ্রবেশকারীদিগকে সাহায্য করিত এবং দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করিত। মুজারাবদের বিশ্বাসঘাতকতা ও শত্রুতার এইরূপ উদাহরণ বিরল ছিলনা। আরবদের গোত্রীয় কোন্দল ও বিদ্বেষ সাধারণ স্পেনীয়দের মধ্যে তাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করে। ইসলামের আদর্শে সঠিকভাবে শিক্ষিত না হওয়ায় এবং আরব ও বার্বারদের মধ্যে সহজাত ঘৃণা ও বিদ্বেষের ফলে নব মুসলিমগণ উমাইয়া সিংহাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং তাহাদের প্রতিবেশি খ্রীস্টানদের প্ররোচনায় মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী কার্যে লিপ্ত হয়। ইবনে মারওয়ান ও উমর বিন হাফসুন ছিলেন ইহার প্রকৃষ্ট ও

www.pathagar.com

জ্বলন্ত প্রমাণ। বার্বারগণ বলেন যে, তাহাদিগকে বিজিত হিসাবে বিবেচনা করা চলিবে না। তাহারা আরবদের সমান অধিকার দাবী করে এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাহাতে তাহাদের দাবী আদায় করা সহজ হয়। তদুপরি আরবগণ নিজেরা ঐক্যবদ্ধ ছিলনা। রাজদরবারে স্লাভদের প্রাধান্যের ফলে আরবগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে ও খলিফাদের বিরুদ্ধে যাহারা স্লাভদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়া ওঠে। তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে খন্দক যুদ্ধের দুঃখজনক পরিণতি ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই যুদ্ধের সময় আরব নেতাগণ যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে নাজদা ত্যাগ করেন ফলে মহাবিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

মুসলমান অভিজাতদের শ্রেণীবিভাগ ছিল—স্বাধীন, মুক্ত ও স্লাভ। তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে বার্বার ও আরব অভিজাত শ্রেণীর ধ্বংস স্তূপের উপর বণিক, শিল্পপতি ও সৈনিকদের এক নতুন অভিজাত শ্রেণী জন্ম লাভ করে। আরব ও বার্বার জমিদারগণ গ্রামে বসবাস করিয়া বিরাট জমিদারী লাভ করে, অন্য দিকে শহরসমূহ নব মুসলিম ও মুজারাবদের হস্তে ন্যস্ত হয় শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য, গুরুতর পরিণতি সত্ত্বেও উমাইয়াগণ দেশের মধ্যে সামন্ত প্রথার প্রবর্তন করেন। অভিজাত সম্প্রদায় ও আরব রাজকুমারদের মধ্যে সম্পদ ও সম্পত্তি বিতরণ করেন। তাহারা ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করেন। ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সময় সময় অভিজাত শ্রেণীর কতিপয় ব্যক্তিও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পতাকা উত্তোলন করে। নব মুসলিম, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ যাহারা দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিতেন তাহাদের বৈষয়িক উন্নতি চরমে পৌঁছে কিন্তু কার্যকর কেন্দ্রীয় সরকার বলিতে তেমন কিছু ছিল না।[৭]

সম্পদের প্রাচুর্য ও নতুন সামাজিক ব্যবস্থা শ্রেণীসংঘর্ষ সৃষ্টি করে। ভৃত্য ও প্রভু অভিজাত শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। রাজধানীর সামাজিক অবস্থা এমন ছিল যে ক্ষুদ্র দুর্ঘটনা ধনী দরিদ্রের মধ্যে বিরাট উত্তেজনার জন্ম দিত। হাজার হাজার শ্রমিক বিদ্রোহ ও দাঙ্গাহাঙ্গামায় অংশ গ্রহণ করিত। ইহাতে বাড়ি ঘর পর্যন্ত লুণ্ঠিত হইত।[৮]

জনগণের বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি বিত্তবানদের মধ্যে একে অপরকে ঠকাইয়া নিজের ভাগ্য উন্নয়নের প্রচেষ্টা তীব্রতর করিয়া তোলে। আত্মস্বার্থের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিত খলিফা ও উচ্চবিত্তদের মধ্যেকার সম্পর্ক। আমীরী শাসকগণের অনুসৃত নীতিকে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সমর্থন করিত না। সামাজিক কাঠামোতে এমন কোন আদর্শ ছিল না যাহার মাধ্যমে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্যের স্পৃহা জাগান সম্ভব ছিল। দশম শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে আন্দালুসিয়াতে ধর্মহীনতার মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে।

www.pathagar.com

দশম শব্দীর মধ্যভাগ হইতে শ্রেণীমিশ্রণের ফলে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায়। স্লাভদিগকে সামরিক ও বেসামরিক চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়। হাজীব আল-মনসুর কর্তৃক আনীত বার্বারগণ পূর্ব হইতে বসবাসকারী বার্বার ও নিগ্রোদের হইতে দৃষ্টি ভঙ্গিতে ভিন্নতর ছিল। একাদশ শতাব্দীতে একই প্রকৃতির সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও শ্রেণী মিশ্রণ বিরল হইয়া ওঠে। অধিকাংশ স্লাভগণ পরিশেষে স্বাধীন হইয়া যায় এবং শহরে বসতি স্থাপন করে এবং নাগরিক জীবনে উল্লেখযোগ্য শক্তি হিসাবে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠা করে।

আব্বাসী ও ফাতেমী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উমাইয়াগণ প্রাচ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপের স্লাভ অধ্যুষিত দেশসমূহ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে হয়। রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড সৈনিকদিগকে সাধারণত বার্বার ও খ্রীস্টানদের মধ্য হইতে সংগ্রহ করা হইত। মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে তাহারা যুদ্ধ করিত শুধু টাকার জন্য, রাষ্ট্র ও জাতীয় কল্যাণের জন্য নয়। উমাইয়া শাসনের শেষ প্রান্তে দুর্বল শাসন ও ভঙ্গুর অর্থনীতির যুগে এই সৈনিকগণ রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির সহিত যোগদানে দ্বিধা করিত না। উমাইয়া ও খ্রীস্টানদের লুণ্ঠন কার্যের দরুন স্পেনের খ্রীস্টান ও মূরজাতির মধ্যে সম্পূর্ণ এক মুক্ত ও স্বাধীন ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়। মানুষ ও অর্থের অভাবে এবং যাযাবর জাতীয় যুদ্ধনীতির ফলে যুদ্ধ কখনও সঠিকভাবে সমাপ্ত হয় না। অভিজাত সম্প্রদায় ও খলিফার নিকট-আত্মীয়গণ রাষ্ট্রবিরোধী হইয়া ওঠে এবং বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। তাহারা দেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের জন্য দেশের উত্তরাংশের খ্রীস্টান নেতাদিগকে আহ্বান জানায়। বহু গভর্নর ও সেনাপতিগণ এই বিশৃংখলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজেদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। কেহ কেহ যেমন—সিউটার গভর্নর আলী ইবনে হাম্মুদ ও মালাগার গভর্নর ইয়াহিয়া অল্পদিনের জন্য কর্ডোভার সিংহাসন দখল করে।

বানু আমীরকে সাধারণ জনগণ ও বিশেষ করিয়া ধর্মনেতাগণ পছন্দ করিতেন না। আবু আমীরের বংশধরগণ যদি খলিফা দ্বিতীয় হিশাম ও তাহার উত্তরাধিকারীদের নামে শাসনে সন্তুষ্ট থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের স্বৈরাচারী শাসন হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হইত। কিন্তু তাহারা সিংহাসন লাভের আশা পোষণ করিত। আবদুর রহমান সাঞ্চোল কর্তৃক সিংহাসন অধিকার, জনগণের মধ্যে বানু আমীরের বংশের প্রতি এতই ঘৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি করে যে উমাইয়াদের সহিত তাহারা শেষ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলে। ফলে বার্বার ও স্লাভগণ জনসাধারণকে বংশীয় এবং জাতীয় ভিত্তিক বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিবার কার্যে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। সেনাবাহিনীর চরিত্র ও শৃংখলার উপর ইহার বিরাট প্রভাব পড়ে। এইরূপে তাহারা রাজরক্তের অধিকারী ও সমগ্র উমাইয়া বংশকে তাহাদের শত্রুতে পরিণত করে। তাহারা ফুকাহা ও সাধারণ জনগণের সহিত যোগদান করেন।

www.pathagar.com

মুজাফফরের মৃত্যুর পর বানু আমীরের পতন ঘটে এবং সেই সঙ্গে সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়ে।

বাহ্যিক কারণসমূহ ঃ উমাইয়া সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার পিছনে স্পেনের ভৌগলিক অবস্থান বিশেষ ভাবে দায়ী। ভৌগলিক অবস্থানের দরুনই দেশের উত্তরাংশে খ্রীস্টান রাজ্যের জন্ম হয়। এমন কি শক্তিশালী মুসলিম শাসকগণও এই বিপদকে অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হন এবং আস্তুরিয়ান ও ক্যাস্টিলিয়ানদের শক্তি বৃদ্ধি অনুমোদন করেন। মুসলমান কর্তৃক ফ্রান্স আক্রমণে খ্রীস্টান ইউরোপ জাগিয়া ওঠে এবং প্রতিক্রিয়া হিসাবে পীরেনীজ অতিক্রম করিয়া উহার দক্ষিণে গথিক মার্চ প্রতিষ্ঠা করে। স্পেনের উত্তরাংশের খ্রীস্টান শাসিত অঞ্চলের এমন কি মুসলিম এলাকার খ্রীস্টানদিগকে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে অনুপ্রাণিত করে। টলেডো ও সারাগোসার বিরামহীন বিদ্রোহ ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। উমাইয়াদিগকে অভ্যন্তরীণ গোলযোগে তাহারা ব্যাপৃত রাখিয়াছিল যাহাতে উমাইয়ারা তাহাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিতে পারে। তাহাদের নিজেদের নিরাপত্তা ও সংহতির জন্য কোন কোন মুসলিম শাসক আকস্মিক আক্রমণ পরিচালনা করিয়া খ্রীস্টানদের দুর্গ ও প্রাসাদসমূহ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান ও শীতকালে বরফ পতনের জন্য এবং দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিবাদের ফলে খ্রীস্টানগণ মুসলমানদের হস্তে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হয় না।

দেশের দক্ষিণাংশে বসবাসকারী আফ্রিকার বার্বারগণ যাহারা প্রথম দিকে অবহেলিত ছিল তাহারা স্পেনে উমাইয়া শাসনের অবসানের জন্য ইন্ধন যোগাইতে ছিল। উত্তর আফ্রিকার তরফ হইতে এই বিপদ আরও মারাত্মক ছিল।

স্পেনের শাসকগণ বহুল পরিমাণে বার্বারদিগকে তাহাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়া ভুল করে। অবশেষে তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধাচারণ করে ও তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করে। স্বৈরাচার বিশৃঙ্খলার যুগে স্পেনে বহু সংখ্যক বার্বার অনুপ্রবেশ করে।

আব্বাসী ও ফাতেমীদের সহিত উমাইয়াদের সম্পর্ক বিছিন্ন হওয়ায় প্রাচ্য হইতে সেনা সংগ্রহতেই শুধু তাহারা বঞ্চিত হয় না প্রয়োজনের সময় সামরিক সাহায্য লাভেও ব্যর্থ হয়। আব্বাসী ও ফাতেমীদের প্রতিরোধ করিবার জন্য তাহারা বাইজান্টাইন ও জার্মানদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। প্রয়োজনের সময় এই বন্ধুত্ব অকেজো বলিয়া প্রমাণিত হয়। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যর্থতাও তাহাদের ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

আন্দালুসিয়ার খলিফা এমনই দুর্দশাগ্রস্ত ও নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হয় যে মাহদী কাটালানগণের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সুলায়মান ক্যাস্টাল ও লিওনের খ্রীস্টানদের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। এইরূপে মুসলমানগণ গ্যালেসিয়ান ও খ্রীস্টানদিগকে মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাস্ত করিবার জন্য

www.pathagar.com

আহবান করেন। লিওন ও ক্যাস্টিলিয়ান প্রধানদের দাবী ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে তৃতীয় আবদুর রহমান ও মহামতি হাজীব আল-মনসুর খ্রীস্টান নেতাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে দেশের উত্তরাংশে যে সমস্ত শহর ও দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল তাহা সমর্পণ করিতে হয়।

ছিন্নমূল খ্রীস্টানদিগকে চাকুরী দেওয়ায় দেশের সমস্ত জনগণ কর্ডোভার শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। অগণিত সমৃদ্ধশালী গ্রাম জনশূন্য ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। দেশের উত্তরাংশের শক্তিশালী ঘাটির পতন ঘটে এবং দেশের পূর্ব পশ্চিমের গভর্নর নিজদিগকে স্বাধীন বলিয়া দাবী করে। এইরূপে স্পেনের বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্য ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া যায়। যাহা পুনরায় আর কখনও একত্রিত হয় নাই।

তথ্য নির্দেশ

১। এন্টনিও প্রিটো ওয়াই ভাইভস, *নস রিইয়েচ ডি তাইফাস*, মাদ্রিদ, ১৯২৬, পৃঃ ১৪।
২। এন্টনিও প্রিটো ওয়াই ভাইভস্, *ঐ*, পৃঃ ১৫-১৬।
৩। *ঐ*, পৃঃ ১৬।
৪। এমিলিও গার্সিয়া গমেজ, *হিস্ট্রোরিয়া ডি ইস্পানা*, ৪র্থ খণ্ড, মাদ্রিদ, ১৯৫০, পৃঃ ৪৮৭, টীকা-৩৬।
৫। *ঐ*, পৃঃ ৪৫৬।
৬। আমীর আলী, *হিস্ট্রি অব দি স্যারাসিনস*, লন্ডন, ১৯৫১, পৃঃ ৩২৫।
৭। আমীর আলী, *ঐ*, পৃঃ ৫২৫।
৮। ডজি, পৃঃ ৫৩৫; আমীর আলী, পৃঃ ৫২৫-২৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

স্পেনের উত্তরাঞ্চলে খ্রীস্টান রাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয়

মুসলিম কর্তৃক স্পেন বিজিত হওয়ার পর খ্রীস্টানদের কতিপয় দল দেশের উত্তরাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানকার পর্বত্য এলাকায় তাহারা নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বার বার পরাজিত হইয়াও সেখানে টিকিয়া থাকে এবং শক্তি সঞ্চয় করে। মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে তাহাদিগকে জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা কঠিন ছিল। প্রত্যেক নেতা তাহার নিজের দুর্গে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিত। তখনও তাহাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উদয় হয় নাই।

কতিপয় অভিজাত ব্যক্তি, বিশপ ও রডারিকের পলাতক সৈন্যরা আস্তুরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে (ইউরোপের পর্বত চূড়া) সমবেত হয় এবং পিলাইওর (Pelayo) অন্তর্গত কানগাস ডে অনিসের পল্লীতে এক উপজাতীয় পরিষদের অনুষ্ঠানে রডারিকের দেহরক্ষী ও দেশের দক্ষিণাংশ হইতে পলাতক পিলাওর নামে জনৈক আস্তুরিয়ানকে রডারিকের স্থলাভিষিক্ত নেতা নির্বাচিত করে। পিলাইও এই সমস্ত বিশৃঙ্খল ভক্তদিগকে নেতৃত্ব দান করিয়া লেফটেনান্ট গভর্নর আল কামাহর নেতৃত্বাধীনে মুসলিম সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে ৭১৮ খ্রীঃ কোভাডোঙ্গা উপত্যকায়। তাহাকে এই বিজয়ের জন্য অস্বাভাবিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। পিলাইও তাহার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে (১৫ বর্গমাইল) পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত করেন সেই সময়, যখন ফ্রাঙ্কিশ সম্রাট চার্লস মার্টেল ও তাহার উত্তরাধিকারী কর্তৃক ফ্রান্সে মুসলিম স্থিতি অবস্থান টলটলায়মান হইয়া ওঠে। মুসলিমগণ নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের কম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বে-বিসকাইয়ান উপসাগরের বাঁকে অবস্থিত বাস্কেয় মালভূমি (heart land) অধিকারে রাখিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সেনা নিয়োগ করিতে অপারগ হন। ফলে উত্তর-পশ্চিমের শেষ প্রান্ত হইতে মুসলমানদের পিছনে হটিয়া আসিতে হয়। এই সুযোগে পিলাইও তাহার রাজ্যের সীমা বাড়াইতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তাহার উত্তরাধিকারীগণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী খ্রীস্টান নেতাগণ তাহাদের সীমান্ত ডুরোর দক্ষিণে এবং কায়িম বারা, কোরিয়া, তালাভেরা, টলেডো ও গোয়াদালাজারার উত্তরে অবস্থিত এলাকায় তাহাদের রাজ্য সম্প্রসারণ করেন। যদিও তাহারা একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সক্রিয় আক্রমণ চালাইতে পারে নাই। আবদুল্লাহর শাসন আমলে মুসলমানদের দুর্দিনে পর্যন্ত গোয়াদাররামার পর্বতসমূহ হইতে সীমান্ত বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। অর্থাৎ ডুরোর সন্নিকটে সীমান্তকে পূর্বাবস্থায় রাখিতে ব্যর্থ হয়। মুসলমানের খেলাফতের চরম উন্নতির যুগে হাজীব আল-মনসুর উক্ত অঞ্চলের কতিপয় জায়গা ব্যতীত খ্রীস্টান স্পেনের সমস্ত এলাকা পদানত করেন।

www.pathagar.com

৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে পিলাইও মৃত্যবরণ করেন। আস্তুরিয়ানদের একশত বৎসরের শাসন আমলে তাহারা মাত্র দুইজন উপযুক্ত শাসক আলফন্সো প্রথম (৭৩৯-৭৫৭) ও দ্বিতীয় আলফন্সো (৭৯১-৮৪২) সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। কান্টাব্রিয়ার কাউন্ট অথবা স্বাধীন গভর্নরের পুত্র প্রথম আলফন্সো পিলাইওর কন্যা এমিসিন্দাকে বিবাহ করেন এবং দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে একত্রিত করিয়া আস্তুরিয়া নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। উমাইয়া গভর্নরদের শাসন আমলে ৭৪০-৪১ খ্রীঃ যখন বার্বারগণ উৎপাত সৃষ্টি করে আরব অবস্থান ডুরো উপত্যকা হাতছাড়া হইয়া যায় এবং নতুন রাষ্ট্র আস্তুরিয়া বিস্তৃতি লাভ করিতে শুরু করে। প্রথম আলফন্সো উত্তরাঞ্চলের পর্বতের অপর পার্শ্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের সুদূর দক্ষিণে সিগোভিয়া ও আভিলা এলাকার ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু পূর্বে আস্তুরিয়া ও কান্টাব্রিয়া এবং পশ্চিমে গ্যালেসিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা অধিকারে রাখিতে ব্যর্থ হয়। আলফন্সোর শাসন আসলে খ্রীস্টান রাজ্য মুসলিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাহার অভিযান কালে প্রথম আলফন্সো হাজার হাজার মুজারাবকে তাহার সীমান্ত পূর্ব স্থানে ফিরাইয়া আনেন। মুসলমান কর্তৃক পরিত্যক্ত আইবেরিয়ান উপদ্বীপের এক চতুর্থাংশ এলাকার কিছু অংশে সেনা চলাচলের জন্য মার্চ (মূল ঘাঁটি) নির্মাণ করেন। যেহেতু আস্তুরিয়ান সাম্রাজ্য মুসলিম মার্চ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল এবং প্রথম হিশাম ও প্রথম হাকাম অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমনে ব্যস্ত ছিলেন। এই অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ লইয়া দ্বিতীয় আলফন্সো পশ্চিমে লিসবন আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় আলফন্সো এবং তাহার চাচা প্রথম বার্মুডো মুসলিম কমান্ডার আব্দুল করিমের বিরুদ্ধে গ্যালেসিয়া ও আস্তুরিয়ায় সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করেন। প্রথম দিকে অসুবিধাজনক অবস্থার সম্মুখীন হইলেও শেষ অবধি ৭৯২ খ্রীস্টাব্দে কর্ডোভান সেনাবাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করেন। আস্তুরিয়ান শাসক ফ্রাঙ্কিশ সম্রাট চার্লেমান ও তাহার পুত্র আকিটেনের রাজা লুইসের সহিত দক্ষিণের উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ হন। বিদেশী শক্তির সহিত এই সখ্যতায় খ্রীস্টান নেতাগণ সন্তুষ্ট হইলেন না। ইহার মধ্যে তাহারা নিজেদের ধ্বংসের পূর্বাভাস লক্ষ্য করিল, কারণ শক্তিশালী রাজতন্ত্র কখনও অভিজাত সম্প্রদায়কে সহ্য করিতে পারেনা। আস্তুরিয়ার উপজাতিগণ এবং গ্যালেসিয়া দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর ভিজিগথিক জীবন ব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। এবং কান্টাব্রিয়গণ বিরোধিতা অব্যাহত রাখে। অপরদিকে বাস্কগণ তাহাদের আদিম স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবরোর উচ্চ উপত্যকা সারাগোসা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আস্তুরিয়ান, কান্টাব্রিয়ান এবং বাস্কগণ কান্টাব্রিয়ান পর্বতমালার সংকীর্ণ গিরিসংকটের মধ্য দিয়া মুসলীম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এবরোর উচ্চ উপত্যকায় নিজদিগকে পুনর্বাসিত করেন। যেহেতু এলাকাটি খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ও খ্রীস্টান সর্দারদের

www.pathagar.com

আধীন ছিল তাহারা ইহাকে পুরাতন পদ্ধতির দুর্গের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা করিত। এই এলাকায় উহারা ক্যাস্টাইল নামে পরিচিত ছিল। ৮০০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বারের মত তাহাদের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। এই সমস্ত অভিযান ও পুনর্বাসনের কার্য দ্বিতীয় আলফন্সো এবং অপরাপর আস্তুরিয়ান শাসকদের আদেশে পরিচালিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই স্থানীয় সর্দারদের দ্বারা এই সমস্ত অভিযান পরিচালিত হইত এবং বিজয় লাভের পর শাসকদের আনুষ্ঠানিক অনুমতি লাভ করিত।[১]

দ্বিতীয় আলফন্সো তাহার সাম্রাজ্যকে পুনর্গঠিত করেন এবং রাজধানীকে ওভিয়েডোতে (ovetao) স্থানান্তরিত করেন। এইরূপে গথিক সাম্রাজ্য সুসংগঠিত হয় এবং ওভিয়েডো সমৃদ্ধশালী হইয়া ওঠে। প্রাসাদ, চার্চ এবং সুন্দর ব্যাসিলিকা এবং মুসলমানদের প্রথা অনুকরণে জনগণের জন্য নির্মিত হয় গোসলখানা। দ্বিতীয় আলফন্সোর রাজত্বকাল ৮১০-৮৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তর-পূর্ব গ্যালেসিয়ায় মহামতি সন্ন্যাসী জেমসের মৃতদেহ ও সমাধি ক্ষেত্র আবিষ্কারের ফলে তিনি খ্রীস্টান জগতে বিশেষ ভাবে পরিচিতি লাভ করেন। ইহা তীর্থস্থানে পরিণত হয়। ইহা স্পেনের অভ্যন্তরে বৈদেশিক প্রভাব ও অনুপ্রবেশকে সাহায্য করে। সেখানে সান্টিয়াগো ডে কম্পোস্টিলা নামে একটি পল্লীর জন্ম হয়। যাহা ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক ও শিল্পসমৃদ্ধ নগরীতে রূপান্তরিত হয় এবং পবিত্রতায় রোমের প্রতিপক্ষ হিসাবে পরিগণিত হয়।

পরবর্তী দুই শতাব্দী অর্থাৎ কর্ডোভার উমাইয়াদের পতনকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ওভিয়েডো ও লিওন খ্রীস্টান শাসকদের দ্বারা সামান্যতম উন্নতি সাধিত হয়। ইতিমধ্যে দশম শতব্দীর প্রথম পাদে লিওনকে রাজধানী করিয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অপর একটি খ্রীস্টান রাজ্যের গোড়াপত্তন হয়।

এই বৎসরগুলিতে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর উত্তর দিক হইতে বাস্ক ও দক্ষিণ দিক হইত উমাইয়া সেনাবাহিনীর চাপ সৃষ্টি হয়। ইতিহাস খ্যাত তাহাদের নেতা ইনিগো আরিস্টার হস্তে রন্সেসভেলেসের গিরিপথে ফ্রাঙ্কিশ সৈনিকদের পরাজয়ের কয়েক বৎসর পর ৮০০ খ্রীস্টাব্দে পাম্পলোনাতে স্থায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তাহারা উমাইয়া ও ফ্রাঙ্কদের কবল হইতে কমবেশী অসংবদ্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করে। নাভাররের এই নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন সাঞ্চোগর্সিয়া (৯০৫-৯২৫ খ্রীঃ) ফ্রাঙ্কিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নাভাররে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

ফ্রাঙ্ক ও মুসলমানদের শত্রুতার সুযোগ লইয়া আরাগোনের অধিবাসীগণ তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করে এবং সেই সময়েই জাকাতে তথাকথিত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। অরিওলাস অথবা অরিওল আরাগোনে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে আস্তুরিয়ান সাম্রাজ্য ও স্পেনিশ মার্চের মধ্যবর্তী স্থলে নাভাররে, ক্যাস্টাইল ও আরাগোন নামে তিনটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এবং ফ্রাঙ্ক ও নাভারেদের মধ্যে বাফার রাষ্ট্র হিসাবে

www.pathagar.com

আরাগোন অবস্থান করে। দশম শতাব্দীর শেষ পাদে উত্তর আরাগোনাতে খ্রীস্টান নেতাদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধে ও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নাভারেগণ উহা অধিকার করিয়া নেয়।

পীরেনীজ পর্যন্ত বিস্তৃত বার্সিলোনা অঞ্চল মুসা অধিকার করেন কিন্তু পরবর্তীকালে দক্ষিণ স্পেনে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় এবং কিছুটা ফ্রাঙ্কের চাপে পড়িয়া মুসলমানগণ সেপ্টিমানিয়া হইতে পশ্চাত অপসারণ করে এবং উত্তর-পূর্ব স্পেনে তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করে। ফলে ফ্রাঙ্ক শাসকগণ রাজনৈতিক অধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাহাদের রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন এবং ৭৮৫-৮১১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ক্যাটালোন অঞ্চল দখল করিয়া ৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে তাহাদের নেতৃত্বে এক আধা স্বাধীন কাউন্টরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাকে গথিক মার্চ (স্পেনিশ মার্চ) বলে। ফ্রাঙ্কিশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্যটি পীরেনীজ হইতে এবরো ও পাম্পলোনা হইতে বার্সিলোনা পর্যন্ত ছিল। এবং ৮০১ খ্রীস্টাব্দে ফ্রাঙ্কগণ কর্তৃক অধিকৃত এই রাজ্যটির প্রথম লর্ড ছিল জনৈক সম্ভ্রান্ত ফ্রাঙ্কিশ। স্পেনের মুসলিম এলাকা হইতে লাঞ্ছিত খ্রীস্টানগণ এখানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত। এবং স্পেনের মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায় অভিযান ও ফ্রাঙ্ককে প্রতিরক্ষা করিবার জন্য সেনাদের ফাড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হইত। প্রথম হিশাম ও প্রথম হাকামের রাজত্বকালে ফ্রাঙ্ক ও উমাইয়াদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৮১৬ খ্রীস্টাব্দে কর্ডোভা ও আইক্সলা চাপেল্লের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে উমাইয়া আমীর প্রথম হাকাম বার্সিলোনা অঞ্চলে ফ্রাঙ্কের স্থায়ী অধিকার স্বীকার করিয়া নেন। এই ক্ষুদ্র রাজ্য কয়েকটি কাউন্টশীপে বিভক্ত হয় যথা—পিলার্স, সোবরার্বে ও রিবাগোরজা প্রত্যেকটি অঞ্চলই একে অপরের হইতে স্বাধীন ছিল কিন্তু ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্যের সাথে শিথিল বন্ধন ছিল। ফ্রাঙ্কিশ সাম্রাজ্য মাত্র আশি বৎসর তাহাদিগকে অধিকারে রাখিতে সমর্থ হয়। এই সমস্ত কাউন্টগণ আধিপত্য বিস্তারের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ফলে বার্সিলোনার কাউন্ট উইফ্রেডো ক্ষমতা দখল করিয়া ৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ক্যাটালান কাউন্টগণও উত্তর অঞ্চলের খ্রীস্টান সর্দারদের ন্যায় মুসলিম স্পেনের দুর্দিনে উহাকে আক্রমণ করিয়া নিজ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে।

নবম শতাব্দীর ক্ষমতার লড়াই কেবল মাত্র দুইটি ধর্মের মধ্যকার লড়াই ছিলনা। আন্দালুসিয়ায় এই সময় পর্যন্ত ইসলামকে একমাত্র ঐক্যবিষয়ক শক্তি হিসাবে গণ্য করা হয় নাই। উমাইয়াগণ এই নীতি অনুসরণ করিলেও তাহাতে তেমন সুফল পাওয়া যায় নাই। কোন কোন লেখকের মতে, এই অবস্থার মূলে ছিল ফ্রাঙ্কিশ সামন্ত ব্যবস্থার প্রভাব। যাহার দরুন কৃষকগণ জমিদারদের সহিত ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ধর্মীয় গোড়ামী এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করিত যদিও স্পেনে তখন অবধি ইউরোপীয় সামন্ত প্রথা চালু হয় নাই।[২]

www.pathagar.com

দুর্বল আমীর প্রথম মুহাম্মদ ও আবদুল্লার শাসন আমলে উত্তরের খ্রীস্টান সর্দার ও কাউন্টগণ তুলনামূলক ভাবে সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তার করিতে পারে নাই। কারণ তাহারা শুধু তাহাদের শত্রু মুসলমানদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না বরঞ্চ ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে আত্মকলহে লিপ্ত হয়। আস্তুরিয়ান ও গ্যালেসিয়ানদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ ছিল। এবং গ্যালেসিয়ান অভিজাত সম্প্রদায় লিওনিজ সম্রাটের সহিত সর্বদা যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। খ্রীস্টানদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে একজন সর্দার অথবা রাজা তাহার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অপরের সহিত যোগদান করিত এবং কেহ কেহ কর্ডোভা হইতে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিত। ফলে তাহাদের নতুন বিজিত এলাকার কিছু অংশ দিতে হইত। এমনকি তাহাদের দখল পর্যন্ত বিক্রি করিয়া দিত।

ইতিমধ্যে আস্তুরিয়ান রাজাদেরকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তাহারা ভিজিগথদের উত্তরাধিকারী। এইরূপে তাহারা ভিজিগথিক রাজধানী টলেডো পুনরুদ্ধারের জন্য উচ্চ আশা পোষণ করিতে শুরু করে। তৃতীয় আলফন্সো (৮৬৬-৯১০ খ্রীঃ) জিমেনা নামে জনৈকা বয়স্ক মহিলাকে বিবাহ করেন। তিনি মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তাহার আস্তুর-লিওন সাম্রাজ্যকে সাধারণ জমিদারী ধরনের রাজ্যে রূপান্তরিত করেন। কথিত আছে তিনি কম্পোস্টিলার সেন্ট জেমসের আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এ স্বর্গীয় শক্তি তাহার সহিত থাকিত। কিন্তু অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং শুধু জামোরা শহরকে লইয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। তাহার পুত্রগণ তাহাদের বাস্ক মাতা জিমেনার সহিত যোগদান করিয়া তৃতীয় আলফন্সোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। প্রকৃতপক্ষে আলফন্সোর সাম্রাজ্য লিওন গ্যালেসিয়া ও আস্তুরিয়া রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া যায়। তাহার প্রথম পুত্র গার্সিয়া লিওন, দ্বিতীয় পুত্র অর্ডোনো গ্যালেসিয়া এবং তৃতীয় পুত্র ফ্রুয়েলা আস্তুরিয়াস লাভ করেন।

তৃতীয় আবদুর রহমান যখন ৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রায় একলক্ষ সৈন্যসহ লিওনে অভিযান পরিচালনা করেন সেই সময় লিওন ও আস্তুরিয়ার শাসক দ্বিতীয় রামিরো (৯৩২-৯৫০খ্রীঃ) কর্তৃক উত্তর দিকে অগ্রসরকালে বাধা প্রাপ্ত হন। রাজকীয় বাহিনী আধুনিক ভাল্লাডোলিদের দক্ষিণে অবস্থিত সিমানকাসে কয়েকদিনের যুদ্ধের পর পলায়ন করিতে বাধ্য হয় এবং পলায়ন কালে রামিরো কর্তৃক খননকৃত পরিখায় পতিত হইয়া তাহাদের অনেকে প্রাণ হারায়। খ্রীস্টানদিগকে সালামানকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় পুনর্বাসিত করেন এবং ক্যাস্টালিয়ানদের দমনে আত্মোনিয়োগ করেন।[৩] তাহার মৃত্যুর পর ৯৫০ খ্রীঃ তৃতীয় আবদুর রহমান উত্তরাঞ্চলে তাহার প্রভাব বৃদ্ধি করেন। গ্যালেসিয়া ব্যতীত সমস্ত খ্রীস্টান সাম্রাজ্য পদানত হয়। তিনি আশ্রিত রাজ্য হিসাবে তাহাদের উপর শাসন পরিচালনা করেন। অভ্যন্তরীণ দিক হইতে তাহারা স্বাধীনতা ভোগ করিত এবং

www.pathagar.com

বাৎসরিক কর প্রদান করিত। কিন্তু বাহ্যিক দিক হইতে তাহারা ১১শ শতাব্দীতে উমাইয়া শাসনের পতনকাল পর্যন্ত উমাইয়া খলিফার অধীনে ছিল।

আক্রমণ প্রতিআক্রমণ চলাকালে খ্রীস্টানগণ সীমান্ত বরাবর তাহাদের প্রতিরক্ষার জন্য বহু দুর্গ নির্মাণ করে। বুরগোসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগণ লিওনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। লিওনের শাসক তৃতীয় আলফন্সো ক্যাস্টাইলকে বহু কাউন্টে বিভক্ত করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। কাউন্টগণ রাজার ইচ্ছানুযায়ী নিযুক্ত ও অপসারিত হইত। তাহারা দ্বিতীয় রামিরো (৯৩০-৯৫০) শাসনকালে কাউন্ট ফারনান গঞ্জালেজের নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে সফলকাম হয়।

এই সাম্রাজ্য ও এলাকাকে ক্যাস্টাইল বলা হইত। কারণ লিওন ও অভিয়েডোর রাজাগণ এবং খ্রীস্টান সর্দার মার্চের অধিনায়কগণ কর্তৃক এই এলাকার বহু খ্রীস্টান দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। সীমান্তরক্ষা এবং খ্রীস্টান সর্দার ও মঠের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত সন্ন্যাসীগণ দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত দুর্গ নির্মাণ করেন। স্থুলদেহী সাঞ্চো ৯৫৫ খ্রীঃ লিওনের রাজা নিযুক্ত হন। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক অপসারিত হন। তৃতীয় আবদুর রহমান ও নাভাররের খ্রীস্টান রাজার নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া তিনি হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তিনি উমাইয়া খলিফার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হন যে কিছু দুর্গ অপসারণ করিবেন এবং কিছু কিছু শহর খলিফার নিকট সমর্পণ করিবেন। কিন্তু তিনি তৃতীয় আবদুর রহমানের পুত্র ও পরবর্তী শাসকদের শাসনকালে চাপ প্রয়োগের পূর্বে অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে অস্বীকার করেন।

সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও ষড়যন্ত্র এবং খ্রীস্টান অধ্যুসিত এলাকায় গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে এবং কিছু সংখ্যক খ্রীস্টান রাজা ও নেতা উমাইয়া খলিফা হাজীব আল-মনসুরের সহিত যোগদান করিয়া একে অপরের বিরদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

১০০২ খ্রীস্টাব্দে মনসুরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবদুল মালিক আল মুজাফফর (১০০২-১০০৮) অল্পদিনের জন্য উমাইয়া শাসনের সুষমা রক্ষা করেন। মুজাফফরের পরবর্তীকালে কোন শক্তিশালী রাজা কিম্বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না যিনি মুসলিম সাম্রাজ্যকে শাসন করিতে পারিতেন। সুতরাং উমাইয়া সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হইতে শুরু করে। রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ দেশের সংহতি বিরোধী ছিল। লিওনের পঞ্চম আলফন্সো (৯৯৪-১০২৭ খ্রীঃ) ও তাহার চাচা নাভাররের শাসক মহান সাঞ্চো (৯৭০-১০৬৫) উত্তর স্পেনের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে দক্ষিণ দিকে তাহাদের সীমান্তকে সম্প্রসারিত করিতে শুরু করেন। লিওনীজগণ পর্তুগাল অঞ্চলে ডুরো অতিক্রম করে এবং ক্যাস্টিলিয়ানগণ তাহাদের স্বার্থের অনুকূলে মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বী

www.pathagar.com

দলগুলির সহিত সাহায্যচুক্তি সম্পাদন করে। পঞ্চম আলফন্সোর মৃত্যুর পর দ্রুত সাঞ্চো নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং লিওন অধিকার করেন। আরাগণ, নাভাররের, স্পেনের বাস্ক প্রদেশ ও ফ্রান্স পর্যন্ত তাহার অধিপত্য ঘটে। ক্যাটালোনিয়া ও গ্যালেসিয়া হইতে ফ্রাঙ্কিশ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর স্পেনে তিনি এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দক্ষিণে অবস্থিত টলটলায়মান মুসলিম সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করিতে পরিতেন কিন্তু খ্রীস্টানদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধের অভাব থাকায় ইহা সম্ভাব হয় না, এমন কি স্পেন সাম্রাজ্যের ধারণা পর্যন্ত সাঞ্চোর মনে উদয় হয় নাই। তিনি গতানুগতিক রাজার ন্যায় তাহার রাজ্যকে নাভাররে, ক্যাস্টাইল ও আরাগোন তিন ভাগে ভাগ করেন এবং ১০৩৫ খ্রীস্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর পুত্রগণ উত্তরাধিকার সূত্রে এইগুলি পায়। মুসলমান-স্পেনের দুর্বলতা না থাকিলে খ্রীস্টানগণ একত্রিত হইবার সুযোগ পাইত না।[8] এই সময়কে খেলাফতের পতনকাল (১০৩১ খ্রীঃ হইতে ১২৪৮ খ্রীস্টাব্দের সেভিলে অধিকার পর্যন্ত) ধরা যাইতে পারে। আন্ত বিবাহ এবং পরিবারের অন্যান্য নীতির মাধ্যমে খ্রীস্টান সাম্রাজ্যকে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করেন। খেলাফত পতনের ছয় বৎসর পর ক্যাস্টিলের প্রথম ফার্ডিনান্ড লিওন ও ক্যাস্টাইল রাজ্যকে একত্রিত করেন। ১২শ শতাব্দীতে বার্সিলোনা আরাগণ রাজ্যের সহিত একত্রিত হয়। এইরূপে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্বদিকে আরাগণ, মধ্যভাগে ক্যাস্টাইল, পশ্চিমদিকে পর্তুগালে লিওনের অধিকর্তা চতুর্থ আলফন্সো। প্রথমদিকে তাহার পরাজিত প্রতিপক্ষের নিকট হইতে শুধু কর আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল কিন্তু ১০৮৫ খ্রীঃ তিনি টলেডো অধিকার করেন। ইহা আন্দালুসীয়ার অবশিষ্টাংশে আক্রমণ পরিচালনার ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং জাল্লাকার যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই যুদ্ধের ফলে খ্রীস্টানগণ পরাজিত হয় এবং মুসলিম-স্পেন হইতে উত্তর আফ্রিকার আলমুরাভিদ ও আলমোহেদ হস্তগত হয়। গৃহযুদ্ধের দরুন খ্রীস্টান অধ্যুসিত এলাকার শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়না। ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরাগণের প্রথম জেমস এবং ক্যাস্টিলের দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ডের সম্মিলিত বাহিনী জয়লাভের পর মুসলিম সাম্রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করিতে শুরু করে। ১২২৩ খ্রীঃ আলমোহেদ খলিফার মৃত্যুর পর আন্দালুসে রিকনকুইসটা প্রতিরোধে সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১২৩০ খ্রীঃ নবম আলফন্সোর মৃত্যুর পর তাহার সাম্রাজ্য তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের নের্তৃত্বে ক্যাস্টিলের সহিত যোগদান করে। তৃতীয় ফার্ডিনান্ড বিশেষ ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করেন। ১২৩১ খ্রীঃ হইতে তিনি বহু অভিযান পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আন্দালুসের প্রাণকেন্দ্র কর্ডোভা ১২৩৬ খ্রীঃ ও সেভিলে ১২৪৮ খ্রীঃ জয় করেন। ১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগে স্পেনের অধিকাংশ অঞ্চল খ্রীস্টানদের অধিকারে চলিয়া যায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু গ্রানাডা যাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় উপনীত হয়। পরিশেষে ১৪৬৯ খ্রীঃ আরাগোনের ফার্ডিনান্ড ও ক্যাস্টিলের

www.pathagar.com

ইসাবেলা বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গ্রানাডা অধিকারের জন্য যুগ্ম প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে ১৪৯২ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে গ্রানাডার পতন ঘটে। পিলাইও কর্তৃক সূচিত রিকনকুইসটা আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

তথ্য নির্দেশ

১। এস. এম. ইমামউদ্দিন, *সাম মুরিশ ট্রাডিশন ইন স্পেনিশ লাইফ,* JASP এপ্রিল, ১৯৬৭ পৃঃ ১১৬-১৭।

২। ওয়াট ডব্লিউ. এম, *এ হিস্ট্রি অব ইসলামিক স্পেন,* এডিনবার্গ, ১৯৬৫, পৃঃ ৩৪।

৩। এমিরিকো কাস্ট্রো, *দি স্ট্রাকচার অব স্পেনিশ হিস্ট্রি,* পৃঃ ১৩০-৭০; ওয়াট ডব্লিউ. এম, *ইসলামিক স্পেন,* ১৯৬৫, পৃঃ ৩৮।

৪। *দ্যা এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৫।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

প্রথম পর্যায় ঃ ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ

স্পেনীয় ক্ষুদ্র শাসকগণ (১০১০-১০৯১)

একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হাজীবের হস্ত হইতে ক্ষমতা চলিয়া যায়। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই প্রশাসন ক্ষেত্রে উমাইয়া শাসকদের কোন কর্তৃত্ব ছিলো না। প্রদেশগুলি কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে শুরু করে। রাজনৈতিক গুরুত্ব কেন্দ্র হইতে প্রদেশগুলিতে স্থানান্তরিত হয়। দৃশ্যপট হইতে আরব রাজতন্ত্র অপসারিত হয়। দেশের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার সুযোগ লইয়া আরব বার্বার ও স্লাভ নেতাগণ তাহাদের নিজস্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উমাইয়া সাম্রাজ্য বিচ্ছন্ন হইবার পর সাময়িক ভাবে বহু রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাকে আলেকজান্ডারের পরবর্তীকালের উত্তরাধিকারীদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র রাজ্যকে বাগদাদের রেইস ডে তাইফাস (মুলুকুল তাওয়াইফ) বলিয়া অভিহিত করা হইত। ১০০৯ খ্রীঃ আল আন্দালুসের ঐক্য বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করে। তখন কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা হারায় এবং গভর্নরগণ ও অন্যান্য আঞ্চলিক নেতৃবর্গ তাহাদের নিজের হস্তে ক্ষমতা গ্রহণ করে। মার্চসমূহের গভর্নরদের হস্তে সীমাহীন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে সেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জোরদার হইতে পারে না। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ মার্চের রাজধানী যথাক্রমে বাদাজোজ, টলেডো ও সারাগোসায় ছিল। অবশিষ্ট মুসলিম ভূখণ্ড ক্ষুদ্র ত্রিশটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। উহার মধ্যে কতিপয় রাজ্যের অস্তিত্ব অল্পদিনে বিলুপ্ত হয়। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বও উহার সম্প্রসারণের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দরুন বিলুপ্ত হয়। এই সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল খুবই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ।

বেশ কয়েক বৎসর তাহারা তাহাদের মূল্যবান স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। কিন্তু জনগণ নিরাপত্তাহীন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হতাশ হইয়া ওঠে এবং অতীতকে স্মরণ করিয়া অনুশোচনা প্রকাশ করিতে শুরু করে। তাইফাদের মধ্য হইতে কয়েকজন মাত্র সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। শক্তিকে সম্বল করিয়া একে অপরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহাদের জনগণকে ব্যবহার করিয়া রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়। গোত্রীয় প্রধানগণ ক্রমে ক্রমে তাহাদের যুদ্ধংদেহী মনোভাব হারাইয়া ফেলে এবং তাহাদের আরব ও বার্বার সেনাগণের জায়গা দখল করে খ্রীষ্টান বেতনভুক্ত সৈনিকগণ। এই সৈনিকদের উপরই দেশের উত্তরাঞ্চলের নিরাপত্তা নির্ভর করিত।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব হ্রাস পাইলেও নেতাগণ সাংস্কৃতিক, কৃষি ও উদ্যান উন্নয়নে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত। কর্ডোভার গোত্রীয় প্রধানগণ তাহাদের সামর্থ অনুসারে রাজপ্রাসাদের জাঁকজমকের অনুকরণ করিত। ক্ষুদ্ররাজ্যে শাসকগণ খুবই কর্মতৎপর ছিলেন এবং মন্ত্রীগণকে ইচ্ছা মাফিক কোণঠাসা করিয়া রাখিত। অপরদিকে নিকৃষ্ট চরিত্রের শাসকগণ তাহাদের মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হইত। মন্ত্রীগণ শাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাহারা একদিকে শাসকগণকে জাঁকজমক ও জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত রাখিত অপরদিকে নিজেদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিত। উহাদের মধ্যে আলমেরিয়ার আবুল আব্বাস ও গ্রানাডার স্যামুয়েল বিন মগডেলার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বার্বার, আন্দালুসীয় ও নওমুসলিমদের লইয়া পৃথক পৃথক তিনটি গোত্র গড়িয়া ওঠে। উমাইয়া সাম্রাজ্য পতনের পর বার্বার ও স্লাভগণ বেশি লাভবান হয়। বার্বার শাসকগণ গ্রানাডা ও গোয়াদালকুইভির দ্বীপসহ উহার দক্ষিণ উপকূল অধিকার করে। স্লাভাগণ দেশের পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া উপকূলীয় শহর আলমেরিয়া ভ্যালেন্সিয়া ও তোরতোসা অধিকার করে। কিন্তু তাহারা বার্বার ও আন্দালুসীয়দের ন্যায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হইতে বিরত থাকে। কতিপয় আরব অভিজাত তাহাদের নীতি অব্যাহত রাখে। তাহাদের এই আভিজাত্যের বিরুদ্ধে তৃতীয় আবদুর রহমান ও হাজীব আল-মনসুর প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালান। একইভাবে মুসলমানগণ অবশিষ্ট মুসলিম স্পেনে তাহাদের প্রভুত্ব ও প্রভাব বিস্তার করে। আন্দালুসীয় শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল আব্বাসীগণ। আলমুত্তাদিদ (১০৪২-৬৮) সেভিলের ক্ষুদ্ররাষ্ট্রকে পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত করেন এবং কর্ডোভা ও গ্রানাডার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। জাঁকজমকে সেভিলের রাজপ্রাসাদ কর্ডোভার রাজপ্রাসাদের সমকক্ষ ছিল।

উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শাসকদের মধ্যে কর্ডোভার বানু জাওহার, মালাগা ও আলজেসিরাসের বানু হাম্মুদ, সারাগোসার বানু হুদ এবং সেভিলের বানু আব্বাস ছিলেন আরব। গ্রানাডার বানু জিরি ও টলেডোর বানু জুন্নুন ছিলেন বার্বার এবং দক্ষিণপূর্ব স্পেনের ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদ্র শাসকগণ যেমন আলমেরিয়ার খায়রান মুরসিয়ার জুহাইর, দেনিয়ার মুযাহিদ ও অন্যান্য শাসকগণ ছিলেন স্লাভ। এই ক্ষুদ্র শাসকগণ সর্বদা একে অপরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত এমন কি অপরকে ধ্বংস করিবার জন্য খ্রীস্টানদিগকেও সাহায্য করিত। ইফ্রিকার দুই শক্ত বার্বার শাসক মুরাবিতিন ও মুওয়াহিদীনদের কবলে পড়িয়া তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ে, দেশের উত্তরাংশে একের পর এক খ্রীস্টান শক্তির উদ্ভব হয়।[১]

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ

১। কর্ডোভার জাহওয়ারী রাজবংশ (১০৩১-১০৭০ খ্রী ঃ)

উমাইয়াদের শাসনের শেষ যুগে কর্ডোভার সিংহাসনে চতুর্থ আবদুর রহমানের ভ্রাতা হিশামের স্থলে রাজপ্রাসাদের জনৈক প্রভাবশালী সদস্য আবুল হাজম ইবনে জাহওয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ আবু ওবায়দা আল কালবী আরব দেশ হইতে স্পেনে আগমন করিয়াছিলেন। তৃতীয় হিশাম ইবনে জাহওয়ারকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু তাহার প্রধান মন্ত্রী হাকাম তাহাকে ঘৃণা করিতেন। হাকাম ইবনে জাহওয়ারকে ক্ষমতা হইতে অপসারণ করিতে ব্যর্থ হন। হাকামের অবিরাম প্রচেষ্টায় ইবনে জাহওয়ার সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি শুধু হাকামকে অপসারণের ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত হইলেন না রাজত্ব উৎখাতের চেষ্টায়ও আত্মনিবেশ করিলেন। তাহাকে এই ষড়যন্ত্রে সহযোগিতা করিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ যাহারা উমাইয়া শাসনের শেষ আমলে দেশকে শাসন করিবার জন্য কর্ডোভায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জনগণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না কারণ জনগণের আনুগত্য ছিল রাজতন্ত্রের প্রতি। রাজ্যের উপদেষ্টা পরিষদের উপর নহে। তাহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি একজন দুর্বল শাসকের অনুসন্ধানে ছিলেন। তিনি তৃতীয় হিশামের আত্মীয় জনৈক উমাইয়াকে সিংহাসন দখল করিবার জন্য বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিলেন। তিনি কর্ডোভাবাসীদের সহযোগিতায় তৃতীয় হিশাম ও তাহার প্রধান মন্ত্রী হাকাম ইবনে মাইককে ক্ষমতাচ্যুত করেন। হিশামকে কারারুদ্ধ করে পরে নির্বাসিত করা হয়। খেলাফতের অবসান ঘোষণা করা হইলে ১০৩১ খ্রীস্টাব্দে উপদেষ্টা পরিষদ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাহারা জাহওয়ারকে উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত করেন এবং তাহার উপর রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ও আবদুল আজিজ ইবনে হাসানের ন্যায় কর্ডোভায় সুধীদের সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের নামে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

আবুল হাজম ইবনে জাহওয়ার ঃ আবুল হাজম ইবনে জাহওয়ার ছিলেন একজন আত্মোৎসর্গিত ও নিঃস্বার্থ প্রশাসক। বার্বারদের ক্ষমতা গ্রহণের পর আরব নেতাগণ দ্বিতীয় হিশামের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত ইবনে জাহওয়ারের অন্য কোন উপায় ছিল না। সুতরাং আরব ও স্লাভগণ বার্বার শক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র নেতার অধীনে একতাবদ্ধ হন। ১০৩৫ খ্রীঃ তিনি কর্ডোভাবাসীকে দ্বিতীয় হিশামের প্রতি অনুগত্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু আবুল কাসিম যখন দ্বিতীয় হিশামের সহিত কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করিতে চেষ্টা করেন, জাহওয়ার ইহার বিরোধিতা করেন। তিনি খোৎবা হইতে হিশামের নাম অপসারণ করেন এবং খলিফাকে

www.pathagar.com

প্রতারক ও ভণ্ড হিসাবে জনগণের নিকট প্রচার করেন। আবুল কাশেম বাধ্য হইয়া ভগ্নহৃদয়ে সেভিলে প্রত্যাবর্তন করেন।

সিনেটের দুইজন সদস্য মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ও আবদুল আজিজ ইবনে হাসান নামে তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে। তিনি উদ্ধত বার্বারগণকে বরখাস্ত করেন। বানু ইফরানের বিরুদ্ধে কর্ডোভাবাসীদের কোন অভিযোগ না থাকায় তিনি তাহাদিগকে বহাল রাখেন এবং ন্যাশনাল গার্ডদের দ্বারা অন্যদের জায়গা পূরণ করেন। তিনি কখনও রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নাই এবং তিনি তাহার জীর্ণ কুটিরে বাস করিতেন এবং সিনেটের অনুমোদন ব্যতীত তিনি কখনও কাহাকেও কোন উপঢৌকন দিতেন না। তাহার দক্ষ প্রশাসনের কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য কমিয়া যায় এবং জনগণের মধ্যে শান্তি ফিরিয়া আসে কিন্তু অতীতের জাঁকজমক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য কখনও ফিরিয়া আসে নাই।

আবদুল ওয়ালিদ ইবনে জাহওয়ার (১০৪৫-১০৬৪) ঃ ১০৪৫ খ্রীঃ আবুল হাজম ইবনে জাওহারের মৃত্যুর পর তাহারই ন্যায় সৎ প্রতিভাবান ও যোগ্য শাসক তাহার পুত্র আবুল ওয়ালিদ ইবনে জাহওয়ার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। তিনিও তাহার পিতার ন্যায় সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেন এবং শহরের সুধী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তিনি ইব্রাহিম বিন জাহওয়ারের মত যোগ্য ব্যক্তিকে তাঁহার উজির নিযুক্ত করেন এবং শহরে দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ শাসন পরিচালনা করেন।

আবদুল মালিক ঃ ১০৬৪ খ্রীঃ বৃদ্ধ আবদুল ওয়ালিদ ইবনে জাহওয়ার তাহার দুইপুত্র আবদুর রহমান ও আবদুল মালিকের পক্ষে ক্ষমতা ত্যাগ করেন। আবদুর রহমানের উপর অর্থ দফতর ও সাধারণ প্রশাসনের ভার অর্পিত হয়। আবদুল মালিক সেনাবাহিনীর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। আবদুল মালিক তাহার ভ্রাতা হইতে বেশি ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ওয়াজির ইবনুল সাক্কারের সুযোগ্য প্রশাসনের ফলে রাজ্যে কিছু দিনের জন্য শান্তি বিরাজ করে। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার জন্য তাহাকে সকলেই প্রশংসা করিতেন। তিনি ছিলেন কর্ডোভার শত্রুদের হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টিকারী। কর্ডোভা অধিকারের উদ্দেশ্যে সেভিলের রাজা মুতামিদ, আবদুল মালিক ও ইবনুল সাক্কার মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেন। ফলে ওয়াজির নিহত হয়। ওয়াজিরের প্রতি অনুগত অধিকাংশ অভিজাত ব্যক্তি ও কর্মচারী আবদুল মালিককে ত্যাগ করে। পরিত্যক্ত শাসক প্রজাতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া ফেলেন। এই সুযোগে ১০৭০ খ্রীস্টাব্দে টলেডোর মামুন কর্ডোভা আক্রমণ করেন। আক্রমণের সময় আবদুল মালিকের পক্ষে মাত্র ২০০ সৈন্য ছিল। এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের আনুগত্য সম্পর্কেও সন্দেহ ছিল। আবদুল মালিক শত্রু নিধনের জন্য সেভিলের মুতাসিককে আমন্ত্রণ জানান। ইতিমধ্যে মুতাসিকের মৃত্যু ঘটে। শত্রু অবরোধ তুলিয়া লইতে বাধ্য হয় সত্য কিন্তু কর্ডোভাবাসী তাহাদের প্রভুর বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং মুতামিদের সহিত যোগদান করে। মুতামিদ কর্ডোভা অধিকার করিয়া আবদুল মালিক ও তাহার বৃদ্ধ পিতাসহ সমস্ত পরিবারকে সাল্টেশের কারাগারে বন্দী করেন। বৃদ্ধ আবুল ওয়ালিদ এই ঘটনার পর চল্লিশ দিন জীবিত ছিলেন। মামুন ও মুতামিদ কর্ডোভা দখলের জন্য দীর্ঘ কয়েক বৎসর যুদ্ধ করেন। ইবনে উক্কাশা নামে জনৈক ব্যক্তি মামুনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। মামুনের নিকট হইতে মুতামিদ বলপূর্বক কর্ডোভা দখল করেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে কর্ডোভা টলেডোর মামুনের নিকট হইতে সেভিলদের অধিকারে চলিয়া যায়।

২। মালাগা ও আলজেসিরার বানু হাম্মুদ (১০১০-১০৫৭ খ্রীঃ)

বানু হাম্মুদগণ ছিলেন মৌরিতানিয়ার ইদ্রিসী বংশোদ্ভূত। তাহারা নিজেদিগকে বার্বার বলিয়া দাবী করিলেও আদতে ছিল আরব। শায়েখ হাম্মুদ বিন মায়মুন বিন আহম্মদ বিন আলী বিন উবায়দুল্লাহ বিন উমর বিন ইদ্রিসের দুই পুত্র হাজীব আল-মনসুরের সময় আফ্রিকা হইতে কর্ডোভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সামরিক অফিসার হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে সুলায়মান আল মুস্তাইনের খিলাফতে বড় ভাই আল কাসিম আলজেসিরার গভর্নর এবং ছোট ভাই আলী তাঞ্জিয়ার ও সিউটার গভর্নর পদে নিযুক্ত হন।[২] আলী মালাগা অধিকার করেন। তিনি অপদার্থ উমাইয়া শাসক সুলায়মান আল মুস্তাইনকে ১০১৫ খ্রীঃ পরাজিত করিয়া কর্ডোভা দখল করেন। তিনি "আমিরুল মুমিনীন" খেতাব ধারণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁহার দাস কর্তৃক নিহত হলে ১০১৮ খ্রীঃ মার্চ মাসে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আল কাসিম তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। সুবিচারক ও বুদ্ধিমান কাসিম শান্তি প্রতিষ্ঠার পর আবিসিনিয়ান স্লাভ ও আসওয়াদী স্লাভদের সমন্বয়ে সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলেন। ইহার ফলে আরব ও বার্বারগণ অসন্তুষ্ট হইয়া ইয়াহিয়া ইবনে আলীর সহিত যোগদান করে। কাসিম তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াহিয়া ইবনে আলী কর্তৃক ১০২১ খ্রীঃ সিংহাসনচ্যুত হন। তিনি মালাগার সিংহাসন পুনর্দখল করেন এবং প্রায় সাত বৎসর (১০১৮-১০২১) ও (১০২২-১০২৫) খ্রীস্টাব্দ রাজত্ব করেন।

কাসিমের মৃত্যুর পর ইয়াহিয়া ইবনে আলী মালাগার সিংহাসন পুনর্দখল করেন এবং আলজেসিরা অধিকার করেন এবং প্রায় দশ বৎসর (১০২১, ১০২৫-৩৫) শাসন করেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও দক্ষ শাসক। তিনি রাজ্যের মধ্যে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বহির্বিশ্বে শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তিনি সেভিলের শাসক কাজী আবুল কাসিমের পুত্রকে তাহার প্রাসাদে জিম্মি হিসাবে প্রেরণ করিতে বাধ্য করেন। ইয়াহিয়া স্পেনীয় আরবদের বিরুদ্ধে বার্বার নেতাদের সহিত ঐক্যফ্রন্ট গঠন করেন এবং কর্ডোভা ও সেভিলের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তোলেন কিন্তু ঐক্যফ্রন্ট দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং বার্বার নেতাগণ একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তিনি সেভিল আক্রমণ করিলে ১০৩৫ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে কাজীপুত্র ইসমাইল কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

www.pathagar.com

ইয়াহিয়ার পর তাহার ভ্রাতা প্রথম ইদ্রিস মালাগাতে এবং তাহার পিতৃব্যপুত্র মুহাম্মদ আলজেসিরার ক্ষমতা দখল করেন। ইদ্রিস তাহার পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাহার সেনাবাহিনী সেভিলের অন্তর্গত এচিজাতে আবুল কাসিমের পুত্র ইসমাইলকে পরাজিত ও নিহত করেন। অল্পদিনের মধ্যে ইদ্রিস দেহ ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর তাহার ছয়জন উত্তরাধিকারী ১০৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত মালাগা শাসন করেন। তাহার অপর দুইজন উত্তরাধিকারী ১০৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত আলজেসিরা শাসন করেন। পরবর্তীকালে মালাগা, গ্রানাডার বার্বার জিরিদ-যুবরাজ বাদিস বিন হাব্বুসের অধিকারে চলিয়া যায় এবং সেভিলের আব্বাসীদরা দখল করে আলজেসিরা। ইয়াহিয়াকে সমর্থন করেন বার্বার মন্ত্রী ইবনে বাকান্নাহ এবং তাহার পিতৃব্য পুত্র হাসান ইবনে ইয়াহিয়াকে সমর্থন করেন স্লাভমন্ত্রী নাজা। হাসান মালাগা অধিকার করেন। ইবনে বাকান্নাহ ও তাহার প্রার্থী নাজার ষড়যন্ত্রের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। হাসানের পুত্রকে হত্যা করিয়া ও তাহার ভ্রাতা ইদ্রিসকে কারারুদ্ধ করিয়া নাজা জোরপূর্বক সিংহাসন দখল করেন। মুহাম্মদের নিকট হইতে আলজেসিরা দখলের জন্য অভিযানে বাহির হইলে সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম কালে স্লাভ সৈন্যদের অগ্রাধিকার দেওয়ার দরুন ১০৪৩ খ্রীঃ জনৈক বার্বার সৈন্যের হস্তে নিহত হন। হাসানের ভ্রাতা ইদ্রিসকে জেল হইতে মুক্ত করিয়া রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় ইদ্রিস (১০৪২-৬, ১০৫৩-৫ খ্রীঃ)[৩] দ্বিতীয় ইদ্রিস ছিলেন দয়ালু ও দাতা। তিনি প্রতিদিন দরিদ্রদের মধ্যে ৫০০ ডুকাই (স্বর্ণমুদ্রা) বিতরণ করিতেন। তিনি বন্দীদের মুক্তিদান করেন এবং দেশ হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের দেশে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানান। এতদ সত্ত্বেও তিনি ছিলেন দুর্বল শাসক। গ্রানাডার রাজা বাদিসের দাবীতে তিনি তাহার সুযোগ্য প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মদকে হস্তান্তর করেন। মুহাম্মদের প্রতি বাদিস অসন্তুষ্ট ছিলেন। দ্বিতীয় ইদ্রিসের বিরুদ্ধে তাহার পিতৃব্য পুত্র মুহাম্মদ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও অতি সহজে মালাগা দখল করেন এবং ১০৪৬-৭ খ্রীঃ আইরসের দুর্গে তাহাকে বন্দী করেন। মুহাম্মদ ছিলেন অতি চতুর ও ধূর্ত। তিনি শিবির-জীবন ভালবাসিতেন। জনসাধারণ দ্বিতীয় ইদ্রিসকে মুক্ত করিয়া সিংহাসনে বসাইতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হইয়া তাহার আনুগত্য স্বীকার করেন। দ্বিতীয় ইদ্রিস সিউটা ও তাঞ্জিয়ারের গভর্নর সাকোত ও রিজক আল্লাহর নিকট যান এবং সেখান হইতে রোন্ডার বার্বার নেতার নিকট পলাইয়া যান। জনগণ মালাগার মুহাম্মদের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং আলজেসিয়ার মুহাম্মদকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু পরবর্তী ব্যক্তি আইনের শাসন ও শৃংখলা আনয়নে ব্যর্থ হইয়া আলজেসিরায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে ১০৪৮-৯ খ্রীঃ দেহ ত্যাগ করেন। মালাগার মুহাম্মদও কয়েক বৎসর পর ১০৫৩ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় ইদ্রিস মালাগার শাসনভার গ্রহণ করেন। ইদ্রিস অতি দ্রুত আইন-

www.pathagar.com

শৃংখলা ফিরাইয়া আনেন এবং ১০৫৫ খ্রীস্টাব্দে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অপর একজন হাম্মুদিদ সিংহাসন অধিকার করেন। বহু সংখ্যক বার্বার ও আরবসেনা জনৈক আরব নেতা কাজী আবদুল্লা জুজামীর নেতৃত্বে বাদিস বিন হাব্বুসের সহিত যোগদান করে। বাদিস বিন হাব্বুস অতি সহজে ১০৫৭ খ্রীস্টাব্দে মালাগা অধিকার করেন এবং হাম্মুদিদের নির্বাসিত করেন।

মুসলিম শাসন আমলে মালাগা বন্দরও ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত ছিল। দারুল সানা নামে ইহার একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ছিল। মালাগার প্রধান মসজিদকে পরবর্তীকালে খ্রীস্টান কর্তৃক গীর্জায় পরিবর্তিত হয়।

৩। গ্রানাডার বানুজিরি রাজবংশ (১০১২-১০৯০ খ্রীঃ)

গ্রানাডার বানুজিরি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জাওবী বিন জিরি নামে (১০১২-১৯) জনৈক বার্বার নেতা। এই রাজবংশ ১০৯০ খ্রীঃ হইতে মুরাবিতিনদের দ্বারা অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত প্রায় আশি বৎসর স্বাধীনভাবে গ্রানাডা শাসন করেন। বার্বারদের সানহাজাহ গোত্রের শাখা ছিল জিরিড বংশ। দুইজন জিরি যুবরাজ বুলুগগিন ও আল মনসুর তাহাদের শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা জাওবী বিন জিরির সহিত যোগদান করে, এবং বহু সংখ্যক বার্বারকে সঙ্গে লইয়া আফ্রিকা হইতে স্পেনে আসেন। তাহারা কর্ডোভার দ্বিতীয় আমীরের প্রধান মন্ত্রী আবদুল মালিক আল-মুজাফফরের সেনা বাহিনীতে যোগদান করে। আমীরদের দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনীতে বার্বারগণ বিশেষ শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়। বানুজিরি-রাজবংশ খলিফা সুলায়মান মনসুরের নিকট হইতে জায়গীর হিসাবে এলভিরা গ্রহণ করেন।

জাওবী ঃ জাওবী বিন জিরি প্রথমে এলভিরা হইতে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন। পরে জেনিল নদীর তীরে গ্রানাডায় তাহার নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি কর্ডোভার গৃহযুদ্ধে আলী বিন হাম্মুদের পক্ষে এবং আবদুর রহমান আল মুরতাজার বিরুদ্ধে ১০১৬/১৭ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি গ্রানাডা অঞ্চলে তাহাকে পরাজিত করেন। তিনি ছিলেন ফাতেমীদের সমর্থক এবং পূর্ব-স্পেনে সফলতা লাভ করেন। কিন্তু ফাতেমী বিদ্বেষী বার্বার জানাতাহ গোত্র স্পেনের পশ্চিমে ও মধ্য আন্দালুসিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে। তাঁহার পূর্ব পুরুষের দেশ ইফ্রিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাওবী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হাব্বুস বিন মাকসানকে গ্রানাডা শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ইফ্রিকিয়ায় গমন করেন।[৪] ৩০শে জুলকদর ৪০৬ হিঃ/১০ই মে ১০১৬ খ্রীঃ বাদিস বিন আল-মনসুরের মৃত্যুর পর তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র নয় বৎসরের যুবরাজ আল মুইজ কায়রোওয়ানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যুবক শাসকের নিকট হইতে অনুমতিপত্র লইয়া তিনি আল মুনাফকাহ (আল মুনাকার) হইতে যাত্রা করিয়া তাহার সমর্থক সানহাজাহদের জন্য উত্তম ও অধিক নিরাপদ জায়গার সন্ধানে ৪১০ হিঃ ১০১৯-২০

খ্রীস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় প্রবেশ করেন। কিন্তু তাহার এই আকাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় না এবং তিনি কলঙ্কজনক মৃত্যু বরণ করেন।

হাব্বুস ঃ নতুন শাসক হাব্বুস বিন মাকসান নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং রাজকীয় টাইটেল 'হাজীব সাইফ-উদ-দৌলা' খেতাব গ্রহণ করেন। তিনি রাজ প্রাসাদ, মসজিদ ও বহু অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া রাজধানীকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলেন। এলভিয়ার প্রাচীন রাজধানী ক্যাস্টিলিয়া ১০১০ খ্রীঃ গোলযোগের ফলে বিধ্বস্ত হয়। জিরি রাজবংশের প্রথম শাসক জাওবী বিন জিরি এলভিরা দখল করিবার পর গ্রানাডায় তাহার নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং তদ্বীয় পুত্র হাব্বুস সেখানে বিচারালয় স্থানান্তর করেন এবং ইহাকে আকারে বর্ধিত করেন। গ্রানাডার চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়। রাজকীয় প্রাসাদ (আল-কাসর) নির্মাণ করিয়া ইহাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। হাব্বুস জায়েন ও কাবরা অধিকার করিয়া তাহার ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ করেন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার গোত্র প্রধানদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি সাধারণ জীবন যাপন করিতেন এবং রাজ্য শাসনের ভার স্যামুয়েলের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। স্যামুয়েল ছিল উচ্চ রুচিসম্পন্ন ইহুদী এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত। হাব্বুস দশ বৎসর রাজ্য শাসন করেন এবং ১০৩৮ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী স্যামুয়েল ঃ স্যামুয়েল হা-লেভী-বেন নাগডেলা ইসমাইল বিন নাগ-জালাহ (৯৯৩-১০৫৭ খ্রীঃ) ছিলেন তাহার সময়কার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি। হাব্বুসের উজির আবুল কাসিম ইবনে আরীফের প্রাসাদের নিকটবর্তী একটি ছোট দোকানের মালিক হিসাবে তিনি তাহার জীবন শুরু করেন। স্যামুয়েলের গুণে মুগ্ধ হইয়া উজির তাহাকে তাহার সহকারী হিসাবে নিয়োগ করেন। আবুল কাসেমের মৃত্যুর পর স্যামুয়েল প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। মুসলিম স্পেনে তিনিই প্রথম ও শেষ ইহুদী প্রধানমন্ত্রী। তাহার সুশাসনে রাজ্যে সুখ ও শান্তি বিরাজ করে এবং মুসলিম ও অমুসলিম সকলেই খুব সুখে বসবাস করে। পূর্ব স্পেন ব্যতীত সমস্ত ইহুদীগণ ১০২৭ খ্রীঃ তাহাকে রাজকীয় উপাধি 'নাগিদ' দ্বারা ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক। তিনি হিব্রু ভাষায় 'তালমুদের' ভূমিকা রচনা করেন এবং ব্যাকরণ বিষয়ে বাইশ খানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার মধ্যে 'রিচেস' (Riches) গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সুদূর পারশ্য প্যালেস্টাইন ও মিশরেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ১০৫৫ খ্রীস্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

স্যামুয়েলের পর (ইসমাইল) তাহার অযোগ্য ও অপদার্থ পুত্র ইউসুফ উজির পদে অধিষ্ঠিত হন। ভাবী উত্তরাধিকারীকে তিনি বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন এবং ইহুদী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি কোরান শরীফের আয়াত সম্পর্কে

www.pathagar.com

বিদ্রূপ করিতেন এবং ইসলাম ধর্ম মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ্যে প্রচার করিতেন। তাহার ইসলাম বিদ্বেষ ও দমনমূলক নীতি স্বাভাবিক ভাবেই আরব ও বার্বারগণ পছন্দ করিতেন না। অতঃপর এলভিরার আরব ফকিহ ও কবি আবু ইসহাক (মৃঃ ১০৬৬)[৫] জন সাধারণকে ইউসুফের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। ১০৬৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০ শে ডিসেম্বর মাসে ৩,০০০ হাজার ইহুদীসহ ইউসুফ নিহত হন।

বাদিস ঃ ক্ষুদ্র শাসনকর্তাদের মধ্যে বাদিস ও আল মুতাদিদ ছিলেন বিশেষ বিখ্যাত। বাদিস ও আল মুতাদিদ যথাক্রমে গ্রানাডা ও সেভিলের গুরুত্বপূর্ণ সিংহাসন অলংকৃত করেন। বার্বার ও আরব এই দুই শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলশ্রুতি হিসাবে তাহারা দুইজন আত্মপ্রকাশ করেন। বাদিস রক্তে বার্বার ও জন্মগতভাবে স্পেনীয় ছিলেন। আরবী ভাষা তিনি ভাল বলিতে পারিতেন না। তিনি বার্বারদিগকে অশিক্ষিত ও অশালীন করিয়া গড়িয়া তোলেন। বাদিস ১০৩৮ খ্রীঃ তাহার পিতা হাব্বুসের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। তাহার দীর্ঘ ও সফল শাসন স্থায়ী হয় পঁয়ত্রিশ বৎসর (১০৩৮-১০৭৩ খ্রীঃ)। তাহার শাসনকালে স্পেনে জিরি শাসন চরম সীমায় পৌঁছে। গ্রানাডা ও আলমেরিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। সেই সময় আলমেরিয়া শাসিত হইত জুহায়ের কর্তৃক। তাহার উজির ছিলেন ইবনে আব্বাস। তিনি স্যামুয়েলের চাইতে কোন ক্রমে কম উল্লেখযোগ্য ছিলেন না। রাজা এবং উজির উভয়েই সাহিত্য কর্মের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং রাজকীয় লাইব্রেবির জন্য ১,০০,০০০ লক্ষ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য ও আলমেরিয়ার রাজার সহিত চুক্তি রক্ষার্থে বাদিস জুহায়েরকে আহবান জানান। গ্রানাডার রাজাকে অত্যন্ত বিস্মিত করিয়া তিনি বহু সংখ্যক সৈন্যসহ আগমন করেন। তিনি কোন এক মজলিসে বাদিসকে অপমান করেন এবং বাদিসের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। বাদিসের ক্রুদ্ধ সৈন্যগণ ওৎ পাতিয়া থাকিয়া ১০৩৮ খ্রীঃ তাহাদের প্রত্যাবর্তনকালে আলপুয়েন্তের গিরিসংকটে জুহায়েরকে আক্রমণ করে। জুহায়ের বহুসংখ্যক সেনাসহ আলপুয়েন্তের গিরিপথে নিহত হন। জুহায়েরের প্রধান মন্ত্রী ইবনে আব্বাসও ধৃত হইয়া নিহত হন। আলমেরিয়া অবশ্য ভ্যালেন্সিয়ার মনসুর আল-মাগমিরি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। বাদিসের বিরুদ্ধে তাহার আরব প্রজাগণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা ছিলেন জনৈক আরব দুঃসাহসী আবুল ফাতহ যিনি বাগদাদে সাহিত্য, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা, তিনি তাহার জন্মস্থান জুরজান ত্যাগ করিয়া ১০১৫ খ্রীস্টাব্দে স্পেনে আগমন করেন। দেনিয়া ও সারাগোসার বিচারালয়ে তিনি চাকুরী করেন এবং গ্রানাডাতে বসতি স্থাপন করেন। তিনি প্রাচীন কাব্য বিশেষ করিয়া আবু আব্বাস কর্তৃক রচিত 'হামাসা'র[৬] (কবিতা সংকলন) উপর বক্তৃতা দান করিতেন। তিনি বাদিসের পিতৃব্য পুত্র ইয়াজিরকে সিংহাসন দখলের জন্য অনুপ্রাণিত করেন কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া যায়। ইয়াজির ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীগণ সেভিলে পলায়ন করে

www.pathagar.com

কিন্তু আবুল ফাতহ্ ধৃত হইয়া ১০৩৯ খ্রীঃ নিহত হন। একই বৎসর বাদিস তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুলুগগীনকে হত্যা করেন যিনি ইবনে আব্বাসকে হত্যা করিতে বিলম্ব করেন। বাদিস ভ্যালেন্সিয়া ও সেভিলে সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন ও তাহাদের কিছু এলাকা দখল করেন। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুকে দমন করিয়া তিনি মালাগার শাসক ও হাম্মুদিদের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেন এবং উহাকে ১০৫৮ খ্রীঃ তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ঐ সময় আব্বাসীদগণ সেভিলের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং আলমুতাদিদ ইবনে আব্বাস জেরেজ (আঃ শারিশ) ও আরকোসকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সেভিলের ক্ষমতা গ্রহণে আরবদিগকে বাধা প্রদান করেন একমাত্র গ্রানাডার বানু জিরি গোত্রের বার্বার প্রধান। আরবদের বিদ্রোহ সত্ত্বেও বাদিস তাহার সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হন। তিনি তাহার রাজধানীকে সুন্দর ও সম্প্রসারণ করেন এবং রোমানদের প্রাসাদ আলকাজাবার ধ্বংসাবশেষের উপর তিনি বিখ্যাত দারদিক আল রিহ (House of the weather Cock) প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ইহা এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে এবং কাসা ডে গালও বলিয়া পরিচিত।[৭] তাহার সময়ে ১০৫৫ খ্রীঃ ডারেরো নদীর উপর গ্রানাডার কাজি আলী বিন মুহাম্মদ বিন তাওবাহ পুয়েন্টে ডেল কাজি নামে একটি সেতু নির্মাণ করেন। তাহার সময়ে আরও অনেক সরকারি ইমারত নির্মিত হয়। সালুকা নামে পর্বতটিকে বাদিস সুরক্ষিত করেন। পরবর্তীকালে সেখানে আলহামরা প্রাসাদ নির্মিত হয়।

বাদিসের উত্তরাধিকারীগণ ঃ ১০৭৩ খ্রীস্টাব্দে বাদিসের মৃত্যু হয়। তিনি তামিম ও আবদুল্লাহ নামে দুই প্রৌ-পুত্রকে যথাক্রমে মালাগা ও গ্রানাডা শাসনের জন্য রাখিয়া যান। খ্রীস্টানগণ এই সময় একের পর এক শহর জয় করিতে শুরু করিলে সেখানকার মুসলমানদের রক্ষা করিবার জন্য ইফ্রিকিয়া হইতে ইউসুফ বিন তাশুফিনকে আমন্ত্রণ জানান হয়। ১০৮৬ খ্রীস্টাব্দে জাল্লাকার যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাহা পরে আলোচিত হইবে। এই যুদ্ধে ইউসুফ জয়লাভ করেন ও চতুর্থ আলফন্সো পরাজিত হন। তাম্মিম ও আবদুল্লাহ তাহাদের সৈন্য লইয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সেই সময়কার মুসলিম রাজাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ও অকর্মণ্য ছিলেন আবদুল্লাহ। তাহার দরবার পরিপূর্ণ ছিল শঠ ও ধূর্ত লোকদের দ্বারা। কাজী আবু জাফর তাহাকে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দেন। দ্বিতীয়বার যখন ১০৯০ খ্রীস্টাব্দে ইউসুফ বিন তাশুফিন স্পেনে আগমন করিয়া গ্রানাডা অবরোধ করেন সেই সময় কাজী আবু জাফর আবদুল্লাহকে পরিত্যাগ করেন। জিরির প্রাসাদ বিধ্বস্ত হয়। আবদুল্লাহ ও তাম্মিমকে বন্দী করিয়া মরক্কোর আগামতে লইয়া যাওয়া হয়। আবদুল্লাহ ছিলেন একজন সুন্দর হস্তলিপিকার এবং তিনি কোরান শরীফ নকল করিয়া উহাকে সুসজ্জিত করেন।

www.pathagar.com

৪। আলমেরিয়া, মুরসিয়া, দেনিয়া ও বেলিয়ারিক দ্বীপের ক্ষুদ্র স্লাভ শাসকগণ (সিঃ ১০১৩-১১১৫ খ্রীঃ)

দেশের দক্ষিণাংশের বার্বারদের ন্যায় দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ও বেলিয়ারিক দ্বীপসমূহে স্লাভগণ স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য কায়েম করে। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাহারা উন্নতির চরমে পৌঁছে এবং একাদশ শতাব্দীর তৃতীয়াংশে ক্ষুদ্র বার্বার ও আরব শাসকগণ তাহাদিগকে পরাজিত করেন। তবুও তাহারা ১১১৫ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত বেলিয়ারিক দ্বীপসমূহে তাহাদের শাসন বজায় রাখেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র স্লাভ শাসকদের মধ্যে আলমেরিয়ার খায়রান (মৃত্যু হিঃ ৪১৯/১০২৮ খ্রীঃ) মুরসিয়ার জুহায়ের (মৃত্যু হিঃ ৪২৯-১০৩৮ খ্রীঃ) দেনিয়া ও বেলিয়ারিক দ্বীপসমূহের মুজাহিদ মৃত্যু হিঃ ৪৩৬-১০৪৫ খ্রীঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে মুযাহিদ ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। খায়রানের সহিত তিনি কর্ডোভার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং চতুর্থ আবদুর রহমানের শাসনকাল পর্যন্ত কার্ডোভাতে উমাইয়া শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। স্লাভ শাসকগণ অধিকাংশ সময় নিজেদের কর্মদ্যোগ ও সামরিক শক্তিকে খ্রীস্টান শাসকদের সহযোগিতায় নিজ সম্প্রদায় ও প্রতিবেশীদের ধ্বংস করিবার কাজে ব্যয় করেন। শাসক হিসাবে স্লাভগণ খুবই দুর্বল ছিলেন। আলমেরিয়া, মুরসিয়া ও ভ্যালেন্সিয়া তাঁহাদের রাজ্যের অংশ হইলেও ইহা কখনও বিরাট সাম্রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে নাই।[৮]

৫। সারাগোসার বানুহুদ (সিঃ ১০১০-১১১৮ খ্রীঃ)

স্পেন বিজয়ের পর অনাবাদী জমি ও দেশের উত্তরাংশের পার্বত্য অঞ্চল বার্বারদিগকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করা হয়। ইহাতে খ্রীস্টান লুণ্ঠনকারীগণ এই অঞ্চল আক্রমণ করিতে শুরু করে। তাজিবী বার্বারগণের নেতা মুহম্মদ বিন হাশিম বিন আবদুর রহমান আল তাজিবী তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক আরাগণ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। অপরদিকে তাহার উত্তরাধিকারীগণ সারাগোসা প্রদেশ শাসন করেন। উমাইয়া সাম্রাজ্য পতনের সময় মুহাম্মদ হাশিমের জনৈক পৌত্র মুতরিক আপার মার্চ (এবরো নদীর উপত্যকা) শাসন করিতেন। তাহার পুত্র মুনজির নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং বার্সিলোনা ও ক্যাস্টাইলের খ্রীস্টান সর্দারদের সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি তাহার মৃত্যু পর্যন্ত (১০২৩ খ্রীঃ) সফলতার সহিত রাজ্য শাসন করেন ফলে সারাগোসা সমৃদ্ধশালী হইয়া ওঠে। তাহাদের পুত্র ও পৌত্র শাসক হিসাবে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। তাহার পুত্র ইয়াহিয়া ১০২৯ খ্রীঃ মৃত্যুবরণ করেন ও পৌত্র দ্বিতীয় মুনজির ১০৩৯ খ্রীঃ গৃহযুদ্ধে নিহত হন। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল্লাকে লেরিদার গভর্নর পরাভূত করেন। আবু আইয়ুব বিন মুহাম্মদ বিন হুদা সুলায়মান সারাগোসার শাসন ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন, তিনি 'আল মুস্তাইন' উপাধি ধারণ করেন এবং একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

হয়। তাহারা ১১২৮ খ্রীঃ পর্যন্ত সারাগোসা, লেরিদা, কালতাইউদ ও টুডেলা শাসন করেন।[৯]

এই বংশ হুদের নামানুসারে বানু হুদ রাজবংশ নামে খ্যাত। বানু হুদ মূলতঃ একজন আরব ছিলেন। তিনি স্পেন বিজয়ের সময় সেখানে আগমন করেন। তাহার পূর্ব পুরুষ সাকিম ছিলেন রসূলের সাহাবী আবু হুযাইফার মুক্ত দাস। আবু আইয়ুব সুলায়মান তাহার পুত্রগণকে বিভিন্ন শহরে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি এবং তাহার পুত্রগণ পার্শ্ববর্তী খ্রীস্টানদের সহায়তায় সারাগোসার ক্ষুদ্র রাজ্যটি স্বাধীনভাবে শাসন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই বংশের শাসকদের সম্পর্কে খুব সামান্যই ঐতিহাসিক বিবরণ পাইয়াছি। তাহাদের শাসনকাল সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ও বিতর্কমূলক বিবরণ পাওয়া যায়।

তাহার পুত্র আহাম্মদ আল মুক্তাদির আল-দৌলা তাহার মৃত্যুর পর ১০৪৬ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজ্য শাসনের পর ১০৮১ খ্রীস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক, তিনি দার-আল সরুর (আনন্দ ভবন) সহ বহু সরকারি ইমারত নির্মাণ করেন। তাহার প্রৌপুত্র আহমদ আল মুস্তাইন ভালতিয়েরার যুদ্ধে খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং ১১১০ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন। রামিরোর নেতৃত্বে ১১১৮ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টানদের দ্বারা সারাগোসা অধিকৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাহার পুত্র আবদুল মালিক ইমাদ উদ-দৌলা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাহাদের শাসন আমলে শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অদ্যাবধি বিদ্যমান সারাগোসায় আল-জাফরিয়া প্রাসাদসহ বহু অট্টালিকা নির্মিত হয়। তাইফাসের প্রাচীন অট্টালিকার কয়েকটি ব্যতীত সবগুলিই কালের গহবরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হইল আল-জাফরিয়ার মসজিদ। সারাগোসার এই মসজিদটি নির্মাণ করেন আমীর জাফর। ইহার প্রবেশ দ্বারসমূহ এখনও বিদ্যমান আছে। আল-জাফরিয়া প্রাসাদ প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করে। সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিকগণ ইহাকে 'আনন্দ মহল' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বানু শাসক আল মুক্তাদির উমাইয়াদের অনুকরণে উহাকে নির্মাণ করেন। বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় হাকামের নয়নাভিরাম (Sumptuous) শিল্পশৈলীর অনুসরণে এই প্রাসাদের নির্মাণ শৈলীর প্রশংসা করিয়া তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। অবশ্য ইহাতে উমাইয়াদের তুলনায় নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইহাকে খুবই সুনিপুণভাবে সুসজ্জিত করা হয়।

৬। টলেডোর বানু জুন্নুন রাজবংশ (১০৩৫-১০৮৫ খ্রীঃ)

বানু জুন্নুন[১০] বার্বারদের হাওয়ারা শাখার অন্তর্গত। তাহারা টলেডো ক্যাস্টাইলের খ্রীস্টানদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার সময় পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর শাসন করেন। বানু

www.pathagar.com

জুন্নুনরা মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে স্পেনে আগমন করে। তাহারা দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রিয় ছিল। প্রথম মুহাম্মদ ও আবদ-আল্লাহর শাসন আমলে টলেডোর উত্তর-পূর্বে গোয়াদিয়ানা নদীর তীরে অবস্থিত শান্তাবারিয়াতে তাহারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। হাজীব আল-মনসুরের শাসন কালে তাহারা সেনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিল। উমাইয়াদের পতনের পর টলেডোর অধিবাসীগণ বানু জন্নুনকে তাহাদের শাসন করিবার জন্য আহবান জানান। আবদুর রহমান বিন আমীর বিন মুজাররিফ বিন জুন্নুন শান্তাবারিয়ার শাসক তাহার পুত্র ইসমাইলকে ১০৩৫ খ্রীস্টাব্দে টলেডোতে প্রেরণ করেন। ইয়াইশ বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াইশ যিনি টলেডোর স্বাধীন শাসক হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন, ইসমাইল বিরোধীতা করেন এবং ইবনে মুয়ারিককে পরাভূত করিয়া ইসমাইল টলেডো দখল করেন এবং 'আল জাফীর' উপাধি ধারণ করেন। টলেডোর আবু বকর বিন আল হাদিদীকে তাহার উজির নিযুক্ত করেন। তিনি ১০৪৩/৪ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইয়াহিয়া বিন আল-মামুন বিন ইসমাইল ঃ ইসমাইলের পুত্র ইয়াহিয়া 'আল-মামুন' উপাধি ধারণ পূর্বক তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাহার বংশের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত এবং তিনি সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর (১০৪৩-১০৭৫ খ্রীঃ) সাফল্যের সহিত রাজ্য শাসন করেন। তাহার শাসনের প্রথম দিকে তিনি গোয়াদালাজারার ওয়াদী আল হাজারার (Wadi-al-Hajara) অধিকার লইয়া সারাগোসার সুলায়মান বিন হুদের সহিত বিরোধে লিপ্ত হন। মামুন পরাজিত হইয়া তালাভেরায় যাইতে বাধ্য হন এবং ক্যাস্টাইল ও লিওনের রাজা প্রথম ফর্ডিনান্ডের সহিত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন। মামুন খ্রীস্টানদিগকে সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করিয়া প্রতিবেশী মুসলিম রাজ্য দখল করেন।

খ্রীস্টানগণ ভ্যালেন্সিয়া আক্রমণ করিলে তিনি আবদুল মালিক আল মুজাফফরের সাহায্যে অগ্রসর হন এবং ১০৬৫ খ্রীঃ খ্রীস্টানদিগকে তাড়াইয়া দিয়া নিজেই শহর অধিকার করেন। তিনি বাদাজোজের আফতাসিদ শাসক মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-মুজাফফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং মুরসিয়া ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ অধিকার করেন। এমন কি কর্ডোভা নগরী পর্যন্ত তিনি আক্রমণ চালান। আবদুল মালিক বিন জাহওয়ার কর্ডোভার শাসক মুতামিদের সাহায্যে এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। কর্ডোভাবাসীদের নেতা ইবনে উক্কাশা কর্ডোভার নব নিযুক্ত ভাইসরয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তিনি মুতামিদের ভাবী উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং টলেডোর রাজা মামুনের নিকট কর্ডোভা হস্তান্তর করেন কিন্তু মামুন ইবনে উক্কাশার বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া তাহাকে মোটেই বিশ্বাস করেন না। ইবনে উক্কাশা মামুনের শত্রুতা জানিতে পারিয়া ১০৭৫ খ্রীঃ জুন মাসে তাহাকে বিষ প্রয়োগ করেন। মুতামিদ এই বিভ্রান্তিকর অবস্থার সুযোগ লইয়া কর্ডোভা আক্রমণ করেন এবং ইবনে উক্কাশাকে হত্যা করিয়া শহর

www.pathagar.com

অধিকার করেন এবং ওয়াদী আল-কবীরের উপত্যকাসহ টলেডো রাজ্যের আরও কিছু অংশ অধিকার করেন। মুসলিম প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করিবার জন্য ক্যাস্টাইল ও লিওনের খ্রীস্টানদের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ষষ্ঠ আলফন্সোকে (১০৬৫-১১০৯ খ্রীঃ) তাহার প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন। তাহার রাজত্বকালে দেশের মধ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে।

ইয়াহিয়া আল কাদির ঃ "আল কাদির" উপাধি ধারণ করিয়া মামুনের প্রৌপুত্র দুর্বল ইয়াহিয়া মামুনের পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার দুর্বলতার কারণেই রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়। তিনি নিজে ষষ্ঠ আলফন্সোর সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি তাঁহার রক্ষাণাবেক্ষণের প্রতিদানে অধিক পরিমাণে অর্থ দাবী করেন। খ্রীস্টানদিগকে অর্থ দেওয়ার জন্য তিনি তাহার গরীব প্রজাদের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে কর আদায় করিতে শুরু করেন। ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি বহু বিশিষ্ট নাগরিক এমন কি উজির আল-হাদিদীকে পর্যন্ত হত্যা করেন। অসন্তুষ্ট জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শহর হইতে আল কাদির বিতাড়িত হইয়া বাদাজোজের শাসক মুতাওয়াক্কিলকে সিংহাসন অধিকারের জন্য আহবান জানান। অসহায় কাদির ষষ্ঠ আলফন্সোর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি দীর্ঘ সাত বৎসর অবরোধের পর ১০৮৫ খ্রীঃ টলেডো অধিকার করেন। কাদির তাহার মিত্রদের দ্বারা অপসারিত হন এবং তাহার মৃত্যুকাল (১০৯২ খ্রীঃ) পর্যন্ত ভ্যালেন্সিয়াতে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন।

টলেডো পতনের ফল ও প্রভাব ছিল বহুবিধ। এই সুরক্ষিত নগরীর পতনের সাথে সাথে নিম্ন ও মধ্য মার্চের বিস্তৃত অঞ্চল চিরদিনের জন্য খ্রীস্টানদের করতলগত হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টান শাসকগণ উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া কর গ্রহীতা ক্ষুদ্র মুসলিম শাসকদের কর দেওয়ার পরিবর্তে তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে শুরু করে। টলেডো অধিকারের ফলে দেশের দক্ষিণাংশে মুসলমানগণ অরক্ষিত বোধ করে। কেননা এখান হইতেই মুসলমান শাসকগণ খ্রীস্টান রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করিতেন। এখন সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। খ্রীস্টান শাসকগণ দেশের দক্ষিণাংশে মুসলিম এলাকায় এখান হইতে অভিযান চালাইয়া সন্ত্রাসের রাজ্য কায়েম করে।[১১]

৭। সেভিলের বানু আব্বাস রাজবংশ (১০২৩-৯১ খ্রীঃ)

কর্ডোভার উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর যে সমস্ত রাজবংশের উদ্ভব হয় তাহাদের মধ্যে আরব বংশোদ্ভূত সেভিলের রাজবংশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১২]

আব্বাসীগণ আল-হীরার পুরাতন লাখমী রাজবংশের অন্তর্গত বলিয়া দাবী করিত। প্রকৃত পক্ষে তাহারা ইয়ামানের লাখমী গোত্রের লোক ছিল। তাহাদের পূর্বপুরুষ ইতাফ বিন নুয়াইম হিমসের (ইমেসা, সিরিয়া ও মিশরের সীমান্তবর্তী শহর) জিলা শহর আরীশ

www.pathagar.com

হইতে বালজ ইবনে বিশরের সহিত স্পেনে আগমন করেন। তিনি গোয়াদালকুইভির নদীর তীরে অবস্থিত ইয়ামিন নামক পল্লীতে বসতি স্থাপন করেন।

প্রথম আবুল কাসেম মুহাম্মদ ঃ আব্বাসের প্রৌপুত্র ইসমাইলের পুত্র প্রথম আবুল কাশেম মুহাম্মদ (১০২৩ খ্রীঃ) এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আবুল কাসেম ছিলেন একজন সুদক্ষ সৈনিক ও বিজ্ঞ বিচারক। তিনি সেভিলের কাজি ছিলেন। তিনি এতই জনপ্রিয় ছিলেন যে, শহরের প্রশাসনিক দায়িত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। তিনি একটি জনপ্রিয় সরকার গঠন করেন। তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন তাঁহার সমর্থক মুহাম্মদ বিন ইয়ারিম হাওজানী ইবনে হাজ্জাজ ও দ্বিতীয় হিশামের গৃহশিক্ষক আবু বকর জুবাইদী। তিনি আরব, বার্বার ও স্লাভগণের সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনী দ্বারা দুই ভাই নামে পরিচিত খ্রীস্টানদের শক্তিশালী দুর্গ (আঃ আল আখওয়ান, স্পেনঃ আলফোয়েন্স) অধিকার করেন। বন্দী খ্রীস্টানদিগকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। মালাগার শাসক ইয়াহিয়া বিন আলী (১০২৭ খ্রীঃ) সেভিল আক্রমণ করেন। সেই সময় তাহার পুত্র আব্বাসকে জামিন হিসাবে রাখিয়া আবুল কাসেম তাহার রাজ্যকে রক্ষা করেন। ইহার ফলে তাহার এই ত্যাগ তাহাকে জনপ্রিয় করিয়া তোলে। জুবাইদীসহ তিনি তাহার চারিজন সমর্থককে অপসারিত করেন। জুবাইদী কায়রোওয়ান হইতে আলমেরিয়াতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাকে কায়রোওয়ানেই নির্বাসিত করা হয় এবং সেখানে তিনি কাজি পদ গ্রহণ করেন। আবুল কাসিম বেজা ও বাদাজোজ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করেন এবং এমনকি কর্ডোভার প্রেসিডেন্ট জাহওয়ারকে পর্যন্ত হুমকি প্রদান করেন। ১০৩০ খ্রীঃ তিনি বাদাজোজের আফতাসিদ শাসক মুহাম্মদকে মুক্তি প্রদান করেন যাহাকে পূর্বে বন্দী করা হইয়াছিল। চারি বৎসর পর ১০৩৪ খ্রীস্টাব্দে আবুল কাসিমের পুত্র ইসমাইল লিওন আক্রমণ করিবার জন্য গিরিপথ অতিক্রম করার সময় বাদাজোজের আফতাসিদগণ তাহাদের নেতা আবদুল্লাহর নেতৃত্বে তাহাকে আক্রমণ করে। ইসমাইল অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচিয়া যান।

এই সময়ে ১০৩৪ খ্রীঃ মালাগার ইয়াহিয়া তাহার ক্ষমতা ও শক্তির এত উন্নয়ন করেন যে, তিনি বার্বার দলপতিদের নেতা হিসাবে পরিগণিত হন। কর্ডোভা ও সেভিলের অস্তিত্বকে তিনি বিপন্ন করিয়া তোলেন। এই বিপদকে মোকাবিলা করিবার জন্য আরব ও স্লাভগণ তাহাদের বিরোধকে ভুলিয়া যায়। গ্রোত্রপ্রধানের শাসনে অতিষ্ঠ জনগণকে একত্রিত করিবার জন্য এবং উমাইয়া শাসনের প্রতি অনুগত জনগণকে একত্রিত করিবার জন্য আবুল কাসিম দ্বিতীয় হিশাম নামের ছদ্মাবরণে জনৈক ব্যক্তিকে সংগ্রহ করেন। প্রকৃত পক্ষে এই ব্যক্তি ছিলেন খালাফ, কালাতারাভার মাদুর প্রস্তুতকারক। দ্বিতীয় হিশামের সহিত খালাফের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিলো ফলে জনগণ বিনাদ্বিধায় তাহাকে দ্বিতীয় হিশাম বলিয়া গ্রহণ করেন। এই সকল খলিফার সাহায্যে

www.pathagar.com

আবুল কাসিম হাজীব হিসাবে আরব ও স্লাভ প্রভুদেরকে খলিফার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে অনুরোধ করেন। আরব নেতাগণ দ্বিতীয় হিশামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং এইরূপে কাসেম প্রতিবেশী দেশসমূহে তাহার প্রাধান্য কায়েম করেন। আবুল হাজম ইবনে জাহওয়ারও ১০৩৫ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে আত্মসমর্পণ করেন। ইসমাইল আরব ও স্লাভদের সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং বার্বারদের শ্রদ্ধেয় নেতা মালাগার ইয়াহিয়াকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও হত্যা করেন এবং কারমোনা অধিকার করেন। পরে তিনি আলমেরিয়ার শ্লাভ নেতা জুহায়েরকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হন। কারণ তিনি দ্বিতীয় হিশামের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। সেভিলের অধিবাসীদের চাপে পড়িয়া জুহায়ের গ্রানাডার করদাতা বাসিন্দাদের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। গ্রানাডার নেতা ও বিদ্বান ব্যক্তি জনৈক আবুল ফাতাহ্‌র ও বাদিসের পিতৃব্য পুত্র ইয়াহিয়ার সহযোগিতায় আবুল কাশেম গ্রানাডায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িলে ১০৩৯ খ্রীস্টাব্দে আবুল ফাতাহ্ নিহত হন।

১০৪২ খ্রীস্টাব্দে প্রথম আবুল কাসিম মুহাম্মদ বিশ বৎসর রাজ্য শাসনের পর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সেভিলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে লাঞ্ছিত ও অবহেলিত আরবগণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।

আবু আমর আব্বাস আল মুতাদিদ ঃ ছদ্মবেশী দ্বিতীয় হিশামের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আবুল কাসিমের স্থলাভিষিক্ত হন ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক তাহার পুত্র আবু আমর আব্বাস। আব্বাস "হাজীব" উপাধি গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পর আলমুতাদিদ বিল্লাহ উপনাম ধারণ করেন। তিনি ছিলেন বিরোধী দলের নেতা বাদিসের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ। আল মুতাদিদ নিজে সমস্ত অভিযান পরিচালনা করিতেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কবি। শিল্পকলা ও সাহিত্যের অনুরাগী এবং পিতার ন্যায় সুদক্ষ প্রশাসক। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত মদাসক্ত ও যাদুতে বিশ্বাসী ছিলেন। কথিত আছে তিনি শত্রুর মাথার খুলিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামাঙ্কিত করিয়া ও তাহাদের অপরাধের বিষয়বস্তু লিখিয়া সুরাপাত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। ইহাও কথিত আছে যে আলমুতাদিদ শত্রুর মাথার খুলিতে ফুলগাছ রোপণ করতে ভালবাসিতেন। এইগুলিকে তাহার প্রাসাদের ছাদে ফুলদানী রূপে সাজাইয়া রাখিতেন। তিনি তাহার হেরেমে আটশত যুবতী ক্রীতদাসীকে রক্ষিতা হিসাবে রাখিয়া ছিলেন। তিনি ছিলেন কর্মঠ, নির্দয় ও দুর্দান্ত প্রকৃতির। তিনি হাজীব আল-মনসুরের ন্যায় নিজ পুত্র ইসমাইলের দেশদ্রোহীতার খবর পাইয়া ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে তাহাকে হত্যা করিয়া প্রজাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেন। আল মুতাদিদ তাহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুসংগঠিত গোয়েন্দা বাহিনী চালু করেন। তাহার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে তিনি বার্বারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন

www.pathagar.com

এবং তাহার সাম্রাজ্যকে বার্বার রাজবংশের বানু বিরজাল, কারমুনা ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেন। তিনি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে তাহার পিতা কর্তৃক অনুসৃত নীতি বজায় রাখেন। আবদুল্লাহ্ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হন এবং ১০৪২ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন।

পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত তাহার রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে তিনি মেরতোলার বার্বার নেতা ইবনে তাইফুর ও তাহার মিত্র নিয়েবলার আরব নেতা মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া আল ইয়াহসুরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ১০৪৪ খ্রীঃ মেরতোলা জোরপূর্বক দখল করেন। পরবর্তী সুযোগে তিনি নিয়েবলার নেতা মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়া যিনি গ্রানাডার বাদিস, মালাগার মুহাম্মদ ও আলজেসিরার অপর মুহাম্মদ এবং বাদাজোজের মুজাফফর প্রভৃতি বার্বারদের দ্বারা গঠিত সম্মিলিত বাহিনীর সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাকে পরাজিত করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইয়াহিয়ার সাহায্যে অগ্রসর হন। এবং মুতাদিদকে বিতাড়িত করেন। আবুল হাজম ইবনে জাহওয়ারের পুত্র আবুল ওয়ালিদ ১০৪৩ খ্রীঃ তাহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আরব ও বার্বারদিগকে একত্রিত করিতে ব্যর্থ হন। বার্বারদের সম্মিলিত বাহিনী সেভিল আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় কিন্তু মুতাদিদ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। তাহার বাদাজোজ আক্রমণ ব্যর্থ হয়। মুতাদিদ নিয়েবলার ইবনে ইয়াহিয়াকে পরাজিত করেন। স্বপক্ষত্যাগীদের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে মুজাফফর কিছুদিন পর তাহাকে আক্রমণ করেন। ইবনে ইয়াহিয়াকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে মুতাদিদ অগ্রসর হন এবং বাদাজোজের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি তাহার পুত্র ইসমাইলকে প্রেরণ করেন বেজার উত্তরে অবস্থিত এভোরা আক্রমণ করিবার জন্য। উহার শাসক মুজাফফর পরাজিত হন এবং তাহার ৩,০০০ সৈন্যসহ কারমোনার যুবরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। কার্ডোভার আবুল ওয়ালিদের মধ্যস্থতায় ১০৫১ খ্রীঃ জুলাই মাসে মুজাফফর ও মুতাদিদ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। মুতাদিদ অনতিকাল বিলম্বে নিয়েবলা আক্রমণ করেন এবং বাধা ব্যতীতই ইহার পতন ঘটে। হুয়েলভা ও সল্টেস ক্ষুদ্রদ্বীপের বাকরীট শাসক আবদুল আজিজও আত্মসমর্পণ করিয়া রাজ্যের কর্তৃত্ব মুতাদিদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া কর্ডোভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে মুতাদিদ তাহার তেরো বৎসর বয়স্ক যুবক পুত্রকে সিলভেস আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। বনি মুজাইনাহ গোত্রের আরব নেতা প্রবলভাবে বাধা প্রদান করেন। ১০৫১-২ খ্রীঃ দুর্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার নেতা পরাভূত হয়। যুবরাজ মুহাম্মদ অতঃপর সান্তামেরিয়া ডে আলগারভের[১৩] ও উহার শাসক মুহাম্মদ বিন সাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। দীর্ঘ সময় বাধা প্রদানে সক্ষম না হওয়ায় আব্বাসীদের হাতে শহরের পতন ঘটে। ১০৫৫ খ্রীঃ মুতাদিদ তাহার পুত্র মুহাম্মদকে সিলভেস ও সান্তামেরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

www.pathagar.com

পশ্চিমে তাহার রাজ্য সম্প্রসারণের পর মুতাদিদ বার্বার যুবরাজদের অধিকৃত দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাহাদের অধিকাংশ তাহার সার্বভৌমত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া নেন। তিনি মরোনা ও রোন্ডা আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করেন এবং সাদরে গৃহীত হন। যখন তিনি নিদ্রামগ্ন ছিলেন বার্বার নেতাগণ তাহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। রোন্ডার নেতার জনৈক আত্মীয় মুয়াদ ইবনে আবি কোররার মনে আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত হয় ও তিনি রক্ষা পান। মুতাদিদ দেশে ফিরিয়া রোন্ডা ও মরোনার নেতাদ্বয়ের জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। রোন্ডা, মরোনা ও জেরেজের মোট ষাট জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ১০৫৩ খ্রীঃ আমন্ত্রণ জানান এবং তাহার জীবন রক্ষাকারী মুয়াদকে ব্যতীত সফলকেই হত্যা করা হয়। মুয়াদকে একটি অট্টালিকা ও ১২০০০ হাজার ডুকাট দান করেন। পরবর্তীকালে তিনি সেভিলের সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদান করেন। মুতাদিদ মরোনা, আরকোস, জেরেজ, রোন্ডা ও অন্যান্য শহর আরব সেনাদের সাহায্যে জয় করেন।

আরব নেতা মুতাদিদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বার্বার নেতা বাদিস তখন শক্তি সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি সমস্ত আরব প্রজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে কিন্তু তিনি চাপে পড়িয়া অতি কষ্টে এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হইতে বিরত থাকেন। বাদিস তাহার সমর্থক ও মরোনা, আরকোস, জেরেজ এবং রোন্ডা হইতে আগত রিফিউজিদের অস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া সেভিলে অনুপ্রবেশ করেন। সেভিলের অধিবাসীগণ সর্বশক্তি দিয়া আক্রমণ প্রতিহত করে ফলে অনুপ্রবেশকারীগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং বার্বার রিফিউজিগণ বিতাড়িত হইয়া জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া আফ্রিকায় পৌঁছে। সেখানে দুর্ভিক্ষে তাহারা সপরিবারে ধ্বংস হয়। অবশেষে মুতাদিদ (১০৫৮ খ্রীঃ) আলজেসিরার হাম্মুদি বংশোদ্ভূত কাসিমকে আক্রমণ করেন। কাসিম পরাজিত হইয়া কর্ডোভায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের অভিযান সম্পূর্ণ করিবার পর যে নকল দ্বিতীয় হিশামের পক্ষে তিনি রাজ্য শাসন করতেছিলেন ১০৫৮ খ্রীঃ তাহাকে অপসারণ করেন এবং তিনি স্পেনের আমীর বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন এবং প্রাচীন রাজধানী কর্ডোভা অবরোধের দৃঢ় আশা পোষণ করেন। পূর্বেই তাহার সেনাবাহিনী কয়েক বার কর্ডোভা আক্রমণ করে। ১০৬৩ খ্রীঃ তিনি তাহার পুত্র ইসমাইলকে অর্ধ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত আল-জাহরা শহরকে অধিকার করিতে আদেশ করেন। এই জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। কেননা তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে কর্ডোভাবাসীদের সাহায্যে বাদিসগণ আগমন করিবে। অতিরিক্ত সেনা চাহিয়া ব্যর্থ হইলে মালাগার দুঃসাহসী আবু আবদুল্লাহর কুপরামর্শে আলজেসিরার ইসমাইল নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে চেষ্টা করেন। তিনি ব্যর্থ হইয়া আত্মসমর্পণ করেন ও কারারুদ্ধ হন। বিজিলিয়ানী নেতাসহ তাহার

www.pathagar.com

সমর্থকগণ নিহত হয়। একই পরিণতির ভয়ে ইসমাইল পলাইতে চেষ্টা করেন কিন্তু ধৃত হইয়া মুতাদিদ কর্তৃক নিহত হন।

বাদিসের অধীনে মালাগার অসন্তুষ্ট আরবগণ মুতাদিদের সহিত মিলিয়া বাদিসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। নির্দিষ্ট দিনে মালগায় ও অপর পঁচিশটি শহর ও দুর্গে সাধারণ বিদ্রোহ দেখা দেয়। যুবরাজ আবুল কাসিম মুহাম্মদের নেতৃত্বে সেভিলের আব্বাসীগণ বিদ্রোহীদের সাহায্যে আগাইয়া আসেন। অতর্কিত আক্রমণে বার্বারগণ পরাজিত হয়। মালাগার ক্ষুদ্র রাজ্য যুবরাজের হস্তগত হয়। কিন্তু শাক্তিশালী দুর্গের পাহারায় নিযুক্ত নিগ্রোবাহিনী বাদিসের উদ্ধার কার্যে আসা পর্যন্ত তাহারা বাধা প্রদান করে। তিনি নিরস্ত্র সেভিলের অধিবাসীদের ধরেন এবং তাহাদের অনেকেই মাতাল অবস্থায় ছিল ফলে তাহাদিগকে চরমভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। আবুল কাসিম মুহাম্মদ রোন্ডাতে আত্মগোপন করেন। তাহার সাহসহীনতা ও অকর্মণ্যতার দরুন মুতাদিদ তাহার প্রতি বিরক্ত হন। কিন্তু হৃদয়বিদারক পণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় ক্ষমাপ্রার্থনা পত্র পাইয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

খ্রীস্টান অভিযানসমূহ ঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে খ্রীস্টানগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ১০৫৫ খ্রীঃ ক্যাস্টাইল ও লিওনের রাজা প্রথম ফার্নান্ডো মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করেন। তিনি ১০৫৭ খ্রীস্টাব্দে আমীর মুজাফফরের নিকট হইতে বাদাজোজ, সারাগোসার রাজার নিকট হইতে ডুরোর দক্ষিণে অবিস্থত দুর্গসমূহ জবর দখল করেন এবং টলেডোর ধ্বংস সাধন করিয়া আলকালা ডে হেনারেস আগমন করেন। টলেডোর রাজা মামুন শত্রুকে প্রতিহত করিবার পরিবর্তে বাদাজোজ ও সারাগোসার শাসকদের অনুকরণ করেন। এবং তাহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া নেন। ১০৬৩ খ্রীঃ ফার্নান্ডো সেভিলের এলাকার উপর অভিযান পরিচালনা করেন। যদিও আন্দালুসীয় মুসলিম শাসকদের মধ্যে মুতাদিদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল প্রশ্নাতীত তথাপি তিনি খ্রীস্টান শক্তির মোকাবিলা করিতে সমর্থন হন নাই। মুতাদিদ বাৎসরিক কর প্রদান ও সেন্ট যুষ্টার মৃতদেহ ফার্নান্ডোর প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করার শর্তে সেভিলের অববোধ অপসরণ করাইতে সমর্থ হন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার দূত লিওনের বিশপ আলভিটুস ও আস্তোরগার বিশপ অর্ডোনিওকে প্রেরণ করেন। তাহারা সেন্ট যুষ্টার দেহকে আবিষ্কার করিতে ব্যর্থ হয় কিন্তু সেন্ট ইসিডোর দেহকে পায় এবং লইয়া যায়। প্রথম ফার্নান্ডো ছয় মাসের দীর্ঘ অবরোধের পর ১০৬৪ খ্রীঃ কোয়েম্ব্রা দখল করেন। তিনি ৫০০ মুসলমানকে বন্দী হিসাবে লইয়া আসেন। এবং ডুরো ও মন্ডেগোর মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত দেশ ও শহরগুলিতে বসবাসকারী জনগণকে নির্বাসিত করেন। পরে তিনি ভ্যালেন্সিয়া আক্রমণ করেন। আবদুল মালিক যিনি ১০৬১ খ্রীঃ তাহার পিতা আবদুল আজিজের স্থলাভিষিক্ত হন। পাটেরনার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হন এবং তাহার বিক্ষিপ্ত সেনাবাহিনীকে লইয়া পলায়ন করেন।

www.pathagar.com

নরম্যানস কর্তৃক হুয়েস্কার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বারবাস্ট্রো দুর্গসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাহারা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে বহু লোককে হত্যা করেন। তাহাদের স্পেন ত্যাগের অল্পদিনের মধ্যে সারাগোসার শাসক মুক্তাদীর ৫০০ সেভিলবাসীর সাহায্যে ১০৬৫ খ্রীঃ বসন্তকালে বারবাস্ট্রো পুনরায় দখল করেন। প্রথম ফার্নান্ডো ভ্যালেন্সিয়া পুনর্দখলের চেষ্টা করেন কিন্তু আবদুল মালিক তাহার শ্বশুর টলেডোর মামুনের প্রেরিত সৈন্য ও রসদ দ্বারা শক্তি বৃদ্ধি করেন। খ্রীস্টান রাজা পশ্চাৎ অপসারণ করেন। ১০৬৫ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে মামুন তাহার জামাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ভ্যালেন্সিয়া অধিকার করেন। ১০৬৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ফার্নান্ডো মৃত্যু বরণ করেন। তাহার তিন পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হয়। ষষ্ঠ আলফন্সোর ভাগে পরে লিওন। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেন। এই সময় মুসলিম-স্পেন, উত্তর-স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার পক্ষ হইতে বিপদের সম্মুখীন হয়।

১০৬৭ খ্রীঃ মুতাদিদ কারমোনাকে তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন কিন্তু তিনি দুই বৎসর পর ১০৬৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারিতে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি জিব্রাল্টারকে সুরক্ষিত করেন এবং আফ্রিকার উদীয়মান আল-মুরাভিদ শক্তির কবল হইতে তাহার রাজ্যেকে রক্ষা করার জন্য সেখানে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। ত্রিশ বৎসরের শাসন আমলে তিনি তাহার রাজ্যকে পশ্চিমে ও উত্তরে যথেষ্ট সম্প্রসারণ করেন. আমীরিদ স্বেচ্ছাতন্ত্রের সময় হইতে সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বার্বারদের জীবনের বিনিময়ে ইহা সম্ভব হয়। মুতাদিদ বার্বারদের অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। বার্বারগণ তাহার বংশের ঘোরতর শত্রু ছিল। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ কূটনীতিক ও সমরবিদ কিন্তু তিনি কখনও শত্রুর বিরুদ্ধে সেনা পরিচালনা করেন নাই এবং শত্রুর শক্তিকে কিছু অংশেও খর্ব করিতে পারেন নাই। মুতাদিদ স্বয়ং কবি ছিলেন বলিয়া অন্য কবিদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

মুতামিদ (১০৬৯-১০৯১ খ্রীঃ) ঃ মুতাদিদের পর আবুল কাসিম দ্বিতীয় মুহাম্মদ আল মুতামিদ সর্ব যুগের একজন শ্রেষ্ঠ আরব কবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন।[১৪] স্পেনীয় আরবদের মধ্যে তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গের আরব সাহিত্যিক। তিনি বিদ্যা-বুদ্ধিতে তাহার পিতাকেও অতিক্রম করেন। তিনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত। তিনি শিল্পকলা, সাহিত্য আমোদ-প্রমোদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট ছিলেন। রাজনীতি হইতে কাব্যের রচনারীতি ও সুললিত ভাষার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ আনন্দোৎসবে দিন অতিবাহিত করিতেন। তিনি তাহার স্ত্রী ইতিমাদ আল-রুমাইকিয়াহ যিনি সৌন্দর্য ও রুচিতে ভারতের নূরজাহানের ন্যায় বিখ্যাত ছিলেন। তাহার প্রতি উৎসর্গীত প্রাণ ছিলেন। তাহার বুদ্ধিমত্তা বাগ্মিতাকে কর্ডোভার ওয়াল্লদাহর সহিত তুলনা করা যায়। মুতামিদ তাহার শখ ও বাসনা পূর্ণ করিতে তৎপর ছিলেন। তাহার আনন্দ উপভোগের

www.pathagar.com

জন্য তিনি কর্ডোভার নিকটবর্তী সিয়েররাতে বাদাম গাছ রোপণ করান।[১৫] তিনি ইহার তুষারসদৃশ্য ফুটন্ত ফুলের সৌন্দর্য শীতের শেষ পর্যায়ে রুমাইকিয়াহকে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তাহার জন্য স্লেভকন্যাদের লইয়া বিভিন্ন ফুলের সুগন্ধীযুক্ত প্রসাধনী ও গোলাপজল পূর্ণ ডোবায় ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তাহার উজির ইবনে আম্মার যিনি বিরাট পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সিলভিসের গভর্নর থাকাকালীন সময় হইতে মুতামিদের সাথী ছিলেন। বার বৎসর বয়সে যুবরাজ আলগারভের রাজধানী সিলভেসের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই আঞ্চলিক কবি ইবনে আম্মারের প্রভাবে তিনি সেখানে আগমন করেন। আল-আম্মার বয়সে যুবরাজ হইতে বড় ছিলেন। বুদ্ধিমত্তা চালাকীতেও ছিলেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কবি ছিলেন ভূঁইফোড়, দেখিতে কুৎসিৎ ও দরিদ্র। এই দুর্বলতা তাহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে বাঁধার প্রাচীর হইয়া দেখা দেয় এবং প্রভাবশালীদের মধ্যে স্থান লাভ করিতে ও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে বিরত রাখে। তিনি সিলভিসের নিকটবর্তী গ্রাম শান্নাবুশে জন্মগ্রহণ করেন। সিলভিস ও কর্ডোভাতে শিক্ষা লাভ করেন এবং সুবিশাল প্রশংসাবাদ রচনা করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। মুতামিদ নিজেও একজন কবি ছিলেন। তিনি ইবনে আম্মারের কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে সহযোগী নিযুক্ত করেন। সিলভিসে তাহার স্বল্পদিনের সাহচর্যে তিনি মুতামিদের আস্থা ও অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হন। ফলে মুতামিদ তাহাকে সেভিলে লইয়া আসেন। একদিন সন্ধ্যাকালে গোয়াদালকুইভির নদীর তীরে শুভ্র তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে (প্রাদো দে প্লাত) ভ্রমণকালে খচ্চর পালিকা সুকবি রূপবতী আল রুমাইকিয়াহর সহিত পরিচিত হইয়া তাহার প্রেমাসক্ত হন। এবং পরে তাহাকে বিবাহ করেন। তাহাদের অন্তরঙ্গতা মুতামিদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি যুবরাজের বিশ্বস্ত বন্ধু ইবনে আম্মারকে নির্বাসিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর মুতামিদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইবনে আম্মারকে আলগারভের গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। সিলভিসে ও সেভিলে ইবনে আম্মার এবং মুতামিদ আনন্দোৎসবের ও উপভোগের জীবন যাপন ত্যাগ করেন। সেখানে তাহারা কখনও কখনও গোয়াদালকুইভির নদীর তীরে অবস্থিত শুভ্র তৃণচ্ছাদিত প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করিতেন।

আবুল ওয়ালিদ ইবনে জাহওয়ারের পুত্র আবদুল মালিকের শাসনকালে টলেডোর রাজা মামুন কর্তৃক কর্ডোভা আক্রান্ত হইলে মুতামিদ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তাহাকে সাহায্য করেন। পরবর্তীকালে ১০৭০ খ্রীঃ কর্ডোভা নিজে দখল করিবার উদ্দেশ্যে মুতামিদ শুধুমাত্র তাহাকে সাহায্য করেন। ১০৭৫ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে তাহার ভাবী উত্তরাধিকারী আব্বাসকে কর্ডোভার গভর্নর নিয়োগ করেন। মামুনের ষড়যন্ত্রে কর্ডোভার জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি ইবনে উক্কাশা নতুন গভর্নর ও তাহার সেনাপতি মুহাম্মদ বিন মারটিনকে হত্যা করেন। এইরূপে মামুন কর্ডোভার ভাগ্যবিধাতা হন কিন্তু

www.pathagar.com

উক্কাশা ও মামুনের বৈরীতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুতামিদ উক্কাশাকে শায়েস্তা করেন এবং ১০৭৮ খ্রীঃ কর্ডোভা পুনর্দখল করেন। ওয়াদী আল কাবির দখল করিয়া তিনি তাহার শক্তি বৃদ্ধি করেন।

ইবনে খাল্লিকানের মত সমর্থন করিয়া হিট্টি বলেন, স্পেনের ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাদের মধ্যে মুতামিদ ছিলেন সর্বাপেক্ষা উদার[১৬] জনপ্রিয় ও ক্ষমতাশালী কিন্তু তাহার জীবনের শেষ দিনগুলি প্রথম জীবনের আড়ম্বরপূর্ণ দিনগুলির তুলনায় দুঃখপূর্ণ ছিল। মুসলিম নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সিংহতুল্য কিন্তু লিওনের ও ক্যাস্টাইলের খ্রীস্টানদের তুলনায় ছিলেন মেষ শাবক। তিনি প্রথম ফার্নান্ডোর পুত্র ষষ্ঠ আলফন্সোকে নিয়মিত কর প্রদান করিতেন বলিয়া দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, আলফন্সো তাহাকে আক্রমণ করিবেন না। নিরাপত্তার সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া তিনি আনন্দোৎসবে প্রমত্ত হইয়া দিন কাটাইতে থাকেন। ফলে কর আদায় হয় না এবং সৈন্যদের বেতন বাকী পড়ে ও তাহার কর্মচারীরা কর্মবিমুখ ও অলস হইয়া ওঠে। অপরদিকে ক্যাস্টাইলের খ্রীস্টানগণ ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলে এবং বিপুল সংখ্যক সেনা লইয়া সেভিল আক্রমণ করে। মুতামিদের বাধা প্রদানের সামর্থ ছিল না। কিন্তু তাহার প্রধানমন্ত্রী চতুর ইবনে আম্মার বিপদের সন্মুখীন হইয়া সেভিলে খ্রীস্টান রাজাকে দাবা খেলার আমন্ত্রণ জানান। হোল বলেন, "তিনি সারাদেশে সুপরিচিত ছিলেন, ষষ্ঠ আলফন্সো যিনি দৃঢ়ভাবে তাইফাসের উপর চাপ বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তিনিও তাহাকে স্পেন উপদ্বীপের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বলিয়া মনে করিতেন।"[১৭] খ্রীস্টান রাজা দাবায় হারিয়া যান এবং আগেকার তুলনায় দ্বিগুণ কর পাইয়া সন্তুষ্ট হন। এগার শত শতাব্দীর মধ্যভাগে খ্রীস্টানগণ স্পেনের প্রতিদ্বন্দ্বী বহু মুসলিম রাজ্যকে তাহাদের সামরিক নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিতে বাধ্য করে।

ইবনে আম্মার আবুবকর ইবনে জাইদুনকে পরাজিত করিয়া মুরসিয়া অধিকার করেন, সেখানে তিনি ভিলসেচ বালজ দুর্গের আরব নেতা ইবনে রাশিকের সহযোগিতায় নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে চেষ্টা করেন। তিনি স্বাধীনভাবে মুরসিয়া শাসন করিতে শুরু করেন। মুতামিদের কোপানলে পতিত হইয়া আব্বাসী শাসকের প্রেরিত সেনাবাহিনীর মোকাবিলা না করিয়া সারাগোসা পলাইয়া যান। ইবনে রাশিক তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে। বানু সুহায়েল তাহাকে বন্দী করিয়া মুতামিদের নিকট বিক্রয় করে। সুতরাং পুনর্মিলনের অল্পদিন পরই ইবনে আম্মার মুতামিদের বিরাগ ভাজন হইয়া নিহত হন। তাহার পরে আবু বকর ইবনে জাইদুনকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

ষষ্ঠ আলফন্সো ১০৮৫ খ্রীঃ টলেডো অবরোধ করিয়া তাহার ইহুদী কর্মচারী ইবনে শালীবকে সেভিলে কর আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। ইবনে শালীব ভেজাল ধাতুর মুদ্রাগ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। মুতামিদ এই সমস্ত ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈয়ার করিয়া

www.pathagar.com

চালু করিতেন। কারণ স্বর্ণ ও রৌপের অভাব ছিল। তাহার অসম্মানজনক ও কঠোর কথা বার্তায় মুতামিদ এত অসন্তুষ্ট হন যে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অতঃপর ষষ্ঠ আলফন্সো ১০৮৫ খ্রীঃ টলেডো অধিকার করেন এবং সারা স্পেন দখল করিবার দৃঢ় আশা পোষণ করেন। তিনি মুজারাবদের সহযোগিতায় ৪,০০০ সৈন্য লইয়া সেভিলে অভিযান পরিচালনা করেন। আক্সরাফের আল-শারাফ শহরসমূহ লুণ্ঠন করিয়া ভূমধ্য-সাগরের উপকূলবর্তী সমস্ত এলাকা পদানত করেন। ইহার পর সেভিলে গ্রানাডা, বাদাজোজ ও অপরাপর জায়গায় মুসলিম নেতাগণ অনুধাবন করেন যে খ্রীস্টানগণ স্পেনে মুসলিম শক্তির মূল উৎপাটন করিতে চায়। অতঃপর তাহারা সম্মিলিতভাবে তাহাদের সাধারণ শত্রুর মোকাবিলা করেন। মুতামিদের নেতৃত্বে তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী খ্রীস্টান সেনাবাহিনীকে মোকাবিলা করিবার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এই জন্য তাহারা বাহিরের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

ইবনে আদহাম, আবু জাফর কালাই, ও আবু ইসহাক ইবনে মোকানা যথাক্রমে কর্ডোভা, গ্রানাডা ও বাদাজোজের কাজিগণ প্রধানমন্ত্রী আবু বকর ইবনে জাইদুনের নেতৃত্বে ইফ্রিকিয়ার মুরাবিতিন, ইউসুফ বিন তাশুফিনের নিকট গমন করেন। ষষ্ঠ আলফন্সোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য স্পেন আগমনে তাহাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইউসুফ স্পেনে আগমন করেন এবং ১০৮৬ খ্রীঃ ২৩শে অক্টোবর বাদাজোজের নিকট অনুষ্ঠিত জাল্লাকাহর (Sacralias) যুদ্ধে খ্রীস্টানগণকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০,০০০ হাজার অপরদিকে খ্রীস্টানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০,০০০ হইতে ৬০,০০০ হাজার। এই অভূতপূর্ব পূর্ণ সাফল্যের ফল মুসলমানগণ ভোগ করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে সিউটাতে ইউসুফের জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু ঘটায় তাহাকে ইফ্রিকাতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। তাহার বিদায়ের পর খ্রীস্টানগণ পুনরায় মুসলিম রাজ্যগুলিকে হয়রানী করতে শুরু করেন। মুতামিদের নেতৃত্বে ইউসুফ ৩০০০ হাজার আফ্রিকাবাসী সৈন্যকে রাখিয়া যান কিন্তু তিনি খ্রীস্টানদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হন। তিনি পুনরায় ইউসুফকে আমন্ত্রণ জানান কিন্তু এইবার ফুকাহা ও জনসাধারণের অনুরোধে ইউসুফ নিজেই স্পেন শাসনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং সুদূর তাগুসনদী পর্যন্ত আন্দালুসিয়ার সমগ্র অঞ্চল তাহার মরক্কো সাম্রাজ্যের সহিত একত্রিত করেন। ১০৯৫ খ্রীঃ মরক্কোর নিকট আগমাতে মুতামিদ নির্বাসিত হন ও সেখানেই দেহত্যাগ করেন। তাহার স্ত্রী ও কন্যাগণকে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হয়। তাহার পতনের ঘটনা এক হৃদয় বিদারক কাহিনী।

মুতামিদ মধ্যযুগের উজ্জ্বল স্পেনীয় শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং কাব্যের সমঝদার ও মেধার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার ও ধৈর্য্যশীল কিন্তু বিলাসী ও আরাম প্রিয়। তিনি রাজ্যের

www.pathagar.com

ব্যাপারে খুব সামান্য চিন্তা করিতেন। রাজা মুতামিদ ও প্রধানমন্ত্রী ইবনে আম্মার উভয়েই যেহেতু কাব্যচর্চা করিতে ভালোবাসিতেন সেইহেতু সেভিল সেই যুগের কবিদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। আব্দুল জলিল ছিলেন তাহার প্রাসাদের বিখ্যাত কবি। মুতামিদের শাসন আমলে সেভিল সেই যুগের জ্ঞানীগুণিদের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

তথ্য নির্দেশ

১। এন্টনিও প্রিটো ওয়াই ভাইভস্, *লস রিইয়েচ দে তাইফাস*, মাদ্রিদ, ১৯২৬, পৃঃ ১৬।
২। ঐ, পৃঃ ২৪-২৮।
৩। সিসিলির বিখ্যাত ভৌগোলিক ছিলেন তাঁহার দৌহিত্র।
৪। প্রিটো ওয়াই ভাইভস্, *লস রিইয়েচ*, পৃঃ ২১, ২৮; *আল-আন্দালুস*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯৪১, পৃঃ ১৮; আল-বোরনোজ, *লা ইস্পানা মুসলমানা*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪-৫৩।
৫। ইহুদীদের বিরুদ্ধে লিখিত কবির কবিতার ইংরেজি অনুবাদ: ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৬৫১-৫২; এমিলিও গার্সিয়া কর্তৃক উক্ত আরবী কবিতার স্পেনিশ অনুবাদ *Un alfaqni espanol Abu Ishaq*, মাদ্রিদ, ১৯৪৪।
৬। ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৬১৭-১৮। ও টীকা-১ দেখুন।
৭। *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৩১।
৮। প্রিটো ওয়াই ভাইভস্ ,পৃঃ ৩৩-৪১; আল-বোরনোজ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১-৯২।
৯। প্রিটো, ঐ পৃঃ ৪৫-৫০; আল-বোরনোজ, *ঐ*, পৃঃ ৯৫।
১০। প্রিটো, পৃঃ ৫১-৫৫।
১১। ঐ, পৃঃ ৭৮, ও টীকা-২।
১২। আল-বোরনোজ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩, ১২০, ৩৩৯ দেখুন।
১৩। শান্তা মারিয়া আলগার্ব এখন ফারো নামে পরিচিত।
১৪। হোল, *আন্দালুস*, পৃঃ ২৫।
১৫। হিট্টি, পৃঃ ৫৩৯।
১৬। *ঐ*, পৃঃ ৫৩৮-৩৯।
১৭। *আন্দালুস*, পৃঃ ১৭২।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ (১০৯১-১২৪৮ খ্রীঃ)

উত্তর আফ্রিকার শাসন

১। মুরাবিতুন রাজবংশ (১০৯১-১১৪৬ খ্রীঃ)

মুরাবিতুন রাজবংশের উৎপত্তি ঃ মুরাবিতুন রাজবংশের পাঁচজন রাজা[১] (তাশুফিন, আমীরুল মুসলিমীন ইউসুফ বিন তাশুফিন, আমীরুল মুসলিমীন আলী বিন ইউসুফ, তাশুফিন ও আবু ইসহাক) প্রায় নব্বই বৎসর রাজ্য শাসন করেন। স্পেনীয় শব্দ আল মুরাভিদ আরবী আল মুরাবিত শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ রিবাতে (সরাইখানা ও সুরক্ষিত খানকাতে) বসবাসকারী সন্ন্যাসী। আন্দালুসিয়ানদের দ্বারা আফ্রিকা দখল হওয়ার পর হাজীব আল-মনসুরের সময় উহা দুর্বল হইয়া পড়ে। বার্বারগণ মুরাবিত (পবিত্র) নামক তাদের ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসেন এবং আলজিরিয়া হইতে নাইজার অথবা সেনেগাল নদী পর্যন্ত সমস্ত আফ্রিকায় তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সিনহাজাহ গোত্রের লামতুনাহ শাখা মুসা ইবনে নুসায়েরের পতাকাতলে ইফ্রিকিয়া-স্পেনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাহারা সাহারা মরুভূমির তপ্তবালির উত্তাপ হইতে রক্ষার জন্য লিসাম (বোরকা) ব্যবহার করিতেন। তাহার পর মুরাবিতুনগণ মুলাস সামুন নামে পরিচয় লাভ করে। মুরাবিতুন অথবা মুলাস সামুন শব্দ দ্বয়ের মূল সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারো কাহারো মতে তাহারা হিমারীয় গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা হযরত আবু বকরের সময় ইয়ামান হইতে সিরিয়া (শাম) এবং তৎপর আলমাগরিবে বসতি স্থাপন করে। অন্যদের মতে, তাহারা বার্বারদের সিনহাজাহ গোত্র হইতে উদ্ভূত। সিনহাজাহ গোত্রের জনৈক জাদ্দালাহ নেতা ইয়াহিয়া বিন ইব্রাহিম ১০৩৯ খ্রীঃ হজ্জ সমাপনান্তে মক্কা হইতে ফিরিবার পথে জনৈক মালেকী বিচারক ও সুফী আবু ইমরান আল-ফাসির সহিত কায়রোওয়ানে, মিলিত হইয়া তাহারা গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য জনৈক ধর্ম প্রচারককে প্রেরণের অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সেই অনুসারে নাফিসের (মরক্কোর নিকটবর্তী) অধিবাসী আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন আল জাযুলী সেখানে প্রেরিত হন। তিনি একটি রিবাত (সুরক্ষিত মঠ) নির্মাণ করেন। নাইজারের (সেনেগাল)[২] এলবার্ট দ্বীপে তাহারা শিষ্যদের মধ্যে লামতুনা গোত্রের দুই ভ্রাতা ইয়াহিয়া বিন ওমর ও আবু বকর বিন ওমর ছিলেন। লামতুনা, মাসমুদা ও অপরাপর গোত্রের বার্বার যোদ্ধাগণের ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি দ্বিধাবিভক্ত বার্বার গোত্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাহার শিষ্যদিগকে লইয়া সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং তাহার প্রধান শিষ্য ইয়াহিয়া

www.pathagar.com

বিন ওমরের নেতৃত্বে অর্পণ করেন। তিনি ওয়াদী দারা পর্যন্ত অগ্রসর হন ও সিজিলমাশা অধিকার করেন। যাহা মুসা ইবনে নুসায়ের দখল করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। আল মুরাভিদ অতঃপর ১০৫৯ খ্রীঃ বারগাওয়াতাহর বার্বারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে নিহত হন। এই সব বার্বার ধর্মীয় নেতা সালিহর অনুসারী ছিল। রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্যায়ে তাহাদের রাজধানী সিজিলমাশাহ হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়।

ইয়াহিয়ার পর তাহার ভ্রাতা আবু বকর তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। যিনি বারগাওয়াতাহকে পরাজিত করেন। তিনি ইদ্রিসী রাজ্যকে তাহার রাজ্যের সহিত একিভূত করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। আলমুরাভিদ রাজা সমস্ত মরক্কো ও মৌরিতানিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার দক্ষিণে সেনেগাল নদীর অববাহিকা ও উত্তরে আলজিরিয়ার পশ্চিম অংশ অবস্থিত ছিল। ১০৬২ খ্রীঃ মারাকুশে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন আলমুরাভিদগণ সিনহাজাহ গোত্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধ দূর করিয়া ঐক্য স্থাপনে সফল হন। তাহার পিতৃব্য পুত্র ইউসুফ বিন তাশুফিনের উপর সাম্রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া তিনি মরু অঞ্চলে মুরাবিতুনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি তাহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হইয়া নির্বাসিত জীবন যাপনে বাধ্য হন এবং শেষ পর্যন্ত ১০৮৭/৮ খ্রীঃ মৃত্যুবরণ করেন।

ইউসুফ বিন তাশুফিন ঃ সংক্ষেপে এই হইল মুরাবিতুনদের প্রাথমিক ইতিহাস। তাহাদের নিকট হইতে আন্দালুসিয়ান মুসলিম শাসকগণ বিপদের সময় সাহায্য কামনা করিতেন। মুরাবিতুন শাসক ইউসুফ বিন তাশুফিন আব্বাসীয় খলিফাদের নিকট হইতে 'আমিরুল মুসলিমীন' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ধর্মীয় মতের জন্য এরূপ সুখ্যাতি অর্জন করেন যে, ইমাম গাজ্জালী তাহার দর্শন লাভের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। (১০৮৬ খ্রীঃ ইউসুফ বিন তাশুফিন স্পেনে আগমন করেন) তাহার সহিত কর্মঠ বার্বার সেনার বিরাট বাহিনী আলজেসিরাসে পদার্পণ করে। আলজেসিরাস তাহার সৈন্যের ঘাটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেভিলের নিকটে মুতামিদসহ মুসলিম নেতা ও রাজা তাহার সহিত যোগদান করেন। প্রায় বিশ হাজার সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী বাদাজোজের দিকে অগ্রসর হইয়া ১০৮৬ খ্রীঃ জাল্লাকায় শত্রুদের সম্মুখীন হন। এক রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং খ্রীস্টানগণ এই যুদ্ধে চরমভাবে পরাজিত হয়। ষষ্ঠ আলফন্সো শুধু তিনশত সৈন্য লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। ইউসুফ বিন তাশুফিন আন্দালুসীয় মুসলমানদের ত্রাণকর্তা হিসাবে বিবেচিত হইতে থাকেন। অঙ্গীকার মোতাবেক ইউসুফ তাহার নবনির্মিত রাজধানী মারাকুশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তিনি তিন হাজার সুদক্ষ সেনাকে মুতামিদের অধীনে রাখিয়া আসেন।

www.pathagar.com

ইউসুফের স্পেন ত্যাগের অব্যবহিত পর খ্রীস্টানগণ মুসলমানদের সহিত পুনরায় সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। খ্রীস্টানগণ যদিও ভ্যালেন্সিয়া রাজ্য ত্যাগ করিয়াছিল এবং সারাগোসার অবরোধ তুলিয়া লইয়াছিল তথাপিও মুসলিম রাজ্য মুরসিয়া, লোরকা ও আলমেরিয়ায় তাহাদের বিরাট প্রভাব ছিল। মুরসিয়া ও লোরকার মধ্যে অবস্থিত আলেডো খ্রীস্টানদের শক্তিশালী ঘাটিতে পরিণত হয়। অনৈক্যের ফলে মুসলমানগণ ক্রমে ক্রমে দুর্বল হইয়া খ্রীস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। মুসলমানগণ জাল্লাকার যুদ্ধে বিজয় লাভে উৎসাহিত হইয়া মুরসিয়াসহ পূর্বাঞ্চল হইতে খ্রীস্টানগণকে উৎখাত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মাত্র সাতশত খ্রীস্টানযোদ্ধার হাতে তিন হাজার মুসলিম সৈন্য পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের ফলে মালেকী ফকিহগণ, বিশিষ্ট মুসলিমনেতা মুতামিদ এবং ইউসুফ ইবনে তাশুফিনকে পুনরায় স্পেনে আমন্ত্রণ জানান। ইউসুফ ১০৯০ খ্রীস্টাব্দে বসন্তকালে পুনরায় আলজেসিরাসে পদার্পণ করেন। ইউসুফের আগমনে সেভিলের মুতামিদ, মালাগার তামিম, গ্রানাডার আবদুল্লাহ, আলমেরিয়ার মুতাসিম, ও মুরসিয়ার ইবনে রাশিক তাঁহার সহিত যোগদান করেন। আলেডোর শক্তিশালী ঘাঁটি, যেখান হইতে মুসলিম অধ্যুসিত এলাকায় খ্রীস্টানগণ অভিযান পরিচালনা করিত। মুসলিম সেনাবাহিনী সেই দুর্গের দিকে অগ্রসর হয়। ১৩,০০০ হাজার খ্রীস্টান এই দুর্গ রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। দীর্ঘ চার মাস এই দুর্গ আবরুদ্ধ থাকে। মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় ব্যক্তিস্বার্থ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। আলমেরিয়ার রাজা সেভিলের শাসককে উৎখাত করিতে উদ্যত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি ইবনে রাশিককে ক্ষমতাচ্যুত করিতে চেষ্টা করেন যিনি তাহার রাজ্যের অন্তর্গত মুরসিয়া দখল করেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আলেডোর খ্রীস্টানদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। তাহারা ছিল অদূরদর্শী। ফলে ইউসুফের নিকটে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপন করেন। ইবনে রাশিক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং মুরসিয়াগণ ক্যাম্প ত্যাগ করে ও সেনাবাহিনীতে লোক, টাকাপয়সা ও রসদ সরবরাহে অসম্মতি জানায়। খাদ্য সরবরাহের স্বল্পতা এবং মুসলমান নেতাদের মধ্যে বিদ্বেষ ইউসুফকে অবরোধ অপসারণে বাধ্য করে এবং তিনি লোরকাতে গমন করেন। গোত্রীয় নেতাগণের একে অপরের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে তাহারা আলফন্সোকে প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হন। ইউসুফ মুসলমানদের সার্বিক স্বার্থের কথা ভাবিয়া তাহার অধীনে আন্দালুসকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। মালিকী ফুকাহগণের প্ররোচনায় ইউসুফ গ্রানাডা অবরোধ করেন এবং কাজী আবু জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন ইহা অতি সহজে ইউসুফের হস্তগত হয়। তিনি তাহার প্রতিনিধি সির বিন আবু বকর মুহাম্মদ বিন তাশুফিনকে স্পেনে রাখিয়া মরক্কো প্রত্যাবর্তন করেন।[৩]

মালাগা, কর্ডোভা, সেভিল ও অন্যান্য স্থানের মুসলিম নেতাগণ ইউসুফের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে খ্রীস্টানদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইমাম গাজ্জালীসহ স্পেন উত্তর

www.pathagar.com

আফ্রিকা ও এশিয়ার উলেমাদের নিকট হইতে জিহাদের ফতোয়া লইয়া সির বিন আবু বকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কর্ডোভা অধিকার ও সেভিল অবরোধ করেন। অলিভার ফানেজের অধীনে ক্যাস্টিলের সেনাবাহিনী মুতামিদের সাহায্যার্থে দ্রুত অগ্রসর হন এবং সির বিন আবু বকরের সেনাবাহিনীর বিচ্ছিন্ন অংশ কর্তৃক আলমোদোভার নিকটে পরাজিত হন।

দীর্ঘ প্রতিরোধের পর ৭ই সেপ্টেম্বর ১০৯০ খ্রীস্টাব্দে সেভিলের পতন ঘটে এবং মুতামিদ তাহার পরিবারের লোকজনসহ আগমাতের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। মুতামিদের দুই পুত্র মুদাত ও রাজী কর্তৃক রক্ষিত মেরটোলা ও রোন্ডাও অবশেষে আল মুরাভিদের হস্তগত হয়। খ্রীস্টাননেতা রোডরিগো দিয়াজ ডে বিভার সাধারণত সিদ (আরঃ সাইয়েদ[৪]) নামে পরিচিত, অধীন পূর্বাঞ্চলের ভ্যালেন্সিয়া ব্যতীত আলমেরিয়া, মুরসিয়া ডেনিয়া, জাতিভা, বাদাজোজ ও অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা একের পর এক ১২৯৪ খ্রীঃ সির বিন আবু বকরের হস্তগত হয়। সিদের মৃত্যুর (১১০২ খ্রীঃ) পর তাহার বিধবা পত্নী জিমেনার অধীনে ভ্যালেন্সিয়ার পতন ঘটে। ষষ্ঠ আলফন্সোর বিরুদ্ধে মুরাবিতুনদের বিজয় লাভ আলমুরাভিদ সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়। বানুহুদ নেতা মুস্তাইন শাসিত সারাগোসা ও বানু রাজিনের অধীন লা সাহলা ব্যতীত সম্পূর্ণ আন্দালুসিয়া তিন বৎসরের মধ্যে মুরাবিতুনদের অধিকারে আসে এবং স্পেনের ১৩ জন মুসলিম শাসক ইউসুফ বিন তাশুফিনকে করদানে বাধ্য হয়। নতুন অর্থনৈতিক পদ্ধতির অধীনে স্পেনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। কর আদায়ের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি সত্ত্বেও ইউসুফ তাহার উত্তরাধিকারীর জন্য কোষাগারের ৬০,০০০ সের (১২০,০০০ পাউন্ড) স্বর্ণ গচ্ছিত রাখিয়া যান। তাহার শাসনামলে জীবিকা নির্বাহের সামগ্রীসমূহ খুবই সস্তা ছিল এবং জনসাধারণ মুরাবিতুনদের শাসনাধীনে খুবই সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করিত।

ইসলাম ধর্মের উপরে গুরুত্ব প্রদানের ফলে এবং বিচারকদের প্রভাবের দরুন আলমুরাবিদ শাসন আমলে খ্রীস্টান ও ইহুদীদের জীবন কিছুটা বিপন্ন হইয়া ওঠে। মুজারাবগণ বরাবরই মুসলিম শাসকদের অনুগত ছিল না। বিশেষ করিয়া গোত্রীয় প্রধানগণ সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া মুসলিম শাসিত এলাকায় আকস্মিক আক্রমণ করার জন্য খ্রীস্টান শাসকদিগকে সাহায্য করিত। মুসলিম এলাকার মধ্যে মুরাবিতুনদের মোকাবিলা করিবার জন্য তাহারা খ্রীস্টানদিগকে সাহায্য করে। পশ্চাদাপসারণের সময় হাজার হাজার সৈন্য তাহাদিগকে অনুসরণ করে। আলী বিন ইউসুফ তাহাদেরকে সাফী ও মেকনেস শহরে পুনর্বাসন করেন। খ্রীস্টান ও ইহুদীগণ তাহাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করিতেন কিন্তু নতুন কোন গীর্জা ও ইহুদীদের উপাসনালয় নির্মাণ করিবার অনুমতি ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম শাসকগণ যে সকল স্বাধীন মতাবলম্বীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন মুরাবিতুন শাসক তাহাদিগকে নিরুৎসাহিত করেন। যদিও

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ কবিগণ সামান্য পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তথাপিও মুরাবিতুন শাসন আমলে চারুশিল্প এবং জনপ্রিয় কবিতা ও গানের উন্নতি সাধিত হয়।

আলী বিন ইউসুফ ঃ আলী ডাকনাম। আবুল হাসান, ইউসুফ বিন আশুফিনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ১১০৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ কালে তাহার বয়স ছিল তেইশ বৎসর। তিনি আন্দালুসিয়ার শহর ও বিভিন্ন প্রদেশে অভিজ্ঞ ও অনুগত গভর্নরদিগকে নিয়োগ করেন। ইউসুফের পুত্র তামিম বানু হুদদের বিরুদ্ধে সারাগোসার জনসাধারণ ও ভ্যালেন্সিয়ার গভর্নরের সাহায্যে এবরো উপত্যকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা সারাগোসা ১১১০ খ্রীস্টাব্দে অতি সহজে অধিকার করেন। সারাগোসার শাসক ইমাদুদ দৌলা রোয়েদা পলাইয়া যান এবং ১১৩০ খ্রীস্টাব্দে সেখানে দেহ ত্যাগ করেন। তামিম ষষ্ঠ আলফন্সোর রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। মুতামিদের কন্যা আলফন্সোর মুসলিম পত্নী জুবাইদাহর পুত্র যুদ্ধে নিহত হন। ইহার কয়েক মাস পর আলফন্সো মারা যান। তামিম আফ্রিকা হইতে এক লক্ষ সৈন্য লাভ করেন। তাহাদের সাহায্যে তিনি ক্যাস্টিলের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করেন এবং আলফন্সোর মৃত্যুর পর অসংখ্য দুর্গের ধ্বংস সাধন করেন। মুরাবিতুন জেনারেল সির বিন আবুবকর পশ্চিম স্পেন আক্রমণ করিয়া লিসবন ও সানতারেন অধিকার করেন। আলীর ভ্রাতা আমিরের মৃত্যুর পর খ্রীস্টানগণ আরাগণের বিখ্যাত যোদ্ধা (এল বাতাল্লাডোর) প্রথম আলফন্সো সারাগোসা, কালাতাইউদ এবং তাগুসের অদূরে অবস্থিত বহু প্রসিদ্ধ জায়গা ফ্রান্সবাসীদের সাহায্যে পুনরোধিকার করেন। পশ্চিম স্পেনের বিস্তীর্ণ এলাকা বর্তমানের পর্তুগাল ও ডুরো উপত্যকা আলী বিন ইউসুফের অধিকারে আসে। আলী নিজে বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া খ্রীস্টান শক্তিকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হন। তিনি কর্ডোভা পৌছিয়া ইফ্রিকিয়ায় বিদ্রোহ সম্পর্কে অবহিত হন এবং ১১৪৫ খ্রীস্টাব্দে প্রত্যাবর্তন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আলী তাহার পিতার ন্যায় যোগ্য ছিলেন না। তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যে উদাসীন ছিলেন। এবং অধিকাংশ সময় ধর্মকর্মে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। তিনি তাহার পত্নী কামারের নির্দেশে পরিচালিত হইতেন। প্রকৃত পক্ষে রাজ্য পরিচালিত হইত হারেম হইতে। জনগণ সুখে শান্তিতে ছিল না এবং অভিজাত শ্রেণী ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। গভর্নরগণ, সেনাপতি ও সৈনিকগণ কর্তব্যে অবহেলা করিতেন। বার্বারগণ তাহাদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতায় আসীন থাকিয়া ইসলাম বিরোধী আদেশ প্রদান ও অসংযত জীবন যাপনে লিপ্ত হয়। এই সময়ে সমরশিল্প অপেক্ষা বুদ্ধিজীবীদের আনন্দদায়ক ক্রীয়াকলাপ বেশী গুরুত্ব লাভ করে।

আল মুয়াহিদুনের শাসন (১১৪৬-১২৪৮ খ্রীঃ)

আল মুয়াহিদুনের উত্থান ঃ মুয়াহিদুন ছিলেন আটলাস পর্বতে বসবাসকারী জাতি মাসমুদাহ উপজাতির অর্ন্তগত। ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাসমুদা গোত্রের ধর্ম সংস্কারক

www.pathagar.com

ইফ্রিকিয়ায় আগমন করেন। তিনি ছিলেন আব্দুলাহ বিন তুমারাতের পুত্র আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ (সিঃ ১০৭৮-১১৩০)।[৫] তিনি আটলাসের হিন্তাতা গোত্রে ১০৮২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ছিলেন সুস পল্লীর মসজিদের বাতি দাতা (মসজিদের খাদেম) এইজন্য তাহাকে সাররাজ বলা হইত। যৌবনকালে তিনি ছাত্র হিসাবে কর্ডোভা, কায়রো ও বাগদাদ মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য চর্চার জন্য বিখ্যাত এই তিন কেন্দ্র পরিদর্শনে যান এবং আল গাজ্জালী ও তোরতোসার আবু বকর নামে বিখ্যাত পণ্ডিতদের নিকট দর্শন ও আইন বিজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আশারী বিষয়ে নিজামীয়া কলেজে লেখা পড়া করেন। কর্ডোভাতে ইমাম গাজ্জালীর গ্রন্থসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ইহা জনসাধারণের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। যুবক পর্যটক তাহার জন্মভূমি নিজ গ্রাম সুসে ফিরিয়া আসেন। মৌরিতানিয়াকে বিচ্ছিন্নকারী বিস্তীর্ণ পর্বত শ্রেণীতে বসবাসকারী বার্বারদের চারিত্রিক অবনতিতে বিরক্ত হইয়া তিনি নিজ গ্রামের মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের চরিত্র উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন তাকালিদ বিরোধী, কোরআন সুন্না ও ইজমায়ে সাহাবাতে (কোন বিষয়ে রসূলের (দঃ) সাহাবাদের ঐক্যমতে দৃঢ় বিশ্বাসী। মুসলিম মসিহর ন্যায় পরবর্তী কালে তিনি নিজেকে মাহদী (খোদার একত্ববাদ) মতবাদ প্রচার করিতেন। এই কারণেই তাহার অনুসারীদের মুয়াহিদুন বলা হইত। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ইসলামী আদর্শের প্রচার করিতে শুরু করেন। আলেকজান্দ্রিয়া হইতে যাত্রা শুরুকারী জাহাজের যাত্রী ও নাবিকদের মধ্যে এবং যখন যে শহরে যাইতেন সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে তিনি তাহার মত প্রচার করিতেন। আল-মুয়াহিদুন (একত্ববাদীগণ) নামে পরিচিত অসংখ্য শিষ্য মরক্কো যাত্রা কালে তাহার অনুসরণ করে।

মাহদীর প্রথম ও প্রধান শিষ্য ছিলেন আবদুল মুমিন। তিনি ছিলেন নেদরোনার কুমিয়া গোত্রের ধনী বার্বার কুম্ভকার আলীর পুত্র। আবদুল মুমিন বুজাইয়াহর সন্নিকটে তাহার গুরুর সহিত মিলিত হন, যেখান হইতে ১১১৭/১৮ খ্রীঃ মাহদী মরক্কোর ফেজে গমন করিতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি মুহূর্তের জন্যও অবস্থান করিতে পারেন না। ঘোমটা খোলা অবস্থায় ফেজের রাস্তা দিয়া যাইবার সময়ে আলী বিন ইউসুফ-আল মুরাবিতের এক ভগ্নিকে তিনি চপেটাঘাৎ করেন। গভীর শ্রদ্ধার অধিকারী হওয়াতে তাহাকে হত্যা করা হয় না সত্য কিন্তু তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয় এবং তিনি শহর হইতে বহিষ্কৃত হন। তিনি শহরের বাহিরে এক সমাধিক্ষেত্রে বসবাস করিতে শুরু করেন। মৃত্যু ভয়ে সেখান হইতে তিনি (ফেজ হইতে) একদিনের দূরত্বে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চলের এক সুরক্ষিত দুর্গ তিনমালে গমন করেন। তিনি সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং নাফিস নদীর উৎপত্তি স্থলে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন এবং যাজকতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। ১১২১ খ্রীঃ নিজেকে মাহদী বলিয়া দাবী করেন। আবদুল মুমিন ছিলেন এগারোজন

www.pathagar.com

উপদেষ্টা সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান মুয়াহিদিন সম্প্রদায়ভুক্ত বার্বার গোত্রের। পঞ্চাশ সদস্যবিশিষ্ট গঠিত অপর একটি উপদেষ্টা পরিষদ লইয়া ধর্মের নামে তিনি মুরাবিতুনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তাহাদের শাসনের বিভিন্ন দোষত্রুটি প্রকাশ ও প্রচার করিতে শুরু করেন। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন বার্বার গোত্র মুরাবিতুনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং কর ও খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। সুসের গভর্নর পরাজিত ও নির্বাসিত হন। প্রথম যুদ্ধেই মাহদীর বিচক্ষণতা প্রমাণিত হওয়ায় তাহার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মুয়াহিদুন ও মুরাবিতুনদের মধ্যে সংঘঠিত তিনটি যুদ্ধে শেষোক্তদল পরাজয় বরণ করে। সীমাহীন শক্তির অধিকারী হইয়া মাহদী তাহার ৪০,০০০ হাজার অনুসারী লইয়া মরক্কো আক্রমণ করেন কিন্তু পরাজিত হন। সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে আবদুল মুমিনের নিকট যদিও তাহার সুনাম ও সুখ্যাতি কিছুটা ক্ষুণ্ন হয় তথাপিও তিনি তাহার হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। আবদুল মুমিনকে তাহার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়া ১১২৮-৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মাহদী ইন্তেকাল করেন। তাহার মৃত্যু দিবস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। প্রধান সঙ্গী আবদুল মমিন কিছুদিনের জন্য তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করিতে বিরত থাকেন এবং ইবনে তুমারতের মৃত্যুর তিন বৎসর পর পর্যন্ত তিনি উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেকে বহাল রাখিতে সক্ষম হন। তিনি দুইটি পরিষদকে—প্রতিনিধি পরিষদ (House of Lord), সাধারণ পরিষদ (House of Commons)-কে একত্রিত করেন।

আবদুল মুমিনের হস্তে মুরাবিতুনদের পরাজয় ঃ আলী বিন ইউসুফ আল-মুরাবিত তাহার প্রথম জীবন শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে অতিবাহিত করেন কিন্তু তাহার শাসনের শেষ দিনগুলি অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের শিকারে পরিণত হয়। ইফ্রিকিয়ার মুয়াহিদিনদের উদীয়মান শক্তিকে মোকাবিলা করিবার জন্য তিনি তাহার পুত্র তাশুফিনকে স্পেন হইতে প্রত্যাবর্তনের আহবান জানান। আলী বিন ইউসুফ জীবিত থাকা কালীন আবদুল মুমিন (১১৩০-১১৪৬ খ্রীঃ) উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। তাশুফিন স্পেন হইতে ৪০০০ মুজারাবকে আনয়ন করিয়া তাহাদের সহযোগে এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলেন কিন্তু মুয়াহিদিনদের মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হন। মুয়াহিদিন অধিকৃত তিলিমসানের (Tlemcen) নিকটবর্তী এলাকায় তাহার সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। ফেজ, সিউটা, তাঞ্জিয়ার, আগমাত আত্মসমর্পণ করে। তাশুফিন অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করিতে অক্ষম হইয়া এগার মাসের অবরোধের পর ১১৪৬ খ্রীঃ মরক্কো আব্দুল মুমিনের নিকট সমর্পণ করেন। প্রায় সত্তর হাজার ক্ষুধার্ত ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মারিনি কর্তৃক অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত মরক্কো আব্দুল মুমিন ও তাহার এগারজন উত্তরাধিকারী দ্বারা ১২৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসিত হয়। আব্দুল মুমিন তাহার তেত্রিশ বৎসরের রাজত্বকালে রাজ্যের সীমানা ১২৬০

www.pathagar.com

খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ত্রিপলী সীমান্তের অভ্যন্তরে সম্প্রসারিত করেন। ইহাই ছিল সর্বপ্রথম বৃহৎ মুসলিম সাম্রাজ্য যাহা গেডেস উপসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর এলাকা পর্যন্ত ও মুসলিম স্পেনের সম্মিলিত অঞ্চল লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

মুয়াহিদুনদের আগমনের পূর্বে স্পেনের অবস্থা ঃ যে সমস্ত বিবাদমান শক্তিসমূহের কারণে স্পেনে মুসলিম রাজ্যের ধ্বংস সাধিত হয়, মুরাবিতুনগণ সেই সমস্ত শক্তিকে স্বল্পদিনের জন্য ঐক্যবদ্ধ করেন। মুয়াহিদুনগণ ইফ্রিকিয়ায় মুরাবিতুনদের আরো সম্প্রসারণে উত্তর স্পেনের অগ্রাভিযানে বাধা প্রদান করেন। মুরাবিতুন শাসনের শুরুতে বিনা বাধায় কৃষি উন্নয়ন, কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে কিন্তু কাব্য চর্চা ও দশর্নে জ্ঞান লাভকে উৎসাহিত করা হয় না। আন্দালুসিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি ইবনে বাকী শহর হইতে শহরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ান। সেভিলের মালিক ইবনে ওয়াহাব দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু নিজের জীবন বিপদাপন্ন বিধায় এই ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং ধর্মতত্ত্বের লেখাপড়ায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কর্ডোভার কাজি ইবনে হামদুন ধর্মতত্ত্ব ও গাজ্জালীর দার্শনিক গ্রন্থসমূহ পাঠের তীব্র নিন্দা করেন। আলী বিন ইউসুফের অনুমতি লইয়া তিনি গাজ্জালীর সমস্ত গ্রন্থের ধ্বংস সাধন করেন। মুরাবিতুনগণের শিল্প-সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ কম ছিলো। তাহারা ধর্ম প্রচার ও দেশ বিজয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। স্পেনে মুসলিম বিজয়ের পরে মুসা বিন নুসায়েরের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিয়া যে সমস্ত গীর্জা নির্মিত হইয়াছিল আলেমদের প্রভাবে সেগুলির ধ্বংস সাধন করা হয়। জনৈক গথিক মহৎ ব্যক্তি গুদিলা কর্তৃক ৬০০ খ্রীস্টাব্দে গ্রানাডাতে নির্মিত একটি গীর্জাও ধ্বংস করা হয়। বিশেষ করিয়া স্পেনের খ্রীস্টান ও ইহুদীগণ সন্তুষ্ট ছিল না। মুরাবিতুনদিগকে অত্যাচারী শাসক বলিয়া মনে করা হইত। ১১০৯ খ্রীঃ ষষ্ঠ আলফন্সোর মৃত্যুর পর খ্রীস্টানগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয় কিন্তু মুরাবিতুনগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ব্যর্থ হন। তাহারা টলেডো অধিকার করেন না। ১১১৮ খ্রীস্টাব্দে আরাগণ যোদ্ধা (el Batallador) উত্তর মার্চের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সারাগোসা প্রথম আলফন্সোর নিকট ছাড়িয়া দেন। তাশুফিনের মৃত্যুর সাথে সাথে স্পেনের মুসলমানগণ তাহার প্রতিনিধি ইবনে জামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইবনে জামী বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে পলাইয়া যান। শহর, বন্দর ও দুর্গসমূহ বিদ্রোহীগণ অধিকার করে। মুরাবিতুনদের গ্রানাডার জেলখানায় বন্দী করা হয়। ক্যাস্টিলিয়াবাসী জামীর সহিত যোগদান করিয়া প্রচণ্ডবেগে কর্ডোভা আক্রমণ করে। প্রথম আবদুর রহমান কর্তৃক নির্মিত কর্ডোভার জামে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে এবং হযরত ওছমানের কোরান শরীফ যে কারুকার্য খচিত বাক্সে রক্ষিত ছিল উহা অশ্রদ্ধা ও বিদ্রূপ সহকারে অনাবৃত করা হয়।

আফ্রিকায় মুরাবিতুনের সহিত মুয়াহিদিনদের বিরোধ খ্রীস্টানদিগকে স্পেনের মুসলিম অধ্যুসিত এলাকা ধ্বংস সাধন ও মুসলমানদের উপর চরম অত্যাচার করার

www.pathagar.com

সুযোগ করিয়া দেয়। হোলের মতে, উত্তরাঞ্চলের খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের রক্ষার্থে ইউসুফের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত স্পেনে দুই পুরুষের মুসলিম শাসন ছিল সর্বাপেক্ষা দুর্বল।[৬] স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ করিয়া আলমেরিয়ার বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে অবগত হইয়া ভেনিস, জেনোয়া ও ক্যাস্টিলের নৌ-শক্তি একত্রিত হইয়া খ্রীস্টান শাসকের সাহায্যে আলমেরিয়া আক্রমণ ও অধিকার করে। ষষ্ঠ আলফন্সোর পৌত্র সপ্তম আলফন্সো মুসলমানদের ক্ষতি হওয়াতে পরিতুষ্ট হয়।[৭]

বার্সিলোনার রাজা ইটালির নৌবহরের সাহায্যে তোরতোসা ও এবরো উপত্যকা অধিকার করেন। ১১৩৩ খ্রীঃ ক্যাস্টিলের সপ্তম আলফন্সো কর্ডোভা, সেভিল, কারমোনা ও কাডিজের ধ্বংস সাধন করেন। জেরেজ দগ্ধিভূত হয় এবং জায়েন, বায়েজা, উবেদা ও আন্দুজার ১১৩৮ খ্রীঃ খ্রীস্টান কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১১৪৪ খ্রীঃ কালাতারাভা হইতে আলমেরিয়া পর্যন্ত সারা আন্দালুসিয়া খ্রীস্টানদের করায়ত্ত হয়। পুনরায় আন্দালুসের মুসলমানগণ জিব্রাল্টার প্রণালীর অপর প্রান্তে বার্বার ভাইদের সাহায্য কামনা করে। ১১৪৫ খ্রীঃ মুরাবিতুন শাসনের পতনের পর হইতে শুরু করিয়া মুয়াহিদিনদের (১১৭০ খ্রীঃ) ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত স্পেনে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বাড়িতেছিল। এই পঁচিশ বৎসরকে দলীয়নেতাদের শাসনের দ্বিতীয় পর্যায় বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই সময়ে মুসলিম যুবরাজগণ কখনও আল মুহাদ এবং কখনও খ্রীস্টানদের প্রতি সমর্থন জানায়।

আবু আমর মুসার স্পেন অভিযান ঃ আবদুল মুমিন ১১৪৭ খ্রীঃ যখন আবু আমর মুসাকে ত্রিশ হাজার সৈন্য ও নৌবহরসহ স্পেন অধিকারের জন্য প্রেরণ করেন তখনও সম্পূর্ণ উত্তর আফ্রিকা মুয়াহিদিন শাসনাধীনে আসে নাই। স্পেনের শহরের পর শহর মুসার আগমনে অভিনন্দন জানায় এবং স্পেনের মুসলমানগণ তাহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। বাদাজোজের সেনাবাহিনীও তাহার সহিত যোগদান করে।[৮] সেভিলের মুরাবিতুনগণও আত্মসমর্পণ করে। সেখানকার বিশপ যিনি সীমাহীন ক্ষমতা ভোগ করিতেন, টলেডোতে পলায়ন করেন। মালগা বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে। মুরাবিতুন নেতা ইবনে জামী যিনি বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত হন ইয়াহিয়া বিন গানিয়ার (মৃত্যুঃ ৫৪৩ হিঃ/ ১১৪৮-৯ খ্রীঃ) নিকট কর্ডোভার শাসনভার অর্পণ করিয়া পলাইয়া যান। ইয়াহিয়াও সবশেষে আত্মসমর্পণ করেন মুয়াহিদিনদের নিকট। এই রূপে বিভিন্ন জেলার পরিচালনায় নিযুক্ত স্বাধীন শাসকগণ, আত্মসমর্পণ করেন এবং খ্রীস্টানগণ পলাইয়া যায়।

পূর্ব আলমেরিয়া, ভ্যালেন্সিয়া ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাসমূহ অধিকার করা বাকী থাকে। কিন্তু মুয়াহিদিনগণ নিজেরাই অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাহাদের ত্রিশ হাজার সৈন্য বিস্তীর্ণ এলাকায় বিক্ষিপ্ত ছিল। আফ্রিকা হইতে কোন অতিরিক্ত সামরিক সাহায্যের আশা ছিলনা। কারণ আবদুল মুমিনের ভয় ছিল অপর একজন মাহদী উত্থানের। এই মাহদী ছিল জনৈক নগণ্য ধোপা যিনি সালা শহরে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ করেন। জনগণ

www.pathagar.com

তাহার পক্ষ সমর্থন করে ও আবদুল মুমিনের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে। ফেজ ও মরক্কো ব্যতীত তাহারা অন্যান্য স্থানের ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাহ্দী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিহত হন এবং তাহার শিষ্যগণ আবদুল মুমিনের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। আফ্রিকাতে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার পর আবদুল মুমিন তাহার পুত্র আবু সাঈদকে প্রায় বিশ হাজার সৈন্যসহ আলমেরিয়া অধিকারের জন্য প্রেরণ করেন। আলমেরিয়া আত্মসমর্পণ করে।

সেভিলের করদরাজ্য নিয়েবলা আবু জাকারিয়ার নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুয়াহিদিনদের হস্তগত হয়। আবু সাঈদ গ্রানাডা অধিকার করেন এবং ভ্যালেন্সিয়ায় শহর রক্ষীদলকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। ভ্যালেন্সিয়ার মুহাম্মদ বিন সাদ টলেডোর খ্রীস্টানদের সাহায্যে কর্ডোভা ও গ্রানাডার সন্নিকটে দুই দফা যুদ্ধের পর শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া মুরাসিয়া অভিমুখে পলাইয়া যায়। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিতে পারে এই ভয়ে আবদুল মুমিন প্রথম দিকে ইফ্রিকিয়া ত্যাগ করিতে পারেন না। পরে তিনি জিব্রাল্টার পর্যন্ত অগ্রসর হন, ইহাকে সুরক্ষিত করেন এবং তাহার নতুন বিজিত এলাকায় সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। ১১৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আবদুল মুমিন আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, ত্রিপলী ও মাহ্দীয়া পর্যন্ত তাহার রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ করেন। এই বিজয়ের পর তিনি 'আমীরুল মুমিনীন' খেতাব ধারণ করেন। এইভাবে আন্দালুসিয়াসহ মিশর সীমান্ত হইতে আটলান্টিকের উপকূলে অবস্থিত উত্তর-আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা আবদুল মুমিনের অধীনে একই পতাকাতলে সমবেত হয়।

আবদুল মুমিন তাহার বিরাট সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশকে শাসন করিবার জন্য তাহার এক এক পুত্রকে নিয়োগ করেন। আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বুজাইয়াহ (Bougie) ও ইহার অঙ্গ রাজ্যসমূহ শাসন করেন। আবুল হাসান আলী ফেজ, আবু সাঈদ সিউটা, আলজিরিয়া ও মালাগা শাসন করেন। তাহার শাসনের শেষ দিকে তিনি সম্পূর্ণ স্পেন বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। তিনি তাঞ্জিয়ার আল জেসিরাস ও জিব্রাল্টায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য ও প্রচুর পরিমাণ রসদ জমা করেন। তাহার এই সামরিক অভিযানের পূর্বেই তিনি ১১৬৩ খ্রীস্টাব্দে তেত্রিশ বৎসরের সফল ও সুযোগ্য শাসনের পর দেহত্যাগ করেন।

আবদুল মুমিনের কৃতিত্ব ঃ আবদুল মুমিন শুধু একজন বিখ্যাত যুদ্ধবিশারদ বিজয়ী বীরই ছিলেন না তিনি ছিলেন সুদক্ষ প্রশাসকও। তিনি প্রতিনিধি পরিষদ ও সাধারণ পরিষদকে (Councils of Lord and Commons) একত্রিত করেন। পুরাতন বন্দরসমূহ পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করেন এবং নতুন নতুন বন্দর নির্মাণ করেন। গোটা ভূমধ্যসাগর তাহার পতাকা তলে ছিল। মুসলিম বিশ্বের পণ্ডিতগণ তাহার প্রাসাদে

www.pathagar.com

সমবেত হন। তাহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র শিল্প ও সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধিত হয়। প্রতিটি শহর ও নগরে স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। মরক্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় তিন হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কেবল কিতাবী বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত না বরঞ্চ শিল্প, হস্তশিল্প ও সামরিক বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। স্পেনের অবস্থা সন্তোষজনক ছিলনা। কারণ ইহার শাসনভার অর্পিত ছিল তাহার প্রতিনিধির উপর, তাহার নিজের উপর নয়। গৃহযুদ্ধ ও খ্রীস্টানদের আক্রমণ স্পেনের বৈষয়িক উন্নতির পথে বাঁধার সৃষ্টি করে।

আবু ইয়াকুব ইউসুফ ঃ মুমিনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু অযোগ্যতার জন্য তাহার সভাসদগণ তাহাকে অপসারণ করিয়া আবদুল মুমিনের তৃতীয় পুত্র আবু ইউসুফকে সিংহাসনে বসান। নতুন রাজা ছিলেন একজন বিখ্যাত সৈনিক ও খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ। আবু ইয়াকুব ইউসুফ তাহার শাসনের প্রথম দিকে আটলাস পর্বতের উপজাতিগণ কর্তৃক কঠিন বাঁধার সম্মুখীন হন। কিন্তু তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। তিনি বিশ হাজার সুদক্ষ সৈনিককে স্পেনে প্রেরণ করেন এবং নিজেও তাহাদের পিছনে পিছনে অগ্রসর হইয়া সেভিলে অবস্থান করেন। মিনোরকার যুদ্ধে ভ্যালেন্সিয়ার রাজা ইবনে সাদ নিহত হন। তাহার পুত্রগণ তাহার সাম্রাজ্যকে (ভ্যালেন্সিয়া, মুরসিয়া, লোরকা ও অন্যান্য অঞ্চল) মুয়াহিদিনদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন। তাহাদের ভগ্নিকে ইউসুফের সহিত বিবাহ দিয়া আত্মসমর্পণ করেন এবং উত্তর আফ্রিকার জমিদারীর সহিত তাহাদের জমিদারীর বিনিময় করেন। তিনি টলেডো পর্যন্ত বিস্তৃত তাগুস উপত্যকা ও আলকানতারার সীমান্ত ঘাঁটি অধিকার করেন। সেভিলে এক বৎসর অবস্থান কালে তিনি সুরম্য প্রাসাদ, মিনারযুক্ত মসজিদ, সরকারি হাম্মাম ও অসংখ্য সেতু নির্মাণ করিয়া ইহাকে সুশোভিত করিতে চেষ্টা করেন। ওয়াদী আল কাবির (গোয়াদালকুইভির) নদীর উপর নৌকা-সেতু (ভাসমান সেতু) নির্মাণ করেন ও জনহিতকর কার্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। শহরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি সুশোভিত মসজিদ[১] নির্মাণ করেন। ইহার অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান তাহার উত্তরাধিকারী কর্তৃক সমাপ্ত বর্তমানের বিখ্যাত জিরাল্ডা মিনার। বিশিষ্ট ধরনে নির্মিত এই মিনারটি আন্দালুসীয় মুসলমানদের স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১১৭৬ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকায় দারুণ মহামারী দেখা দেয়, এই সংকটময় মুহূর্তে আবু ইয়াকুব স্পেনের বাহিরে আফ্রিকাতে আট বৎসর অবস্থান করেন। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে স্পেনের গভর্নরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইউসুফও তাহার পিতার ন্যায় এই সমস্ত অবাধ্য গভর্নরকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং এই উদ্দেশ্যে সত্তর হাজার পদাতিক ও ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীকে সিউটাতে সমবেত করেন। প্রতিটি উপজাতি তাহাদের দলীয় প্রধানের অধীনে

www.pathagar.com

নিজস্ব পতাকাতলে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। স্পেনের বার্বার সেনাগণ সেভিলে সুলতানের সেনাবাহিনীর সহিত যোগদান করেন। ১১৮৪ খ্রীস্টাব্দে তাহারা সামতারেন অবরোধ করেন। ইউসুফ সেখানে গুরুতর রূপে আহত হন। এবং মুসলমানগণ খ্রীস্টানদের হস্তে চরমভাবে পরাজিত হন।

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ঃ স্লাভ পত্নীর গর্ভজাত আবু ইউসুফ ইয়াকুব ১১৮৪ খ্রীস্টাব্দে তাহার পিতা ইউসুফের স্থলাভিষিক্ত হন।[১০] ইয়াকুব 'আল মনসুর বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন। তিনি তাহার রাজপরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন দয়ালু সুবিচারক ও ধর্মপরায়ণ রাজা। তিনি কর হ্রাস করেন এবং সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঘুস ও উপঢৌকন গ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সুদক্ষ ও শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী শহর রাজপথ পাহারায় নিয়োজিত থাকিত। চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানী বলিতে দেশে কোন কিছু ছিলনা। দুর্গসমূহ পুনর্নির্মিত হয়। কিছু নতুন দুর্গও নির্মিত হয়। রাজপথের পার্শ্বে কূপ খনন ও সরাইখানা নির্মাণ করা হয়।

কর্ডোভার পতনের পর সেভিল গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়। আফ্রিকার আলমুরাবিদ ও আলমুহাদ শাসকদের মধ্যে, আলমুহাদ খলিফা আবু ইয়াকুব ইউসুফের রাজত্বকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজির সাহায্যে সাহিব আল-মদিনা বিচার কার্য পরিচালনা করিতেন এবং মুহতাসিব কর্তৃক পৌরশাসন পরিচালিত হইত। রাজ্যের বন্দরসমূহ সমুদ্রগামী জাহাজের গমনাগমনে ব্যস্ত থাকিত। সাধারণ যাত্রী ও দেশের অভ্যন্তরে মালামাল পারাপারে নদীসমূহে ফেরীনৌকা ব্যবহৃত হইত। রাজধানীতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাষণের জন্য শাসক আল-মুহাদ পয়ঃ প্রণালী নির্মাণ করেন।

আলমুহাদের শাসনকালে শিল্প ও স্থাপত্য কর্মে সেভিল বিশেষ ভাবে উন্নতি লাভ করে। কিন্তু খ্রীস্টানদের পুনরাধিকারের ফলে ইহার অতি সমান্যই তাহার আসল রূপে অবশিষ্ট থাকে। মসজিদগুলিকে গীর্জায় ও মিনারগুলিকে টাওয়ারে (প্রহরীস্তম্ভ) রূপান্তরিত করা হয়। আল মুহাদ কর্তৃক নির্মিত দালানগুলি ছিল বৃহত ও স্মৃতিস্তম্ভের ধরনে গঠিত। ইহার শিল্পশৈলী ছিল কারুকার্যের তুলনায় দৃঢ়ভাবে গঠিত। দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্মিত সেভিলের জিরাল্ডা স্মৃতিস্তম্ভ ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও ইহা স্থানীয় প্রভাবের ফলে অতিরিক্ত কারুকার্যময় করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় আল মুহাদ নির্মিত দালানসমূহ হইতে ইহা এক ব্যতিক্রম। মূলত সেভিলের জামে মসজিদের মিনার হিসাবে নির্মিত বর্তমানে ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন জিরাল্ডা স্মৃতিস্তম্ভ, স্পেনীয় স্মৃতি স্তম্ভগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত। মসজিদ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ১১৭২ খ্রীঃ আলারকোসের যুদ্ধে আল মুহাদের বিজয় উৎসব উপলক্ষে ইহার নির্মাণ কার্য শুরু হয় এবং স্থপতি আহমদ ইবনে আবু লাইসের তত্ত্বাবধানে ইহা ১১৯৫ খ্রীঃ সমাপ্ত হয়। ইহার মূল ছোট স্মৃতি স্তম্ভটিতে স্বর্ণের চারিটি গোলক স্থাপন করা হইয়াছিল ১৫৬৮ খ্রীঃ

www.pathagar.com

ইহার পরিবর্তে বায়ুর গতি নির্দেশিকা যন্ত্র স্থাপন করা হয় এবং সেই হইতে ইহা জিরাল্ডা নামে পরিচিত। ইহার নির্মাণ কার্যে মারাকুশের জামী আল কুব্বাহ্ এবং রাবাতের হাসান স্মৃতি-স্তম্ভের অনুকরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিত্যাজ্য অংশটি সংযোজন করা হয় যাহার উচ্চতা ২৩০ ফুটা। ও বর্গাকৃতি চৌকো ছিল ৪৪ ফুট। এই স্মৃতিস্তম্ভের নিম্নাংশ ৮৭ ফুট যাহা কোন এক সময় মানমন্দিরের কাজ করিত।[১১] এই অংশ ছিল পাথরের অবশিষ্ট অংশ ছিল ইটের। ইহা ব্যতীত ঊর্ধ্বে উঠিবার সিঁড়ির স্থলে সমান্তরাল পথ ছিল। এই সময়কার অপর ইমারত আল কাজার পুনঃ পুনঃ সংঘঠিত অগ্নিসংযোগে এবং ভূমিকম্পের ফলে ও পরবর্তী পরিবর্তনের দরুন তাহার পূর্ব সৌন্দর্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

বাগদাদের হারুন আল-রশিদ ও কর্ডোবার তৃতীয় আবদুর রহমানের ন্যায় তিনি সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। তাহার সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল নির্মিত হয়। মারাকুশীর মতে, ইয়াকুব কর্তৃক নির্মিত মরক্কোর হাসপাতাল ছিল পৃথিবীর অদ্বিতীয়।[১২] ইয়াকুব ছিলেন শিল্পকলা ও সাহিত্যের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক। তাহার সময়কার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক এ্যাভেঞ্জোয়ার (ইবনে জুহর) ও এভেম্পেস (ইবনে বাজ্জাহ) এবং দার্শনিক এ্যাভেররস (ইবনে রুশদ) যিনি কর্ডোভার কাজির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। স্পেনীয় মুসলিম বিদ্যালয়, স্কুলসমূহে রসায়ন শাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান, অংক শাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতিষ এবং ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। খ্রীস্টান-ইউরোপ হইতে অগণিত বিদ্যার্থী অধ্যয়নের জন্য এখানে ভীড় জমাইত। ইউরোপীয়গণ স্পেনীয় মুসলমানদের নিকট দর্শনে গভীর জ্ঞানলাভ করে। এরিস্টটলের দার্শনিক মতবাদের বিচার বিশ্লেষণ ও উন্নতি ঘটে ইবনে রুশদের হস্তে। সালাহ আল-দিন (সালাদিন) উসমাহ ইবনে মুনকিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের নেতৃত্বে ইয়াকুবের রাজ দরবারে দূত প্রেরণ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ১৮০টি নৌযান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রেরণ করেন।

সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরই ইয়াকুবকে তাহার পূর্ববর্তীদের ন্যায় বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করিতে হয়। বেলেয়ারিক দ্বীপসমূহের নেতাগণ তখনও মুরাবিতিনদের অনুগত ছিল এবং ইয়াকুবের নিজের ভাইগণও তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছিল। এইসব বিদ্রোহী ভ্রাতাগণ নিহিত হয় ও বিদ্রোহী নেতাগণকে শাস্তি প্রদান করা হয়। ইহা ছিল তৃতীয় ক্রুসেডের (১১৮৯- ১১৯২ খ্রীঃ) সময়কার ঘটনা। কিছু সংখ্যক ইংরেজ নাইট এই সময়ে জেরুযালেম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহারা এই বিশৃংখলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইভোরা, বেজা ও সালবিস ধূলিসাৎ ও নিরোপরাধ মুসলিম জনসাধারণকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ক্যাস্টিলিয়ান সৈন্যরা ফ্রান্সের স্বেচ্ছাসেবকদের সহিত মুসলিম স্পেনে অনুপ্রবেশ করে। ইয়াকুব ৩,০০০,০০ লক্ষ বার্বার সৈন্য লইয়া আফ্রিকা হইয়া স্পেনে আগমন করেন এবং অষ্টম আলফন্সোর নেতৃত্বাধীনে খ্রীস্টানদের সহিত বাদাজোজ ও কালাতারাভার পার্শ্ববর্তী এলাকা

আলারকোসে (আলআর্ক) মিলিত হয়। মুসলিম সেনাগণ সানায়ানী ও ইয়াকুবের নেতৃত্বাধীনে শত্রুকে হঠাৎ আক্রমণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। যুদ্ধের প্রথমদিকে খ্রীস্টানগণ সুবিধাজনক অবস্থায় থাকিলেও শেষ পর্যন্ত সানায়ানীর সুযোগ্য সেনাপতিত্বে অবস্থা মুসলমানদের অনুকূল হয়। খ্রীস্টানগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার লোক নিহিত হয় এবং ত্রিশ হাজার বন্দী হয়। এই সংখ্যা অবশ্য অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। খ্রীস্টানগণ কালাতারাভা ও আলফন্সো টলেডোতে পলাইয়া যায়। কালাতারাভা বিধ্বস্ত ও গুয়াদালাজারা, এসসেলোনা, সালামানকার ন্যায় শহরগুলি যাহা খ্রীস্টানদের অধীনে ছিল পুনরুদ্ধার করা হয়। নাভারের ও লিওনের রাজাগণ আত্মসমর্পণ করেন। ১১৯৬ খ্রীস্টাব্দে টলেডো অবরুদ্ধ হয় ও আত্মসমর্পণে উদ্যত হয়। কিন্তু অষ্টম আলফন্সোর মাতা ও স্ত্রীর অনুরোধে অবরোধ অপসারিত হয়। আরাগণদের পরাজয়ের পর মুসলমানগণ সেভিলে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে প্রশাসনিক কার্যাবলী বিন্যস্ত করার জন্যে ইয়াকুব এক বৎসর অবস্থান করেন। অতঃপর ১১৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি মরক্কোতে গমন করেন। ইহার দুই বৎসর পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুহাম্মদ আল নাসির বিন ইয়াকুব ঃ ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন ও 'আল নাসির লিদিনিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন। তাহার পিতার জীবিত কালে তিনি সুযোগ্য প্রশাসক হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু পরে শাসক হিসাবে তিনি ব্যর্থতার প্রমাণ দেন। তিনি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন। তাহার বংশের পতনের জন্য তাহার দুর্বলতাই বিশেষ ভাবে দায়ী ছিল।

ইয়াকুব আল-মনসুরের মৃত্যুতে ফেজ ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের জনসাধারণ পুনরায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। ফেজের বিদ্রোহীদিগকে অতি সহজে দমন করা হয়। বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী ইউসুফ বিন তাশুফিনের পরবর্তী বংশধর বিদ্রোহী ইয়াহিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি উপকূলীয় শহর ও মাহদীয়া অধিকার করেন। তিনি কায়রোওয়ান অবরোধ করেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া সাহারার দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ক্যাস্টিলের নবম আলফন্সোর নেতৃত্বাধীনে পুনরায় আন্দালুসিয়াতে লুটতরাজ করিতে শুরু করেন এবং কর্ডোভা ও সেভিল পর্যন্ত রাজ্যের ক্ষতি সাধন করেন। মুহাম্মদ আলারকোস যুদ্ধের ন্যায় অতি সহজে সাফল্য লাভের আশা পোষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইবার ছিল না। কারণ আলফন্সো ইতিমধ্যে তাহার সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল। মুহাম্মদ সিউটা হইতে ৩,০০০,০০ লক্ষ সৈন্য লইয়া স্পেনের দিকে অগ্রসর হন। সেভিলে পদার্পণের অল্পদিনের মধ্যে মুহাম্মদ কালাতারাভার গভর্নর ইউসুফ ইবনে কাদিসকে আলফন্সোর হস্তে কালাতারাভা দুর্গ হস্তান্তরের জন্য ও অন্যান্যকে সীমান্তের দুর্গসমূহ সমর্পণের জন্য শাস্তি দান করেন।

ইউসুফের প্রতি অনুগত জনগণ মুহাম্মদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ওঠে। শেষোক্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষের হুমায়ূনের ন্যায় সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ব্যর্থ হন। ক্যাস্টাইলে যাইবার পথে সিলভাতিয়েরার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার এবং তাহার হৃত সাম্রাজ্য পুনরাধিকার এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেন। লিওন, নাভারের আরাগণ ও পর্তুগালের অধিবাসী যাহারা ১১৪৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল তাহারা ইউরোপ হইতে আগত ক্রুসেডারদের সহিত যোগদান করে এবং ১২১২ খ্রীঃ আল আকাবে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। আল আকাব স্পেনীয়দের নিকট লাস নাভাস ডে তোলোসা নামে পরিচিত। লাস নাভাস ডে তোলোসার যুদ্ধের পূর্বে আল মুহাদগণ কখনও পরাজয় বরণ করেন নাই। এখানেই সর্বপ্রথম তাহারা বিভিন্ন খ্রীস্টান রাজার সম্মিলিত আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। যুদ্ধের চরম পর্যায়ে আন্দালুসিয়ান ষাট হাজার সৈন্য মুহাম্মদের গৃহাধ্যক্ষ কর্তৃক তাহারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। বার্বারগণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করা সত্ত্বেও খ্রীস্টান ও নাভাররীয়দের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। যুদ্ধের ময়দান হইতে সৈন্যগণ যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে সেই জন্য মুহাম্মদ সৈন্যদের পায়ে জিঞ্জির পরাইয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ জিঞ্জির ছিড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক হত্যা কান্ড সংঘটিত হয়। কথিত আছে এই যুদ্ধে কমপক্ষে ১০,০০০,০০ লক্ষ মুসলমান জীবন হারান। মুহাম্মদ মাত্র চারি হাজার সৈন্য লইয়া অতিকষ্টে সেভিলে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হন। ভগ্ন হৃদয়ে মুহাম্মদ মরক্কোতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন। কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ১২১৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে অসন্তুষ্ট সভাসদ কর্তৃক বিষ পরিবেশিত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। লাস নাভাস ডে তোলোসার যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের ফলে প্রায় পাঁচ লক্ষ মুসলমান আফ্রিকায় নির্বাসিত হয়।

মুহাম্মদ আল-নাসীরের উত্তরাধিকারীগণ ঃ পনের বৎসরের ব্যবধানে মুহাম্মদের চারিজন উত্তরাধিকারী নামমাত্র স্পেন শাসন করেন। ইউসুফ আবু ইয়াকুব আল-মুস্তানসির বিল্লাহ. আবদুল ওয়াহিদ আল-মাকলু ও আবু মুহাম্মদ আল-আদিল এই তিনজন শাসক ছিলেন চরম অপদার্থ ও অযোগ্য। চতুর্থ শাসক আবু আলী ইদ্রিস আল মামুন ছিলেন সেভিলের গভর্নর। ১২২৭ খ্রীঃ তাহার ভ্রাতা আবু মুহাম্মদ নিহিত হইবার পর তিনি উত্তরাধিকার নিযুক্ত হন। তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত আফ্রিকান সেনাবাহিনী ক্যাস্টিলের তৃতীয় ফার্ডিনাণ্ডের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে লুটতরাজ এবং সীমান্তে অবস্থিত দুর্গ পিরিয়েগো ও লোজা অধিকার করিলে তিনি তাহাদের দমন করেন। বায়জার মুসলিম আমীরের সহযোগিতায় তিনি জায়েন অধিকার করেন। মামুন অবরুদ্ধদের সাহায্যে আগমন করেন এবং অবরোধকারীদের পরাজিত করতঃ অন্যান্য শহর পুনরাধিকার করেন। স্পেনে তাহার শাসন প্রতিষ্ঠার পর তিনি ১২২৮ খ্রীস্টাব্দে

www.pathagar.com

প্রথমার্ধে স্পেনের উত্তরাংশে খ্রীস্টানগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। ক্যাস্টিল ও আরাগণের মধ্যেকার বিরোধ গ্রানাডার মুসলমানদেরকে সাময়িকভাবে সাহায্য করে। ফলে খ্রীস্টানদের স্পেন পুনর্দখলে বিলম্ব ঘটে।

অসংখ্য মুসলমান খ্রীস্টান এলাকা ত্যাগ করিয়া দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। খ্রীস্টান অধিকৃত এলাকায় বসবাসকারী ইহুদীগণকে প্রতাপশালীদের স্বার্থে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাখিয়া শোষণ করিবার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। ঋণ গ্রহীতা প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজণ্যবর্গ তাহাদের সহায়তা করিতেন। অভিজাত সম্প্রদায়ের খ্রীস্টানগণ ইহুদী রমণীদের অর্থ ও বুদ্ধিমত্তা এবং সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়। খ্রীস্টান অধিকৃত এলাকা হইতে মুসলমানদের অপসারণের পর সৃষ্ট শূন্যস্থান মুসলিম এলাকা হইতে নবাগত ইহুদীদের দ্বারা পূর্ণ করা হয়। তাহাদিগকে কর আদায় করিতে দেয়া হয় এবং মুরসিয়া, টলেডো ও লা-মাঞ্চাতে ১২৭২-১২৭৪ খ্রীস্টাব্দে কৃষি কর্মে নিয়োগ করা হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ৪০,০০০ ইহুদী খ্রীস্টানদের পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাহাদের সাহায্য সহযোগিতা অপরিহার্য্য হওয়ায় একাদশ আলফন্সো চতুর্দশ খ্রীস্টাব্দে ষষ্ঠ পোপ ক্লেমেন্টকে ইহুদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনের অধিকার প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। তাহারা যাজক সম্প্রদায়ের ক্রীতদাস হিসাবে বিবেচিত হইত। যাজক সম্প্রদায় অর্থের বিনিময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত ছিল।[১৩]

আল মুরাবিদ ও আল মুহাদের শাসনের সুস্পষ্ট ফলশ্রুতি হিসাবে দক্ষিণ স্পেনেও আফ্রিকার সভ্যতার বিকাশ ঘটে। কালের চক্রে ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ফলে সে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিলুপ্তি সাধিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের সাথে সাথে সংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ফলে সৌন্দর্য বিকাশ চর্চা শুরু হয়। স্পেনীয় মুসলমানদের রচিত উচ্চাংগের গীতি কবিতা স্পেনে ও ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহে বিভিন্নমুখী সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যোগায়। তাহাদের সৌন্দর্য প্রীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাহাদের স্থাপত্য কর্মে। ধর্মীয় বাঁধা থাকা সত্ত্বেও চিত্র কর্ম ও ভাস্কর্যশিল্প বাহ্যিক সজ্জা হিসাবে অনুশীলিত হইত। এই সমস্ত শিল্পচর্চায় আফ্রিকানদের বিশেষ প্রভাব ও অবদান ছিল।

তথ্য নির্দেশ

১। *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম*, ১ম খণ্ড, ৩১৮-২০; পারেজা, *ইসলামোলোজিয়া*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪-৭৫।
২। ওয়াট, পৃঃ ৯৪।
৩। কোডেরা, *ফ্যামিলিয়া রিয়েল ডি লস বেনিটেকসুফিন ইন রাভিত্তা ডি এ্যারাগণ*, ১৯০৩; প্রিটো ওয়াই ভাইভস্, পৃঃ ৪৩, টীকা-১।

www.pathagar.com

উত্তর আফ্রিকাতে এক বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য গমন করেন। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে স্পেনে মারাত্মক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে স্পেনে চিরদিনের জন্য মুয়াহিদিনদের ক্ষমতা লোপ পায়, তাহারা ১২৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল মরক্কো শাসন করেন। ১২৩২ খ্রীঃ মামুন মরক্কোতে দেহ ত্যাগ করেন। আল রশিদ আল সাইদ, উমর আল মুর্তোজা ও আবুল উলা আবু দাবলুস একের পর এক তাহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। শেষ শাসক ১২৬৯ খ্রীস্টাব্দে বানু মারিন বার্বার গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নিহত হন। বানু মারিন উপজাতীয় বার্বারগণ পরবর্তীকালে সমগ্র মৌরিতানিয়াতে তাহাদের শাসন কায়েম করেন।

স্পেনে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা ঃ মুয়াহিদিনদের পতনের পর সমস্ত স্পেনে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মুয়াহিদিন শাসকগণ মরক্কো হইতে স্পেন শাসন করিতেন। ফলে স্পেনে তাহাদের শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। স্পেনের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ প্রদেশগুলি যুবরাজগণ সহজে আয়ত্তে আনিতে ব্যর্থ হন। তাহারা মরক্কো হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। কোন কোন সময় খ্রীস্টান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নামেমাত্র অভিযান পরিচালনা করিতেন। মুয়াহিদিন সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্তূপের উপর মুসলমানদের তিনটি বিখ্যাত ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া ওঠে। ভেনিয়া, জাতিভা ও আন্দালুসিয়ার বিভিন্ন শহর লইয়া মুরসিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয় বানু-হুদ রাষ্ট্র। বানু মারদানিশ (জাইয়ান) বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্যালেন্সিয়াতে। প্রথমে আরজোনা ও পরবর্তীকালে গ্রানাডাতে ইবনুল আহমার নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। আরব নেতা ইবনে হুদ দক্ষিণ-স্পেন ও সিউটার ভাগ্যবিধাতা ছিলেন। তিনি ১২৩৮ খ্রীঃ ইন্তেকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলিম স্পেনের নেতৃত্ব অর্পিত হয় গ্রানাডার বানু নাসরের উপর। ইহাই একমাত্র রাজ্য যাহা আরাগণ ও ক্যাস্টিলের খ্রীস্টানদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আড়াই শত বৎসর টিকিয়া ছিল।

লাস নাভাস ডে তোলোসার যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ক্যাস্টিলের অষ্টম আলফন্সো সাম্রাজ্য বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। কতিপয় অভিযানের পর তিনি দেশের উত্তরাঞ্চলে অগ্রসর হন। তাহার উত্তরাধিকারীদের নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় খ্রীস্টান শক্তি অতি দ্রুত তাহাদের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে। ১২৩৬ খ্রীঃ কর্ডোভা, ১২৪১ খ্রীস্টাব্দে মালাগা, ১২৪৬ খ্রীঃ জিয়েন ও মুরসিয়া এবং ১২৪৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে সেভিল প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলীয় মুসলিম এলাকাসমূহ একের পর এক অষ্টম আলফন্সোর পৌত্র তৃতীয় ফার্নান্ডোর করতলগত হয়।

বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের ভ্যালেন্সিয়া, এলচে, আলীকান্তে ও নিয়েবলাও তাহার শাসনাধীনে আসে। ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রানাডাসহ দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের কয়েকটি বন্দর মাত্র মুসলমানদের অধিকারে থাকে। চৌদ্দশত শতাব্দীর শেষার্ধে ও পনের শত শতাব্দীর

www.pathagar.com

৪। আর. মেনেন্দেজ পাইভাস, *এল ইস্পানা ডি মিওসিড,* ১৯২৯ (ইংরেজী অনুবাদ *The Cid and his Spain,* লন্ডন, ১৯৩৪)।

৫। মাররাকুশী, *দ্যা কিতাব আল-মুজিব,* পৃঃ ১২৮; ইবনে খাল্লিকান, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৬; হিট্টি. *হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস* পৃঃ ৫৪৬।

৬। *আন্দালুস,* পৃঃ ২৬।

৭। ডজি, *রিচারচেস,* ২য় খণ্ড, ১৮১৮, পৃঃ ৩১২; *স্পেনিশ ইসলাম,* পৃঃ ৭২৬।

৮। হোল, *আন্দালুস,* পৃঃ ৫০।

৯। এই মসজিদটি চার্চের পার্শ্বে নির্মিত হয়। মসজিদ নির্মাণের বহু পূর্বে চার্চটি নর্ম্যান কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। খ্রীস্টানদের সেভিল বিজয়ের পর মসজিদটি ক্যাথেড্রালে পরিবর্তিত হয়।

১০। মাররাকুশী, *দ্যা কিতাব আল মুজিব,* পৃঃ ১৮৯।

১১। হোল, *আন্দালুস,* পৃঃ ২৭।

১২। ইবনে আবিজার, *প্রথম খণ্ড,* পৃঃ ১৪৩, ১৫১-৫২; হিট্টি উদ্ধৃত করেন, *হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস*-এর পৃঃ ৫৪৮, নোট ৬ এবং ৭।

১৩। হোল, *আন্দালুস,* পৃঃ ৫৩, ৫৫।

www.pathagar.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

তৃতীয় পর্যায় ঃ (১২৩২-১৪৯২ খ্রীঃ)

নাসরী রাজবংশ (৬২৯-৮৯৮ হিঃ/ ১২৩২-১৪৯২ খ্রীঃ)

১। **বানু নাসর রাজবংশের পরিচয় ও উত্থান ঃ** মুসলিম স্পেনের সর্বশেষ দুর্গ ছিল গ্রানাডা রাজ্য। ৭০০ বর্গমাইল ব্যাপী এই রাজ্য সিয়েরা দ্য এলভিরা ও সিরানিয়া দ্য রোন্ডাকে পরিবেষ্টন করিয়া আলমেরিয়ার উপকূল হইতে জিব্রাল্টার প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যদিও 'বাউজুল মিতারের' লেখকের মতে, গ্রানাডা প্রতিষ্ঠিত হয় মুলুকুল তাওয়াইফের রাজত্বকালে। আলরাজী, ইবনুল খাতিব, ইয়াকুত ও কাজবিনী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এলভিরা জোস্টার একটি প্রাচীন নগর। এবং ইহা 'ইহুদিদের নগর' অথবা 'ইহুদিদের গ্রানাডা' বলিয়া পরিচিত ছিল। আলমেরিয়ার স্লাভ শাসক খায়রানের সম্ভাব্য আন্দোলনে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া এলভিরার অধিবাসীগণ জাবী বিন জিরির নেতৃত্বে তাহাদের নগরী পরিত্যাগ করে এবং বিধ্বস্ত নগরী গ্রানাডাকে সুরক্ষিত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর সেখানে বসতি স্থাপন করে। গ্রানাডার চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত পর্বতমালা জিরিদের জন্য প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাজ করে। গ্রানাডার উর্বর কৃষি ভূমিতে জেনিল নদী হইতে পানি সেচের ব্যবস্থা ছিল। জিরিদের বসতি স্থাপনের একশত একচল্লিশ বৎসর পর গ্রানাডায় বানু নাসর গোত্রের একুশজন শাসক একের পর এক রাজত্ব করেন। মদীনার খাজরাজ গোত্রের প্রধান এবং হযরত মুহাম্মদের ছাহাবা সাদ বিন উবাদার বংশধর বলিয়া তাহারা দাবী করিতেন। তাহারা মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে স্পেনে আসেন এবং উমাইয়া সেনাবাহিনীতে উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও সেনাধ্যক্ষ হিসাবে বহাল ছিলেন।

প্রথম মুহাম্মদ (১২৩১-১২৭২ খ্রীস্টাব্দ) ঃ স্পেনে মুয়াহিদিন শাসকদের ক্ষমতা হ্রাস পাইবার পর ভ্যালেন্সিয়ার বানু মারদানিশ ও মুরসিয়ার বানু হুদ নামে দুইটি প্রভাবশালী পরিবার জনগণের আত্মকলহের সুযোগ লইয়া স্পেনের পূর্বাঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। মদীনা হইতে আগত বানু নাসের নামে অপর একটি পরিবারও এই সুযোগ গ্রহণ করে। তাহাদের প্রধান ছিলেন মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন আহম্মদ বিন নাসর। তিনি সাধারণতঃ এবনে আল আহমার নামে পরিচিত ছিলেন। স্পেনের বিশ মাইল উত্তরে কার্ডোভা অঞ্চলের অন্তর্গত আরজোনা বন্দরের প্রধান ছিলেন তিনি। বানু নাসর ও বানু আশকাবিলাহ গোত্রের মধ্যে তাহার সমর্থক দেখিতে পাইয়া ১২৩১ খ্রীঃ তিনি নিজেকে আরজোনার স্বাধীন শাসক বলিয়া ঘোষণা করেন। জায়েন, গোয়াদিকস ও বায়েজার অধিবাসীগণ পরবর্তীকালে তাহার পতাকা তলে সমবেত হয়। বানু হুদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে মুহাম্মদ ক্যাস্টিলের রাজার সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি প্রথম ফার্ডিনান্ডকে সেভিল অবরোধে (১২৪৮ খ্রীঃ) এবং কারমোনা ও অন্যান্য স্থানসমূহের শক্তি হ্রাসে সহযোগিতা করেন। তাহাদের সাহায্যে তিনি ১২৩৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রানাডা এবং ১২৩৮ খ্রীস্টাব্দে মালাগা ও আলমেরিয়া দখল করেন। ১২৬৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লোরকা শহর অধিকারে আসে নাই।

গ্রানাডার সম্প্রসারণ ঃ গ্রানাডা অধিকারের পর মুহাম্মদ আল আহমার (১২৩১-১২৭২ খ্রীঃ) তাহার প্রশাসনিক দপ্তর সেখানে স্থাপন করেন এবং 'আল-গালিব বিল্লাহ' খেতাব ধারণ করেন। গ্রানাডা ক্রমশঃ দুইটি সমান্তরাল পাহাড় হইতে উত্তরে দারো-জেনিল সমতল ভূমি, আলবাছিন ও আল-হামরা এবং দক্ষিণে দারোর উভয় পার্শ্ব লইয়া জেনিল পর্যন্ত সম্প্রসারিত। দামেস্কের গুতাহর ন্যায় বহু নদী বিধৌত গ্রানাডার সমতল ভূমি অতি অল্পদিনের মধ্যে মুসলিম স্পেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খ্রীস্টানদের অমানুষিক অত্যাচারের কবল হইতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী এবং অন্যূন ১০০,০০০ লোক গ্রানাডায় আশ্রয় গ্রহণ করে ও এই নগরীকে সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তোলে। গ্রানাডা নগরীর দক্ষিণ-পূর্বে অবিস্থত পাহাড়ের উপরে মুহাম্মদ এবনে আল-আহমার নিজের জন্য বিখ্যাত দুর্গ ও আল-হামরা (স্পেনে ঃ আলহাম্ব্রা) প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় মুহাম্মদ, প্রথম ইউসুফ ও পঞ্চম মুহাম্মদ এই প্রাসাদকে আরও সম্প্রসারিত ও সুসোভিত করেন। আল-গালিব বিল্লাহ গ্রানাডা রাজ্যে তাহার শক্তিকে সুসংহত করেন। ইহা ছিল মুসলমানদের শক্তিশালী দুর্গ এখান হইতেই মুসলমানগণ উদীয়মান খ্রীস্টান শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ দুইশত বৎসর ধরিয়া আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিচালনা করে।

রাজনীতিবিদ মুহাম্মদ ঃ আলগালিব শুধু একজন সুদক্ষ সেনাপতিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ রাজনীতিবিদও। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি খ্রীস্টানদিগকে সাহায্য করেন। সেই সাথে তিনি ভবিষ্যতে খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিও গ্রহণ করেন। মুসলমানগণ নাসরী শাসনাধীনে কিছু দিনের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। স্পেনের উত্তর অঞ্চলের উদীয়মান খ্রীস্টান শক্তি শহরের পর শহর জয় করিয়া খোদ গ্রানাডা শহর অধিকার না করা পর্যন্ত তাহারা শান্তিতে জীবন যাপন করে। আরাগণের প্রথম জায়মে ভ্যালেন্সিয়া অধিকার করেন এবং ক্যাস্টিলের ধর্মপ্রাণ শাসক তৃতীয় ফার্ডিনান্ড জায়েন অবরোধ করিয়া দক্ষিণ অঞ্চলের বহু এলাকা দখল করেন। এবনুল আহমার নিজের দুর্বলতা অনুভব করিতে পারিয়া আত্মসমর্পণ করেন। বাৎসরিক কর প্রদান ও খ্রীস্টানগণের ন্যায় ক্যাস্টিলের দরবারে যোগানদার ও যুদ্ধের সময় সেনা সরবরাহের শর্তে উভয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সেই সময় হইতেই মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা চিরতরে অবলুপ্ত হয়। বাহ্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে গ্রানাডার

www.pathagar.com

অধিবাসীগণ খ্রীস্টানদের অধীন হইয়া পড়ে। এবং ক্যাস্টিলীয় আচার আচরণ গ্রহণ করে।

নাসিরীর শাসকগণও তাহাদের প্রজাকুল খ্রীস্টানদের পোষাক পরিধান করিতে শুরু করে এবং নিজদিগকে খ্রীস্টান রীতিপদ্ধতিতে চিহ্নিত করিতে থাকে এ সম্পর্কে সমসাময়িক কালের মুসলিম লেখক এবনুল খাতিব এবনে খালদুন ও এবনে সাদ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসবিয়াহর অনুপ্রেরণা আরব ও বার্বারদের ঐক্যের শক্তির যে উৎস ছিল, তাহা চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং তদস্থলে ব্যক্তি ও পরিবারিক অনুভূতির জন্ম নেয়।

শান্তিচুক্তি সম্পাদনে তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের উদারতার অন্তরালে অপরাপর মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বানু নাসরদের কূটষড়যন্ত্র নিহিত ছিল। তৃতীয় ফার্ডিনান্ড সেভিল অবরোধ করিলে এবনুল আহমার ৫০০ সুদক্ষ সেনা লইয়া তাহাকে নীতিগতভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। এইভাবে গ্রানাডার মুসলিম সেনাগণ তাহাদের একই ধর্মে বিশ্বাসী সেভিলবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। সন্ধি শর্তে ১২৪৮ খ্রীস্টাব্দে সেভিল আত্মসমর্পণ করে। বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের জন্য খ্রীস্টানদের মধ্যে ইবনে আল-আহমারের সুনাম হইলেও তিনি নিজে ইহার জন্য অনুতপ্ত হন। কারণ গ্রানাডা পতনের ইহা ছিল পূর্ব সংকেত। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তী সময়ে খ্রীস্টান সামরিক অস্ত্র এই রাজধানীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। ইহা সত্ত্বেও গ্রানাডায় তাহাকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। বানু নাসরদের দ্বারা বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে জনগণ তাহাকে গালীব (বিজয়ী) উপাধি প্রদান করেন। যদিও এই শান্তি চুক্তি ছিল তাহাদের রাজনৈতিক অধিকারের পরিবর্তে। নাসরী শাসক বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাহার রাজ্যকে সুরক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত করেন।

মুহাম্মদ বিন ইউসুফ মুসলমানদের শত্রু ক্যাস্টিলের রাজাকে বিশ্বাস করিতেন না। তিনি সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত বিশেষ করিয়া সীমান্তে জিব্রাল্টারে নতুন দুর্গ নির্মাণ, পুরাতন দুর্গ সংস্কার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনা নিয়োগ করেন। মৌরিতানিয়ার মারিনী শাসকদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং খুতবাতে নিজের নামের সহিত তাহাদের নামও যুক্ত করেন।

খ্রীস্টানদের সহিত যুদ্ধ ঃ সামরিক প্রস্তুতি সমাপনান্তে এবনুল আহমার খ্রীস্টানদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে অতি গোপনে মেদিনা, সিদোনিয়া, মুরসিয়া ও আরকোসের জনগণকে খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। খ্রীস্টানগণ এই সকল এলাকা দখল করিয়াছিল এবং গ্রানাডাও অধিকার করিবার পরিকল্পনা লইয়াছিল। খ্রীস্টানদিগকে কর্ডোভা হইতেও বিতাড়িত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল কিন্তু ইহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। খ্রীস্টানগণ ১২৩৬ খ্রীঃ কর্ডোভা পুনর্দখল করে। ১২৬১ খ্রীঃ লাড়াইয়াল দুর্গের সন্নিকটে তীব্রযুদ্ধে খ্রীস্টানগণ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

মালাগা ও ওয়াদী আশ (গোয়াদিক্স) এর মুসলিম গভর্নরদ্বয় উলামাদের উৎসাহে খ্রীস্টানদের সহিত মিলিত হন। উলামাগণ মৌরিতানীয়দের তুলনায় খ্রীস্টানদিগকে পছন্দ করিতেন। খ্রীস্টানগণ এখন দশম আলফন্সোর নেতৃত্বাধীনে গালিবকে হুমকি প্রদান করিতে শুরু করেন। গালিব ২৫০,০০০ দিনার কর প্রদানের পরিবর্তে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য হন। চুক্তি সম্পাদনের অল্পদিন পরে দশম আলফন্সো বানু আশ কাবিলাহ, মালাগা ও গোয়াদিক্সের গভর্নরদ্বয়কে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করেন। ডন নুনিও দ্য লারা ও আলফন্সোর বিদ্রোহী ভ্রাতা ডন ফিলিপের অধীনে বহু সংখ্যক খ্রীস্টান আল-গালিবের পক্ষ অবলম্বন করে। আল-গালিব বিরাট সেনাবাহিনী সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহী গভর্নরদ্বয় ও তাহাদের সমর্থকদের শাস্তি দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ১২৭২ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর ৭৯ বৎসর বয়সে তাহার অসমাপ্ত দায়িত্বকে পরবর্তী বংশধরদের হস্তে অর্পণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ নাসরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আল-গালিব ছিলেন স্পেনের একজন সফল শাসক ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। সুশিক্ষিত ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবনুল আহমার অতি অল্প বয়সেই আরজোনা ও জায়েনের গভর্নর পদ অলংকৃত করেন। তাহার সদয় নীতির জন্য তিনি রাজ্যের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বানু হুদের পতনের পর তাইফাদের মধ্যে অনৈক্য মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। এবনুল আহমার এই সুযোগ যথাযথভাবে ব্যবহার করেন এবং জনগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে প্রদত্ত সিংহাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি গ্রানাডাতে জিরি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার দক্ষতার জন্য সঙ্কটাপন্ন দুর্দিনে মুসলমানদের সম্মান রক্ষা পায় এবং তাহার শাসন সফল বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিনি বিভিন্ন শহরের শাসন কার্যে যোগ্য ও বিশ্বাসী লোক নিয়োগ করেন। তিনি পুলিশ বিভাগকে সুবিন্যস্ত ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছিলেন সুবিচারক, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকে সপ্তাহে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি, ধর্মবেত্তা ও বিচারকদের সহিতও সপ্তাহে দুইবার মিলিত হইতেন। দরিদ্র ও নিঃস্বদের মধ্যে প্রতি শুক্রবার অর্থ সামগ্রী বিতরণ করিতেন। জনকল্যাণমূলক কার্যে তাহার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে তিনি সড়ক ও সেতু নির্মাণ করেন। দরিদ্র অন্ধ ও বৃদ্ধদের জন্য আশ্রয়স্থল এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন। হাসপাতালগুলি অভিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত হইত। তাহার সময় হাম্মাম ও ঝর্ণা নির্মিত হয়। পানি বিতরণের সর্বোত্তম পন্থা প্রয়োগ করিয়া পানি বহনের জন্য এসেকুইয়া রিয়াল (Acequia Real) নির্মাণের মাধ্যমে ডারো নদী হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত প্রাসাদে, বাগানের ঝর্ণা ও স্নানাগারে পানি সরবরাহ করা হইত। এই এসেকুইয়া রিয়াল এখনো বিদ্যমান। ইহা এবনুল আহমারের সময়কার গ্রানাডার প্রকৌশলীদের পানি-প্রযুক্তির কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি

www.pathagar.com

ছিলেন শিল্প সাহিত্যের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্প্রসারণের জন্য তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেন, সেখানে কর্ডোভার উমাইয়া লাইব্রেরির বিখ্যাত ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকসমূহ সংরক্ষিত হয়। ন্যায্যমূল্যে দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, গোস্ত ও রুটির জন্য সরবরাহ কেন্দ্রের প্রচলন করেন। তিনি কৃষি শিল্প ও স্থাপত্যের সীমাহীন উন্নতি সাধন করেন। তিনি অশ্ব ও অন্যান্য পশু পালন ও প্রজননে জনগণকে উৎসাহিত করিতেন। তাহার সময়ে রেশম শিল্পের উন্নয়ন সাধিত হয়। খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সংক্ষেপে বলা যায় মুসলমান-স্পেনের সাংস্কৃতিক জীবনে পুনর্জীবন ঘটে। গ্রানাডাতে ভয়াবহ রূপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সে সময় শহরের পাহাড়ে ও সমতল ভূমিতে প্রায় ১৫০,০০০ লোক বসবাস করিত।

নাসরীয় শাসনের শেষদিকে স্পেনীয় মুসলমানগণ দেওয়াল চিত্র অংকনে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখান। এইসব চিত্রের খুব সামান্যই আজ অবশিষ্ট আছে। এই দেওয়াল চিত্রের কিছু নিদর্শন আলহামরা প্রাসাদের তোরণে দেলাস দামানা নামক কক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব চিত্রে সোনালী রঙসহ এক ডজনেরও অধিক রঙ ব্যবহৃত হইয়াছে। কতিপয় চিত্রে নারীমূর্তিসহ ঘরোয়া উৎসব ও শিকারের দৃশ্য দেখান হইয়াছে। শিকারীসহ শিকারীকুকুর ও পশুর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই চিত্রশিল্পে সমসাময়িক কালের ইরানী চিত্রাংকন রীতি, মিশরীয় পদ্ধতির অলঙ্করণ ও খ্রীস্টানদের ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্পের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। আলহামরার অন্যান্য অংশ যেমন—পাতিও দেলস লিওনেস ও পাতিও দেলা আল-ফোরকাতে সিংহ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় মুহাম্মদ (১২৭২-১৩০২ খ্রীস্টাব্দ) ঃ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাঁহার পিতা আল-গালিবের স্থলাভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় মুহাম্মদ ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তিনি ছিলেন বহু ভাষায় বিজ্ঞ ও পন্ডিত। রাজকার্য সম্পাদনের পর তিনি দার্শনিক ও বিচারকদের সহিত আলোচনা বৈঠকে বসিতেন। বিচারক হিসাবে তিনি আল-ফকিহ উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার পিতা কর্তৃক নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীগণকে তিনি বহাল রাখেন এবং বিদ্রোহী গভর্নরগণকে আন্তেকুয়েরায় আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। দশম আলফন্সো ও দ্বিতীয় মুহাম্মদের মধ্যে এই শর্তে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, আলফন্সো তাঁহার বিদ্রোহী ভ্রাতা ডেল ফিলিপকে তাহার জায়গীরে পুনর্বহাল করিবেন।

রাজ্যকে পূর্ণ গোলযোগের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দশম আলফন্সো গ্রানাডা ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় মুহাম্মদ তাহার অনুসৃত নীতি সঠিকভাবে বুঝিতে পারেন। তিনি মরক্কোর মারিনী রাজা আবু ইয়াকুব বিন আবদুল হককে ৫০,০০০ সৈন্যসহ খ্রীস্টান-স্পেনকে আক্রমণ করিবার আহ্বান জানান। ১০৭৪ খ্রীঃ গ্রানাডা আক্রমণকারী লারা নুনিও

গঞ্জালেজের নেতৃত্বে খ্রীস্টানদের সহিত এক মরাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে সেনাপতিসহ প্রায় ৮,০০০ খ্রীস্টান নিহত হয়। আরাগোনের প্রথম জেমসের পুত্র সাঞ্চোর সেনাপতিত্বে অপর এক খ্রীস্টান বাহিনী জায়েনের সন্নিকটে পরাজয় বরণ করে। অসংখ্য সৈন্যসহ সাঞ্চো নিহত হন। এই বিরাট সাফল্যের প্রতিদান স্বরূপ দ্বিতীয় মুহাম্মদ মরক্কোর রাজাকে আল-জাজিরাহ (আলজেসিরাস) ও তায়িফা অর্পণ করেন। আফ্রিকার সৈন্যদের স্পেন ত্যাগের অব্যবহিতপর খ্রীস্টানগণ আল-জাজিরাহ অবরোধ ও গ্রানাডা আক্রমণ করে এবং ভেগার উদ্যানসমূহকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে। শেষ পর্যন্ত খ্রীস্টানগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। ইহার পর খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে জয়-পরাজয় নির্ধারণহীন যুদ্ধ চলে। নাসরী শাসক তাঁহার রাজ্যকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে ১০০০,০০০ স্বর্ণ মিথকালের (প্রায় ৪৬৯ সের) বিনিময়ে মরক্কোর রাজার নিকট হইতে আল-জাজিরা ক্রয় করিয়া নেন। বিশ বৎসর দক্ষতার সহিত রাজকার্য পরিচালনার পর দ্বিতীয় মুহাম্মদ ১৩০২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নামাজ আদায়রত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

তৃতীয় মুহাম্মদ (১৩০২-১৩০৯ খ্রীস্টাব্দ) ঃ দ্বিতীয় মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র তৃতীয় মুহাম্মদ যিনি পরবর্তীকালে 'আল মাখলু' (সিংহাসন চ্যুত) নামে পরিচিতি লাভ করিয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। যদিও তাহার অধিকাংশ সময় বিদ্রোহ দমন ও শত্রুর সহিত যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। তথাপিও তিনি রাজ্যের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানে সক্ষম হন। তাহার স্থাপত্য কর্মের মধ্যে বিখ্যাত জামে মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রানাডার পতনের পর খ্রীস্টানগণ উহাকে গীর্জায় পরিণত করে।

১৩০৫ খ্রীস্টাব্দে আলমেরিয়ার গভর্নর সুলায়মান আরাগণদের প্ররোচনায় নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হন। তিনি গোয়াদিক্সের গভর্নরের বিদ্রোহ সফলতার সহিত দমন করেন। খ্রীস্টানগণ জিব্রাল্টার অধিকার ও আল জাজিরাহ অবরোধ করেন। কুয়েসাদা বেদমার ও কুয়াদা রস প্রভৃতি সীমান্ত শহর সমর্পণ করিলে তাহারা অবরোধ প্রত্যাহার করে।

১৩০৯ খ্রীস্টাব্দে মুহাম্মদের চাচা আবুল জইয়ুশ নসর বিন মুহাম্মদ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। তৃতীয় মুহাম্মদ আলমুনেকার দুর্গে পাঁচ বৎসর বন্দী জীবন যাপন করেন।

আল নসর (১৩০৯ -১৩১৪ খ্রীস্টাব্দ) ঃ আল নসর বিন মুহাম্মদ বিদ্যাশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। তাহার সময়ে দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয় এবং সেগুলির পাণ্ডুলিপি নকল করাইয়া প্রকাশ করেন। নতুন প্রযুক্তির ঘড়ি আবিষ্কৃত হয় ও জনগণের ব্যবহারের জন্য দালান কোঠা নির্মিত হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু আল-নসর ছিলেন একজন ভাগ্যহীন রাজা। পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাহার শাসন শান্তিপূর্ণ ও নিরুপদ্রব ছিলোনা। সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরই ক্যাস্টিলের রাজা চতুর্থ ফার্ডিনান্ড আলজেসিরাস আবরোধ করেন। বাৎসরিক কর দানের প্রতিশ্রুতিতে ফার্ডিনান্ড ইহা ত্যাগ করেন। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। এবং তাহার পিতা মালাগার গভর্নরের নিকট পলাইয়া যান। এক সময়ে নসর অসুস্থ হইয়া পড়িলে তৃতীয় মুহাম্মদ সিংহাসন দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কারারুদ্ধ হন।

এই সময়ে চতুর্থ ফার্ডিনান্ডের মৃত্যু ঘটিলে তের মাসের পুত্র একাদশ আলফন্সো তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। ক্যাস্টিল রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পারিষদবর্গ ও গভর্নরদের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হয়।

এই সময় মুসলমানগণ ক্যাস্টিল ব্যতীত স্পেনের অন্যান্য অংশ পুনর্দখল করিতে পারিত কিন্তু গ্রানাডায় মুসলিম সম্ভ্রান্ত সন্তানদের মধ্যে তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল। ১৩১৪ খ্রীস্টাব্দে আল নসর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইসমাইল নামে সুপরিচিত আবুল ওয়ালিদের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পরে গুয়াদিক্সের গভর্নর পদ গ্রহণ করেন এবং সেখানে ১৩২২ খ্রীস্টাব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

প্রথম ইসমাইল (১৩১৪-২৫ খ্রীঃ) ঃ আবুল ওয়ালিদ ইসমাইল বিন ফারাজ ছিলেন নাসরী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ভ্রাতা ইসমাইলের পৌত্র প্রথম ইসমাইল ১৩১৯ খ্রীঃ শক্তিশালী দুর্গ বায়েজা অবরোধ করেন। তিনি শায়খুল গোজাত আবু সাইদ উসমানের সাহায্যে আলীকুম ও সিয়েরা দে এলভিরাতে ক্যাস্টিলীয়দের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। শেষ যুদ্ধে রাজা একাদশ আলফন্সোর অভিভাবক ডন জোয়ান ও ডন পেডরো নিহত হয়। হুয়েস্কার গালেরা ও বায়েজার পতন ঘটে। পরবর্তী বৎসর জায়েনের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মারতোসা অধিকারে আসে। নাসরী রাজের নিকট আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী জনগণকে হত্যা করা হয়। তিনি তারিফা ও রোন্ডা যাহা দীর্ঘদিন পূর্বে মারিনীদের অধিকারে চলিয়া গিয়াছিল উহা পুনরুদ্ধার করেন। এই বিজয়ের পর ইসমাইল আনন্দ উৎসব মুখর পরিবেশে গ্রানাডায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তিনদিন পর ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে আলজেসিরাসের শাসক তাহার পিতৃব্যপুত্র মুহাম্মদ বিন ইসমাইল কর্তৃক তিনি নিজ প্রাসাদে নিহত হন। ইসমাইল পুলিশ বিভাগ ও প্রশাসন দফতরের পুনর্বিন্যাস এবং সীমান্তকে সংরক্ষিত করেন। জনগণ তাহার সদয় শাসনাধীনে খুব সুখে শান্তিতে ছিল।

চতুর্থ মুহাম্মদ (১৩২৫-৩৩ খ্রীস্টাব্দ) ঃ প্রথম ইসমাইল চার পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু আব্দুল্লাহ চতুর্থ মুহাম্মদ ১২ বৎসর বয়সে ১৩২৫ খ্রীঃ জুলাই মাসে গ্রানাডার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধূর্ত ও স্বার্থপর প্রধানমন্ত্রী আলমাহরুক ছিলেন তাহার অভিভাবক। তিনি বিজ্ঞ পারিষদবর্গ ও চতুর্থ মুহাম্মদের

www.pathagar.com

ভ্রাতাদিগকে রাজধানী হইতে অপসারণ করেন। পূর্ণ বয়সে রাজা নিজেকে কর্মঠ উৎসাহী ও সৎ শাসক বলিয়া নিজেকে প্রমাণিত করেন। তিনি আল মাহরুককে কারারুদ্ধ করিয়া প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন এবং এবনে ইয়াহিয়াকে তাহার প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান উসমান আন্দ্রাক্সে পলায়ন করে এবং ক্যাস্টিলিয়ন ও ইফ্রিকিয়ার বানু মারিন শাসক সুলতান আবুল হাসান আলীকে গ্রানাডা আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। আফ্রিকার জনগণ আলজেসিরাস অধিকার করে। আলজেসিরাসের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ইবনে ইয়াহিয়া নিহত হন। তাহারা রোন্ডা ও মারবেল্লা (মন্টে মেয়র) অধিকার করে এবং গ্রানাডা অভিমুখে অগ্রসর হয়। রাজা স্বল্প সংখ্যক অনুগত বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ সেনা বাহিনীর সাহায্যে তাহার আক্রমণই শুধু প্রতিহত করেন না বরং আফ্রিকার অনেক অঞ্চল একের পর এক অধিকার করেন। তিনি খ্রীস্টানদিগকে কাসারেসে পরাজিত করেন। এইরূপে কয়েক মাসের মধ্যেই তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া অতি অল্প বয়সে যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন। ক্যাস্টিলীয়দের অধিকৃত জিব্রাল্টার তিনি ১৩৩৩ খ্রীস্টাব্দে পুনরুদ্ধার করেন। খ্রীস্টানদের সহিত শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর দুর্গ পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে চতুর্থ মুহাম্মদ খ্রীস্টান গুপ্তঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহন হন।

প্রথম ইউসুফ (১৩৩৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দ) ঃ মৃত আমীরের ভ্রাতা প্রথম আবু হাজ্জাজ ইউসুফকে মন্ত্রী রিজওয়ান গ্রানাডার সিংহাসনে বসান। তাহার বংশের মধ্যে তিনিই ছিলেন অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও সার্বভৌম শাসক। ফেজের (মরক্কো) বিখ্যাত রাজা আবুল হাসান ১৩৩৯ খ্রীস্টাব্দে আবুল মালিককে স্পেন অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি আলজেসিরাস ও জিব্রাল্টার অধিকার করিতে সক্ষম হন। কিন্তু পাগানায় খ্রীস্টানদের হস্তে পরাজিত হইয়া দশ হাজার সৈন্যসহ আবুল মালিক নিহত হন। পরবর্তী বৎসর আবুল হাসান বিরাট বাহিনী লইয়া খ্রীস্টানদিগকে আক্রমণ করিয়া ক্যাস্টিলীয় শক্তিকে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূল হইতে উৎখাত করেন। তিনি গ্রানাডার আমীর প্রথম ইউসুফের সহযোগিতায় তারিফাহর সুদৃঢ় দুর্গ অবরোধ করেন।

আরাগণ পতুর্গাল ও ক্যাস্টিলের সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তারিফাহ রক্ষার্থে অগ্রসর হয়। ১৩৪০ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর সালাদো নদীর মোহনার নিকটে যুদ্ধ হয়। হটকারী করিয়া মুসলিম সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং তাহাদের অনেকেই নিহত হয়। প্রথম ইউসুফ ও আবুল হাসান সমুদ্র পথে তাহাদের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হন। যুদ্ধের সময় আক্রান্ত হইয়া একাদশ আলফন্সো মৃত্যু মুখে পতিত হন। খ্রীস্টানগণ নারী শিশু নির্বিশেষে মুসলমানদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করে। সালাদোর যুদ্ধের পর আফ্রিকার জনগণ চিরদিনের জন্য স্পেন অভিযানের ইচ্ছা ত্যাগ করেন। গ্রানাডার শাসকগণ ইহার পরবর্তী সময়ে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিচালনার নীতি গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

তারিফাহ ও আল-জাজিরাহ্ বিজয়ের পর ক্যাস্টিলীয়গণ নাসরীয়দের সহিত দশ বৎসরের জন্য শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এই সময়ে খ্রীস্টানগণ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় প্রথম ইউসুফ জনকল্যাণমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি শিল্পকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য চর্চা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের একজন অতি উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার সময়ে আলহামরার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ও সম্প্রসারিত হয়। এবং আলহামরার বাবুল সারী (বৃহৎ ফটক তোরণ) নির্মিত হয়। তাঁহার সময়ে নির্মিত আলহামরার মধ্যে বানো রেজিও, পুয়েরতা দেলা জাষ্টিসিয়া, ও কাসারিয়েল আজও বিদ্যমান। ইউসুফ কর্তৃক নির্মিত কামরাসমূহের গাত্রে তাহার নাম খোদিত ছিল। বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত আলকাজার তিনি নির্মাণ করেন। সীসার পাইপের সাহায্যে সিয়েরা নেভাদা নদী হইতে গ্রানাডা নগরীতে পানি আনিয়া মার্বেল পাথরে প্রস্তুত চৌবাচ্চাতে সংরক্ষণ করা হইত। বারটি মুসলিম পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিটি মহল্লায় একটি করিয়া মসজিদ এবং তদসংলগ্নে এতিম খানা ও অনাথ আশ্রম ছিল। প্রতি গ্রামে মসজিদ ও স্কুল নির্মাণ করা হয়। গ্রানাডার বিখ্যাত মাদ্রাসাটি ১৩৪৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও পদার্থ বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ইবনে বইতার সেই সময়ের প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ ছিলেন। ইউসুফের স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। তিনি ছিলেন কাব্যে সুপণ্ডিত। তিনি শহর গড়িয়া তোলেন এবং রাত্রিকালে প্রহরী নিয়োজিত করেন। পুলিশ বিভাগের উন্নয়ন সাধন করেন। প্রতিটি বাজারে একজন করিয়া অফিসার নিয়োগ করেন। তাহারা জনগণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। তিনি নির্ভীক ছিলেন বলিয়া আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রক্তপাতের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি শক্তিশালী দেহের ও মানসিক দিক হইতে মহৎ চিন্তার অধিকারী ছিলেন। ইউসুফ এতই উদারচেতা শাসক ছিলেন যে, জিব্রাল্টার অবরোধকালে একাদশ আলফন্সো স্পেনে আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলে তিনি আনন্দিত না হইয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। এবং জিব্রাল্টার হইতে সেভিল পর্যন্ত শোক মিছিল অতিক্রমের অনুমতি দান করেন। তাঁহার ন্যায় ও সদয় প্রশাসনে জনগণ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করে। স্পেনীয় মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, ইউসুফের ন্যায় সুশাসক দেশ ও জাতির খেদমতের জন্য অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। মসজিদে নামাজ পড়ার সময় ১৩৫৪ খ্রীস্টাব্দে ১৯ শে অক্টোবর তিনি জনৈক মাতাল কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

পঞ্চম মুহাম্মদ (১৩৫৪-৫৯ খ্রীস্টাব্দ) ঃ ইউসুফের মৃত্যুর পর তাহার সুযোগ্য পুত্র পাণ্ডিত্য ও সুরুচিসম্পন্ন পঞ্চম মুহাম্মদ 'আল-গনি বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দেশ হইতে দুষ্কৃতকারীদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু ১৩৫৯ খ্রীস্টাব্দে তাহারা পঞ্চম মুহাম্মদকে হত্যা করিয়া তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইসমাইলকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য তাহার বিমাতার সহিত যোগসাজশে ষড়যন্ত্রে

www.pathagar.com

লিপ্ত হয়। পঞ্চম মুহাম্মদ কোন রকমে জীবন রক্ষা করিয়া গোয়াদিক্স-এ পলায়ন করেন এবং সেখান হইতে ১৩৫৯ খ্রীস্টাব্দে ফেজে গমন করেন।

দ্বিতীয় ইসমাইল আবু সাঈদ ষষ্ঠ মুহাম্মদ (১৩৫৯-৬২ খ্রীস্টাব্দ) ঃ ইসমাইল বিন ইউসুফ ছিলেন একজন অযোগ্য শাসক। তাহার ভগ্নীপতি ও প্রধান উপদেষ্টা আবু সাঈদ প্রজাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন করিত, ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয় ১৩৬০ খ্রীঃ বিদ্রোহীদের হস্তে অযোগ্য ও অকর্মণ্য দ্বিতীয় ইসমাইল নিহিত হইলে আবু সাঈদ সিংহাসন অধিকার করেন। তাহার সৈন্যদল গোয়াদিক্সের সন্নিকটে খ্রীস্টানদের হস্তে শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়। জনগণ আবু সাঈদের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে শুরু করে। আল-গনি বিল্লাহ আফ্রিকার সেনাদলের সাহায্যে তাহার হারানো সাম্রাজ্য পুনর্দখলের চেষ্টা করেন। কিন্তু ফেজের আবু সালিমের উত্তরাধিকারী সেনাদলকে প্রত্যাহার করেন। তথাপিও জনগণ সিংহাসনচ্যুত রাজাকে নেতৃত্ব প্রদান করিতে আহ্বান জানায়। এবং আবু সাঈদকে ক্যাস্টিলের রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। তাহার ধন ঐশ্বর্য্যের জন্য ১৩৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিহত হন।

পঞ্চম মুহাম্মদের পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ (১৩৬২-৯১ খ্রীঃ) ঃ পঞ্চম মুহাম্মদ আল-গনি বিল্লাহ জনগণের আনন্দ উৎসবের মধ্যে দ্বিতীয়বার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাঝে মাঝে পারিবারিক গৃহবিবাদ ব্যতীত তাহার দ্বিতীয় বারের শাসনকাল শান্তিপূর্ণ ভাবে অতিবাহিত হয়। তিনি ক্যাস্টিলের নিষ্ঠুর পেড্রোর সহিত সদ্ভাব বজায় রাখেন এবং নাজেরা ও মন্টিলের যুদ্ধে তাহাকে সাহায্য করেন। তিনি আলজেসিরা দখল করেন কিন্তু ইহা দীর্ঘদিন অধিকারে রাখিতে ব্যর্থ হন। মুহাম্মদ ছিলেন একজন সুশাসক। তিনি শিক্ষাদীক্ষা প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। 'লিসানুদ্দীন' উপাধি প্রাপ্ত বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবনুল খাতিব ছিলেন তাহার[১] প্রধানমন্ত্রী। তাহার সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যে ও শিল্পক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। উন্নত সেচ ব্যবস্থার দরুন কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৩৯১ খ্রীঃ তিনি পরলোক গমন করেন।

দ্বিতীয় পর্যায় নাসরী রাজবংশের পতনের যুগ ঃ পঞ্চম মুহাম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গ্রানাডার উজ্জ্বলতা নিষ্প্রোভ হইয়া পড়ে। মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ক্যাস্টিলের শাসকের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখেন। আল কানতারার ভাগ্য বিধাতা ডন মার্টিন ইয়ানেজ দে বারবুডো ক্যাস্টিলের শাসকের ঘোড়তর শত্রু ছিলেন। তিনি ১৮০০ সৈন্য লইয়া গ্রানাডার বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করেন। ফেজের রাজার নিকট হইতে যৌতুক হিসাবে প্রাপ্ত বিষাক্ত কম্বল ব্যবহারের দরুন ১৩৯২ খ্রীঃ দ্বিতীয় ইউসুফের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

সপ্তম মুহাম্মদ (১৩৯২-১৪০৮ খ্রীস্টাব্দ) ঃ ইউসুফের মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইউসুফকে সালোব্রেনা

www.pathagar.com

দুর্গে কারারুদ্ধ করেন। গ্রানাডা শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর জন্য তৃতীয় হেনরী যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরামর্শ পরিষদ আহ্বান করেন। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পূর্বেই তাহার মৃত্যু ঘটে। ১৪০৬ খ্রীঃ ক্যাস্টিলীয়গণ গ্রানাডা আক্রমণ করে এবং এক বৎসর পর বর্তমানে কাদিজ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত জাহরা দুর্গ অধিকার করে।

মুসলমানগণ বেদার আক্রমণ করেন এবং বিশ হাজার সৈন্য লইয়া খ্রীস্টান কর্তৃক সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত আলকাদেত আবরোধ করেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষই সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতিমধ্যে সপ্তম মুহাম্মদ গুরুতর রূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার চিকিৎসক অবধারিত মৃত্যুর কথা তাঁহাকে জানান। অতঃপর পুত্রের সিংহাসন নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইউসুফকে হত্যার আদেশ জারি করেন। আদেশ কার্যকরী হইবার পূর্বেই ১৪০৮ খ্রীস্টাব্দে তাহার মৃত্যু ঘটে। জনগণ আবু আব্দুল্লাহ তৃতীয় ইউসুফকে সিংহাসনে বসান।

তৃতীয় ইউসুফ (১৪০৮-১৭ খ্রীঃ) ঃ তৃতীয় ইউসুফ দুই বৎসরের জন্য ক্যাস্টিলীয়দের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৪১০ খ্রীস্টাব্দে এই চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। তিনি ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে চাহিলে ক্যাস্টিলীয়গণ অস্বীকৃতি জানায়। ক্যাস্টিলের যুবক রাজার অভিভাবক ও চাচা ফার্ডিনান্ড মুসলমানদের নিকট হইতে আন্তেকুয়েরা জবর দখল করে। সমস্ত খ্রীস্টানদের মুক্তির শর্তে তাহাদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

জিব্রাল্টারের মুসলমানগণ গভর্নরদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া আফ্রিকানদিগকে জিব্রাল্টার আক্রমণে আহবান জানান। জিব্রাল্টার অধিকারের জন্য ফেজের সুলতান ফায়েজ তাঁহার ভ্রাতা আবু সাঈদকে প্রেরণ করেন। কিন্তু আমীর তৃতীয় ইউসুফের পুত্র আহম্মদ অধিক সংখ্যক সেনাবাহিনী লইয়া আফ্রিকানদের পরাজিত ও আবু সাঈদকে বন্দী করেন। ভাইয়ের নিকট হইতে সিংহাসন নিরাপদে রাখিবার উদ্দেশ্যে ফেজের সুলতান তাহার ভ্রাতার সহিত যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার জন্য ইউসুফকে আহ্বান জানান। কিন্তু গ্রানাডার রাজা সাঈদকে মুক্তি দিয়া সেনাবাহিনীসহ সুলতানকে যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। সুলতান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং সাঈদ সিংহাসন দখল করেন। গ্রানাডা ও ফেজের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় ইউসুফ অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করেন। এবং প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। সুবিচার, দানশীলতা ও অন্যান্য সৎ কাজের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। বিরোধ মীমাংসার জন্য বহু খ্রীস্টান গ্রানাডায় ইউসুফের নিকট আগমন করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তিনি সৈনিকদের খেলা ধুলায় উৎসাহিত করিতেন। সীমান্ত প্রদেশসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি যুদ্ধকালীন সময়েও খ্রীস্টানদের মুক্তি দান করেন। কিন্তু খ্রীস্টানগণ উহার বিপরীত করিত। শান্তি প্রতিষ্ঠিত

www.pathagar.com

হওয়ায় দেশের অর্থ প্রাচুর্য ফিরিয়া আসে। জনসাধারণ আরাম আয়েশে জীবন কাটাইতে শুরু করে। ফলে তাহারা উদীয়মান খ্রীস্টান শক্তির মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হয়। প্রজাকুলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ১৪১৭ খ্রীস্টাব্দে ইউসুফ ইহলোক ত্যাগ করেন।

অষ্টম মুহাম্মদ (১৪১৭-২৭ খ্রীস্টাব্দ) ঃ অষ্টম মুহাম্মদ "আল-আয়তাহার" (বাম হস্ত) উপাধি ধারণ করিয়া তাহার পিতা তৃতীয় ইউসুফের স্থলাভিষিক্ত হন। কর্মবিমুখতার দরুন তিনি জনগণের অপ্রিয় হইয়া ওঠেন। পারিষদবর্গের তুলনায় খোজা ও ক্রীতদাসদের তিনি অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তিনি খেলাধুলা ও গণ-উৎসবাদি বন্ধ করিয়া দেন। আবেন ছেরাগেছ (বানু আল সাররাজ) ও জেগরিস (ছাগরী, সীমান্তের অধিবাসী) সম্প্রদায় তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তিউনিসিয়া হইতে তাহাকে বিতাড়িত করে।

নবম মুহাম্মদ (১৪২৭-২৯ খ্রীঃ) ও অষ্টম মুহাম্মদের (১৪২৯-৩২ খ্রীস্টাব্দ) পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ ঃ অষ্টম মুহাম্মদ সিংহাসন চ্যুত হইবার পর নবম মুহাম্মদ ক্ষমতায় আসীন হন। তিনি বিখ্যাত বানু সাররাজ পরিবারকে বিতাড়িত করেন। বানু সাররাজের কিছু লোক ক্যাস্টিলের রাজা ও তিউনিসীয় আমীরের সহিত যোগদান করিয়া নবম মুহাম্মদকে সিংহাসন চ্যুত ও হত্যা করে এবং অষ্টম মুহাম্মদকে সিংহাসনে পুনরায় বসান। কিন্তু এই হতভাগ্য রাজা ক্যাস্টিলের দ্বিতীয় জন-এর সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জানাইলে ক্যাস্টিলীয়গণ তাহাকে আক্রমণ করে। ১৪৩১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে গ্রানাডার সন্নিকটে হিগুয়েরুয়েলাতে উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানগণ শোচনীয় রূপে পরাজয় বরণ করেন। অষ্টম মুহাম্মদ আল-আয়তার মালাগাতে পলায়ন করেন।

চতুর্থ ইউসুফ ও অষ্টম মুহাম্মদের তৃতীয় বার ক্ষমতায় আরোহণ (১৪৩২ -৪৫ খ্রীঃ) ঃ ষষ্ঠ মুহাম্মদের পৌত্র চতুর্থ ইউসুফ বিন আল-আহমার দ্বিতীয় জন-এর সাহায্যে ১৪৩১ খ্রীঃ জুলাই মাসে জোরপূর্বক সিংহাসন দখল করেন। ইহার কয়েক মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে এবং অষ্টম মুহাম্মদ তৃতীয় বার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাহার সাম্রাজ্যের সীমা সঙ্কুচিত হইতে থাকে। তাঁহার শাসনের সমগ্র সময় গণ-অসন্তোষের মধ্যে অতিবাহিত হয়। জিমেনা হুয়েস্কা (গ্রানাডা) ও হুয়েলমা (জায়েন) শহরগুলি একের পর এক খ্রীস্টানদের হস্তে চলিয়া যায়। ১৪৪৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দশম মুহাম্মদ বিন উসমান কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। মুহাম্মদ বিন উসমান আল হামরা প্রাসাদ অধিকার করেন।

দশম মুহাম্মদ ও সাদ বিন আলী (১৪৪৫-৬৫) ঃ দশম মুহাম্মদের শাসনকাল শান্তিপূর্ণ ছিল না। তিনি তাঁহার পিতার ভ্রাতুষ্পুত্র সাদ বিন আলী কর্তৃক ১৪৫৪ খ্রীঃ সিংহাসনচ্যুত হন। গৃহযুদ্ধে দেশ ধ্বংশ স্তূপে পরিণত হয়। কোষাগার শূন্য হইয়া পড়ে।

www.pathagar.com

জনপদশূন্য সীমান্ত দুর্গসমূহ অরক্ষিত অবস্থায় খ্রীস্টানদের হস্তগত হয়। সাদ শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্যাস্টিলের রাজা চতুর্থ হেনরী (এনরিক) ইহাতে অস্বীকৃত হন এবং গ্রানাডা আক্রমণ করেন। মুসলমানগণ অসমর্থ হওয়ায় আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারেন না। ফলে শত্রুগণ বল্গাহীনভাবে ধ্বংসকার্য চালায়। রডরিগো পন্সে দ্য লিওন এবং মেদিনা সিদনীয়ার ডিউকের হস্তে ১৪৩২ খ্রীঃ বিখ্যাত দুর্গ আর্কিডোনা ও জিব্রাল্টার পতন ঘটে। হতভাগ্য সাদ হেনরীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া বাৎসরিক বার হাজার দিনার কর দিতে রাজী হইয়া শান্তি স্থাপনের চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৪৬৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত শান্তি বহাল থাকে।

আবুল হাসান আলী (১৪৬৫-৮২ খ্রীস্টাব্দ) ঃ সাদের পুত্র আবুল হাসান (স্পেন ঃ আল বুয়াসেন) 'আলি' উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন ধূর্ত ও সাহসী কিন্তু রাজনৈতিক দূরদর্শিতা বলিতে তাঁহার কিছু ছিল না। তাঁহার পিতা কর্তৃক স্বীকৃত বাৎসরিক কর দিতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানাইলে খ্রীস্টানগণ গ্রানাডা রাজ্যের ধ্বংস সাধন করে।

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত আরাগণের ফার্ডিনান্ড ও ক্যাস্টিলের ইসাবেলার ক্ষমতা লাভের পর খ্রীস্টান আক্রমণ চরম আকার ধারণ করে। ফার্ডিনান্ড ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে ইসাবেলাকে বিবাহ করিয়া তাহার ক্ষমতাকে সুসংহত করেন। উভয়েই ছিলেন চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তাহারা মুসলমানদিগকে আক্রমণ করার সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করেন। ১৪৮২ খ্রীঃ খ্রীস্টানগণ গ্রানাডার দক্ষিণ-পশ্চিমে সিয়েরা দে আল-হামাহ তীরে অবস্থিত আলহামাহ-এর শক্তিশালী দুর্গ দখল করে। হাতাহাতি যুদ্ধের পর মুসলিম নারী ও শিশুরা নগরের মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে। খ্রীস্টানগণ মসজিদে অগ্নি সংযোগ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করে। আবুল হাসান পর পর দুইবার আলহামাহ দুর্গ পুনর্দখলের প্রচেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হন।

একাদশ মুহাম্মদ (১৪৮২-৮৩ খ্রীঃ) ঃ সে সময় রাজ্যের স্বার্থের উপরে ব্যক্তিস্বার্থ স্থান পাওয়ায় খ্রীস্টানগণ একের পর এক দুর্গ ও শহর দখল করে। তখন গ্রানাডা গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। মুহাম্মদ আবু আবদুল্লাহ (স্পেন ঃ বো আবদিল) যিনি তাহার পিতা আবুল হাসানের অনুকূলে বেদমারের ক্যাস্টিলীয় আল কাইদের কন্যা ইসাবেলা দে সলিস (জাহরা) নামে জনৈক স্পেনীয় রক্ষিতাকে রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহার আরব মাতা আয়শার প্ররোচনায় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন। শহর রক্ষীদের সাহায্যে তিনি ১৪৮২ খ্রীস্টাব্দে আলহামরা অবরোধ করেন এবং গ্রানাডা তাহার অধিকারে আসে। তিনি তাহার পিতাকে মালাগায় আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। সেই সময় মালাগার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন আবুল হাসানের ভ্রাতা, আল-জাগাল নামে পরিচিত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ। ১৪৮৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে আল-জাগাল ও তাহার সহকারী রেজওয়ান প্রচুর

www.pathagar.com

ক্ষতি সাধন করিয়া ক্যাস্টিলীয়দের মালাগা আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই বৎসর আবু আব্দুল্লাহ খ্রীস্টান শহর লুছেনা আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বন্দী হন। এইরূপে আবুল হাসান গ্রানাডার শূন্য সিংহাসন পুনরায় দখল করেন। কিন্তু পরে তাহার সুযোগ্য ভ্রাতা মুহাম্মদ আল জাগালের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তিনি তাহার পরিবার ও সঞ্চিত ধনসহ ইল্লোরা (ইল্লিরিস), সেখান হইতে আল মুনেকার-এ গমন করেন এবং সেখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দ্বাদশ মুহাম্মদ (১৪৮৩-৮৭ খ্রীঃ) ঃ ফার্ডিনান্ড গ্রানাডাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবার জন্য আবু আব্দুল্লাহকে (বোআবদিল) পুতুল হিসাবে ব্যবহার করিয়া বিরাট সৈন্য বাহিনীসহ তাহার চাচা আল-জাগালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। আল-জাগাল তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক টলেডোর নিকটে নির্মিত আল ফাতাহ এবং তেলেমেছেনের সন্নিকটে হাজীব আল-মনসুর কর্তৃক নির্মিত সুরক্ষিত শহরের পাথর নির্মিত প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটি শিবির তাহার নিজের জন্য তৈয়ারী করেন। ইহা পরবর্তীকালে গ্রানাডার দক্ষিণে শান্তা ফে (পবিত্র বিশ্বাস) শহরে পরিণত হয়। তখন হইতে মুসলমানগণ তাহাদের শেষ সম্বল লইয়া অবরোধ প্রতিহত করে। এই অবরোধ দশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। আবু আবব্দুল্লাহ খ্রীস্টানদের চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তিনি পুরাতন গ্রানাডার অংশ আল-বায়েছিন ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে অধিকার করেন। আল-জাগাল সম্মিলিত ভাবে ক্যাস্টিলীয়দের বাধা প্রদানের প্রস্তাব করেন কিন্তু তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবু আব্দুল্লাহ ইহাতে সম্মত হন না। উপরন্তু গ্রানাডা রাজ্যের পতন ঘটানোর জন্য আবু আব্দুল্লাহ ক্যাস্টিলীয়দের ও আরাগোনদের সাহায্য করেন। আবু আবদুল্লাহ তাহার চাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গ্রানাডায় পুনর্বাসিত তাহার দক্ষিণ হস্ত দেশ প্রেমিক আফ্রিকার বানু সাররাজকে সমূলে ধ্বংস করেন। গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ক্যাস্টিলীয়গণ আলোরা, কাসর বনিলা, রোন্ডা ও অন্যান্য শহরগুলি একের পর এক অধিকার করেন। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে লোজা এবং পরবর্তী বৎসর আলমেরিয়া ও মালাগা পদানত হয়। শহরসমূহের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করা হইবেনা এই শর্তে শহরগুলি আত্মসমর্পণ করে। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদিগকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে অথবা নগর হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। আল-জাগাল ক্যাস্টিলীয়দের বাধাপ্রদান করিয়া ব্যর্থ হন। ফার্ডিনান্ড সমস্ত শক্তি লইয়া বায়েজা আক্রমণ করেন। নিরাশ হইয়া আল-জাগাল রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য আফ্রিকায় বসবাসরত তাহার স্বজাতীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহাকে হতাশ হইতে হয়। কারণ তাহারাই তখন আফ্রিকার গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। খাদ্য সামগ্রীর অভাবে নগরবাসী শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। আল-জাগাল ১৪৮৭ খ্রীস্টাব্দে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তিনি মরক্কোর

www.pathagar.com

তিলিমসানে গমন করেন এবং সেখানেই অবশিষ্ট জীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়া অতিবাহিত করেন।

দ্বাদশ মুহাম্মদের দ্বিতীয় দফা রাজ্য শাসন (১৪৮৭-৯২ খ্রীস্টাব্দ) ঃ এবারের পালা আবু আব্দুল্লার। ১৪৯০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মিত্র ফার্ডিনান্ড কর্তৃক গ্রানাডা সমর্পণে আদিষ্ট হন। ইহাতে অস্বীকৃতি জানাইলে চল্লিশ হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ১৪৯১ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে গ্রানাডা শহর ও গ্রানাডার শস্য-শ্যামল ভূমিকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করে। প্রধান সেনাপতি মুসা বিন গাজানের[২] নেতৃত্বে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী প্রচন্ড আক্রমণে প্রথমে বহু সংখ্যক অবরোধকারীকে হত্যা করে। ফার্ডিনান্ড অবরোধকারীদের শক্তি বৃদ্ধি করিলে জনগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ভেগার ধ্বংসলীলা অবলোকন করিয়া এবং মুসলিম দেশগুলি হইতে সাহায্য না পাইয়া (৮৯৭ হিজরী ২রা রবিউল আওয়াল/১৪৯২ খ্রীঃ ২রা জুন) বোআবদিল আত্মসমর্পণ করেন।

সন্ধির শর্তসমূহ ঃ সুদীর্ঘ দুই মাস সমুদ্র অথবা স্থল পথে কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া পঞ্চাশটি শর্তে মুসলমানগণ স্পেনে তাহাদের শেষ শক্তিশালী দুর্গ হস্তান্তর করিতে সম্মত হয়। নিম্নে উহার কয়েকটি উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) আবু আব্দুল্লাহ বোআবদিল, তাহার অফিসার এবং নাগরিকবৃন্দ ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিবেন।

(২) আবু আব্দুল্লাহ আল বুশারাতে (আল পুজার) একটি জাইগীর পাইবেন।

(৩) মুসলমানগণ তাহাদের জানমালের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

(৪) তাহাদের পুরা আচার অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ভাষা ও পোশাক বহাল থাকবে।

(৫) মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যকার বিরোধ উভয় পক্ষের লোকদের লইয়া গঠিত ট্রাইবুনাল মীমাংসা করিবে।

(৬) মুসলমানগণ মুসলিম শাসকদের আমলে যে সমস্ত কর প্রদান করিত উহাই প্রদান করিবে।

(৭) সমস্ত বন্দী মুসলিম মুক্তি পাইবে।

(৮) স্বর্ণ ও হাতিয়ারসহ সঙ্গে বহনযোগ্য মালামাল লইয়া মুসলমানগণ স্বাধীনভাবে স্পেন ত্যাগ করিতে পারিবে। ইচ্ছা করিলে তিন বৎসর সময়সীমার মধ্যে তাহারা স্পেনে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। তিন বৎসর পর ফিরিয়া আসিলে তাহাদের সম্পদের এক দশমাংশ প্রত্যার্পণ করিতে হইবে।

(৯) নব মুসলিমদিগকে তাহাদের পূর্ব ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হইবে না এবং খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণে আগ্রহী মুসলমানদিগকে তাহাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চিন্তা করিবার সুযোগ

www.pathagar.com

দিতে হইবে। এবং তাহাদের শেষ সিদ্ধান্তকে একজন মুসলমান ও খ্রীস্টান বিচারকের সম্মুখে ঘোষণা করিতে হইবে।

(১০) মুসলিম ব্যবসায়ীদিগকে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ দিতে হইবে এবং খ্রীস্টানদের ন্যায় শুল্ক প্রদান করিয়া মুসলমানরাও দেশের ভিতরে ও বাহিরে ব্যবসা করিতে পারিবে।

(১১) চুক্তির শর্তসমূহ অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য দায়িত্বশীল গভর্নর ও পরিচালক নিয়োগ করিতে হইবে।

মুসলিম সেনাপতি মুসা ইহুদীদের ভাগ্যের অনিশ্চয়তার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণে চুক্তির বিরোধিতা করেন। ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার অঙ্গীকারে তাহার বিশ্বাস ছিল না। মুসলমানদের তরফ হইতে কোন প্রকার সমর্থন না পাইয়া, তিনি চিরদিনের জন্য নগরের এলভিরা গেটের বাহিরে চলিয়া যান। দুইমাস অতিবাহিত হইবার পরও মিশরের সুলতান, তুরস্ক ও অপরাপর মুসলিমদেশসমূহ গ্রানাডার মুসলমানদের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণ না করার দরুন ক্যাস্টিলীয়গণ শহর অধিকার করে। আবু আব্দুল্লাহ আন্দ্রাক্সে গমন করেন। এবং সেখান হইতে ফেজে নির্বাসিত হন। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেখানে তিনি অতি দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করেন। টেন্ডিল্লার কাউন্ট আল হামরার গভর্নর এবং গ্রানাডা রাজ্যের ক্যাপ্টেন জেনারেল নিযুক্ত হন। কূটিল রাজনীতি ও অস্ত্রবলে স্পেন পুনরায় খ্রীস্টান শক্তির হস্তগত হয়। লুই বার্ট্র্যান্ড বলেন, "স্পেনীয়রা মনে করেন এই চুক্তির ফলে মুসলমান যুবরাজদের কঠিন শাসন হইতে তুলনামূলকভাবে কম অত্যাচারী শাসনাধীনে গমন করেন। লেখক আরও বলেন, আমরা (ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলা) আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজ বাক্যের মাধ্যমে নিশ্চয়তা দিতেছি, অঙ্গীকার ও শপথ করিতেছি যে এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় এবং প্রত্যেকটি অংশ এখন ও ইহার পরবর্তীকালে এবং এখন হইতে চিরদিনের জন্য আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব এবং পালন করিতে বাধ্য করিব"।[৩] অস্থায়ীভাবে খ্রীস্টান শাসকগণ সামন্তরাজদের সুযোগ সুবিধা দান করেন। দেশে পরিপূর্ণরূপে অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সহঅবস্থান ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহের ফলে দীর্ঘ আটশত বৎসরে বহু মুসলমান ক্যাস্টিলীয়তে ও বহু খ্রীস্টান আরবে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের গণ্ডিতে মুসলমানদিগকে একত্রিত করা সম্ভব হয় নাই। সর্বোপরি খ্রীস্টান প্রভু চাহিতেন যে, কৃষিকার্যে অভিজ্ঞ মূরগণ কৃষিকার্যে নিয়োজিত থাকুক। ফলে ক্যাস্টিলিয়ান শাসকদের পক্ষে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

পুনর্বিজয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম যুগের (১১৪০) সিদ-এর কাব্যে আলোচিত হয়। নিদর্শন স্বরূপ উহার কয়েকটি পংক্তি উল্লেখিত হইল ঃ

www.pathagar.com

শোন, আলবার্ট ফানেজ ও নাইটগণ!
আমরা এই দুর্গে মহামূল্যবান সম্পদ বন্দী করিয়াছি;
এই দুর্গের মূরগণ এখন জীবন্ত-মৃত।
মূর নারী ও পুরুষকে আমরা বিক্রয় করিতে পারি না,
তাহাদের হত্যা করিয়াও আমাদের কোন লাভ হইবে না;
তাহাদিগকে অন্দর মহলে থাকিতে দিন, আমরা এখন সম্মানিত!
আমরা তাহাদের বাড়িগুলিতে বাস করিব এবং
তাহাদেরকে ব্যবহার করিব (৬১৬-৬২২)[৪]।

এই পংক্তিগুলির অর্থ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দারিদ্র হইতে মুক্ত খ্রীস্টানগণ মুসলমানদের উপর অধিকার বিস্তার করেন এবং তাহাদিগকে নানা কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু কার্যসিদ্ধির পর দেখা যায় ধর্মীয়ঐক্য সাধনের পরিবর্তে দেশের বৈষয়িক উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে এবং চুক্তির শর্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুসলমানদিগকে জোরপূর্বক ধর্মান্তর করা হইয়াছে।

তথ্য নির্দেশ

১। পঞ্চম মুহাম্মদের শাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইবনে আলখাতিব মরক্কোতে পলায়ন করেন এবং সেখানে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন এবং এখানেই ইবনে খাতিব এবং ইবনে খালদুন নাসিরীয় বংশের পরিসমাপ্তি ঘটায়। আল-মাক্কারীর 'নাফলুল-তিব' এবং মূলার কর্তৃক প্রকাশিত নাম বিহীন ঘটনা পুঞ্জের (১৮৬৩ খ্রীঃ) কিছু পৃষ্ঠায় পরবর্তী শাসকদের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়।

২। আমীর আলী, *হিস্ট্রি অব দ্যা স্যারাসিনস*, পৃঃ ৫৫৫।

৩। *দ্যা হিস্ট্রি অব স্পেন*, প্রথম খণ্ড, লন্ডন, ১৯৫৬, পৃঃ ১৫০, ১৫২।

৪। ক্যাস্ট্রো কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ ৪৩।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

মরিস্কো জাতি (১৪৯২-১৬১৩ খ্রীঃ)

অন্য ধর্মের প্রতি স্পেনের ক্যাথলিক সম্প্রদায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে নাই। সপ্তম এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহুদী এবং পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ তাহাদের কোপানলে পতিত হয়। দেশের দক্ষিণাংশে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বে খ্রীস্টান শাসনাধীন ক্যাস্টিল, লিওন ও আরাগোনে বসবাসরত মুসলমানদিগকে মুদেজারেস (আঃ মুদাজ্জানিন) বলা হইত। ষষ্ঠদশ শতাব্দী হইতে ইহারা মরিস্কো নামে পরিচয় লাভ করে। ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে গ্রানাডা পতনের পর গ্রানাডার মুসলমানদিগকে সর্বপ্রথম মরিস্কো বলিয়া সম্বোধন করা হয়। তাহারা রোমান্স ও আরবী ভাষায় কথা বলিত। তাহারা রোমান্স ভাষাকে আরবী অক্ষরে লেখিত আলজামিয়াদো (আরবী ঃ আল আজামিয়াহ) অর্থ বিদেশী ভাষা হইতে উদ্ভূত। এই ভাষা আলজামিয়াদো বলিয়া পরিচিত। মুদেজারগণ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মরেরিয়াসের বা আল জামাজ (মসজিদ)[১] সেনাস রিয়ালেস নামে ট্যাক্স প্রদান করিতেন।

১৩১২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় জাইমে তাহাদের প্রকাশ্যে নামাজ আদায় নিসিদ্ধ ঘোষণা করেন।[২] চার্লস লী বলেন, "খ্রীস্টানদের মত জীবনযাপন ও মূরদের ন্যায় কর দানে মুসলমানগণ পরবর্তীকালে বাধ্য হয়।"[৩]

মরিস্কোগণ কঠিন পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতার জন্য বিখ্যাত ছিল। হুরতাদো দে মেন্দাজা কৃষি কার্যে তাহাদের দক্ষতা সম্পর্কে প্রশংসা করিয়া বলেন যে, আল-পুজাররার অনুর্বর ও কৃষিকর্মের অযোগ্য ভূমিকে তাহারা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কৃষি উৎপাদন যোগ্য করিয়া তোলে। ভিক্ষা বৃত্তিতে অনভ্যস্ত মরিস্কো জাতি সর্বদা জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত থাকিত। খ্রীস্টানগণ কর্তৃক ঘৃণিত কায়িক পরিশ্রম করিতেও তাহারা অপমান বোধ করিত না। তাহারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী কৃষিজীবী। কায়িক পরিশ্রমের ব্যবসায়ও দক্ষ, যেমন পিতলের বাসন-কোসন প্রস্তুতকারক ও সাবান, দড়ি, স্যান্ডাল, জুতা এবং লেপ-তোষক প্রস্তুক কারক। তন্তুবায়, দর্জি, কুম্ভকার, মালী, জলপাইয়ের তৈল বিক্রেতা, খচ্চর পালক ও কর্মকার। শহরের জনসমাগম স্থলে তাহারা খাবার বিক্রয় করিত। বহু সংখ্যক লোক ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। তাহারা স্বেচ্ছায় কর প্রদান করিত। খাওয়া পড়ায় তাহারা খুবই সাদাসিধা ছিল।[৪]

মরিস্কোগণ কঠোর পরিশ্রমের পর অবসর মুহূর্ত আনন্দ উৎসবের মধ্যে কাটাইত। তাহারা গল্প, বিদ্রূপাত্মক কবিতা, নাচ ও গানের প্রতি আসক্ত ছিল। তাহারা শানাই (tamorine), খঞ্জনি (Bagpipe) ও টিমব্রেলস (timbrels)[৫] বাজাইত। মরিস্কোদের

www.pathagar.com

ন্যায়পরায়ণতা ও কঠোর পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ১৬৩৮ খ্রীঃ ঐতিহাসিক বারমুদেজ দেলা পেদরাজা লেখেন ঃ আচার ব্যবহার, ওয়াদা পালন ও গরীব দুঃখীদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যে তাহারা খুবই উদারতা ও সততার পরিচয় দিয়াছে। তাহারা অলসতার প্রশ্রয় দিত না। তাহারা ছিল কঠোর পরিশ্রমী।[৬] সততা এবং পরিশ্রমের দ্বারা যে সম্পদ উপার্জিত হইত তাহা দেশ ও কওমের ধর্মীয় সংহতির জন্য ব্যয় করিত। স্পেনের শাসকগণও এই পথে অর্থ ব্যয় পছন্দ করিতেন।

গ্রানাডার মরিস্কোগণ ঃ ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গ্রানাডা সন্ধিশর্তে আত্মসমর্পণ করিবার পর প্রায় সাত বৎসরকাল ক্যাথলিক শাসক ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার সহিত মুসলমানদের সুসম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু ক্যাস্টিলীয় রাজা ফার্ডিনান্ড চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিয়া তাহার মুসলিম প্রজাদিগকে জোরপূর্বক খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে শুরু করে। ফ্রান্সিসকো জিমেনেজ দে সিসনেরস ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রানাডার মুসলিমদিগকে ধর্মান্তরিত করিবার জন্য মিশনারী পদে নিয়োজিত হন। গ্রানাডার প্রধান আর্চবিশপ হেরনান্ডো দে তালাভেরা মরিস্কোদের কতিপয় গুণ ও নৈতিকতায় আকৃষ্ট হইয়া কর্মবিমুখ খ্রীস্টানদের সহিত, ধর্মে অবিশ্বাসী মরিস্কোদের বিনিময় করিবার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন, যাহার ফলে পূর্বোক্ত মরিস্কোগণ কিছু ভাল কাজ করিবে এবং শেষোক্তগণ খ্রীস্টান ধর্মে কিছু বিশ্বাস স্থাপন করিবে[৭], খ্রীস্টান সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে এবং ক্রমশঃ মরিস্কোদের স্বকীয়তা বিলীন করিবার জন্য হেরনান্ডো তাঁহার কূটনীতির মাধ্যমে "বিশ্বাসহীন কর্মে" ও "কর্মহীন বিশ্বাসের" মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়া জীবন ও যুক্তির মধ্যে সাযুজ্য ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। হেরনান্ডো মুসলমানদিগকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিলেন যুক্তি তর্কের মাধ্যমে। অপরদিগকে সিসনেরস মুসলমানদিগকে ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন ঘুষ দিয়া এবং ইহাতে ব্যর্থ হইলে বল প্রয়োগ করিয়া মুসলমানদিগকে ধর্মান্তরিত করা হয়।[৮]

মুসলমানদিগকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত না করিয়া যদি তাহাদের সহিত অন্যান্য প্রজাদের ন্যায় সমব্যবহার করা হইত এবং খ্রীস্টানদের সহিত মিশ্রণের কার্যকে যদি কালের প্রবাহের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তবে উহা হইত বিজ্ঞের কাজ। খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণে মরিস্কোগণ সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কোন লাভ দেখিতে পায় নাই। এমনকি ধর্মান্তরিত হইবার পরও খ্রীস্টান সমাজে তাহাদের কোন রকম প্রভাব ছিল না। তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করা হইত। তাহাদের সহিত রাস্তার কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করিত এবং তাহাদিগকে পেররোস মরোস (মূর কুকুর)[৯] বলিয়া ডাকা হইত। সিসনেরস এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় যে, ১৪০৯ খ্রীস্টাব্দে পালাজা দে বিবারামব্লা (গ্রানাডা) কিছু আরবী গ্রন্থ জ্বালাইয়া দেয়। এবং কিছু বিজ্ঞানের গ্রন্থ আলকালার কোলোজিও দে সান ইলদেফন্সোতে লইয়া যায়।[১০]

www.pathagar.com

জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করায় আল বাইসিনের[১১] পুরাতন গ্রানাডায় মরিস্কোগণ অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দুই বৎসর পর একটি আইন পাশ করা হয়। আইন অনুযায়ী তাহাদিগকে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে অথবা ৫,০০০ স্বর্ণ ডুকাত অর্থদন্ড দিতে হইবে।[১২] সন্ধি শর্তের খেলাফে—এই আইন পাশ করিতে গিয়া খোড়া যুক্তি দেখান হয় যে, মরিস্কোগণ রাজ অনুগত নহে। তাহারা ঘোষিত ডুকাত দিতে অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে জোরপূর্বক এক জায়গায় একত্রিত করা হয় এবং তাহাদের উপরে খ্রীস্টানদের পবিত্র পানি ছিটাইয়া দেওয়া হয়। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার পরও যদি তাহারা গীর্জায় গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিত তাহা হইলে ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ আনিয়া তাহাদিগকে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত করা হইত। ১৫০১ খ্রীঃ পরবর্তী সময়ে গ্রানাডা ও ক্যাস্টিলের মুসলমানদিগকে তত্ত্বগত দিক হইতে খ্রীস্টান বলিয়া বিবেচনা করা হইত। কিছু সংখ্যক মুসলমান বাহ্যিকভাবে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিলেও গোপনে ইসলাম ধর্মের আচার অনুষ্ঠান পালন করিত। তথাপিও কিছু সংখক মুসলমান তাহাদের ধর্ম বিশ্বাসকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এবং আলপোজাররাসের পর্বতসমূহে আত্মগোপন করে। পাহাড়ে আত্মগোপনকারী বহু নারী পুরুষ ও শিশু খ্রীস্টানদের শিকারে পরিণত হইয়া মৃত্যু বরণ করে। আমীর আলী বলেন, "পুরুষদের হত্যা করিয়া ক্যাস্টিলীয়গণ শান্ত হয় না।[১৩] তাহারা বিস্ফোরকের দ্বারা একটি মসজিদের ধ্বংস সাধন করে—যেখানে দূরদূরান্ত হইতে নারী পুরুষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল।" যাহারা জীবনে বাঁচিয়া গিয়াছিল, তাহারা প্রতিজনের জন্য দশ স্বর্ণমুদ্রা (doublas) কর প্রদান অথবা খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। বহু মুসলমান কর প্রদানে ব্যর্থ হইয়া খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদিগকে তাকিয়া (সংরক্ষিত)[১৪] বলা হইত কারণ তাহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নাই। ডানভিল এই সমস্ত ধর্মান্তরিত খ্রীস্টানদের খ্রীস্টান হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে।[১৫]

ভ্যালেন্সিয়া ও আরাগোনের মরিস্কোগণ ঃ ভ্যালেন্সিয়া ও আরাগোনের মরিস্কোগণ তত্ত্বগত ও আইনগত ভাবে ধর্ম পালনের অনুমতি পাইয়াছিল।[১৬] প্রথম চার্লস যুবরাজ হিসাবে ভ্যালেন্সিয়া আরাগোন পরিদর্শন কালে মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। ১৫০৮ খ্রীঃ ক্যাথলিক ফার্ডিনান্ড ক্যাটিলোনিয়ায় মূরদিগকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই মুহূর্তে কারডোনার ডিউক ও অন্যান্য জমিদারগণ জোরপূর্বক ধর্মান্তর আইনের বিরোধিতা করেন। তাহারা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন নিজের স্বার্থে। কারণ মরিস্কোগণ তাহাদের জমি কর্ষণ করিত[১৭] ১৫১০ ও ১৫১৮ খ্রীঃ বহুবার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইবে না। কিন্তু কার্যতঃ এই অঙ্গীকারের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা দেখান হয় না। জারমানিয়া ও কমিউনেরস খ্রীস্টানগণ যখন যথাক্রমে ভ্যালেন্সিয়া এবং ক্যাস্টিলে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সে সময়

www.pathagar.com

সম্রাট স্পেনের বাইরে ছিলেন। আমেরিকা হইতে প্রচুর পমিাণে স্বর্ণ আমদানীর ফলে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির দরুন অর্থনৈতিক দুর্দশায় পতিত দরিদ্র খ্রীস্টানগণ সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মরিস্কোগণ খ্রীস্টান জমিদারদের সহিত জড়িত থাকায় বিদ্রোহে যোগদান সম্ভব না হওয়ায় বিদ্রোহীরা মরিস্কো কৃষকদের বিরুদ্ধে ছিল। তাহারা জোরপূর্বক বহু মরিস্কোকে ধর্মান্তরিত ও হত্যা করে। খ্রীস্টান জমিদারগণ অর্থনেতিক দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাদের মুসলমান প্রজাদের সমর্থন করিতেন। মুসলমান প্রজারা ধর্মকর্ম পালনের সুযোগ পাইবে এই আশায় মুসলমানরা খ্রীস্টান জমিদারদের বাধ্যানুগত থাকে। জোরপূর্বক ধর্মান্তর সিদ্ধ নহে বলিয়া জমিদারগণ মত প্রকাশ করিয়া ছিল।[১৮]

স্পেন পুনর্দখল ও মুসলমানদের স্পেন হইতে বিতাড়নে মন্থর গতির কারণ সম্পর্কে বার্ট্র্যান্ড এইরূপ বর্ণনা করেন, "বিজিত অঞ্চলকে জনমানব শূন্য অবস্থা হইতে রক্ষা করাই ছিল খ্রীস্টান শাসকদের প্রধান কাজ। নব বিজিত দেশের অর্থনীতি ও কৃষিকে ধ্বংস করিতে চাহে নাই।"

ইহা ব্যতীত খ্রীস্টান যুবরাজগণ দীর্ঘদিন হইতে প্রচলিত কর দান নীতিতে আস্থাবান থাকিয়া সম্পূর্ণ বিজয় অথবা ধ্বংস না করিয়া কর আদায় করিতে ভালবাসিত। মূরগণ কর্তৃক দেয় কর দ্বারা তাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবন যাপন করে। অনুরূপভাবে মুসলমানগণও শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রীস্টানদিগকে শোষণ করে। খ্রীস্টানগণ শক্তিসঞ্চয় করিয়া একই পথে তাহাদের শত্রুকে অনুরূপ ব্যবহার করিতে শুরু করে।[১৯]

কৃষি ক্ষেত্রে শ্রম ও অভিজ্ঞতার জন্য মুসলমানগণ দেশের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করে। প্রবাদ বাক্যের প্রচলন হয়, যে একজন মুসলিম (ভৃত্য) পাইয়াছে সে সোনার অধিকারী (কিয়েন তিয়েন মরতিয়েন অরো)। পরবর্তীকালে ভ্যালেন্সিয়া ও আরাগোনে বসবাসকারী সবচেয়ে দরিদ্র মরিস্কো কৃষক ও খ্রীস্টান রাখালদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। খ্রীস্টান রাখালগণ তাহাদের নেতা লুপেয়াসিও লাটরেস চোসের নেতৃত্বে সামন্ত প্রভুদের আক্রমণ না করিয়া নিঃসহায় মরিস্কোদের কর্ষিত চাষের ভূমি আক্রমণ করে। সামান্ত প্রভুগণ খ্রীস্টান রাখালদের বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে মরিস্কো কৃষকদিগকে জনবল ও অস্ত্রদ্বারা সাহায্য করেন।[২০] গীর্জার কোন লোকবল না থাকায় সাহায্য করিতে পারে না। গীর্জার সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হওয়ায় পাদ্রিগণ প্রতিবাদ জানান। খ্রীস্টান রাখালদের সমর্থক সরকার শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। এবং খ্রীস্টান রাখালদের নেতা লুপেয়াসিওকে ইংলন্ডে নির্বাসিত করেন। ভ্যালেন্সিয়া ও আরাগোনের মুসলিম কৃষকগণ অর্থনৈতিক ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পায়।

পুনরায় জোরপূর্ব্বক খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা চলে এবং ইহা বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়। সরকারী আদেশ জারী করিয়া বলা হয় যে, যাহারা

www.pathagar.com

খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে তাহারা যদি ধর্মের অনুশাসনসমূহ পালন না করে, তবে তাহাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট মরিস্কোদেরও খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করিবার পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ১৫২৫ খ্রীঃ পঞ্চম চার্লস তাহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া ভ্যালেন্সিয়া ও আরাগোনের মরিস্কোদের পোষাক, রীতিনীতি, ভাষা ও ধর্মের বিরুদ্ধে আদেশ জারী করেন।[২১] এতদসত্ত্বেও সামন্ত প্রভুগণ তাহাদের নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে মরিস্কোদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং সদ্য জারিকৃত আদেশ বাতিলের জন্য সম্রাটকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করেন। ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ভ্যালেন্সিয়া আলজামাস সমূহের (মসজিদ) বারোজন আলফাকিস সম্রাটের এই আদেশকে বাতিল করিবার অনুরোধ করেন। সম্রাট আদেশ বাতিল করিতে অসম্মতি জানান। কিন্তু চল্লিশ বৎসরের জন্য তিনি মরিস্কোদের খ্রীস্টানদের আইন, রীতিনীতি, ভাষা, শিক্ষা হইতে অব্যাহতি দান করেন। তাত্ত্বিক অর্থে তাহারা খ্রীস্টান ছিল কিন্তু ধর্মান্তর আইনে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মতবাদে আস্থা থাকার দরুন তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত না।[২২] ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে আরবী ভাষা, পোশাক ও রীতিনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু পঞ্চম চার্লস ৮০,০০০ ডুকাত উৎকোচ প্রদান করায় তাঁহার সময় এই আইন কার্যকারী হয় না। আরবী ভাষা ও পোশাক ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে ফারদা নামক কর দিতে হইত। ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই করের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ ডুকাত।[২৩]

অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছায়। শুকুরের মাংশ ভক্ষণ ও মদ পান না করায় মরিস্কোদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলে এবং তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। চার্লস লী বলেন, "শুকুরের মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান না করার জন্য অত্যাচারের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। শোনা যায় মেহেন্দী দ্বারা নখ রঞ্জিত করা, মৃত পশুর মাংস ভক্ষণ করিতে অস্বীকৃতি, গৃহ পালিত পশু-পক্ষী জবাই (Decollation), বিবাহ ও আনন্দ উৎসবে জামব্রাস লেইলাস, নাচগান এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পর্যন্ত ধর্মবিরোধী মারাত্মক অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত।"[২৪] ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দে ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপের জন্য সারাগোসাতে ধর্মের আইন অনুযায়ী মুসলিম প্রজাদের শাস্তি প্রদান করা হইলে আরাগোনের জমিদারগণ বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া ওঠে। কারণ মরিস্কোগণ ছিল আরাগোনের প্রধান কৃষিজীবী সম্প্রদায়। আরাগোনের এডমিরাল কারডনার ডন সাঞ্চো ভ্যালেন্সিয়ায় মরিস্কোদের একটি মসজিদ পুনঃর্নিমাণ করাইলে ধর্মান্তর আইনে (Inqusition)[২৫] তিনি অভিযুক্ত হন। বাস্তব জীবন ও যুক্তির বিরোধ এবং বিশ্বাসহীন কর্ম ও কর্মহীন বিশ্বাসীর মধ্যে কোন্দল দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত আরাগোনের জমিদারদের পরাজয় হয়। মরিস্কোগণ বিতাড়িত হন। আরাগোনের শস্যক্ষেত্র পরিণত হয় শ্রীহীন অনুর্বর ভূমিতে। এই দুঃখজনক ঘটনার মূলে ছিল স্পেনীয় অসহিষ্ণুতা যাহা 'কর্মহীন বিশ্বাসের নমুনা'।

www.pathagar.com

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মরিস্কোগণ ঃ ১৫৬৬ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ পাদ্রীদের রাষ্ট্রীয় সভা আহবান করে। এই সভায় ১৫২৫ খ্রীঃ ও ১৫২৬ খ্রীঃ মরিস্কোগণের পোশাক, রীতিনীতি, ভাষা ও ধর্ম সম্বন্ধে যে আইন পাশ হইয়াছিল উহা বাস্তবায়িত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তাহাদের নিরস্ত্র করিবার পদক্ষেপ লওয়া হয়। ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি মাসে গ্রানাডার মরিস্কোদের আদেশ দেওয়া হয় যে তিন বছরের মধ্যে আরবী ভাষা, পোশাক ও রীতিনীতি ত্যাগ করিতে হইবে এবং শুক্রবারে ও মুসলমানদের উৎসবের দিনে তাহাদের ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিতে হইবে। তাহাদের জন্য গৃহের বাহিরে অথবা গৃহের পার্শ্বে গোসল করা এবং ভৃত্য রাখা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।[২৬] চার্লস লী বলেন, "খ্রীস্টানদিগের দ্বারা গোসল নিষিদ্ধের এই ঘোষণা ঐ সময়ের এক কৌতূহলোদ্দীপক সংযোজন। ১১৭৬ খ্রীস্টাব্দে ফুয়েরো দে টার্নেল প্রবর্তিত গোসলখানা ব্যবহারের পদ্ধতিতে আরাগোনের দ্বিতীয় আলফন্সো মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার ও শনিবার পুরুষের, সোমবার এবং বুধবার মেয়েদের, এবং ইহুদী ও মূরদের জন্য শুক্রবার সরকারি হাম্মাম ব্যবহার নির্দিষ্ট করিয়া দেন। রবিবার হাম্মাম বন্ধ থাকিত ও পানি গরম করা হইত না।[২৭] এই আদেশের সময় হইতেই সভ্যতার অবমুক্তি শুরু হয়। হাম্মাম ধ্বংস মরিস্কোদের বিদ্রোহের ইন্ধন যোগায়।[২৮]

এডউইন হোল বলেন, "ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জরিতা (গোয়াদাল জারার একটি গ্রাম) ফুয়েরো অর্থাৎ সংবিধানে পুরুষদের জন্য মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার; মেয়েদের জন্য সোমবার ও বুধবার এবং ইহুদীদের জন্য শুক্রবার ও রবিবার সরকারি হাম্মাম ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়।"[২৯] জরিতার পল্লীতে বোধহয় মুদেজার ছিল না। সেই কারণে হোল মুসলমানদের কথা উল্লেখ করেন নাই। স্পেনের মুসলমানগণ প্রত্যহ গোসল করিতে অভ্যস্ত ছিল। সেইভাবে সরকারি হাম্মাম সকালবেলা পুরুষ এবং বিকাল বেলায় মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। হোল আরো বলেন যে, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর খ্রীস্টানগণও মুসলমানদিগকে গোসল করিতে দেয় নাই। ১৫৬৭ খ্রীঃ এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের পর খ্রীস্টান গীর্জা গ্রানাডার সমস্ত সরকারি হাম্মাম বন্ধ করিয়া দেন।[৩০]

মরিস্কোগণ পুনরায় জোরপূর্বক ধর্মান্তর ও গ্রানাডা হইতে তাহাদের উৎখাতের জন্য গৃহীত রাজকীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত হইতে শুরু করে। একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের সর্বত্র চাঁদা সংগ্রহের রাজকীয় অনুমতি তাহারা লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠান কোফরাডিও দে লা রিজারেকশন নামে পরিচিত ছিল। এই সুযোগে তাহারা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে এবং সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। খ্রীস্টধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ৩ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক মরিস্কো শিশুদের নাম তালিকা ভুক্তির জন্য ১৫৬৮ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি একটা ঘোষণা করা হয়।[৩১] ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মরিস্কোদের খ্রীস্টানধর্মে দীক্ষার জন্য আইন কানুন পাশ হয়। কিন্তু মরিস্কোগণ

www.pathagar.com

শিশুদিগকে খ্রীস্টান পদ্ধতির শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করে নাই। এইবারেও তাহারা শুধু তাহাদের শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হইবে বলিয়া নাম তালিকাভুক্ত করিতে বলে কিন্তু এ ব্যাপারে তেমন কিছু করা হয় না। গ্রানাডায় বিশেষ করিয়া আল পুজাররার পর্বত মালায় ফার্নান্ডো দে ভ্যালর (আবু হুমেয়া নামে পরিচিত মৌলভী আব্দুল্লাহ মুহম্মদ বিন উমাইয়া) এর নেতৃত্বে ১৫৬৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে মরিস্কোগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাজকীয় বাহিনী সম্রাট পঞ্চম চার্লসের অবৈধ সন্তান ডন জুয়ান দে অস্ট্রিয়া জনৈক সামরিক বিশেষজ্ঞের অধীনে বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হন। ১৫৬৯ খ্রীঃ জুন মাসে ৩,৫০০ মরিস্কো গ্রানাডা হইতে সেভিলে বিতাড়িত হন।

অতীত ঐতিহ্যের গভীরে তাহাদের জাতীয়তাবাদের মূল শিকড় প্রোথিত হওয়ায় মরিস্কোগণ গর্ব অনুভব করিত। খ্রীস্টানদের ন্যায় তাহারাও নিজদিগকে স্পেনের পুরাতন অধিবাসী বলিয়া দাবী করিত। আবেন হুমেয়া অস্ত্র ধারণের পূর্বে গ্রানাডাতে বলেন, "তোমরা কি জাননা আমরা স্পেনের অধিবাসী এবং ৯০০ (৮০০) বৎসর ইহা আমাদের অধিকারে ছিল। আরও বলেন, আমরা ডাকাত দল নই, আমরা একটা সাম্রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছি।"[৩২] অন্যায়ের জন্য নিজ দেশ হইতে বিতাড়িত হইবার পরও মরিস্কোগণ ভাবিত যে, তাহারা স্পেনীয়। আমরা যেখানেই থাকি স্পেনের জন্য কাঁদিব, আর যাহাই হউক আমরা যেখানে জন্মিয়াছিলাম উহা আমাদের প্রাকৃতিক পিতৃভূমি। আমরা এখন বুঝিতে এবং অনুভব করিতে পারি যে, পিতৃভূমির স্মৃতি কত মধুর"[৩৩]।

মরিস্কোগণ গ্রানাডা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় খ্রীস্টান শাসকদের পরাজিত করিবার কল্পনা করিতে পারিত যদি তাহাদের মধ্যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব না থাকিত। ১৫৬৯ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে তাহাদের নেতা ফার্নান্ডো দে ভ্যালোর নিজের ভক্তদের হস্তে নিহত হন। তাহাদের পরবর্তী নেতা আবেন-আবুর নেতৃত্বে তাহারা এতদোঞ্চলে অশান্তির সৃষ্টি করে। ১৫৭১ খ্রীঃ আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত রাজকীয় বাহিনী তাহাদিগকে একস্থান হইতে অপর স্থানে পশ্চাদ্ধাবন করে, নৃশংসরূপে তাহারা গ্রানাডা প্রদেশের সমস্ত এলাকা হইতে ক্যাস্টিলের পার্বত্য অঞ্চলে ও উত্তর স্পেনে বিতাড়িত হয়। পরবর্তীকালে কিছু মরিস্কো গ্রানাডাতে অলক্ষ্যে প্রবেশ করে। ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দে যখন স্পেন হইতে তাহাদিগকে শেষ বারের মতন বিতাড়িত করা হয় তন্মধ্যে গ্রানাডার কিছু মরিস্কোও ছিল।

কশাইয়ের ব্যবসা অথবা একটি মুরগী হত্যা পর্যন্তও মরিস্কোদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। এই আইন ১৫৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত স্পেনে বলবৎ থাকে।[৩৪] মরিস্কোদের বিরুদ্ধে দমন মূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইলে[৩৫] ১৫৮১ খ্রীঃ ভ্যালেন্সিয়াতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অতি কষ্টে তাহাদিগকে দমন করা হয়। দ্বিতীয় ফিলিপ ১৫৮২ খ্রীঃ তাহাদিগকে দেশান্তর করিতে মনস্থ করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাহা করেন না।

বার্ট্র্যান্ড বলেন, "প্রথম ফ্রান্সোইশ পঞ্চম চার্লসের কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় গ্রানাডা পতনের সংবাদ পাইয়া বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করেন, এই সমস্ত মুসলমানদের কি

www.pathagar.com

অবস্থা হইবে? তাহাদিগকে কি দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে? তাহাদের সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ফ্রান্সের রাজা ইহাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন।" কিন্তু লেখক বলেন যে, "মরিস্কগণ তাহাদের শাসক ও প্রতিবেশীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। তাহারা স্পেন ও খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে বার্বার, মরোক্কান, মিশরীয় ও তুর্কীদের সহিত একত্রিত হইয়া ষড়যন্ত্র করিত।"[৩৬]

স্পেনীয় সূত্র মোতাবেক জানা যায় যে, বার্বার ও তুর্কীদের সহযোগিতায় ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরীর ছত্রছায়ায় মরিস্কোগণ পুনরায় মাথা তুলিতে চেষ্টা করে। বার্ট্র্যান্ড বলেন, দ্বিতীয় ফিলিপের শাসনের শেষ পর্যায়ে আরাগোনের মরিস্কোগণ আশি হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ফ্রান্সের চতুর্থ হেনরীর অধীনে ন্যস্ত করিবার প্রস্তাব করে।[৩৭] এই অজুহাতে তাহাদের উপর নির্মম অত্যাচার চলে এবং ১৬০৫ খ্রীঃ এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার অভিযোগে বেশ কিছু সংখ্যক মরিস্কোকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ফ্রান্সের ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণ নীরব। বার্বার ও তুর্কীদের নিকট হইতে সাহায্য পাইলেও মরিস্কোগণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এই ষড়যন্ত্রের অজুহাতে তাহাদিগকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বসবাস করিতে দেওয়া হয় না। এমনকি ভূমধ্যসাগরের উপকূলে তাহাদের ঘুড়িয়া বেড়াইবার অনুমতিও ছিলনা। তাহাদিগকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে দেখামাত্র প্রহরীদল গুলি করিয়া হত্যা করিত। সেই যুগে তাহারা পঞ্চম বাহিনী বলিয়া পরিচিত ছিল। মুসলমান হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে তাহাদের অবস্থান সরকারের জন্য এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। ধর্মবিরোধী কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ না করায় ১৬০৫ খ্রীঃ আলমাগরোর দিয়াগো পায়েজ লিম্পটিকে আগুনে ফেলিয়া হত্যা করা হয়।[৩৮] মরিস্কোদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঐ বৎসরই রাষ্ট্রীয় মহাসভা গঠিত হয়।

মরিস্কোদের নির্বাসন ও পরবর্তী ফলাফল ঃ ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে জুন্তা রাষ্ট্রীয় মহাসভার এক রিপোর্টে বলা হয়, মরিস্কোগণ নতুন করিয়া খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিবে নতুবা সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কার করা হইবে। মরিস্কোগণের বহিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী লেরমা ১৬০৯ খ্রীঃ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন না। সম্ভবত তিনি শুধু ধর্মীয় কারণেই মরিস্কোদের বিরুদ্ধে এই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করেন। মরিস্কোদের বহিষ্কার উপলক্ষে তিনি উৎকোচ হিসেবে প্রচুর টাকা উর্পাজন করেন।

বার্ট্র্যান্ড বলেন, "আফসোস! স্পেনীয়রা ধর্মের নামে মূরদিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত ও নির্বাসিত করেন, কিন্তু ইহার পিছনে বৈষয়িক কারণও কাজ করে।" মুসলমানদের চরম উন্নতির দিনে ইহা ছিল অমানুষিক উৎপীড়ন। তাহার মতে স্পেনীয়দের উৎপীড়নে মরিস্কোদের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জাগরিত হয়। তাহারা

www.pathagar.com

ধর্মোন্মাদ ও নির্দয় হইয়া ওঠে।[৩৯] চূড়ান্তভাবে তাহাদিগকে নির্বাসিত করার উদ্দেশ্যে ১৬০৯ খ্রীঃ ৪ঠা আগাস্ট একটি আইন পাশ করা হয়। ইহা ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে কার্যকারী হয়। নব খ্রীস্টানসহ প্রায় ৪,৬৭,৫০০ মরিস্কো দেশ ত্যাগ করে[৪০] একাধারে দুই বৎসর খ্রীস্টধর্ম পালন এবং আত্মীয়স্বজনের সহিত কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া প্রমাণপত্র পেশ করিতে সমর্থ মরিস্কোগণ স্পেনে বসবাসের অনুমতি লাভ করে। সাত বৎসরের শিশুদের প্রতি এই আইন প্রযোজ্য ছিলনা। প্রমাণপত্র পেশে অপারগতায় বহু নব খ্রীস্টানও নির্বাসন লাভ করে। প্রচুর আখ উৎপাদক গান্ডিয়ার ডিউক তাহার মিলে দক্ষ শ্রমিকের অভাব হেতু মরিস্কোদিগকে যে কোন শর্তে রাখিতে চেষ্টা করেন। তাহারা ধর্মপালনের স্বাধীনতার শর্ত দাবী করে, ডিউক ভাইস রয়ের নিকট আবেদন করেন। রিবেরা ঘোষণা করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ ব্যতীত রাজা অথবা পোপের এই সুবিধা দানের কোন ক্ষমতা নাই[৪১] ডানভিলা ও অন্যান্য খ্রীস্টান লেখক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, মরিস্কোদের দেশ হইতে বিতাড়ন ও নির্বাসনের ব্যপারে জনগণের মতামত গৃহীত হইয়াছিল।

কৃষি কার্যের ভবিষ্যৎ কল্যাণ চিন্তা করিয়া শতকরা ছয়জন কৃষক পরিবারকে স্পেনে অবস্থানের অনুমতি দেওয়া হয়।[৪২] অত্যাচারের কথা চিন্তা করিয়া তাহারাও অন্যদের সহিত দেশ ত্যাগ করে। নির্বাসিত মরিস্কোদের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি তাহাদের জমিদারগণ লাভ করেন। ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মরিস্কোদের শক্তিশালী দুর্গ ভ্যালেন্সিয়াতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাহারা তাহাদের নেতা জেরেনিমো মিলিনির অধীনে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়িয়া তোলে কিন্তু শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া খাদ্য বস্ত্রের ব্যবস্থা ব্যতীতই দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। ১৬১৩ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত আলাপ আলোচনার পূর্ব পর্যন্ত ভাল্লে ডেল রিকোট নামে পরিচিত ভ্যালেন্সিয়ার পর্বতসমূহে প্রায় ২৫০০ মরিস্কো বাস করিতে ছিল। দেশ ত্যাগ করিয়া আলজিরিয়া যাইবার জন্য তাহাদিগকে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। ১৬১০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৬১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আন্দালুসিয়া ও স্পেনের বিভিন্ন এলাকা হইতে মরিস্কোগণ বিতাড়িত ও নির্বাসিত হয়। ১৬১০ খ্রীঃ প্রায় ৯০০ হইতে ১০০০ শিশুকে তাহাদের মাতাপিতা স্পেনে রাখিয়া দেশ ত্যাগ করে। মরিস্কোগণ স্পেন ত্যাগ না করা পর্যন্ত খ্রীস্টধর্ম বিরোধী হওয়ার অভিযোগে তাহাদিগকে অত্যাচার নির্যাতন ও অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইত।

মরিস্কোদের নির্বাসনের দুঃখ কষ্ট সম্পর্কে হেনরী চার্লস লী বলেন, "সরকারি কর্মচারীগণ নির্দয়ভাবে নদীর পানি ব্যবহার ও দীর্ঘ যাত্রা পথে বৃক্ষ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের জন্য তাহাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর জোরপূর্বক আদায় করিত। দরিদ্রদের তরফ হইতে ধনীদেরকে কর দিতে হইত। বাস্তু ত্যাগীরা ফ্রান্সে আসিয়া ভিড় করে। পীরেনীজের অপর পার্শ্বে পাহাড়িয়া পথে স্পেনের সীমান্ত শহর সানফ্রান্সে

www.pathagar.com

১৪০০০ হাজার মরিস্কো পৌঁছাইলে তাহাদের মধ্য হইতে একজনকেও গ্রহণ করিতে ফ্রান্স অস্বীকৃতি জানায়। তাহাদের সহিত গৃহীত মালের রফতানী শুল্ক ও ফ্রান্সে যাইবার অনুমতি লাভের জন্য চল্লিশ হাজার ডুকাত কর প্রদান করিতে হয়। দীর্ঘ পথে তাহারা আলফাকিসে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। গ্রীষ্মের খরতাপে তাহাদের অনেকে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং বহু লোক মারা যায়। জাহাজে মহামারী দেখা দেওয়ায় ভীতির সঞ্চার হয়। সংক্ষেপে বলা যায় আরাগোন হইতে নির্বাসনের ঘটনা ছিল নির্মম ও আমানুষিক।" জানের বলেন, "ভ্যালেন্সিয়া হইতে নির্বাসনের ঘটনার চাইতেও আরাগোনের মরিস্কোদের বিতাড়িত করিবার ইতিহাস আরও হৃদয় বিদারক ও করুণ। মুরসিয়া আরাগোন এবং ভ্যালেন্সিয়ার বাগিচাসমূহে আজও তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়"। কিছু সংখ্যক নির্বাসিত মরিস্কো গিরিপথে ও বন্দরে নিযুক্ত প্রহরীদের ঘুষ প্রদান করিয়া স্পেনে পুনরায় প্রবেশ করে এবং নিজদিগের পরিচয় গোপন রাখিয়া নিম্ন শ্রেণীর স্পেনীয়দের সহিত মিশিয়া যায়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্বেই বহু মরিস্কো মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তিন ভাগের দুই ভাগ হইতে চার ভাগের তিন ভাগ লোক মারা যায় বলিয়া ধারণা করা হয়।[৪৩] নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল মরিস্কোগণ স্পেনের বিভিন্ন বন্দর ও গিরিপথে ফ্রান্সে, ভূমধ্য-সাগরের দ্বীপসমূহে ও উত্তর আফ্রিকায়[৪৪] গমন করে। অধিকাংশ নির্বাসিত মরিস্কো তিউনিসিয়া ও রাবাতে এবং সামান্য সংখ্যক তুরস্কে আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হয়। তাহাদের দুঃখ কষ্টের ইতিহাস সত্যই হৃদয়বিদারক।[৪৫] মধ্যযুগের ইতিহাসে এমন নিষ্ঠুরতার ঘটনা বিরল।[৪৬]

স্পেনীয় শাসকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মরিস্কোদের হত্যা করা। সেই জন্যই দেশ হইতে বিতাড়িত ও বহিষ্কার করিবার সময় তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়না। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকারে পতিত হয়।[৪৭] উত্তর আফ্রিকা ও মুসলিম দেশসমূহে যাইতে না দিয়া লুণ্ঠনকারীদের শিকারে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ক্যাটালোনিয়ার মধ্য দিয়া বিস্ক-উপসাগরের দিকে যাইতে বাধ্য করা হয়। লুই বার্ট্র্যান্ড যিনি দেশের রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও ধর্মীয় ঐক্যের যুক্তিতে মরিস্কোদের নির্বাসিত করাকে সমর্থন করিয়া বলেন, "ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই কঠোর ব্যবস্থা স্পেনীয়দের জন্য আত্মঘাতি বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিছু সংখ্যক লোক ইহাতে লাভবান হয়। সর্বোপরি বহুস্থান জনমানবশূন্য প্রেতপুরিতে পরিণত হয়। অত্যাচার মূলক আইনগুলি মরিস্কোদের উপর প্রয়োগ করিয়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত অফিসার ও পুলিশগণ জরিমানার টাকায় নিজেদের পকেট ভর্তি করে। নির্বাসিত জনগণের ঘর বাড়ি ও জমিজমা খ্রীস্টান বণিক এবং জমিদারগণ নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা যাহারা মূর অথবা মরিস্কোদের নিজেদের ভূমিতে কৃষিকার্যে নিয়োগ করিয়াছিল তাহারা ছিল এই নির্বাসনের ঘোর বিরোধী। কিন্তু তাহাদের বিরোধীতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়"।[৪৮]

www.pathagar.com

রিচেলিউ-এর মতে, "মানব ইতিহাসের নির্লজ্জ ও নিষ্ঠুরতম ঘটনা ছিল স্পেন হইতে[৪৯] মরিস্কোদের বিতাড়ন। এই অমানুষিক কাজের পিছনে অনেক কারণ ছিল। তন্মধ্যে সহিষ্ণুতার অভাবেই স্পেনীয় জনগণের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় মরিস্কোগণকে দেশ ত্যাগ করিতে হয়।" সংক্ষেপে গঞ্জালেজ প্যালেন্সিয়া বলেন, "মরিস্কোদের নির্বাসনের ফলে স্পেনের কৃষিক্ষেত্র ও শিল্প কারখানা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জনপদ প্রেতপুরিতে পরিণত হয়।"[৫০]

১১ই মে (১৬১০ খ্রীঃ) ভ্যালেন্সিয়ার রিয়াল অডিয়েন্সিয়া প্রায় ৭০০ মরিস্কোর দেশের মধ্যে অবস্থান সম্পর্কে রাজার নিকট রিপোর্ট পেশ করেন[৫১]। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, ইহারা কৃষি উৎপাদনে চিনি, চাউল, সিল্কের কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতে অভিজ্ঞ ছিল। চার্লস লী বলেন, খ্রীস্টানগণ এ সমস্ত কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। খ্রীস্টানগণ তাহাদের কৃষি জ্ঞানকে ব্যবহার করে। মরিস্কোদের পরিত্যক্ত ভূমিতে খ্রীস্টানদের সহিত ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করিবার শর্তে তাহারা স্পেনে থাকিবার অনুমতি লাভ করে।[৫২] ফ্রান্সিসকো বলেন যে, মরিস্কো পদ্ধতির জলসেচ ও কৃষি ব্যবস্থা এখনও চালু আছে।[৫৩] ভ্যালেন্সিয়াতে এখনও আরব পদ্ধতির জলসেচ ব্যবস্থা অনুসৃত হয়। জনের মতে, তৃতীয় ফিলিপের সময়ে খ্রীস্টান কৃষকদের তুলনায় কম উর্বরা জমি চাষবাস করিয়া মরিস্কোগণ খ্রীস্টানদের চেয়ে অধিক শষ্য ফলাইত[৫৪]। মরিস্কো সম্প্রদায়ের প্রশংসায় চার্লস লী বলেন, তাহারা ভিক্ষা করিত না। ঝগড়া ফ্যাসাদ জানিত না। কোন বিষয়ে মত বিরোধ হইলে[৫৫] বিচারালয়ের স্মরণাপন্ন না হইয়া আপোষ মীমাংসা করিয়া লইত। এই বর্ণনা অনেকাংশে সত্য। কারণ দীর্ঘ দিনের দুঃখ ভোগের পর তাহারা এই মানবীয় গুণলাভ করিতে সক্ষম হয়।

তথ্য নির্দেশ

১। কোম্পানি, *মেমোরিস সুবার লা মেরিনা কুমারকিও ডি বার্সিলোনা,* তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৪-৫।

২। এম. ডানভিলা ওয়াই কোল্লাডো, *লা এক্সপালশন ডি লস মরিসকোস এক্সপানোলিস,* মাদ্রিদ, ১৮৮৯, পৃঃ ৩০।

৩। *এ হিস্ট্রি অব দ্যা ইনকোইজিশন অব স্পেন,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭।

৪। জানার ফ্লোরেনসিও, *কন্ডিশন সোশ্যাল ডি লস মরিসকোস,* ১৮৫৭, পৃঃ ১৫৯, ১৬২।

৫। জানার, ঐ, পৃঃ ১৫৯।

৬। ফ্লাইয়ার এলোনদো ফারনান্দেজ, *হিস্ট্রোরিয়া ডি প্লাসেনকিয়া* হইতে ক্যাস্ট্রো কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ ৯০; লংগাস, *রেলিজিওসা ডি লস মোরিসকোস,* মাদ্রিদ, ১৯১৫, পৃঃ ৫২।

৭। ক্যাস্ট্রো, পৃঃ ৯৩।

www.pathagar.com

৮। পি বোরোনেট বাররাসিনা, *লস মরিসকোস,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮: জোয়ান রেগলা, *লা একস্‌পালশন.* ত্রয়োদশ খণ্ড, মাদ্রিদ, ১৮৫৩, পৃঃ ২২৪।

৯। মারমল, *রিবিলিওন ডি লস মরিসকোস,* ১ম খণ্ড, ফোলিও ২৮ 'এ' ৩০ 'বি'।

১০। প্যালেন্‌সিয়া, *হিস্টোরিয়া* পৃঃ ১১৮।

১১। লুইস বার্ট্রান্ড, *দ্যা হিস্ট্রি অব স্পেন,* পৃঃ ১৫৩।

১২। ম্যানুয়াল ডানভিলা, পৃঃ ৭১-৭২।

১৩। আমীর আলী, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ৫৬০-৬১।

১৪। প্যালেন্‌সিয়া, *হিস্টোরিয়া,* পৃঃ ১১৮।

১৫। ডানাভিলা, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭২-৭৩; আমীর আলী, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৬১।

১৬। ডানাভিলা, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৭৬।

১৭। চার্লস লী, হ্যানরী, পৃঃ ৪০৭।

১৮। চার্লস লী, *এ হিস্ট্রি অব দ্যা ইনকোইজিশন.* ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭, ৩৭৫।

১৯। *দ্যা হিস্ট্রি অব দ্যা স্পেন,* ১ম খণ্ড, লন্ডন, ১৯৫৬, পৃঃ ১৪৭-৪৮।

২০। *হিস্পানা* ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৫৮।

২১। ডানাভিলা, পৃঃ ৯১-৯২; প্যালেনসিয়া, *হিস্টোরিয়া* পৃঃ ১৯৯-২০।

২২। ডানাভিলা, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ১০১-১০২; পেড্রো লংগাস, *ভিডা রিলিজিওসা ডিলস মরিসকোস,* মাদ্রিদ, ১৯১৫, পৃঃ ৩০।

২৩। *এ হিস্ট্রি অব দ্যা ইনকোইজিশন,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৯ ও টীকা-১। ইহা ছিল স্বাভাবিক বাৎসরিক কর।

২৪। *ঐ,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩ ও টীকা-১।

২৫। লংগাস, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৫৭।

২৬। অরোলীনা ফারনান্দেজ, *রিফ্লেকশনস,* গ্রানাডা, ১৮৪০, পৃঃ ১৪-১৫, টীকা-১; পেড্রো লংগাস, পৃঃ ৪৬-৪৭; প্যালেনসিয়া, *হিস্টোরিয়া,* পৃঃ ৪৬-৪৭।

২৭। *হিস্ট্রি অব দ্যা ইনকোইজিশন,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬, টীকা-১।

২৮। *ঐ,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬।

২৯। আন্দালুস, পৃঃ ৬০।

৩০। আন্দালুস, পৃঃ ৬১।

৩১। *হিস্ট্রি অব দ্যা ইনকোইজিশন,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬।

৩২। ডন প্রটেনিও ডি. ফুয়েনমেয়র, *৫ম খণ্ড,* ১৫৯৫; জানার কর্তৃক উদ্ধৃত। ফ্লোরেনসিও, *ইন কন্ডিশন সোশিয়্যাল ডিলস মরিসকোস,* ১৮৫৭, পৃঃ ১৪৪।

৩৩। দ্যা কুইজুট, *২য় খণ্ড,* পৃঃ ৫৪, ক্যাস্ট্রো কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৩।

৩৪। *হিস্ট্রি অব দ্যা ইনকোইজিশন।* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬-৪০।

৩৫। *ঐ,* পৃঃ ৩৮২ ও টীকা-২।

৩৬। *দ্যা হিস্ট্রি অব স্পেন,* পৃঃ ১৪৭-৪৯।

৩৭। *ঐ,* পৃঃ ১৫৫।

৩৮। চার্লস লী, *ইনকোইজিশন,* আমীর আলী, *স্যারাসিন্‌স,* পৃঃ ৫৫৯, টীকা-১।

৩৯। *দ্যা হিস্ট্রি অব স্পেন,* পৃঃ ১৪৯।

www.pathagar.com

৪০। স্পেনীয় মূল সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া ডানভিলা বহিষ্কৃত মরিস্কোসদের নিম্নোক্ত বিবরণ পেশ করেন ঃ

ভ্যালেন্সিয়া	১৫,০০০	(অতিরিক্ত)
ভেল ডিল রিষ্ট	২,৫০০	
আন্দালুসিয়া	৮০,০০০	
ক্যাস্টাইল	৬৪,০০০	
আরাগোন	৬৪,০০০	
ক্যাটালোনিয়া	৫০,০০০	
ক্যাম্পো ডে কেলাট্রাভা	৬,০০০	
মুরসিয়া	১৫,০০০	

৪১। চার্লস লী, *দ্যা ইনকোইজিশন,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৬ এবং টীকা-১।

৪২। ঐ, পৃঃ ৩৯৫; প্যাস্কুয়াল ব্রোনাট ওয়াই বাররাসিনা, *লস মরিসকোস,* ২য় খণ্ড, ভ্যালেন্সিয়া, ১৯০১, পৃঃ ২০৮ এবং টীকা-৩১।

৪৩। প্যাস্কুয়াল ব্রোনাট, *লস মরিসকোস্,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫।

৪৪। চার্লস লী, *ইনকোইজিশন,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০১-৪২১।

৪৫। জানার ডন ফ্লোরোন্সিও, *মরিসকোস ডি ইস্পানা,* পৃঃ ৯০।

৪৬। এফ ফারনান্দেজ, ওয়াই গঞ্জালেজ, *ডি, লস মরিসকোস, ফিলিপ ৩য় ঃ রাভিস্তা ডি ইস্পানা, ১৮৭১, পৃঃ ১৯-২০;* ভি, কাস্তেনেদা কর্তৃক প্রকাশিত, *লা হিস্ট্রোরিয়া, ১৯২৩,* পৃঃ *৪২১-২৭।*

৪৭। চার্লস লী, *ইনকোইজিশন,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৮, টীকা-৩।

৪৮। *দ্যা হিস্ট্রি অব স্পেন,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫।

৪৯। চার্লস লী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬ এবং *ইনকোইজিশন,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১০, টীকা-৩।

৫০। চার্লস লী, *ঐ,* ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১০।

৫১। *হিস্ট্রি-ডি লা ইস্পানা মুসলমানা,* পৃঃ ১২১; আমীর আলী, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ৫৬৩-৬৪; লেন পুল, *দ্যা মুরস্ ইন স্পেন,* D—৮৮৮, পৃঃ ২৭৯-২৮০।

৫২। *হিস্পানা,* ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ২৩৫-৫৬৫।

৫৩। ফ্রান্সিস্কো ফারান্দাজ ওয়াই গঞ্জালেজ, ক্যাস্টিলা, মাদ্রিদ ১৮৬৬, পৃঃ ১৩৬।

৫৪। জানার ফ্লোরেন্সিও, *প্রাগুক্ত,* পৃঃ ৬৭।

৫৫। *হিস্ট্রি অব দ্যা ইনকোইজিশন,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫। ইহা হায়দ্রাবাদের (দাক্ষিণাত্যে) ইসলামিক কালচারে প্রকাশিত *দ্যা মরিসকোস্* প্রবন্ধের পুনর্গঠিত ও পরিবর্ধিত সংকলন।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

স্পেনে মুসলিম শাসনের পতনের কারণসমূহ

সহজাত দুর্বলতা ঃ জাতীয়তা বোধ ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণা প্রথম যুগের মুসলমানদের দেশ বিজয়ের মূলে বিশেষ অবদান রাখে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা দেশ হইতে দেশান্তরে ধর্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ করে। অপরদিকে জাতীয়তাবোধ দেশ বিজয়ে উৎসাহ যোগায়। সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে মুসলমানগণ বিলাসিতা ও সুখে জীবন উপভোগ করিতে অভ্যস্ত হইয়া ওঠে। বিলাসিতা ও উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলে রাজনৈতিক দলাদলি মাথা চাড়া দিয়া ওঠে এবং বিরাট সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত করে।

স্পেনের মুসলিম শাসনের স্থায়িত্ব ততদিন পর্যন্তই নিরাপদ ছিল যতদিন দক্ষ প্রশাসন যন্ত্র, রাজানুগত শক্তিশালী পুলিশ ও সেনাবাহিনী এবং নিরপেক্ষ ও যোগ্য শাসক দ্বারা দেশের শাসন কার্য পরিচালিত ছিল।

জন কল্যাণধর্মী সুদক্ষ প্রসাশনযন্ত্র রাজানুগত শক্তিশালী পুলিশ ও সেনাবাহিনী এবং নিরপেক্ষ ও সুযোগ্য শাসক দ্বারা শাসন কার্য পরিচালিত হইলে স্পেন মুসলিম শাসনাধীনে থাকিতে পারিত। গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে স্পেনে মুসলমানদের অব্যাহত পতন ও সর্বশেষে ধ্বংসের মূলে ছিল সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রশাসন কাঠামোতে কতিপয় সহজাত দুর্বলতা।

অনৈক্য ও গোত্রীয় বিদ্বেষ ঃ স্পেনে মুসলিম সম্রাজ্যের ধ্বংসের মূলে বহিঃশত্রু অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও বিশৃঙ্খলাই বেশি দায়ী। মুসলমানগণ যে সময়ে স্পেনে পদার্পণ করে সেই সময়ে অনৈক্যের বীজ উপস্থিত ছিল। আরব, (হিমারিটস, ইয়ামানী) কায়সী ও কালবী, সিরীয় (মুজারী), বার্বার (মিকলাসাহ), সানহাজাহ ও জানাতাহ, নব মুসলিম, খ্রীস্টান ও ইহুদী প্রভৃতি জাতীয় ও ধর্মের অনুসারীগণ স্পেনে বসবাস করিতে শুরু করে। আরব ও বার্বারগণ তাহাদের পূর্ব পুরুষের গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বীতার মানসিকতা স্পেনের মাটিতেও অতিযত্নে লালন করিয়া চলে। তাহাদের প্রধান শত্রু খ্রীস্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিবর্তে তাহারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধে লিপ্ত হয়। প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা যায় চার্লস মার্টেলের নেতৃত্বাধীনে পরিশ্রান্ত সেনাবাহিনী তুরস্কের যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন কিন্তু গোত্রীয় কলহে লিপ্ত মুসলিম সেনাবাহিনী আবদুর রহমান আল গাফিকীর স্থলে একজন নতুন সেনাপতি নির্বাচন করিয়া খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানিতে ব্যর্থ হয়। এই গোত্রীয় বোধ বা কওম চেতনার (আসাবিয়াহ) অভাবের ফলেই আলহামদিনা ও জাম্মাছার যুদ্ধের ন্যায় কতিপয় যুদ্ধ বিজয় লাভের পরও মুসলমানদিগকে পরাজয়ের গ্লানি বহন করিতে হয়।

www.pathagar.com

বার্বার সেনাদের সাহায্যে মনসুর স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইলে জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলে। স্পেনে উমাইয়া শাসনকালে আমরা দেখিতে পাই গৃহযুদ্ধ গোত্রীয় ও উপদলীয় কোন্দল এবং দেশী বিদেশীর দ্বন্দ্ব। একমাত্র শক্তিশালী শাসকই উহাদিগকে বসে রাখিতে পারিতেন। উমাইয়া শাসনের শেষ পর্যায়ে বহু প্রদেশ কেন্দ্রের হাতছাড়া হইয়া যায়। প্রদেশগুলি কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর কর্ডোভার খেলাফতের ধ্বংস স্তূপের উপর দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বার্বার, পূর্বাঞ্চলে স্লাভ, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে আরব, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নবমুসলিম ও খ্রীস্টানগণ নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করে।

উমাইয়াদের পতনের পর ক্ষণস্থায়ী বহু রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র শাসকগণ সামাজিক বিদ্বেষ ও উপজাতীয় কোন্দলের শিকারে পরিণত হয়। সেভিলের মুতামিদ, টলেডোর মামুন একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্পেনের আরব নেতাদের বিরুদ্ধে মালাগার ইয়াহিয়া বার্বার নেতাদের এক যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। ইয়াহিয়া বার্বার ঐক্য ফ্রন্টের মাধ্যমে কার্ডোভা ও সেভিলের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তোলেন। এই ঐক্যফ্রন্ট দীর্ঘ স্থায়ী হয় না। বার্বার সর্দারগণ একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। সেভিলের ইসমাইল কর্তৃক ইয়াহিয়া পরাজিত ও নিহত হন। ইসমাইলও পরবর্তীকালে আলমেরিয়ার স্লাভনেতা জুহায়ের কর্তৃক নিহত হয়। গ্রানাডার বাদিস ও জুহায়েরের মধ্যে ছিল চরম শত্রুতা। জিরি শাসক বাদিস ছিলেন বার্বারদের একমাত্র নেতা যিনি আরবদের নেতা মুতামিদের মোকাবিলা করেন। বানু হাম্মুদ ঐক্যবদ্ধ ছিল না। মালাগা ও আলজেসিরাস তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজধানী গড়িয়া ওঠে। কিছু ক্ষুদ্র দেশের শাসক গৃহযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ক্ষান্ত হয় না, তাহারা মুসলিম স্পেনের ধ্বংস ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে খ্রীস্টানদিগকে আহ্বান জানায়।

টলেডোর বানু জুন্নুনদের শ্রেষ্ঠ শাসক মামুন কর্ডোভাকে আবদুল মালিক বিন জওহারের কবল হইতে উদ্ধার করিতে ব্যর্থ হইয়া ক্যাস্টিল ও লিওনের খ্রীস্টানদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ষষ্ঠ আলফন্সোকে তাহার রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। মুসলিম স্পেনের শেষ পর্বে শ্রেষ্ঠ নসরীরাজবংশ স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়িয়া ওঠে। খ্রীস্টানদের সাহায্য ও সহযোগিতায় পূর্ববর্তীদের ন্যায় এই রাজবংশেরও অবসান ঘটে। দেশের প্রশাসন কার্যকলাপে ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত, আরব শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বৈরীভাবাপন্ন বার্বারগণ তাহাদের মূল আবাসভূমির সহিত বরাবর যোগাযোগ রক্ষা করিত। উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দিলে স্পেনের আরবদের বিরুদ্ধেও তাহারা বিদ্রোহ করিত। তাহারা ইহা করিত প্রশাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া। ইহাতে মুসলিম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে। বার্বারগণ স্পেনে আরব শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার ইন্ধন যোগায়। আরব শাসন অবসানের পর তাহারা স্পেনকে

www.pathagar.com

নিজস্ব সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। স্পেনের সামরিক শক্তি হ্রাস পাইবার পর মুরাবিতুন ও মুয়াহিদীনগণ স্পেনে আগমন করে। তাহারা মরক্কো হইতে স্পেনকে শাসন করিত। ফলে তাহারা কার্যকরীভাবে তাহাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হয়। নব মুসলিম ও আরবদিগকে খ্রীস্টানদের হস্তে সমর্পণ করিয়া বহু বার্বার তাহাদের আবাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। দেশ ত্যাগ করিয়া নব মুসলিমদের কোথাও যাইবার জায়গা ছিল না। এবং আরবগণ দেশ ত্যাগের চিন্তাও করিত না। আরব ও বার্বারদের উপদলীয় কোন্দলের সুযোগ লইয়া বিদেশী শক্তিগুলি স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

দুর্বল প্রশাসন ঃ দুর্বল কেন্দ্রীয়-সরকার, চরিত্রবান শাসক, কর্তব্যনিষ্ঠ সরকারি কর্মচারী এবং শক্তিশালী ও সুশৃংখল সেনাবাহিনীর উপর মুসলিম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। উমাইয়া সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অপদার্থ শাসকদের আগমনে প্রশাসনযন্ত্রের অবনতি ঘটে এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগতা এমন কি পুলিশ বিভাগের লোকেরাও তাহাদের কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করিতে ব্যর্থ হয়।

আত্মকেন্দ্রিক ও দেশপ্রেম-বর্জিত মুসলিম অভিজাত শ্রেণী, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অনৈক্যের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল। এমনকি তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়েও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক অসন্তুষ্টি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় হাকাম ও তাঁহার বংশধরদের রাজত্বকালে ইহা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। আরব অভিজাত শ্রেণীর শক্তিকে খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় আবদুর রহমান বহু সংখ্যক স্লাভকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন। হাজীব আল-মনসুর বার্বারদিগকে সেনাবিভাগের চাকুরীতে নিয়োগ করেন। ইহাতে সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। প্রথম হাকামের রাজত্ব কাল হইতেই ক্রীতদাস ও খোজাগণ রাজপ্রাসাদে তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে শুরু করে। এবং খেলাফত আমলেই স্লাভগণ পৃথক দল গঠন করিয়া প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাহারা সরকারি উচ্চপদ ও উপঢৌকনের মাধ্যমে প্রশাসন যন্ত্রকে কুক্ষিগত ও কলুষিত করে। রাজার সিংহাসনে আরোহণ ও অপসারণ তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। আবদুর রহমানের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও জাতীয় ঐক্য গড়িয়া ওঠে না। তাহার আমলে কৃত্রিম জাতীয়ঐক্য অদূর ভবিষ্যতে বিনষ্ট হইয়া যায়।

স্পেন শাসনের ব্যাপারে মুসলিম শাসকগণ কঠোর চরিত্রের আরব সিরীয় ও বার্বারদের উপর নির্ভর করিতনা। বরং বহু সংখ্যক বিদেশী স্লাভ ও নিগ্রোকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করায় সেনাবাহিনী অনির্ভরযোগ্য হইয়া ওঠে। বিদেশীগণ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ না হইয়া শুধু টাকার লোভে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিত। তাহারা কদাচিৎ বিদ্রোহ দমন ও নিয়োগ কর্তার শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিত। বিদেশী বেতনভুক

www.pathagar.com

সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় হাকামের সেনাবাহিনী আফ্রিকার বার্বারদের তুলনায় খুবই নিম্নমানের ছিল। আবু আমীর মুহাম্মদ কর্তৃক দেশের উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে রাজকীয় বাহিনীর উপর যে প্রবল চাপের (Strain) সৃষ্টি হয় তাহার ফলে রাজকীয় বাহিনী আরও ক্ষীণবল হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় আল হাকাম ও আবু আমীর মুহাম্মদের পরবর্তী শাসকগণ তেমন প্রতিভাবান ও অভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিরাট সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করিয়া দেশকে পরিচালিত করিতে পারেন নাই। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের অবনতি ও অধঃপতন শুরু হয়। দ্বিতীয় হিশামের সিংহাসনে আরোহণ কালে তিনি ছিলেন নাবালক। এই সুযোগে তাহার প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়া রাজ্যের প্রশাসন ক্ষমতা নিজে কুক্ষিগত করেন। ইহা অবনতি ও অধঃপতনে ইন্ধন যোগায়।

শৈথিল্য সৃষ্টিকারী আবহাওয়া, খাদ্যদ্রব্যের সহজ লভ্যতা, আন্দালুসীয়দের সহিত অসবর্ণ বিবাহ, বিলাসীতার প্রশ্রয় দান, আমোদ প্রমোদ ও অপরাপর আনুষঙ্গিক কারণে যুবরাজগণ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গভর্নর ও সৈন্য পরিচালনার জন্য সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত হইত না। কেউ কেউ গভর্নর ও সেনাপতি নিযুক্ত হইলেও তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত ও গণঅসন্তোষে ইন্ধন যোগাইত। ভোগ বিলাসপূর্ণ ঘৃণিত জীবন যাপন করিত এবং হেরেমের আরাম আয়াশে লিপ্ত হইত। পরবর্তীকালের ক্ষুদ্র শাসক ও যুবরাজদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক ভালো ছিল না ফলে যুবরাজগণ রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণীর সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। ক্ষুদ্র শাসকদের মধ্যে গ্রানাডার বানু জিরি রাজবংশের হাব্বুস ও কাদীস, সেভিলের আবু আমর আব্বাস রাজবংশের মুতাদিদ ও তাহার পুত্র মুতামিদ, টলেডোর বানু জুন্নুন রাজবংশের ইয়াহিয়া আল মামুন, গ্রানাডার বানু নাসর রাজবংশের আবুল হাসান আলী ও তাহার পুত্র আবু আব্দুল্লাহ (বুয়াব দিল) এর ন্যায় সুযোগ্য শাসকগণও আয়াসের জীবন যাপন করিতেন।

এই সব যুবরাজ তাহাদের পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য ও শৌর্যবীর্যকে হারাইয়া ফেলিয়া ভোগ বিলাসে লিপ্ত হইয়া অধপতিত জীবন যাপন করে। সেভিলের আবু আমর আব্বাস আল মুতাদিদ সমসাময়িক কালের মুসলিম স্পেনের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তাহার হেরেমে ৮০০ নির্বাচিত সুন্দরী ক্রীতদাসী ছিল, তাহার উত্তরাধিকারী মুতামিদ ছিলেন গান বাদ্য ও আমোদ প্রমোদের প্রতি অতিরিক্ত আকৃষ্ট। উজির ইবনে আম্মার ও রানী রুমাইকিয়াহ তাহার সীমাহীন লোভ-লালসা চরিতার্থে উৎসাহ দান করেন। মুতাদিদের ন্যায় গ্রানাডার বিখ্যাত আলকাজরের প্রতিষ্ঠাতা স্যামুয়েল নামক জনৈক ইহুদীর হস্তে প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিজে ভোগ বিলাসে উন্মাত্ত হইয়া ওঠেন। আলমেরিয়ার উজির ইবনে আব্বাসও মদ্যপান এবং লম্পট্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাহার হেরেমে ৫০০ গায়িকা ও নর্তকী ছিল। এই ধরনের উচ্চাভিলাসী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রভাবে রাজ্যের

www.pathagar.com

প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। গানবাদ্য ও আনন্দ উৎসব উপভোগ এবং লাম্পট্য ও মদ্য-পানের প্রশ্রয়দানের ফলে রাজা এবং প্রজা উভয়েই দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়ে।

ভ্যালেন্সীয়গণ সিদের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিলে তিনি রূঢ় ভাষায় বলেন, কোন জরুরী কাজ থাকিলে তোমরা আমার নিকটে আসিও। আমি তোমাদের কথা শ্রবণ করিব। আমি তোমাদের রাজার মতো তোমাদিগকে আমার দর্শন হইতে বঞ্চিত করিব না। কারণ আমি তোমাদের রাজার মতো নারী ও মদের ভিতরে নিজেকে বিলীন করিয়া দেই নাই।[১] মুসলিম শাসকদের অধঃপতনের যুগের ইহা প্রকৃতি চিত্র। আন্দালুসিয়ার ক্ষুদ্র শাসকগণ তাহাদের চরিত্রহীনতা ও লম্পট্যপনার জন্য ইউসুফ বিন তাশুফিন কর্তৃক তিরস্কৃত হন। আন্দালুসীয় আবহাওয়ার প্রভাবে মুসলমানগণ তাহাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং চরিত্রের যাযাবরীয় বৈশিষ্ট্য এবং সাহস হারাইয়া ফেলে এবং ভোগ বিলাসিতা মদ্যপান গায়ক ও নর্তকী পরিবৃত্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। রাজা এবং অভিজাত শ্রেণীর পরিবর্তে ভোগবিলাস ও অসৎজীবন যাপনের জন্য খ্রীস্টান সন্ন্যাসী এবং ধর্মযাজকগণ সাধারণ মুসলমানদিগকে সমালোচনা করেন। ফলে তাহাদিগকে স্পেন হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। খলিফা ও আমীরদের বল্গাহীন খেয়াল খুশিকে বাধা প্রদানের মত কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রথম আবদুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের বাধা দানে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। তৃতীয় আবদুর রহমানেরও একটি উপদেষ্টা পরিষদ ছিল। তিনি তাহাদের পরামর্শ কদাচিৎ গ্রহণ করিতেন। শাসকদের স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে বাধা প্রদানের মত কোন শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি থাকিলে হয়ত দুর্বল শাসকদের সময়ে দেশের অভ্যন্তরে যে সীমাহীন অশান্তি ও বিশৃংখলা বিরাজ করিত তাহা দমন করা সম্ভব হইত।

উত্তরাধিকার আইনের কড়াকড়ি না থাকায় রাষ্ট্রের শক্তি ও সম্মানহ্রাস পায়। রাজার পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকট আত্মীয়গণের প্রত্যেকেই শূন্য সিংহাসনের যোগ্য প্রার্থী বলিয়া দাবী করিত এবং শক্তি পরীক্ষা ব্যতীত এই দাবী তাহারা পরিত্যাগ করিত না। নতুন শাসক নির্বাচনে কোন নিয়মতান্ত্রিক প্রথা অথবা নির্ধারিত উত্তরাধিকার আইন থাকিলে রাষ্ট্রের কল্যাণে অহেতুক রক্তপাত এবং গোলযোগকে পরিহার করা যাইত। উমাইয়াদের অধঃপতনের যুগে খায়রানুল সাকা পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি শক্তিশালী ও স্থায়ী হইলে প্রচুর রক্তপাতের ঘটনা হয়তো ঘটিত না।

দূরবর্তী প্রদেশসমূহের শাসনের জন্য সরকারের কোন উপযুক্ত (প্রতিষ্ঠান) ব্যবস্থা ছিল না। সীমাহীন সম্পদের মালিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী গভর্নরগণ প্রায়ই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। শাসকগণ কল্যাণজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া গভর্নরদিগকে বাধা দিতে এবং প্রদেশগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনের আওতাভুক্ত করিতে ব্যর্থ হন।

www.pathagar.com

সুদীর্ঘ অঞ্চলের প্রতি সরকারের অবহেলার দরুন কোন কোন সময় জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। দুর্বল রাজাদের শাসন আমলে দূরবর্তী অঞ্চল ও পল্লীসমূহের নিরাপত্তা এবং শান্তি শৃংখলার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোন কার্যকরী ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইত না। গ্রাম্য টাউটগণ প্রশ্রয় পায়। জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক ছিল শুধু খাজনা আদায়ে সীমাবদ্ধ। ফলে কেন্দ্রে পরিবর্তন হইলেও গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না। সম্রাটদের বড়জোর গভর্নরদের সহিত সম্পর্ক ছিল প্রজাদের সহিত তাহাদের কোন রকম যোগাযোগ ছিল না। খলিফা অথবা মন্ত্রীর হত্যা কিম্বা সরকারের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহে জনগণ কোন প্রতিবাদ জানাইত না। সরকারের প্রতি তাহাদের অনীহার সুযোগ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিত বিদ্রোহী ও খ্রীস্টান অনুপ্রবেশকারীগণ। সরকারের সামরিক বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। বিজয়ী ও বিজিতের ব্যবধান দূরীভূত করিয়া জাতীয় সরকার গঠিত হয় নাই। ফলে দেশের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। এবং বিদ্রোহীগণ কোন কোন সম্প্রদায়ের সমর্থন অবশ্যই লাভ করিত। প্রথম আবদুর রহমানের রাজত্বকালে স্পেনের স্থানীয় জনগণকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়। সর্বোপরি আরব ও বার্বারদের পুরাতন উপজাতীয় শত্রুতা, দেশী-বিদেশী বিরোধ, প্রথম হাকাম ও আবদুল্লাহর রাজত্বকালে এমনকি হাজীব আল-মনসুরের পরেও সাংঘাতিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

অর্থনৈতিক দূরাবস্থা ঃ একাধারে খ্রীস্টানদের সহিত যুদ্ধে ও মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেকার গৃহবিবাদের ফলে আবদুল মালিক আল মুজাফফরের (মৃত্যুঃ ১০০৭ খ্রীঃ) মৃত্যুর পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। দুর্গসমূহের মেরামত ও সেনাবাহিনীর বেতনের টাকা সরকারী তহবিলে ছিল না। সরকারি কর বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকগণ তাহাদের কৃষিকর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ জীবিকা গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দস্যুতে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যের আর্থিক কাঠামো প্রায় ধ্বংস হইয়া যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের জন্মের ফলে আমদানী-রপ্তানীর শুল্ক ও টোল বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ ক্ষুদ্র রাজার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাহা হইল জনগণের অর্থে নিজ নিজ রাজ্যভাণ্ডার স্ফীত করা। রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিল্পজাত বস্তুর রপ্তানীর উপর বর্ধিত কর আরোপিত হয়। ইহাতে জীবিকার ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি সৃষ্টিতে সহায়ক ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। দেশের তথাকথিত শিল্পী সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অঢেল সাহায্য এবং ক্যাস্টিলীয় নাভাররীয়দিগকে কর দেওয়ার ফলে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। টলেডোর মামুনের পুত্র, দুর্বল ও অযোগ্য শাসক ইয়াহিয়া আল কাদির খ্রীস্টানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। তিনি তাঁহার গরীব প্রজাদের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব বেশী রাজস্ব আদায় করিতেন, তাঁহার প্রভুকে অধিক কর দেওয়ার জন্য। অসন্তুষ্ট জনগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহকে রাজধানী হইতে বিতাড়িত করে

www.pathagar.com

এবং বাদাজোজের শাসক আল মুতাওয়াক্কিলকে আহবান জানায়। অসহায় কাদির ষষ্ঠ আলফন্সোর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১০৮৫ খ্রীঃ তিনি নিজে টলেডো অধিকার করেন। এবং কাদির তাহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ভ্যালেন্সিয়াতে অতিবাহিত করেন। চতুর্থ হেনরীকে বাৎসরিক ১২০০০ দিনার কর প্রদানে সম্মত হইয়া গ্রানাডার সাদ বিন আলী শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আবুল হাসান আলী (১৪৬৫-৮২ খ্রীঃ) এই মোটা কর দানে ব্যর্থ হইবার ফলে খ্রীস্টানগণ নতুন করিয়া আক্রমণ করে। বার্ট্র্যান্ড বলেন," খ্রীস্টান যুবরাজগণ মুসলিম রাজ্যকে অধিকার করিয়া এবং তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত অথবা উৎখাত না করিয়া তাহাদের রাজ্যগুলিকে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করিবার দীর্ঘস্থায়ী নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২]

মুসলিম নীতির দুর্বলতা ও ভৌগোলিক প্রতিকূলতা ঃ আদিম যোগাযোগ ব্যবস্থা এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও রাজনৈতিক ঐক্যবিধানে অন্তরায় সৃষ্টি করে। স্পেনে পরিপূর্ণ ঐক্যবিধানের পরিবেশ অনুপস্থিত ছিল উপরন্তু কতিপয় প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে আঁকা বাঁকা পথে সেনাবাহিনী দ্রুত গমনাগমন করিতে পারিত না। ফলে দুর্বল শাসকদের সময়ে দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত নিরাপদ ছিল না।

মুসলমানগণ ফ্রান্সে তাহাদের উপনিবেশ দীর্ঘস্থায়ী করিতে ব্যর্থ হন। স্পেনের অভ্যন্তরে ফ্রান্সের উপনিবেশ থাকিয়া যায়। ফ্রান্স অভিযান পরিচালনা করিয়া স্পেনে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকে। ফলে মুসলিম-স্পেন দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। মুসলমানগণ তাহাদের শক্তিকে সুসংহত করিয়া স্পেনের অভ্যন্তরে ফ্রাঙ্কের সিটমহল সমূহের ধ্বংস সাধন এবং নিজেদের উপনিবেশ বহাল রাখিতে চেষ্টা করিতে পারিত। তাহাদের অধিকৃত এলাকাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে মুসলমানদের সেনানিবাস নির্মাণ করা উচিৎ ছিল। ইহার ফলে ইউরোপে আরো অগ্রসর না হইতে পারিলেও নিজেদের দখলকৃত এলাকা অধিকারে রাখিতে পারিত। মুসলমানদের শাসনের প্রথম যুগে ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত নারবোনে তাহাদের নামমাত্র একটি ঘাঁটি ছিল। ফ্রান্সের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চলাকালে শত্রুর বিরুদ্ধে নারবোন হইতে তেমন কোন সাহায্যের আশা করা যাইত না। তাহারা সব সময় কর্ডোভার নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করিত। দূরত্ব, সড়ক পথের অসুবিধা এবং নৌশক্তির দুর্বলতার কারণে অতিদ্রুত সামরিক সাহায্য প্রেরণের সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত। তুষারাবৃত পীরেনীজের মধ্য দিয়া কয়েকটি মাত্র গিরিপথ ছিল। ইহাও বৎসরে প্রায় ছয়মাস বরফে আচ্ছাদিত থাকিত। উত্তর-আফ্রিকা মুসলিম দেশগুলি হইতে নিয়মিত সাহায্য পাওয়ার আশায় তাহারা রাজধানী হিসাবে কর্ডোভাকে নির্বাচন করেন। কিন্তু সারা দেশ তাহাদের অধিকারে রাখিবার জন্য রাজধানী হিসাবে টলেডো অপেক্ষা মেদিনাসেলী ছিল অধিক উপযুক্ত। এখান হইতে দেশের সর্বত্র অতিদ্রুত ও অতি সহজে সেনা প্রেরণ করা যাইত,

www.pathagar.com

যাহা কর্ডোভা হইতে সম্ভব ছিলনা। অবশ্য কর্ডোভা হইতে উত্তর-আফ্রিকাতে অতি সহজে প্রবেশ করা যাইত।

আবহাওয়া, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে দক্ষিণে বসবাসকারী মুসলমান ও উত্তরে বসবাসকারী খ্রীস্টানগণ অষ্টম খ্রীস্টাব্দে ডুরোর পরিত্যক্ত মেসেতা অঞ্চল সেনাসীমানা হিসাবে ব্যবহার করে। দশম খ্রীস্টাব্দে এই সীমারেখা বরাবর তৃতীয় আবদুর রহমান ও হাজীব আল-মনসুর দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে এইগুলি উত্তরের খ্রীস্টানগণ কর্তৃক অধিকৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১০৮৫ খ্রীঃ টলেডোর পতনের সাথে সাথে সারা আন্দালুসিয়া উত্তরাঞ্চলের অগ্রসরমান খ্রীস্টান সৈনিকদের সহজ আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। বার্ট্রান্ডের মতে, "কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মূরগণ যেমন খ্রীস্টানদের সহিত ব্যবহার করে, ঠিক একইভাবে খ্রীস্টানগণ শক্তিশালী হইবার পর তাহাদের শত্রু মুসলমানদের সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবহার করে।"[৩]

বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী স্পেনীয় জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া দেশের নিরাপত্তা স্থিতিশীলতা রক্ষা করা ও তাহাদের সমর্থন লাভ করা মুসলিম শাসকদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। মুসলিম শাসকগণ বুঝিতে পারে যে,জনগণের সমর্থন ব্যতীত রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা কল্পনা করা আকাশ কুসুম মাত্র। তৃতীয় আবদুর রহমান তাঁহার প্রজাকুলকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সফলকাম হন বটে কিন্তু ইহা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। আবদুর রহমানের অনুসৃত নীতির ফলে আরব অভিজাত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় ও শাসকগণ বেতনভুক সৈনিকদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে।

মুসলমানগণ যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সম্মুখীন সেই সময় খ্রীস্টান অভিজাত সম্প্রদায় এবং পাদ্রীগণ তাহাদের উপর চরম আঘাত হানিবার সুযোগ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বের শেষদিকে তাহার সহনশীলতা, দয়া ও উদারতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ধর্মোন্মত্ত খ্রীস্টানগণ মারাত্মক ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। ফলে কিছু সংখ্যক খ্রীস্টানকে বন্দী ও হত্যা করা হয়। প্রথম মুহাম্মদ কঠোর হস্তে তাহাদিগকে দমন করেন। কিন্তু খ্রীস্টান উগ্রপন্থীদের মানসিক পরিবর্তন হয় না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের ঘৃণা ও শত্রুতা পূর্বের মতই থাকে। এ সমস্ত উগ্রপন্থী খ্রীস্টানগণ ইবনে হাফসুনের সহিত যোগদান করে। হাফসুন ঘোষণা করেন যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ ও আরবদের গোলামী হইতে স্থানীয় জনগণকে তিনি মুক্তি দিতে আগ্রহী। কর্ডোভার সিংহাসনে শক্তিশালী শাসকবৃন্দ অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাহারা শাসকদের অনুগত ছিল ও মাথা নত করিয়া থাকিত। টলেডো তাহার সুবিধাজনক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মাঝে মাঝে মুসলিম শাসককে অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করে।

মুসলমানদের অদূরদর্শী নীতি অনুসরণের ফলে খ্রীস্টানগণ শহরের কেন্দ্রস্থলে বসবাসের সুযোগ লাভ করে। তাহারা মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের অভিপ্রায়ে

www.pathagar.com

মুসলমানদিগকে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিবার উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী তাহাদের স্বজাতিদের সহিত গভীর ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করে। মুসলমানগণ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার শিকারে পরিণত হইয়া অধিকৃত খ্রীস্টান এলাকা হইতে বিতাড়িত হয়।

উপরে উল্লিখিত অভ্যন্তরীণ অসুবিধাসমূহ সত্ত্বেও মুসলমানগণ যদি তাহাদের দলীয় ও গোত্রীয় কলহ বিদ্বেষকে দূরীভূত করিয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন তাহা হইলে স্পেনে তাহাদের শাসন কায়েম রাখিতে সক্ষম হইতেন। তাহাদের ব্যক্তিগত বিরোধ ও দলীয় স্বার্থের সংঘাত স্পেনে মুসলিম শাসনের ইতিহাসে বরাবরই আমরা দেখিতে পাই। তাঁহাদের শত্রুদের উগ্রতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ ব্যতীত ইহাই ছিল তাঁহাদের পতনের মূল কারণ। মুসলমানদের ধ্বংস ও পতনের জন্য প্রধানতঃ তাঁহারা নিজেরাই দায়ী ছিল। কিন্তু দেশ হইতে উৎখাতের মূলে খ্রীস্টান ধর্মোন্মত্তগণ সক্রীয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। শাসক অথবা শাসিত রূপে স্পেনে মুসলমানদের থাকিবার অধিকার অবশ্যই ছিল। খ্রীস্টানদের ন্যায় তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণও সেখানে যুগ যুগ ধরিয়া বসবাস করিয়া আসিতেছিল এবং দেশের উন্নয়নে তাঁহাদের বিরাট অবদান ছিল। তাঁহারা স্পেনেরই সন্তান এবং স্পেনীয় খ্রীস্টানদের মতই সমান অধিকার ভোগ করিত। একমাত্র খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ না করার অপরাধে পূর্বপুরুষের ভিটামাটি হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত ও উৎখাত হইতে হয়।

খ্রীস্টান শাসক ও বিশপগণ সালাউদ্দীন ও অন্যান্য মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে শৈশবকাল হইতেই বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। খ্রীস্টান শাসকগণ গ্রানাডার পতনের পর মুসলমানদিগকে স্পেনে বসবাস করিতে দেওয়ার কুফল সম্পর্কে অবহিত ছিল বলিয়া তাহারা মুসলমানদিগকে স্পেন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত ও উৎখাত করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।

তথ্য নির্দেশ

১। বারট্রান্ড, *দ্যা হিস্ট্রি অব স্পেন*, পৃঃ ৬২।
২। *ঐ*, পৃঃ ১৪৮।
৩। *ঐ*, পৃঃ ১৪৮।

www.pathagar.com

ঊনবিংশ অধ্যায়

শাসনকার্য ঃ প্রশাসন

পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই অঞ্চলে উমাইয়া সাম্রাজ্য বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে আল মাগরিবের গুরুত্ব ছিল অধিক এবং ইহার রাজধানী ছিল কায়রোওয়ানে। বারকাহ, ইফ্রিকিয়া, তাহিরাত, সিজিলমাসাহ, সিসিলি, সারদেনিয়া ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্য - দ্বীপসমূহ, স্পেন ও দক্ষিণ-ফ্রান্স শাসিত হইত একজন আমীর অথবা ওয়ালী কর্তৃক।

টলেডোর গথিক সদর দপ্তর হইতে রাজধানী সেভিলে এবং শেষ পর্যন্ত কার্ডোভাতে স্থানান্তরিত হয়। সামরিক বেসামরিক প্রশাসন ন্যস্ত ছিল গভর্নরদের উপর। আমীলদের দায়িত্ব ছিল দেশের রাজস্ব আদায় করা। তিনি আমীর হইতে স্বাধীন ছিলেন। তিনি খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। গভর্নরও খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। খলিফা দুর্বল হইলে কোন কোন সময় ইফ্রিকিয়ার ভাইসরয়ও তাহাকে নিযুক্ত করিতেন। তিনি স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন যদিও নামেমাত্র ইফ্রিকিয়ার ভাইসরয়ের নিকট দায়ী থাকতেন। তাহার চাকুরি দুই প্রভুর উপর নির্ভর করিত। খলিফা এবং ভাইসরয়ের এই দ্বৈত প্রভাবাধীনে তাহাকে দায়িত্ব পালন করিতে হইত। এই দ্বৈত প্রভাবের ফলে শাসন ব্যবস্থায় নানা বিঘ্নের সৃষ্টি হইত। খলিফা অথবা ভাইসরয়ের অনুমোদন পরবর্তী সময়ে আমীরগণ লাভ করিতেন। প্রাদেশিক কর্মকর্তাগণ যেমন সাহিবুল খারাজ, কাজি, কাতীব ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ আমীর অথবা খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন।

আমীর এবং খলিফা ঃ এই দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটে ৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে যখন প্রথম আবদুর রহমান কর্তৃক বাগদাদের খিলাফত হইতে স্পেনকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। ৯২৯ খ্রীঃ তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক খলিফা উপাধি ধারণের পূর্ব পর্যন্ত উমাইয়া শাসকগণ নিজদিগকে আমীর বলিয়া পরিচয় দিতেন। আমীর অথবা খলিফা নিজের নামে খোৎবা পাঠ করিতেন এবং মুদ্রা প্রচলন করিতেন। তাঁহার উপর রাষ্ট্রের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে সিংহাসন লাভ করিতেন, কোন কোন সময়ে অভিজাত সম্প্রদায়ও তাহাকে সিংহাসনে বসাইতেন। তিনি বিলাসিতা ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন এবং প্রশাসনিক কার্যকলাপের জন্য উজির ও সেনাপতির উপর নির্ভর করিতেন। বিচার বিভাগের জন্য যথাক্রমে কায়েদ ও কাজি নিয়োগ করিতেন। শক্তিশালী আমীর এবং খলিফা সরকারি ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। তিনি তাঁহার নিজের ও প্রজাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিতেন না। প্রজাদের কল্যাণার্থে তিনি শুধু কর্মচারীই নিয়োগ করিতেন না, উপরন্তু তিনি সেনাবাহিনী পরিদর্শন ও প্রদেশসমূহ ভ্রমণ করিতেন। অবসর মুহূর্তে তিনি কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সহিত আলোচনায় সময় কাটাইতেন।

www.pathagar.com

সরকারি অফিসসমূহ ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসসমূহ সেতুর নিকটবর্তী আল কাজারের বাব পাল সুদ্দাতে অবস্থিত ছিল।

খলিফার অধীনে সরকারি দফতরসমূহ প্রধানতঃ তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন—অর্থবিভাগ, বিচার বিভাগ ও সামরিক বিভাগ। প্রত্যেকটি দফতর ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই সমস্ত বিভাগের পদগুলিতে সাধারণতঃ আরব ও বার্বারগণ চাকুরী লাভ করিত এবং নিম্নপদগুলিতে নবমুসলিম, খ্রীস্টান ও ইহুদীদিগকে নিয়োগ করা হইত। কার্ডোভার উমাইয়া প্রাসাদের চতুর্দিকে এই সমস্ত দফতরের প্রধান কার্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। যদিও উচ্চপদে নিয়োগ প্রাপ্তির জন্য বিশেষ ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল না তথাপিও অভিজ্ঞতার বিশেষ মূল্য দেওয়া হইত। উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মচারীদের সব বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা থাকিত ফলে তাহাদিগকে এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে বদলী করা হইত।[১] অথবা একই সাথে একাধিক দায়িত্ব পালন করিতে দেওয়া হইত। কোন কোন সময় বেসামরিক অফিসার সামরিক ও উচ্চ বিভাগের দায়িত্ব পালন করিতেন।

মন্ত্রীপদ ঃ স্বাধীন আমীর অথবা খলিফা ছিলেন সরকারের প্রধান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার উজিরগণই দেশের প্রশাসন কার্য পরিচালনা করিতেন। প্রথম আবদুর রহমান উজির ব্যতীত কিছু সংখ্যক (শোয়াসস্) ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।[২] একজন উজির বিশেষ বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকিতেন। অর্থ, বিচার, বৈদেশিক বিষয় ও সামরিক এই চারটি প্রধান বিভাগ ছিলো উজির পদে পদোন্নতির জন্য। এক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইত না। পদোন্নতির ফলে তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেন এবং উচ্চ বেতন পাইতেন। কোন উজিরের উপর দুইটি বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হইলে তিনি জুল উজারাতাইন নামে পরিচিত হইতেন।[৩] উমাইয়াদের রাজত্বকালে ইবনে শুহায়েদ এবং নাসরী আমলে এবনুল খাতিব এই পদ অলংকৃত করেন। তিনি খলিফার প্রতিনিধি ছিলেন না। আবার প্রাচ্যের উজির পদবাচ্য আব্বাসীয়দের মত অধীনস্থ মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন না। উমাইয়া স্পেনের হাজীব নামে পরিচিত প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে তিনি খলিফার নিকট আবেদন পেশ করিতেন।[৪]

আভিধানিক অর্থে হাজীব খলিফাদিগকে সাধারণ জনগণের দৃষ্টির বাহিরে রাখিতেন। মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হিসাবে তিনি সরকারের সমস্ত ব্যাপারে খলিফার প্রতিনিধিত্ব করিতেন। রাজকীয় আদেশ জারী, দেশ শাসন এবং সামরিক অভিযান পরিচালনা করিতেন।[৫] রাজ পরিবারের সদস্য অথবা খুবই মর্যাদাসম্পন্ন সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে দক্ষ ব্যক্তিকে সাধারণতঃ এই সম্মানিত পদে নিয়োগ করা হইত।[৬] দুর্বল রাজাদের শাসন আমলে হাজীবই প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।[৭] তিনি মন্ত্রী গভর্নর ও বিচারকদিগকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতেন। যদিও

www.pathagar.com

তিনি নামমাত্র খালিফার অনুমোদন প্রার্থনা করিতেন। ক্রমান্বয়ে তিনি এতই শক্তির অধিকারী হন যে রাজা না হইয়াও ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে পারিতেন। এই পদ এত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া ওঠে যে একাদশ শতাব্দীর ক্ষুদ্র রাজাগণ নিজদিগকে হাজীব বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিত।

সচিবালয় (খুত্তাহ্) ঃ খুত্তাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক যন্ত্র। ইহা সর্বপ্রকারের সরকারি কার্যক্রম দেখাশুনা ও আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিত। ইহার প্রধান ছিলেন খেদমাতুল খলিফার দায়িত্বে নিযুক্ত প্রধান সচিব। তিনি ছিলেন উজিরের সম মর্যাদাসম্পন্ন এবং উজিরের সমান বেতন পাইতেন। কাতিবুর রাসাইল (সাহিব) ও কাতিবুল যাম্মাম (সহিবুল আশগাল আল খারাজিয়া)। এই দুই বিভাগে সচিবালয় বিভক্ত ছিল। প্রথমটির উপর ন্যস্ত ছিল রাজকীয় চিঠি-পত্রের আদান প্রদানের দায়িত্ব। সরকারি অর্থবিভাগের দায়িত্ব অর্পিত ছিল দ্বিতীয়টির উপর।[৮] যোগাযোগ দফতরের দায়িত্বে নিযুক্ত কাতিবুল রাসাইল উপদেষ্টা পরিষদের নীতি নির্ধারণী বৈঠকেও যোগদান করিতেন। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে যোগযোগ মন্ত্রাণালয়ের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবার ফলে ইহার অধীনে কিছু শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত যোগাযোগ সম্পর্কীয় বিষয়ের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন জহওয়ার ইবনে আবি আবদাহ।

সাহিব আল-রাসাইল ডাক বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারী, সাহিব আল-বারিদ (ডাক বিভাগ ভারপ্রাপ্ত)-এর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। ডাক বিভাগের দায়িত্ব ব্যতীত সাহিব আল বারিদ রাজকর্মচারীদের গতিবিধি এবং দলপতি ও অফিসারদের রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা সম্বন্ধে রাজাকে খবর সরবরাহ করিতেন। রাস্তার পার্শ্বে পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডাক বিভাগ যদিও শুধু সরকারি কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল তবুও ইহা জনসাধারণের ব্যক্তিগত চিঠি পত্র ও উপঢৌকনসমূহও বিলি করিত। জরুরী বিলির জন্য সংবাদবাহক হিসাবে পায়রা ব্যবহৃত হইত এবং বিপদ সংকেত হিসাবে পর্বত চূড়ায় অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইত।

সাহিব আল-আশাগাল ছিলেন অর্থ বিভাগের প্রধান। কর নির্ধারণ ও কর আদায় এবং আদায়কৃত রাজস্ব ব্যবহারের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। কার্যতঃ তিনি ছিলেন উজিরের চেয়ে শক্তিশালী। পরিদর্শক ও কর আদায়কারীদের মাধ্যমে তিনি কার্য পরিচালনা করিতেন। গ্রানাডার নাসিরীদ শাসন আমলে তাহার দায়িত্ব পালন করিতেন উকিল।

বিচার বিভাগ ঃ আমীর অথবা খলিফা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তিনি বিশেষ মামলাও শ্রবণ করিতেন। সাধারণ বিচার প্রশাসন পরিচালিত হইতো কার্ডোভার প্রধান কাজির নিয়ন্ত্রণাধীন শহরকাজি এবং ছোট শহরের বিচারক হাকিমগণের মাধ্যমে প্রধান

www.pathagar.com

বিচারপতিকে কাজি উল কুযযাত বলা হইত। উজির-উল-কাজি অথবা কাজিউল জুন্দ (সেনাদলের বিচারক) সামরিক জেলার (কুরাহ)[৯] কার্যালয়ের প্রধান ছিলেন। এবং অষ্টম খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে স্পেনে বসতি স্থাপনকারী সিরীয় ও আরব উপজাতীদের বিরোধ নিষ্পত্তি করিতেন। কাজিউল জুন্দ অমুসলিমদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইতেন এবং তিনি কাজিউল জামা নামে অবহিত হইতেন। প্রধান কাজি রাজ্যের সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। সরকারি অনুষ্ঠানাদিতে তিনি উজিরদের সহিত আসন গ্রহণ করিতেন[১০] বিচারকদের লইয়া গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ মজলিসে শুরা অথবা আসাব আল-রায় জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাহাকে পরামর্শ দান করিতেন। তিনি ছিলেন সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। তিনি শাসককে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার সমন জারি করিতে পরিতেন। প্রধান সেনাপতি এবনে বশির (মৃঃ ৮২৩ খ্রীঃ) আমীরের বিরুদ্ধে রায় দিতে এবং বাদীর ক্ষতিপূরণ করিবার আদেশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। অন্য এক সময় তিনি আমীরের দস্তখতকৃত সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন ফলে আমীরকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রধান বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়।[১১]

দশম শতাব্দীতে প্রধান ইমাম ও প্রধান কাজি পৃথক দুই ব্যক্তি হইতেন। কাজির অধিকারে থাকিত বায়তুল মাল আল-মুসলিমীন। ইহার অর্থ সম্পদ গচ্ছিত থাকিত কর্ডোভা মসজিদের[১২] মাকসুরায়[১৩]। এতিম ও পাগলদের স্বার্থ এবং ওয়াকফ সম্পত্তির দেখা শুনার দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত ছিল। প্রদেশ ও জেলাসমূহে নিযুক্ত কাজিগণ প্রধান কাজির প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার সমস্ত দায়িত্ব পালন করিতেন। সামরিক বিচারালয়ে প্রধান বিচারপতি ছিলেন কাজিউল আসাকির।

কর্ডোভার পরবর্তী বিচার বিভাগের প্রধান কাজি ছিলেন সাহিব আল মাজিম, সাহিব আল রাদ, সাহিব আল শুরাতাহ, সাহিব আল শুক, অথবা মুহতাশিব এবং সাহিব আল মাওয়ারীথ (উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারী)।

সাহিব আল মুজালিম নামে অপর একজন বিচারক কার্ডোভায় নিযুক্ত ছিলেন। বিশ্বাস ভঙ্গ, বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অপরাধজনক মামলা শুনানীর জন্য আমীরগণ তাহাকে নিয়োগ করিতেন। বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানী গ্রহণ করিতেন সাহিব আল রাদ। সাহিব আল রাদ ও সাহিব আল মুজালিম নামে কোন কোন সময় একই ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করিতেন।

নিজস্ব আইন মোতাবেক বিচারকার্য পরিচালনার জন্য অমুসলিমদের পৃথক বিচারক ছিলো। কিন্তু মুসলিম ও অমুসলিমদের বিরুদ্ধে সম্পর্কিত মামলার বিচার করিত মুসলিম বিচারক।

জরিমানা, বেত্রাঘাত ও অঙ্গচ্ছেদন ছিল সাধারণ শাস্তি। ধর্মদ্রোহীতা ও ধর্ম ত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। সাহিব আল শুরতাহ নামক শহর মেজিস্ট্রেট ছিলেন

কাজির অধীন। জনগণ তাঁহাকে সাহিব আল লাইল ও সাহিব আল মদিনা (নৈশ প্রহরী ও শহর প্রধান) বলিত। কিন্তু দশম শতাব্দীতে এই দায়িত্ব পৃথক পৃথক দুই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হয়। কোন কোন সময়ে কাজি ও সাহিবুল শুরতার দায়িত্ব একই ব্যক্তি পালন করিতেন। সাহিব আল শুরতার কার্যকলাপ প্রাসাদের ভিতরও ছিল। তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল শহর ও নগরের আইন শৃঙ্খলার দায়িত্ব। তিনি জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত অপরাধীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া শাস্তি বিধান করিতেন। পুলিশ প্রধান সরাসরি গভর্নরের অধীনে ছিলেন। প্রাদেশিক শহরের পুলিশ প্রধানকে সাহিবুল আহদাথ বলা হইত। তাহার মর্যাদা নিয়মিত সেনা ও পুলিশের মাঝা মাঝি ছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও অন্যান্য অপরাধ দমনের দায়িত্ব ছিল তাহার উপর।

কাজিদের শ্রেণীভুক্ত মুহতাসিব নামে পরিচিত বিশেষ কর্মকর্তার অধীনে ছিল পৌর পুলিশ বাহিনী। সাহিব আল শুক অথবা ওয়ালি আল শুক নামে প্রথম যুগের মার্কেট অফিসার দশম শতাব্দীর শেষে মুহতাসিব ও উল্লাত আহকামুল হিসবাহ্ নামে পরিচিতি লাভ করে। মুহতাসিব ছিলেন রাজার তত্ত্বাবধায়ক[১৪] ও সরকারি পরিদর্শক। বাজারসমূহ পরিদর্শন কালে মাপ ও ওজন পরীক্ষার সময় তিনি প্রকাশ্যে প্রতারক ও চোরদিগকে বেত্রাঘাত এবং শাস্তি প্রদান করিতেন। জুয়া ও যৌন অপরাধ এবং রুচিহীন পোশাকেরও তিনি বিচার করিতেন। বিশেষ ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন ও মৃত্যুদণ্ডের ন্যায় কঠোর শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা তাহার ছিল।[১৫]

বিভিন্ন জাতি ধর্ম ও গোত্রের লোকদের দ্বারা অধ্যুসিত শহর কয়েকটি মহল্লায় বিভক্ত ছিল। প্রতিরক্ষার জন্য ইহার চতুর্দিক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। প্রত্যেকটি মহল্লা বা পাড়াকে আবার কতিপয় সহপ্রাচীর দ্বারা পৃথক করা হইত। আল-দারাবুন নামে নৈশপ্রহরী রাত্রিকালে পাহাড়া দিত। এশার নামাজের পর ও দুর্ঘটনার সময় তাহারা নগরী ও মহল্লার ফটক বন্ধ করিয়া দিত। ইহাতে সম্ভাব্য যেকোন প্রকারের দুর্ঘটনা রোধ করা যাইত। অস্ত্রে সুসজ্জিত দারোয়ানের সহিত পাহারায় কুকুর ও লণ্ঠন ব্যবহৃত হইত। নগরীর সীমান্তে পাহারা দেওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ জায়গায় আতালেয়াস নামে প্রহরীস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। জলদস্যুদের বিরুদ্ধে পাহারায় নিয়োজিত ছিল উপকূলীয় প্রহরীদল। পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার জন্য রাজপথের মাঝে মাঝে ফাঁড়ি ও চকিদারের ব্যবস্থা ছিল।

প্রাদেশিক সরকার ঃ প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সারা দেশকে পাঁচটি প্রধান প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ ১। দক্ষিণাঞ্চলে ভূমধ্যসাগর ও গুয়াদিয়ানা নদীর মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত আন্দালুসিয়া প্রদেশ; ২। পশ্চিমে লুসিতানিয়া, উত্তরে ডুরো নদী এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত মধ্যস্পেন; ৩। গ্যালেসিয়া ও লুসিতানিয়া (আধুনিক পর্তুগাল); ৪। ইবরো নদীর উভয় পার্শ্বস্থ এলাকা; ৫। সেপ্টিমানিয়া দক্ষিণফ্রান্স।

www.pathagar.com

দেশের উন্নতির সাথে সাথে প্রশাসনিক সুবিধার্থে প্রদেশগুলির আয়তন কমিতে থাকে এবং প্রত্যেকটি বিখ্যাত শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকা লইয়া এক একটি প্রদেশ গড়িয়া উঠে। দশম শতাব্দীতে এই প্রদেশগুলি লোয়ার, মিডল ও আপার এই তিনটি মার্চের (মাগারাস) সীমান্ত ঘাটিতে পরিণত হয়। খলিফা-শাসন আমলে সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ স্থলে সারাগোসা ও টলেডো নামক দুইটি শহর অবস্থিত ছিল।

ওয়ালী নামক সামরিক ও বেসামরিক গভর্নরের শাসনাধীনে ছিল ইহার প্রত্যেকটি প্রদেশ। আমীর ও খলিফার প্রয়োজনের সময় কর্ডোভাতে সামরিক সাহায্য প্রেরণ করা ছিল তাঁহার দায়িত্বসমূহের অন্যতম। স্বাধীন আমীরদের রাজত্বকালে প্রদেশগুলি ছিল বৃহৎ। ফলে তিনি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে গভর্নর এবং সীমান্তে সেনা প্রধান নিয়োগ করিতেন। ওয়ালীর অধীনে ছয়জন মন্ত্রী ছিলেন। তাহারা জনগণের মধ্যে বিরাজমান বিরোধসমূহের নিষ্পত্তির জন্য সারাদেশে ভ্রমণ করিতেন। কর্মে অবহেলায় দোষী কায়িদ এবং নগর প্রশাসকদের তিনি অপসারণ করিতেন। আরব বার্বার ও নবমুসলিম পরিবারের স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে নিযুক্ত কায়িদ (সেনাপ্রধান) সাধারণতঃ গভর্নর হইতেন। তিনি কোন কোন সময় প্রদেশ হইতে সংগৃহীত রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ কর্ডোভার কেন্দ্রীয় শাসককে প্রদান করিতেন।[১৬]

প্রাদেশিক গভর্নরদের মধ্য হইতে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন গভর্নর ও সামরিক প্রধানকে সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করা হইত। তিনি তুজিবী, বানু হুদ, বানু রাজিন অথবা বানু জুন্নুন গোত্রের লোক হইতেন। উমাইয়াদের অধঃপতনের যুগে সর্বপ্রথম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

রাজস্ব ঃ করের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব, যাকাত, জিজিয়া, আমদানী রফতানী শুল্ক, বাজারটোল, খনি কর ও গনিমত। হাওকলের বর্ণনা অনুসারে, তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে রাজস্বের মূল উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব (জিবয়াহ) খারাজ (খ্রীস্টান প্রজাদের প্রদত্ত কর) যাকাত, নতুন মুদ্রা চালু, আমদানী রফতানী শুল্ক ও বাজারটোল[১৭]। এই সমস্ত কর আদায়ের জন্য খুত্তাতুল আশগাল নামে একটি প্রতিষ্ঠান কর্ডোভাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোককে সাধারণতঃ মাখজান নামে পরিচিত রাজ বিভাগের প্রধান (খাজিন) নিয়োগ করা হইত।[১৮] প্রথম হাকাম তাঁহার রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন তিওদোলফোর পুত্র খ্রীস্টান রাবীর উপর।[১৯] আমদানী রফতানী বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন খুব সম্ভব ইহুদী চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদ হাসদাই ইবনে শাপরুত[২০]। জুলুম ও অত্যাচারের মাধ্যমে মাকুস নামে অন্যায় কর আদায়ের জন্য এগারো শতাব্দীর লেখক ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। অর্থ দফতরের নিম্নতম শাখাগুলি গ্রামে অবস্থিত ছিল।[২১] আমীর নামে পরিচিত আঞ্চলিক প্রধান ইহার দায়িত্ব পালন করিতেন। শস্য-সংগ্রহের সময় আশশার নামক

www.pathagar.com

কর্মচারী সরেজমিনে যাইয়া উৎপাদিত শস্যের মূল্য নির্ধারণ করিতেন।[২২] মুতাকাব্বীল তাহার অধীনস্থ রাজস্ব এলাকার বাজারটোল ও অন্যান্য কর আদায়ে নিযুক্ত ছিলেন। এই সমস্ত কর্মচারীদের প্রতারণা ও অতিরিক্ত কর আদায়ের বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টি রাখা হইত।[২৩]

একটি হিসাব বহি সংরক্ষিত হইত। ইউসুফ আল ফিহরীর সময় আদম শুমারী প্রবর্তীত হয়। প্রথম মুহাম্মদের সময় বিশপ হোস্টেজেসিস কর ও জিজিয়া প্রদানকারীদের একটি বর্ণনামূলক পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। কর সঠিকরূপে সংগৃহীত হইয়াছে কিনা দেখার জন্য বাৎসরিক তদারকের ব্যবস্থা ছিল।[২৪] জমির প্রকার ভেদে উৎপাদিত শস্যের এক ষষ্ঠাংশ হইতে এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কর নির্ধারিত ছিল। উমাইয়া আমীরদের রাজত্বকালে গৃহপালিত পশুর জাকাত হিসেবে পশুর পরিবর্তে নগদ টাকা লইবার প্রথা চালু হয়। প্রথম হাকামের সময় সংগৃহীত ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪,৭০০ মুদ গম ও ৭,৭৪৭ মুদ যব।[২৫] আলী বিন হাম্মুদ (১০০৯-১০১৮) জায়েনের প্রজাদিগকে দ্রব্যসামগ্রীর পরিবর্তে এক মুদ গমের স্থলে ছয় দিনার এবং এক মুদ যবের জন্য ৩ দীনার নগদ টাকায় জমির খাজনা প্রদানের আদেশ জারি করেন। মুসলমানগণ তাহাদের উপার্জিত সম্পদের শতকরা আড়াই শতাংশ যাকাত হিসাবে প্রদান করিতেন। অমুসলিম পরিবারের উপার্জনক্ষম যুবক কর্তৃক মাসিক কিস্তিতে বাৎসরিক ১২ দিরহাম হইতে ৪৮ দিরহাম (১ পাঃ ৫শিঃ হইতে ৫ পাঃ জিজিয়া (ব্যক্তিগত কর) প্রদত্ত হইত।[২৬] ছোট এবং বড় শহরে ও বন্দরে শুল্কভবন, ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ইদ্রিস বলেন, লোরকা এবং হিমারীতে রিহাদরাহ শুল্ক ভবনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[২৭] অস্ত্রযুদ্ধে ব্যবহৃত অশ্ব, পুস্তক, বিবাহের অলঙ্কারাদি আমদানী কর হইতে মুক্ত ছিল। ব্যক্তিগত ব্যবহার দ্রব্যসামগ্রীও এই কর বহির্ভূত ছিল।[২৮] স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পর সঞ্চিত থাকা খাজাঞ্চী খানাতে জমাকৃত শুল্ক প্রাদেশিক বায়তুল মালে এবং[২৯] সেখান হইতে কেন্দ্রীয় রাজধানী কর্ডোভাতে প্রেরিত হইত।[৩০] কর্ডোভার কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চীখানা সারাদেশের খাজাঞ্চী খানাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিত এবং সেগুলির ঘাটতি পূরণ করিত।[৩১] খাস জমি (মুস্তাখলাস) হইতে সংগৃহীত ভূমিরাজস্ব সরাসরি রাজকীয় খাজাঞ্চীখানায় (বায়তুলমাল আল খাস) প্রেরিত হইত রাজার নিজস্ব ব্যয়ের জন্য। প্রদেশসমূহে রাজকীয় সম্পত্তির প্রশাসনিক প্রধান ছিলেন সহিব আল দিয়া।[৩২] তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে শুধু হাট-বাজার ও ভূমিরাজস্ব হইতে ৭,৬৫,০০০ দীনার আয় হইত[৩৩]। কোন কোন শাসক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কর প্রদানকারী প্রজাদের প্রতি যথাযথ সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তৃতীয় আবদুর রহমান সিংহাসনে আরোহণের পর বেআইনী কর সমূহের বিলোপ সাধন করেন। দ্বিতীয় হাকাম ৯৭৫ খ্রীঃ সামরিক ও বিশেষ করের এক ষষ্ঠাংশ হ্রাস করেন এবং এক বৎসর পর

www.pathagar.com

দ্বিতীয় হিশাম কর্ডোভাতে[৩৪] জলপাইয়ের তৈলের উপর আরোপিত করের বিলোপ সাধন করেন। দুর্বল ও ক্ষুদ্র প্রশাসকগণ মসজিদের ওয়াকফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। ইবনে হাজম (খ্রীঃ ১০৬৪) তাঁহার সময়ের ক্ষুদ্র শাসকগণ কর্তৃক আন্দালুসীয়দের উপর অতিরিক্ত ও বেআইনী কর আরোপের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।[৩৫]

জনকল্যাণ ও সাহায্য কর্মসূচী ঃ রাজস্বের মোটা অংক সাম্রাজ্যের উন্নয়নে জনকল্যাণ ও সাহায্য খাতে ব্যয় হইত। দ্বিতীয় আবদুর রহমান তাঁহার সাম্রাজ্যের রাজস্বের সিংহভাগ প্রাসাদ, মসজিদ ও সেতু নির্মাণে ব্যয় করেন। তৃতীয় আবদুর রহমান রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করেন তাহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র জনগণের ব্যবহারের জন্য সরকারি দালান কোঠা নির্মাণে[৩৬]। দ্বিতীয় হাকাম মসজিদ, এতিমখানা, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য হাম্মাম, সরাইখানা, বাজার, ঝর্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় রাজধানীসহ অপরাপর বৃহৎ শহরকে সুসজ্জিত ও সুশোভিত করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে উদার হস্তে ব্যয় করেন।[৩৭]

দুর্ভিক্ষের সময় আংশিক কর বৃদ্ধি ঘোষিত হইত। শস্যের হানি হইলে কৃষকগণ জমিদারের নিকট হইতে উপযুক্ত ভাতা ও ক্ষতিপূরণ লাভ করিত।[৩৮] দুর্ভিক্ষ কবলিত জনগণের মধ্যে সরকারি খাদ্য গুদাম হইতে শস্য বিতরণ ও মুক্ত হস্তে সাহায্য করা হইত। ৯১৪ খ্রীস্টাব্দে দেশে মারাত্মক দুটি দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তৃতীয় আবদুর রহমান তাহার প্রধান মন্ত্রী বদর বিন আহমদকে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দান করেন।[৩৯] আদেশ অনুযায়ী প্রধান হিসবাহ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। (৯৮৮-৯খ্রীঃ)। দুর্ভিক্ষে মনসুরের রাজকীয় খাদ্য গুদামে চার বৎসরে যে ২,০০০,০০ মুদগম সংগ্রহ হইয়াছিল তাহা সাহায্য কার্যক্রমে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।[৪০]

সেনাবাহিনী ঃ মোটামুটি চার শ্রেণীর লোক লইয়া সেনাবাহিনী গঠিত হইত। বেতন ভোগী স্থায়ী সৈন্য, ইহাদের সদর দফতর ছিল কর্ডোভা। সামরিক জায়গীরদারী ভোগ দখলকারীগণ কর্তৃক গঠিত অনিয়মিত সৈন্য (বালদিস), স্পেন বিজয়ী মুসার সহিত আগমনকারী আরবদের বংশধরগণ, শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অভিযান পরিচালনাকালে সংগৃহীত সেচ্ছাসেবক বাহিনী (হাশিদ) অন্তর্ভুক্ত হইতো।[৪১]

স্পেনে মুসলমানদের রাজত্বের প্রথম দিকে নগদ বেতনের স্থলে সৈন্যদিগকে জায়গীর প্রদান করা হয় এবং সিরীয় নিয়মিত বাহিনীকে দেশের বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসিত করা হয়। বালজ ইবনে বিশরের নেতৃত্বে প্রায় ৭০০০ সিরীয় সৈন্য স্পেনের গভর্নর আবুল খাত্তার (৭৪৩-৫ খ্রীঃ) স্পেনে বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।[৪২] সামরিক কার্যের স্বীকৃতি হিসাবে তাহাদিগকে জায়গীর (ইক্‌তা) প্রদত্ত হয়। প্রতিটি গোত্র

www.pathagar.com

সামরিক বিভাগের এক একটি ইউনিট হিসাবে পরিগণিত হইত। বিশেষ গোত্র ও মুসলিমদের মধ্য হইতে সেনাপতি নিযুক্ত করায় কোন সময় সামরিক বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ও বিরোধ দেখা দিত। এইরূপ বিরোধ এবং বিশৃঙ্খলার দরুনই তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে আল হান্ডেগার (আল খন্দক) যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় বরণ করিতে হয়। উমাইয়া আমীর ও খলিফাদের অধিক পরিমাণে বিদেশী বেতন ভোগী সৈন্যদের উপর নির্ভরশীল হইবার ফলে সেনাবিভাগে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথম আবদুর রহমান কর্তৃক বেতন ভোগী অধিকাংশ বার্বার সৈন্যের সমন্বয়ে ৪০,০০০ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। উহা মনসুরের হস্তে পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৪৩] প্রথম হাকাম অস্ত্রাগার নির্মাণ, নতুন অস্ত্রের উদ্ভাবন, বেতন ভোগী (হাশাম) নিয়মিত সেনাবাহিনী এবং রাজ প্রাসাদের ফটকে পাহারাদারের প্রচলন করেন। তাঁহারা ছিল মামলুকদের সমন্বয়ে গঠিত ৫০,০০০ সৈন্যের নিয়মিত বাহিনী। বার্বার খ্রীস্টান ও নিগ্রোদের সমন্বয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী ছিল আলহারাস নামে পরিচিত।[৪৪] ঘোড়ার আস্তাবলসহ তাহাদের বিরাট দুইটি সেনানিবাস ছিল। আরীফ নামে পরিচিত বিশ জন সামরিক কর্মচারীর অধীনে ১০০ জন করিয়া মোট দুই হাজার অশ্বারোহী সেনা সব সময় গোয়াদালকুইভির নদীর তীরে পাহারায় নিয়োজিত থাকিত।[৪৫] গ্যালেসিয়া অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ বিন দ্বিতীয় আবদুর রহমান কর্ডোভার অধিবাসীদের জন্য সামরিক বিভাগের চাকুরী জরুরী বলিয়া ঘোষণা করেন। তৃতীয় আবদুর রহমান নিয়মিত সৈন্যের সংখ্যা ১,৫০,০০০ উন্নীত করেন। তাহার সেনা বাহিনীতে অসংখ্য অনিয়মিত সৈন্য ছিল। তাঁহার ১২,০০০ দেহরক্ষীর মধ্যে ৮০০০ ছিল সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য।

প্রাচ্যের তুর্কীদের অনুকরণে স্পেনে সাকালিবাহ (স্লাভ) বহুজাতি ও সম্প্রদায় বিশেষ করিয়া স্লাভের মধ্যে হইতে ক্রীতদাসদের লইয়া, ক্রীতদাস-বাহিনী গঠিত হয়। এই সমস্ত ক্রীতদাসগণকে সাধারণত স্লাভ দেশসমূহ ও ইউরোপের অন্যান্য অংশ হইতে জলদস্যু ও ভেরদুনের ইহুদী ক্রীতদাস ব্যবসায়ীগণ আনয়ন করিত। বাগদাদের মামলুকদের ন্যায় কর্ডোভার স্লাভগণ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে। আরব গোত্রসমূহের সামরিক প্রাধান্য খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় আবদুর রহমান স্থায়ী সামরিক বাহিনী গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি আরব সেনা অপেক্ষা স্লাভদিগকে বেশী বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন। দ্বিতীয় হাকাম ক্রমে ক্রমে বিদেশী সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দেন এবং তদস্থলে দেশী সৈন্য ভর্তি করেন। গালিবের নেতৃত্বাধীনে এই মিলিশিয়া বাহিনীর অধঃপতন ঘটে। ক্ষমতা অধিকার ও গালিবকে মোকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে দেশী সৈন্য ও অবিশ্বাসী আরব অফিসারদের অপসারণ এবং অধিক সংখ্যায় বার্বার ও খ্রীস্টান বেতনভোগী সৈনিককে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করেন। বার্বার

www.pathagar.com

সৈন্য ছিল দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিল মুরতাজিকা নামে নিয়মিত সৈন্য[৪৬]। মুত্তাবিয়া নামে পরিচিত স্বেচ্ছাসেবক দল ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দলের গানিমতের মালের অংশ থাকিত। দ্বিতীয় দল বিজয়ের পর উপহার ও এক কালীন অর্থলাভ করিত।

বড় পতাকাসহ ৫,০০০ সৈন্য লইয়া গঠিত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব যিনি প্রদান করিতেন তাহাকে আমির বলা হইত। তাহার পতাকার নাম ছিল রায়াহ। ইহা পাঁচটি সমান দলে (contingent) বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ১০০০ সৈন্য বিশিষ্ট দলের নেতৃত্ব প্রদান করিতেন কায়িদ নামে পরিচিত সেনাপতি। তাহার পতাকার নাম ছিল আলাম। প্রতিটি সেনাদল (Contingent) আবার পাঁচদলে বিভক্ত হইত। প্রতিদলে ২০০ জন সৈন্য থাকিত। লিওয়া পতাকাসহ প্রতিটি দলের নেতৃত্ব দান করিতেন নাকিব নামে সেনাপতি। পুনরায় প্রতিটি দল পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইত। প্রতি দলে ৪০ জন সৈন্য থাকিত। বাদক সেনাদলসহ আরিফ এই চল্লিশ জন সৈন্য বিশিষ্ট সেনাদলের নেতৃত্ব দান করিতেন। সর্বশেষে প্রতিদল পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইত। স্কোয়াড নামে পরিচিত ক্ষুদ্র সৈন্যদল ৮ জন করিয়া সৈন্য লইয়া গঠিত হইত। বর্শার মাথায় ত্রিকোণ বিশিষ্ট পতাকা (ওকদাহ) লইয়া ইহার নেতৃত্ব দান করিতেন নাজির।[৪৭] সেনাবাহিনী পরিদর্শনের জন্য হাজীব আল-মনসুর সাহিব আল-আরদ নামে অফিসার নিয়োগ করেন।[৪৮] নতুন দেশ বিজয় অথবা কর আদায়ের উদ্দেশ্যে সাধারণত গ্রীষ্মকালে (সাইফা) অভিযান পরিচালিত হইত। কদাচিত এই ধরনের অভিযান শীতকালে (শীতাইয়াহ) পরিচালিত হইত।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিত তারতুশি মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধের এইরূপে বর্ণনা করেন ঃ ঢালী লম্বা বর্শা ও ধারালো বল্লমে সজ্জিত মুসলিম পদাতিক বাহিনী প্রথম সারিতে থাকিত। তাহারা বর্শাকে ঘারের উপর তেড়চা ভাবে ধারণ করিত। ইহার নিচের অংশ মাটিতে এবং অগ্রভাগ শত্রুর দিকে থাকিত। সম্মুখে ঢাল উচু করিয়া ধরিয়া বাম হাঁটু মাটিতে স্থাপন করিত। দ্বিতীয় সারিতে থাকিত তীর ধনুকে সজ্জিত বর্মবিদ্ধকারী তীরন্দাজ বাহিনী। তাহাদের পিছনে তৃতীয় সারিতে থাকিত অশ্বারোহী বাহিনী। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে শত্রু সৈন্য যতক্ষণ পাল্লার মধ্যে না আসিত ততক্ষণ প্রথম সারিতে হাটু গাড়িয়া অবস্থান লওয়া একটি সৈন্যও তাহাদের অবস্থান ত্যাগ করিত না। শত্রু সৈন্য পাল্লার মধ্যে আসিবার পর তীরন্দাজ বাহিনী তীর নিক্ষেপ করিতে শুরু করিত এবং পদাতিক বাহিনী বর্শা নিক্ষেপ করিয়া শত্রু সেনাকে বর্শার অগ্রভাগে গাথিতে শুরু করিত। পদাতিক ও তীরন্দাজ বাহিনী অতঃপর ডাইনে এবং বামে অগ্রসর হইলে অশ্বারোহী বাহিনীর মাঝখানে অবস্থান লইয়া শত্রু সেনাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে শুরু করিত। এবং আল্লাহর ইচ্ছা হইলে বিজয় লাভ করিত।[৪৯]

সৈন্যদের বেতন দেওয়ার জন্য নিযুক্ত সামরিক দিওয়ান ছিল। উমাইয়া শাসনের শেষ দিকে সহায়ক অতিরিক্ত সৈন্যদের বেতন পরিশোধের জন্য মালাহিক আল-

www.pathagar.com

দেওয়ান নিয়োগ করা হয়।[৫০] বিরতিহীনভাবে সিরীয় জুন্দ সেনাবাহিনীতে তিন মাস চাকুরী করিলে ২০০ দীনার দেওয়া হইত, অপরদিকে আরব বালাদীগণ ছয় মাস চাকুরী করিলে পাইত ১০০ দীনার। সিরীয় জুন্দগণ কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। কিন্তু বালাদীদিগকে অপর প্রজাদের ন্যায় কর প্রদান করিতে হইত। সিরীয় ও আরবদের তৃতীয় অপর একটি দল ছিল। আরব বলাদীগণ ব্যতীত নিয়মিত সৈনিকগণ প্রতিটি অভিযান শেষে প্রত্যেকে ৫ হইতে ৪০ দীনার পর্যন্ত অতিরিক্ত বেতন লাভ করিত।[৫১] নবম শতাব্দী পর্যন্ত নগদ বেতন ও জায়গীর প্রথা চালু ছিল। দশম শতাব্দীতে জায়গীর প্রথা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয় এবং সৈনিকদের নগদ বেতন দেওয়ার ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।[৫২]

নৌবাহিনী ঃ প্রথম দিকে উমাইয়া আমীরগণ নৌবাহিনীর উন্নতি সাধনে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। পীরেনীজের অপর পারে সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যর্থ হইবার মূলে ইহা ছিল অন্যতম কারণ। নরম্যানগণ উপকূলীয় শহরসমূহ ও সেভিল লণ্ঠন করিলে লুইস (দ্বিতীয় আব্দুল কারীল) দ্বিতীয় আবদুর রহমান উপকূলীয় শহরগুলি সুরক্ষিত করেন ও উপকূলীয় প্রহরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি আন্দালুসীয় উপকূলের দিকে দিকনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নির্মিত ধ্বংসপ্রাপ্ত মিনার মেরামতের ব্যবস্থা করেন।[৫৩] সিউটা ও জিব্রাল্টার প্রতিরক্ষার জন্য তৃতীয় আবদুর রহমান ৯৩১ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকার উপকূলে আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন ইলিয়াস এবং ইউনুস বিন সাঈদ নামে[৫৪] দুই জন কায়েদের অধীনে সৈন্য ও নাবিকসহ যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন করেন।[৫৫] প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে খলিফা সাহিব আল শুরতাহ আহম্মদ বিন ইয়ালার নেতৃত্বে অপর একটি রণতরী প্রেরণ করেন। পেসিনা অথবা আলমেরিয়াতে নৌঘাটি ভূমধ্যসাগরের শক্তিশালী নৌবাহিনীতে পরিণত হয়। তৃতীয় আবদুর রহমানের নৌবাহিনী পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ফাতিমীয় নৌবাহিনীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ৯৫৩ খ্রীঃ মাহদীয়া গমনকারী সিসিলীয় জাহাজের ক্ষতি সাধন করে। তৃতীয় আবদুর রহমান ও দ্বিতীয় হাকামের (কাসেদুল বহরের) নৌবাহিনী প্রধান ছিলেন আবদুল্লা বিন রিয়াহিন। তোরতোসা, দেনিয়া, আলিকান্তে, আলমেরিয়া, ভেরা, আলজেসিরাস, ইভিজা, সাল্টেস, সিলভেস ও সান্তা-মারিয়াতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। গোয়াদালকুইভির নদীর তীরবর্তী এলাকায় জাহাজ প্রস্তুত ও মেরামতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারখানাসমূহ অবস্থিত ছিল। এই জাহাজ নির্মাণের কারখানা মারসা ও দারুস সানা নামে পরিচিতি ছিল। শব্দটি স্পেনীয় আতারাজানা এবং ইংরেজি আরসেনাল ও অপরাপর ইউরোপীয় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

স্পেনের আবুল সালাত উমাইয়া বিন আবদুল আজিজ ১১১৬-১৭ খ্রীস্টাব্দে মিশর পরিদর্শনে গমন করেন এবং একটি ডুবো জাহাজকে উদ্ধারের চেষ্টা চালান। জাহাজটি পানির উপর উঠাইবার পর তীব্র স্রোতে সিল্কের রশি ছিড়িয়া পুনরায় ডুবিয়া যায়।[৫৬]

www.pathagar.com

সাধারণত আন্দালুসিয়া হইতে সিরিয়া পৌঁছিতে একটি জাহাজের ৩৬ দিন সময় লাগিত। আন্দালুসিয়ার বিখ্যাত নাবিক ইবনে জুবায়ের ১১৮২-৩ খ্রীস্টাব্দে জেনিও জাহাজ যোগে আন্দালুসিয়া হইতে ২০ দিনে আলেকজান্দ্রিয়াতে গমন করেন।[৫৭]

রুসা ও আসহাবুল আরজুদ নামে উচ্চ ও নিম্ন পদস্থ দুই শ্রেণীর নাবিক নৌবিভাগে নিযুক্ত ছিল। প্রতিটি যুদ্ধ জাহাজ একজন কয়েদের (ক্যাপ্টেন) অধীনে পরিচালিত হইত। তিনি সাজসরঞ্জাম তত্ত্বাবধান, নাবিকদের প্রশিক্ষণ এবং জাহাজে লোক নিয়োগ করিতেন। দ্বিতীয় অফিসার রাইস জাহাজ চালনার দায়িত্ব পালন করিতেন। নাখুদা (অধিনায়ক), রুহবান বা রাহবান (কাপ্তান), দিদবান (অনুসন্ধানকারী) সমন্বয়ে নাবিকদল গঠিত হইত।

আটলান্টিক মহাসাগরে দিগন্তবিস্তারী অথৈ ও বিক্ষুব্ধ জলরাশিকে মুসলিম নাবিকগণ প্রথম দিকে ভয় করিত। গ্যালেসিয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে ৮৭৯ খ্রীঃ আবদুল হামিদ ইবনে মুগিথের নেতৃত্বে একটি নৌবাহিনী গোয়াদালকুইভির নদীর মোহনার উপকূল হইতে যাত্রা করে এবং আটলান্টিক মহাসাগরে পৌঁছিবার পর ঘূর্ণি ঝড়ে পতিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।[৫৮] প্রায় একশত আঠারো বৎসর পর কাসর আবী-দানিশ বেশ কিছুসংখ্যক জাহাজ একত্রে সন্নিবেশিত করিয়া গ্যালেসিয়ার বিরুদ্ধে সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনা করে।[৫৯] দশম শতাব্দীতে লিসবনের মুসলিম নাবিকগণ সমুদ্রসীমা বৃদ্ধি ও অপর উপকূল আবিষ্কারে গমন করিতে শুরু করে। আটজন নাবিকের একটি দল এই সফল অভিযান পরিচালনা করে। প্রায় আড়াইশত বৎসর পর ইবনে ফাতিমা নামে অপর একজন স্প্যানিশ নাবিক আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূল পরিভ্রমণ করেন এবং আফ্রিকার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। আটলান্টিক মহাসাগরে মুসলমানদের এই সমস্ত দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অভিযান সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে যে, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল স্পেনীয় মুসলিম নাবিকদের নিকট পরিচিত ছিল। ইহা হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ এই পথে মুসলমান নাবিকগণ আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলে গমন করিয়াছিল এবং ভাস্কো-দা-গামার পূর্বেই ভারত মহাসাগরে পাড়ি জমাইবার সমুদ্রপথ তাহাদের জানা ছিল। আরব ও পর্তুগীজ প্রথা অনুসারে ভূমধ্যসাগরীয় মুসলিম নাবিকগণ তাহাদের পরিচিত সমুদ্র পথের মানচিত্র ভাস্কো-দা-গামাকে প্রদান করিয়া ভারত মহাসাগরে গমনের পথ নির্দেশ করেন। মুসলমানদের নতুন দেশ ও নতুন জলপথ আবিষ্কারের অনুপ্রেরণার ফলশ্রুতিতে পর্তুগীজগণ ভারত বর্ষে আগমন ও আমেরিকা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়।[৬০]

রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ঃ মুসলিম, খ্রীস্টান ও ইহুদী, ধর্মীয় দিক হইতে তিন শ্রেণীতে স্পেনীয় সমাজ বিভক্ত ছিল এবং সামাজিক দিক হইতে অভিজাত সম্প্রদায় মধ্য ও নিম্ন এই তিন শ্রেণীভুক্ত ছিল স্পেনের মানবগোষ্ঠী। অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

ছিলেন খলিফা, আমীর ও সর্দারগণ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ছিল ক্ষুদ্র জমিদারগণ, ব্যবসায়ী ও শিল্পী এবং তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষিজীবী, শিল্পপতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শ্রমিক ও ক্রীতদাসগণ। খয়রাত, উপঢৌকন ও দানশীলতা প্রভৃতি সৎগুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আমীর ও খলিফাগণ সাধারণ জনগণের স্নেহ, ভালবাসা ও হৃদয় জয় করিতে ব্যর্থ হন। স্বাধীনতাপ্রিয় আরব, বার্বার ও উলামায়েগণ জোরপূর্বক প্রজাদের আনুগত্য আদায়ের নীতির বিরোধীতা করে। ধর্মনিরপেক্ষ শিল্পকলার পুস্তক ও চিত্রসমূহ সংগ্রহের জন্যেও আলেম এবং তাহাদের সমর্থকগণ খলিফা এবং আমীরের বিরোধীতা করেন।

কর্ডোভা এবং সেভিলে ইবনে জাহওয়ার ও বানু আব্বাস কর্তৃক যথাক্রমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সত্ত্বেও তাহারা স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেন। উজিরগণ সাম্রাজ্যের প্রশাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং জোরপূর্বক প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করেন।

রাজনৈতিক কারণে খলিফা ও আমীরগণ ধর্মীয় কর্তব্য পালন করিতেন। ইহার ফলে ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানগণ তাহাদিগকে ধার্মীক বলিয়া ধারণা করিত। ইহুদী ও খ্রীস্টানদিগকে উচ্চপদে নিয়োগ, দর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা, বাদ্য ও নৃত্য সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা, মানুষের দেহে অস্ত্রোপচার, ধর্ম-নিরপেক্ষ পুস্তক এবং অন্য ধর্মের গ্রন্থের প্রতি উৎসাহ, মদ্যপান, উপপত্নী গ্রহণ ইত্যাদি কারণে জনগণ ক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। মদ ও নারীর প্রতি আসক্তির দরুন যোগ্য ও সুশাসকগণও নারীদের দাবার ঘুটিতে পরিণত হন। দ্বিতীয় আবদুর রহমান মালকাতারুব, তৃতীয় আবদুর রহমান জাহারা, দ্বিতীয় হাকাম সুলতানা সুরহ এবং সেভিলের মুতামিদ ইতিমাদ রুমাইকিয়াহ কর্তৃক পরিচালিত হইতেন। ইহার ফলে জনগণের মধ্যে তাহাদের সম্পর্কে ঘৃণা ও অবজ্ঞার সৃষ্টি হয়। খাজাঞ্চীখানা, বৈদেশিক দফতর, দেশরক্ষা ও সমর বিভাগ, স্বরাষ্ট্র প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক কাতিব (উজির) নিযুক্ত হইতেন। তদুপোরি উহাদের সকলের উপরে একজন হাজীব ছিলেন। তিনি রাজ্যের সমস্ত বিষয় দেখাশোনা করিতেন। খলিফা, কাতিব এবং প্রজাদের মধ্যে তিনি যোগসূত্র বা মধ্যবিন্দু হিসাবে কাজ করিতেন।[৬১]

মাহতাসিরের অফিস অবস্থিত ছিল মসজিদের ফটকে। তিনি অব্যবহৃত জিনিষপত্র ও ঔষধ ক্রয়-বিক্রয় পরীক্ষা করিতেন। তাহার জরিমানা ও বেত্রাঘাতের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিত না। কাজির অফিসও সাধারণত মসজিদের দরজাতেই থাকিত। ধর্মীয় অধিকার ও দায়িত্বসমূহের বিচারের ক্ষমতা তাহার উপর অর্পিত ছিল। তিনি কোরআন-এর আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনে প্রয়োগ এবং ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ কার্যকরী করিতেন। প্রাদেশিক শহরে নিযুক্ত কাজিগণ জামা নামে পরিচিত কাজিউল কুজ্জাতের

www.pathagar.com

অধীনে ছিলেন। ছোট ছোট শহরে নিযুক্ত কাজিগণকে মুসাদ্দাদ[৬২] বলা হইত। দেশে কোন নতুন আইন কানুন জারির পূর্বে উহা পরীক্ষামূলক ভাবে রাজধানী ও সীমান্ত শহরসমূহে প্রবর্তন করা হইত।

প্রহরীদের জন্য রাস্তার পার্শ্বে গৃহ ও উপকূলীয় অঞ্চলে প্রহরীস্তম্ভ নির্মিত হয়। গভর্নরদের বাসস্থানে ও অফিসসমূহে রিপোর্ট করিবার জন্য সীমান্তে গোয়েন্দা নিয়োগ করা হয়। কৃষিদ্রব্য, খনিজ সম্পদ, ব্যবসা সামগ্রী এবং জনগণ ও তাহাদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেও সরকারকে লোক নিয়োগ করিতে হইত। সাহিবুল বারিদ সরকারি কর্মচারীদের কার্যকলাপ ও সর্দারের রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে খলিফাকে অবহিত করিতেন।

মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় সম্পদের প্রাচুর্যে রোমান ও গথদের ন্যায় দুর্নীতি-পরায়ণ ও আরামপ্রিয় হইয়া ওঠে। ধর্মকর্মপালন করিলেও ধর্মের প্রতি তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ ছিলনা। তাহারা অধিক মাত্রায় ধর্মনিরপেক্ষ কাজকর্মে ও দার্শনিক আলাপ আলোনায় অংশ গ্রহণ করেন। অধিক সংখ্যায় ক্রীতদাস ও উপপত্নী গ্রহণ ও তাহাদের ভরণ পোষণে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে গর্ব অনুভব করিতেন। সাধারণত একজন সুন্দর ক্রীতদাস ও সুন্দরী ক্রীতদাসী ৪০০০ দীনারে ক্রয় বিক্রয় হইত। ঈদ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে তাহাদের বিশৃংখলা, জাঁকজমক ও আড়ম্বরে ঈর্ষান্বিত জনগণ সুযোগমত তাহাদের বিলাসিতাপূর্ণ প্রাসাদ ও হাম্মামসমূহ লুণ্ঠন করিত। মাক্কারী[৬৩] কর্তৃক উদ্ধৃত ইবনে হাইয়ানের বর্ণনায় আন্দালুসীয়দের অধার্মিক কার্যকলাপ, কর্মবিমুখতা, অশালীন আচার-আচরণ, এবং সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীনতার এক পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

খ্রীস্টানগণ তাহাদের বাসস্থানে পৃথকভাবে বসবাস করিত কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একে অপরের সহযোগিতা করিত। গীর্জার অনুশাসন মোতাবেক পৃথক স্কুলে তাহাদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলেও উহারা মুসলমানদের মাদ্রাসায়ও লেখাপড়া করিত। তাহারা কদাচিৎ গোসল করিত এবং চিকিৎসা উপলক্ষে চিকিৎসকের নিকট গমন করিত। তাহারা চিকিৎসা সম্পর্কে খুবই উদাসীন ছিল। শিক্ষা সংস্কৃতি চিকিৎসা জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহুদীগণ ছিল মুসলমানদের পূর্বসূরী। ইহুদীদের নিকট হইতে মুসলমানগণ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা লাভ করিবার ফলে ইহুদীগণ জিজিয়া কর প্রদান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। মুসলিম শাসনের প্রতি অনুগত হওয়া সত্ত্বেও রাজা মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত তাহাদের নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। তাহারা বহুগুণের অধিকারী হইয়াও সুদখোর বলিয়া ঘৃণিত ছিল। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তাহারা মূর্তি পূজা করিত। ইহুদীগণ পৃথক বাসস্থানে বসবাস করিত এবং পুত্র কন্যাদিগকে অন্যদের সহিত মিলামিশা করিতে

www.pathagar.com

দিতনা। ইহুদী সম্প্রদায়ের বাহিরে বিবাহশাদী সমর্থন করিত না। তাহারা ছেলে মেয়েদিগকে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিত। মুসলমানগণ সমবায় পদ্ধতির ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ম কানুন ইহুদীদের নিকট হইতে গ্রহণ করে। ইহুদীদের নিকট হইতে আরও অনেক বিষয়ে মুসলমানগণ শিক্ষালাভ করে।

খুবই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রমজান মাস পালিত হইত। সরকারি অফিস আদালত বন্ধ থাকিত। রমজান মাসের রাত্রিকালে আলোয় আলোকিত রাজধানী ও বড় বড় শহরগুলি খুবই উজ্জ্বল ও জৌলুসপূর্ণ দেখাইত। হাম্মামখানায় পান্থনিবাসে (সরাই) নগর-উদ্যান ও বাগানসমূহে লোকের ভীড় জমিত। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের জন্য সারারাত্র মসজিদের দরজা খোলা থাকিত। রজমান মাস ব্যতীত রাত্রিবেলা গৃহের বাহিরে গমন সমাজের নিকট ছিল ঘৃণা ও অবজ্ঞার বস্তু। গৃহাভ্যন্তরের বারান্দায় ও অন্দরে নাচগান, গল্পের আসর ও জাদু খেলার মাধ্যমে তাহারা অবসর বিনোদন করিত। জাদুকর, গায়ক ও গণৎকারগণ (দৈবজ্ঞ) নগর এবং নগর-উদ্যানে ঢোল বাজাইয়া জনসাধারণকে সমবেত করিত। প্রহরীপুলিশ নগরের রাস্তা ও উদ্যানে পাহারা (টহল) দিত। আনন্দ উৎসব ও বনভোজনের জন্য গোয়াদালকুইভির ও অন্যান্য নদীতে নৌকা পাওয়া যাইত। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আনন্দ উৎসবে সময়ের অপচয় না করিয়া পাঠাগারে লেখাপড়া করিত এবং কোন সমস্যা দেখা দিলে একে অপরের সহিত আলোচনা দ্বারা উহার সমাধান করিত। জ্যোতির্বিদগণ মানমন্দিরে গ্রহ ও তারার গতিবিধি লক্ষ্য করিবার কাজে ব্যাপৃত থাকিত। ব্যবসায়ী ও পর্যটকগণ সরাইখানাতে নৃত্য দর্শন, তাস ও দাবা খেলার মাধ্যমে তাহাদের অবসর সময় অতিবাহিত করিত। চাকর চাকরানীদের ডাকিবার সময় হাততালি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল।

স্পেনীয় মুসলমানগণ গোসল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি ভীষণ যত্নবান ছিল। সর্বত্র সাবান প্রস্তুতের কারখানা ছিল। খাদ্য গ্রহণ না করিয়াও তাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য শেষ কপর্দকটুকু ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল। হাম্মাম শুধু গোসল অজুর জন্যই ব্যবহৃত হইত না—গল্প, সংগীতশ্রবণ এবং প্রাতঃরাশেরও ব্যবস্থা ছিল সেখানে। হাম্মামের পার্শ্বে জ্বলন্তচন্দন কাঠ এবং কার্পেট সজ্জিত কক্ষ ছিল। সেখানে গোসল শেষে বিশ্রাম গ্রহণ করা হইত। প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধি ব্যবহৃত হইত। বাড়ীর অঙ্গন ও অট্টালিকার পার্শ্ব ফুলের বাগান দ্বারা সুসজ্জিত থাকিত।

মুসলমানগণ পাতলা সুতিবস্ত্র পরিধান করিত এবং উহা ঘন ঘন পরিবর্তন করিত। প্রাচ্য রীতিতে তাহারা পোশাক পরিধান করিত। তাহারা উমাইয়াদের সাদা ঢোলা পোশাক পরিধান করিত এবং মাথায় লাল টুপি ব্যবহার করিত। স্পেনে মুসলিম শাসনের শেষ দিকে ইহুদীগণ হলুদটুপী ব্যবহার করিত। পাগড়ী শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কোরআন-এর আয়াত খঁচিত আঙটি মুসলমানদের হস্তে শোভা

www.pathagar.com

পাইত। চিঠিপত্র ও অন্যান্য লিখিত কাগজ পত্রে প্রত্যেকের নিজস্ব সিল ব্যবহৃত হইত। রাজকীয় সীলমোহর গোলাকার অথবা বহু কোণবিশিষ্ট হইত, উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের চৌকোণা এবং কোষাধ্যক্ষের জন্য ডিম্বাকৃতির সীল থাকিত।

অন্যান্য দেশের নারীদের তুলনায় স্পেনের মুসলিম নারীসম্প্রদায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিত। তাহাদের উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সুবিধা ছিল প্রচুর। শিক্ষামূলক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহে তাহারা অংশ গ্রহণ করিত। দার্শনিক, কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেক নারীও ছিল। নারীদের অনেকে সরকারি উচ্চ পদে বহাল ছিল। সাধারণত অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীদের অফিস আদালত ও বাহিরে গমনের অনুমতি ছিল না। নারীসম্প্রদায় বহু মূল্যবান অলঙ্কার ও পোশাক ব্যবহার করিত। তাহারা পাতলা নীল, সবুজ ও হলুদ শার্ট এবং ঢোলা পায়জামা পরিধান করিত। আলোয়ান দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিত। তাহারা জুতা ও স্যান্ডেল ব্যবহার করিত। সমাজে একাধিক বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। নারীগণ স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাইত। নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ছিল। অতি সহজে নারীগণ তালাক লইতে পারিত।

অন্যান্য দেশের তুলনায় স্পেনের ক্রীতদাসগণ অধিক সুখে শান্তিতে ছিল। তাহারা তাহাদের প্রভুদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাহায্য করিত এবং প্রভুদের পক্ষ হইতে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করিত। তাহারা গর্বের সহিত প্রভুদের নামকে নিজেদের উপনাম হিসাবে ব্যবহার করিত। যেমন—আবদুর রহমান আল নাসির হইতে নাসিরী, আল হাকাম, আল মুস্তানসির হইতে মুস্তানসিরী ও আবু আমীর হাজীব আল-মনসুর হইতে আমীরী।

তথ্য নির্দেশ

১। ইবনে ইজারী, *আল-বেয়ান,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৫, ২১১, ২১৩; লেভি প্রভেঙ্কাল, এল. ইস্পানা, পৃঃ ৬২।
২। গায়ানগোস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১।
৩। ইবনে ইজারী, *আল-বেয়ান,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৫।
৪। গায়ানগোস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫০; রিউভেন লেভী, *সোশিওলজি অব ইসলাম,* ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬।
৫। লেভি প্রভেঙ্কাল, *এল. ইস্পানা,* পৃঃ ৬৪, ৬৬; ইবনুল আব্বারী, *হুল্লা,* পৃঃ ১৩৭।
৬। লেভি প্রভেঙ্কাল, *ঐ,* পৃঃ ৬৪।
৭। গায়ানগোস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২।
৮। ইবনে ইজারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৬।
৯। আল-মাক্কারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২।
১০। লেভি প্রভেঙ্কাল, *ঐ,* পৃঃ ৮১।
১১। আল-মাক্কারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৯-১১২।

www.pathagar.com

১২। ইবনে ইজারী, *আল-বেয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯৮।
১৩। লেভি প্রভেন্সাল, *ঐ*, পৃঃ ৯৫।
১৪। *ইবনে বাশকোয়াল*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬২; *ইবনে ফারাজী*,১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬।
১৫। রিবেরা, *আল সুকজানী*, পৃঃ ১৭৮-৭৯ অনুবাদ, পৃঃ ২২০।
১৬। ইবনে ইজারী, *আল-বেয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৩।
১৭। ক্রেমার্স, *ইবনে হাওকাল*, পৃঃ ১০৮।
১৮। লেভি প্রভেন্কাল, *হিস্ট্রোয়ার*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০।
১৯। *ঐ*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬২, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২।
২০। *ঐ*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২।
২১। *আল-আন্দালুস*, ২য় খণ্ড, ১৯৩৪, পৃঃ ৩৫, অনুবাদ ৮৮।
২২। লেভি প্রভেন্কাল, *হিস্ট্রোয়ার*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯।
২৩। গমেজ এমিলিও গার্সিয়া, *এল ট্রাটেডো ডি ইবন আব্দুল*, পৃঃ ১০৪-৮।
২৪। লোপেজ, *কন্ট্রিবিউশনস্*, পৃঃ ৯৬, ১০৪।
২৫। গায়ানগোস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩।
২৬। ইবনে বাস্সাম, *দাখিরা*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০০।
২৭। আল-ইদ্রিসী, পৃঃ ১৯৬ অনুবাদ ২৩৯, পৃঃ ১৬২।
২৮। লোপেজ, *কন্ট্রিবিউশনস*, পৃঃ ৯১।
২৯। *এল ট্রাটেডো ডি ইবন আব্দুন*, পৃঃ ১০৫।
৩০। *আকবর মাজমুয়া*, পৃঃ ২২
৩১। *ইসলামিক কালচার*, ১৯৬০, পৃঃ ২২-২৭।
৩২। ইবনে ইজারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩, ২২১, অনুবাদ ৩২৯, ৩৪০।
৩৩। *ঐ* পৃঃ ২৪৭; *আজর*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭।
৩৪। গায়ানগোস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৪, ইবনে ইজারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৬; ডজি, *স্পেনিশ ইসলাম*, পৃঃ ৩৮৬, ৪৬৬, ৫১৪।
৩৫। লোপেজ, পৃঃ ১১০-১১; *আল-আন্দালুস*, ২য় খণ্ড, ১৯৩৪, পৃঃ ৩৬-৩৭, অনুবাদ ৪২-৪৩।
৩৬। গায়ানগোস, ২য়খণ্ড, পৃঃ ১২৪, ১৪৬।
৩৭। *ঐ*, পৃঃ ১৭২।
৩৮। লেভি প্রভেন্কাল, *হিস্টোয়ার*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৯-৭০।
৩৯। ইবনে ইজারী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৩।
৪০। ইবনে আল-খাতিব, *আ'মল আল-আলম*, পৃঃ ১১৫।
৪১। এস. এম. ইমামউদ্দিন, *সোশিও ইকনোমিক এ্যান্ড কালচারাল হিস্ট্রি অব মুসলিম স্পেন*, লেডেন, ১৯৬৫, পৃঃ ৬০-৬৫।
৪২। ইবনে ইজারী, *আল বেয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩-৩৪, ৪৮-৪৯।
৪৩। ইবনে ইজারী, *ঐ*, পৃঃ ৮১; *নোয়াইরী*, পৃঃ ১৯৫।
৪৪। *আখবার মাজমুয়া*, পৃঃ ১২৯-৩০।
৪৫। ইবনে ইজারী, *আল-বেয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯।
৪৬। লেভি প্রভেন্কাল, *লা ইস্পানা*, পৃঃ ১৪১।
৪৭। লেভি, প্রভেন্কাল, *ঐ*, পৃঃ ১৪২।

www.pathagar.com

৪৮। আলারকোন, *ল্যাম্পরা ডি লস প্রিন্সিপাল্‌স*, ২য় খণ্ড, মাদ্রিদ, ১৯৩১, পৃঃ ৩৩২-৩৩; আর লেভি, *সোশিওলোজি অব ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪০।

৪৯। লেভি প্রভেন্কাল, *লা ইস্পানা*, পৃঃ ১২৯।

৫০। ঐ, পৃঃ ১৩২-৩৩।

৫১। ক্যামব্রীজ, *মেডিয়াভ্যাল হিস্ট্রি*, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩১।

৫২। লেভি প্রভেন্কাল, *লা ইস্পানা*, পৃঃ ১৩৫-৩৬।

৫৩। *দ্যা তারিখ-ই ফাত্‌ আন্দালুস*, পৃঃ ৬৭।

৫৪। ইবনে ইজারী, *আল-বেয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২০; অনুবাদ ৩৪০।

৫৫। ঐ, পৃঃ ২৩৮, অনুবাদ ৩৬৮-৬৯।

৫৬। সুলায়মান নাদভী, *আরবন কি জাহাজরানী*, পৃঃ ১৬৯।

৫৭। গীব রিহলাত ইবনে যুবায়ের, পৃঃ ৩৫-৩৮।

৫৮। ইবনে ইজারী, *আল-বেয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬-৭, *নুয়াইরী*, পৃঃ ৫৬; অনুবাদ ৪৮-৪৯।

৫৯। গায়ানগোস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪।

৬০। এস. এম. ইমামউদ্দিন, *সাম অ্যাসপেক্টস*, লেডেন, ১৯৬৫, পৃঃ ৭০-৭১।

৬১। ইবনে খালদুন, *আল-মুকাদ্দিমা*, পৃঃ ২০৮ (উর্দু)

৬২। *আল-মাক্কারী*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৩।

৬৩। মাক্কারী, পৃঃ ৫৬৪ (উর্দু)।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-ক

ইক্রিতিশে কর্ডোভান মুসলমানদের শাসন (৮২৭-৯৬১ খ্রীঃ)

কর্ডোভা বিদ্রোহ ঃ স্পেনের উমাইয়া আমীর প্রথম হাকাম (৭৯০-৮২২ খ্রীঃ) ফোকাহাগণের নিকট প্রিয়ভাজন ছিলেন না। তাহারা ৮০৫ খ্রীঃ হাকামের ভ্রাতা ইবনে শাম্মাসকে সিংহাসনে বসাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। আমীর কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। মুসলমান ও খ্রীস্টান ক্রীতদাসদের সমন্বয়ে গঠিত তাহার দেহরক্ষী সেনার সংখ্যা তিনি প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার)-এ উন্নীত করেন। এই দেহরক্ষীদল আরবী জানিত না বলিয়া তাহাদিগকে বোবা বলা হইত। এই বিশেষ বাহিনীর পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার ফলে আমীরকে নগরশুল্ক ও বর্ধিত কর আরোপ করিতে হয়। ফলে কর্ডোভাবাসীগণ আমীরের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ হইয়া ওঠে। নিগ্রো ক্রীতদাস সৈনিকগণ অধিকাংশ সময় আইন শৃংখলা ভঙ্গ করিত। ইহার ফলে কর্ডোভাবাসীদের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দেয়। ৮০৭ খ্রীস্টাব্দে টলেডোর অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর নির্মম ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালাইবার পর টলেডো ও কার্ডোভায় সাত বৎসর শান্তি বিরাজ করে। রাজধানীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেকুন্দার আররা বেল দেল সুরের মহল্লায় ছাত্র ও ফোকাহাদের মধ্যে দ্রুত অসন্তুষ্টি ছড়াইয়া পড়ে এবং ৮১৪ খ্রীস্টাব্দে মারাত্মক বিদ্রোহ দেখা দেয়। নিয়ম মাফিক মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য গমন কালে পথিমধ্যে, একদিন এক সাধারণ লোক আমীরকে অপমান করে। ইহাতে জনগণ খুবই আনন্দিত হয়। এই অপমানে ক্রোধান্বিত হইয়া আমীর দশ ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন। ইহাতে কর্ডোভাবাসীগণ অতিশয় বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠেন। ইয়াহিয়া আন্দোলন পরিচালনা করেন কিন্তু আমীরের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করিবার কাজে যিনি ইন্ধন জোগান তিনি ছিলেন তালুত।[১]

রমজান ১৯৮ হিঃ/ মে ৮১৪ খ্রীঃ একদিন আমীরের ক্রীতদাস দেহরক্ষী দলের জনৈক সদস্য এক অস্ত্র প্রস্তুতকারককে তাহার তরবারি পালিশ করিয়া দিতে বলে, যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। অস্ত্র প্রস্তুতকারক ইহাতে একটু দেরী করিলে দেহরক্ষী উত্তেজিত হইয়া তাহাকে হত্যা করে। বিরাট সংখ্যক সমরাস্ত্রোধারী কর্ডোভাবাসী হাকামের প্রাসাদ সম্মুখে তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। আমীর তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন কিন্তু তাহারা পরাজয় বরণ করে। কর্ডোভার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে হাকাম প্রাসাদের বাহিরে আগমন করেন এবং সমসাময়িক কালের দুঃসাহসী যোদ্ধা, তাহার পিতৃব্য পুত্র ওবায়দুল্লাহকে শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী বাহিনী সহযোগে বিদ্রোহীদের মধ্য দিয়া রাস্তা করিয়া অগ্রসর হইতে এবং আররাবাল (রাবাদ) দেল সুরে ফোকাহাদের মহল্লায় অগ্নি সংযোগের আদেশ করেন।

www.pathagar.com

জনগণ অগ্নিনির্বাপণ ও তাহাদের পরিবার পরিজনসহ সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য প্রাসাদ ত্যাগ করিলে হাকাম ও ওবায়দুল্লাহ উভয়দিক হইতে প্রচণ্ডবেগে বিদ্রোহীদের উপর হামলা করিলে বিদ্রোহীগণ প্রাণভয়ে বিশৃংখলভাবে পলাইতে শুরু করে। নিগ্রো দেহরক্ষী বাহিনী তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দুর্ঘটনার দিনই কতিপয় ধর্মীয়নেতা কর্ডোভাবাসীদের তরফ হইতে ক্ষমা ভিক্ষার জন্য আমীরের প্রাসাদে আগমন করেন কিন্তু তাহাদিগকে অদুইরা-র কারাগারে বন্দী করা হয় এবং প্রহরী জুদাইর তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ লাভ করে।[২] জুদাইর এই আদেশ পালন করিতে বিলম্ব করিলে তাহার স্থলে ইবনে নাদিরকে প্রেরণ করা হয়।[৩] কর্ডোভার তিনশত বিদ্রোহী সর্দারকে মাথা নীচের দিকে ঝুলাইয়া হত্যা করা হয়।

স্পেন হইতে বিদ্রোহীদের নির্বাসন ঃ হত্যালীলার কবল হইতে যাহারা প্রাণে রক্ষা পায় তাহাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হাকাম উজিরদের সহিত পরামর্শ করেন। উজিরদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। হাকাম বিদ্রোহীদের সবাইকে হত্যার পরামর্শ বাতিল করেন এবং নির্বাসনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৪] ফোকাহাদের অনুসারী নব মুসলিমদের মজবুত ঘাটি গোয়াদালকুইভিরের দক্ষিণে সেকুন্দার আররাবেল দেল সুরকে ধূলিস্মাৎ করিয়া বিদ্রোহীদিগকে তিনদিনের মধ্যে স্পেন ত্যাগ অন্যথায় মৃত্যু বরণ করিবার আদেশ জারি করেন। ইয়াহিয়া তালুত ও অন্যান্য বিখ্যাত ধর্মীয় নেতাগণ মুক্তি লাভ করেন। এ সম্পর্কে লিখিতে যাইয়া স্কট মন্তব্য করেন, "সাধারণ অপরাধীদের কঠোর শাস্তি হইলেও দুষ্কর্মের হোতা রাজদ্রোহে ইন্ধন দাতাগণ বিশেষ ক্ষমা লাভ করে। পক্ষপাতিত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে দেখান হয় যে, বিদ্রোহীগণ ছিল বিদেশী এবং গোড়া ধর্মবিশ্বাসী অত্যন্ত ঘৃণিত জাতি। অপরদিকে মালেকী সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ধর্মীয়গুরু ছিলেন কুরায়েশ বংশোদ্ভূত। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় ব্যক্তিগত অপমান ও সিংহাসনের নিরাপত্তার চেয়ে আল হাকামের মনে তাহাদের রক্তের সম্পর্ক ও জাতি বিদ্বেষ বিশেষভাবে কাজ করে। পূর্বতন বিদ্রোহের বিখ্যাত নেতাগণ দেশ ত্যাগের অনুমতি, সংক্ষিপ্ত কারাবাস ও সাধারণ ক্ষমার সুযোগ লাভ করেন। ক্ষমা প্রাপ্তদের মধ্যে ধূর্ত ষড়যন্ত্রকারী ইয়াহিয়া তাহার প্রতিভা অথবা দুঃসাহসিকতার দরুন পুনরায় কিছুটা রাজআনুকূল্য লাভে সমর্থ হন।"[৫]

কর্ডোভাবাসীদের দেশত্যাগের আদেশের সাথে সাথে গণহত্যা ও লুণ্ঠনের অবসান ঘটে। বড় বড় দলে দেশ ত্যাগের অনুমতি না থাকায় তাহারা স্ত্রী, পুত্র ও ছোট ছোট বহনযোগ্য গাটরিসহ স্পেন ত্যাগ করে। ইহা সত্ত্বেও তাহারা অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টে পতিত হয়।

যাত্রাপথে দস্যুদল ও চরিত্রহীন সেনাবাহিনীর লোকেরা ঝোপ জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া থাকিত তাহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে। যাহারা ধনসম্পত্তি রক্ষা

www.pathagar.com

করিবার চেষ্টা করে তাহারা নিহত হয়। গন্তব্য স্থল উপকূলে পৌছিবার পূর্বেই তাহাদের অনেকে লুণ্ঠিত ও নিহত হয়। উপকূলে পৌছিবার পর তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও অপর দল মিশর গমন করে।

ফেজে পুনর্বাসিত কর্ডোভাবাসী ঃ আট হাজার পরিবার মরক্কোতে আশ্রয় গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ইদ্রিস, তাহার পিতা প্রথম ইদ্রিস কর্তৃক ৭৮৯ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ফাস-এ (ফেজ) তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। সেখানে পূর্বেই স্পেন হইতে উদ্বাস্তু আগমন করিয়াছিল। দ্বিতীয় ইদ্রিস কর্তৃক নবনির্মিত শহর, মাদিনাতুল আলীয়া অথবা আল কায়রোওয়ানের উপকণ্ঠে তাহারা বসতি স্থাপন করে। মাদিনাতুল আন্দালুস[৬] অথবা ইদওয়াতুল আন্দালুস (আন্দালুসীয় মহল্লা)[৭] নামে তাহারা পরিচিত হইয়া ওঠে। কায়রোওয়ান ও কর্ডোভার আরবগণ একে অপরকে ঘৃণা করিত। ফলে মহল্লার মধ্যবর্তী স্থানে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখা হইত।[৮] কর্ডোভার পারদর্শী বাগান রচনাকারী, স্থপতি ও শিল্পী উদ্বাস্তুগণ ফেজের অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়। তাহাদের অভিজ্ঞ হাত ও কৌশল ব্যবহারে শহর ও শহরতলী উন্নত এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া গড়িয়া ওঠে।[৯]

তাহাদের পুর্নবাসন ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসন ঃ তাহারা ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করে এবং ১৯৯ হিঃ/ ৮১৪-৫[১০] খ্রীঃ নাগাদ আলেকজান্দ্রিয়ার উপকূলে নঙ্গর করে। আমারী মত প্রকাশ করেন যে, কর্ডোভার ধ্বংসযজ্ঞের আট বৎসর পর তাহারা আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌছে। এই সময়ে তাহারা স্পেনের এখানে সেখানে এবং উত্তর আফ্রিকায় স্বল্প সময়ের জন্য বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে প্রথম হাকাম অথবা তাহার পুত্র দ্বিতীয় আবদুর রহমান তাহাদিগকে দূর দেশে পাঠাইবার উদ্দেশ্যে নৌযান সরবরাহ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার শহরতলীতে একত্রিত হইবার পূর্বে বিত্ত ও কপর্দকহীন অবস্থায় তাহারা বেলেয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের অপর পাড়ে ও ইটালীতে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘুড়িয়া বেড়ায়।"[১১] কিন্তু তাহার বর্ণনার সহিত নুয়ায়রী ও অপর আরব লেখকদের সাদৃশ্য নাই। কর্ডোভান বিদ্রোহের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় তাহারা আলেকজান্দ্রিয়াতে আগমন করে, আরব ঐতিহাসিক লেখকদের মতবাদে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মে।[১২]

প্রথম হাকামের বিরুদ্ধে কর্ডোভাবাসীদের বিদ্রোহ ঘোষণার সমসাময়িক কালে বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফা মামুনের বিরুদ্ধেও মিশরীয়গণ বিদ্রোহ করে।[১৩] বিদ্রোহী নেতা ওবায়দুল্লাহ বিন আল-সারী নিজেকে স্বাধীন শাসক বলিয়া ঘোষণা করেন।[১৪] লাখমী আরব ও শুদ্ধি-আদর্শের অনুসারীদের সহযোগিতায় তিনি একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশৃংখলাপূর্ণ অবস্থায় আলেকজান্দ্রিয়ার জনগণ তাহাদের নামমাত্র শাসক মামুনের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তোলে। পেডরোসেস (ফাহস আল বাল্লুত)[১৫]

www.pathagar.com

উপত্যকার আবু হাফস উমর বিন-ইসা বিন-শোয়াইব আল বাল্লুতী নামে জনৈক কর্ডোভাবাসীর নেতৃত্বে কর্ডোভার উদ্বাস্তুগণ আলেকজান্দ্রিয়াতে নিজেদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করে। আবু হাফস স্থানীয় শক্তিশালী বেদুইন উপজাতির সহিত যুক্তরাষ্ট্র গঠন করেন। ঘৃণা এবং বিদ্বেষের দরুন সখ্যতা বজায় রাখিতে ব্যর্থ হইয়া তাহারা ২০০ হিঃ / ৮১৬ খ্রীঃ আলেকজান্দ্রিয়াতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[১৬] উল্লেখযোগ্য যে, একদিন কর্ডোভার জনৈক উদ্বাস্তুর সহিত আলেকজান্দ্রিয়ার এক কশাইয়ের সামান্য ব্যাপারে ঝগড়া হওয়ার ফলে উদ্বাস্তু নিহত হয়। অতঃপর কর্ডোভার উদ্বাস্তুগণ আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া বহু আলেকজান্দ্রীয়কে হত্যা করে এবং শহর দখল করে।[১৭]

সর্ব প্রকারের অসুবিধা এবং আব্বাসীয়দের উপর্যুপরি আক্রমণ সত্ত্বেও কর্ডোভার মোহজেরগণ আলেকজান্দ্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বন্দর তাহাদের অধিকারে রাখে এবং বার বৎসরের অধিককাল শাসন করে।"[১৮] তাহারা আব্বাসীয় আক্রমণ প্রতিহত করে এবং ভূমধ্যসাগরীয় উপদ্বীপসমূহে আকস্মিক অভিযান পরিচালনা করে।[১৯] টমাস দে ক্যাপ্পাডোসিয়া কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া ইসাওরীয়ান রাজবংশের সম্রাট দ্বিতীয় মাইকেলের বিরুদ্ধে বাইজান্টীয় জনগণ এই সময়ে (৮২০- ২৯ খ্রী ঃ) গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ইহার ফলে এজিয়ান সমুদ্রে বাইজান্টীয়দের অধিকার হুমকীর সম্মুখীন হয়। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ আবু হাফসকে তাহার অনুসারীদের সহযোগিতায় আলেকজান্দ্রিয়াতে পুর্নবাসনের সুযোগ করিয়া দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাহাকে শাসন কায়েমে সাহায্য করে। একই রূপে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের গৃহযুদ্ধের ফলে ৮২১ খ্রীস্টাব্দে তাহারা পরবর্তী সময়ে এজিয়ান সমুদ্রের গ্রীক দ্বীপসমূহে আকস্মিক আক্রমণের সুযোগ গ্রহণ করে। এই সময় পূর্ব ভূমধ্যসাগরের সর্ববৃহৎ দ্বীপ ক্রীট যেখানে হাজার বছর পূর্বে গ্রীক সাম্রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল, কর্ডোভার মোহাজেরগণ সেখানেও অভিযান পরিচালনা করে। বিখ্যাত ভৌগোলিক ইয়াকুত বলেন যে, "ক্রীট দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে বিজীত হইবার বহু পূর্বে ইহার কিছু অংশ আবু হাফসের পুত্র শোয়ায়েব অধিকার করিয়াছিল।"[২০] ভ্যাসিলিভের বর্ণনা মতে, "কর্ডোভাবাসী দশ অথবা বিশটি নৌযান যোগে ক্রীট দ্বীপ আক্রমণ করে এবং বহু বন্দীসহ ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া মিশর গমন করে।"[২১]

আলেকজান্দ্রিয়া হইতে তাহাদের উৎখাত ঃ আব্বাসী খালিফা মামুন তাহার সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাহির বিন হুসায়েন[২২] যিনি (৮২০-২২ খ্রীঃ) পূর্বাঞ্চলের ভাইসরয় ছিলেন। তাহার পুত্র আব্দুল্লাহকে আব্বাসী খলিফা বিদ্রোহ দমনের জন্য ২০৯ হিঃ / ৮২৪-৫ খ্রীঃ সিরিয়া ও মিশরের গভর্নর নিয়োগ করেন। আব্বাসীয় সেনাপতি মেসোপটেমীয়াতে শান্তি শৃংখলা

www.pathagar.com

পুনঃস্থাপন এবং ফুসতাতের বিদ্রোহী ওবায়দুল্লাহকে দমন করেন।[২৩] তিনি ২১০ হিঃ ৮২৫-৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং কর্ডোভার মোহাজেরদিগকে শহর সমর্পণ অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।[২৪] আবু হাফস কঠিন চাপে পড়িয়া এই শর্তে প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, তাহার অনুসারীদের আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের বাহিরে গমনের জন্য টাকা পয়সা ও স্বাধীনভাবে দেশ ত্যাগের সুযোগ দিতে হইবে। আব্দুল্লাহ তাহার শর্ত গ্রহণ করেন।[২৫] ৮২৬ খ্রীঃ জুনের পরবর্তী সময়ে চল্লিশটি জাহাজ যোগে স্ত্রী পুত্রসহ কর্ডোভার উদ্বাস্তুগণ আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ক্রীট দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ক্রীট দ্বীপ অতি সহজে অধিকার করা যাইবে বলিয়া তাহারা ইহাকে নতুন বাসস্থান হিসাবে নির্বাচন করে।[২৬]

ক্রীট বিজয় ঃ আলেকজান্দ্রিয়াতে দীর্ঘ অবস্থান কালে এজিয়ান দ্বীপসমূহের পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্ডোভাবাসী অবহিত ছিল। আব্বাসীয়দের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, টাকা-পয়সা পাইয়া এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর[২৭] সহযোগিতায় ৮২৬ খ্রীঃ শেষে অথবা ৮২৭ খ্রীঃ প্রথমে তাহারা আলেকজান্দ্রিয়া হইতে অতি সহজে ক্রীট দ্বীপে অবতরণ করে।[২৮] আমীর বলেন, "ক্রীট দ্বীপে অবতরণের পর আবু হাফস আলেকজান্দ্রিয়া হইতে জরুরী ভিত্তিতে প্রাপ্ত জলযানের কিছু পুনরায় সমুদ্র গমনে অনুপযোগী বিধায় জ্বালাইয়া দেন।"[২৯] বাইজান্টীয় সূত্র মতে, "কর্ডোভার আমীর আবু হাফস যাহাকে বাইজান্টাইনরা আপোকাপসো বলিত, তিনি কর্ডোভাবাসী যাহাতে পুনরায় তাহাদের প্রিয় দেশে পাড়ি জমাইতে না পারে, সেইজন্য ক্রীটে অবতরণের পর সমস্ত জাহাজ জ্বালাইয়া দিতে আদশে করেন। ইহাতে কর্ডোভাবাসীদের অন্তরে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।[৩০] স্পেনে পরিত্যক্ত স্ত্রী পুত্রদের সহিত পুনর্মিলন ও প্রত্যাবর্তনে তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া পড়ে।" আবু হাফস নিম্নবর্ণিত বাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করেন, "কেন তোমরা দুঃখ (আপশোস) করিতেছ? আমি তোমাদিগকে এমন দেশে আনিয়াছি যেখানে দুধ ও মধুর প্রাচুর্য রহিয়াছে। ইহাই তোমাদের প্রকৃত দেশ, এখানে তোমরা শান্তিতে বসবাস কর এবং জন্মভূমির মায়া ভুলিয়া যাও। এখানেই তোমরা পূর্বাপেক্ষা মনোহারিণী ও অপরূপ সুন্দরী নারী লাভ করিবে এবং তাহারা তোমাদিগকে ইপ্সিত আনন্দ দান করিবে।"[৩১] মুসলিম ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ইহা সমর্থিত নহে।

ক্রীটে উপনিবেশ স্থাপন ঃ আবু হাফস লাদা (সৌদা[৩২]) উপসাগরের নিকটবর্তী নিম্নভূমিতে বুক সমান উঁচু প্রাচীর ও পরিখাতে পরিবেষ্টিত এলাকায় প্রথম শিবির স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে সেখান হইতে চারাক্স অন্তরীপের নিকটবর্তী উচ্চভূমিতে স্থানান্তর করেন। পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত এই শিবির কালক্রমে উন্নত হইয়া আলখন্দক শহরে পরিণত হয়।[৩৩] আধুনিক চান্দাক্স অথবা চান্দীয়া শব্দ সমগ্র দ্বীপের জন্য ব্যবহৃত হইয়া

www.pathagar.com

থাকে। গৃহযুদ্ধ অবসানের পর ৮২৪ খ্রীঃ দ্বিতীয় মাইকেল ক্রীটের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কিন্তু এজিয়ান সাগরে তাহার অধিকার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কর্ডোভা হইতে আগমনকারী অথবা স্পেন ও আফ্রিকার জলদস্যুদের (লুইসের) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তিনি ব্যর্থ হন। কর্ডোভাবাসীদিগকে ক্রীট হইতে বিতাড়নের জন্য দুইটি অভিযান পরিচালিত হয়।[৩৪] প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করিয়া কর্ডোভাবাসীরা এই অভিযান প্রতিহত করে। দ্বিতীয় অভিযানে অংশ গ্রহণকারী প্রতি সৈনিককে চল্লিশ স্বর্ণমুদ্রা দিতে হয়।[৩৫] একটি দুর্গের অধিকারী আবু হাফস অতি সহজে একের পর এক দুর্গ অধিকার করিয়া নেন। মূল দ্বীপবাসীদের হস্তে শেষ পর্যন্ত একটি দ্বীপও অবশিষ্ট থাকে না। ভ্যাসিলিভের মতে, "আলখন্দক শহর প্রতিষ্ঠার পর বিশটি নতুন শহর মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং ইহার অধিবাসীগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। তাহার মতে খ্রীস্টানদের হস্তে একটি মাত্র শহর অবশিষ্ট থাকে।[৩৬] তিনি তাহার ক্ষমতাকে ক্রমে ক্রমে এমন ভাবে সুসংহত করেন যে, তাহার বংশধরগণ প্রায় একশত পঁয়ত্রিশ বৎসর এই দ্বীপ শাসন করেন।"[৩৭]

আবু হাফস দেশের উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। সুশাসনের উদ্দেশ্যে তিনি দ্বীপটিকে চল্লিশটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন।[৩৮] ক্রীট অতিদ্রুত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধশালী হইয়া ওঠে। স্পেন, মিশর ও সিরিয়ার মুসলমানদিগকে ক্রীট দ্বীপে আগমনের আহবান জানান হয়। কালক্রমে ইহা মুসলমানদের শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়।

ক্রীটের প্রাকৃতিক সম্পদ ও উর্বর ভূমির আকর্ষণ মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।[৩৯] ক্রীটবাসী চাষ আবাদ করিত, মেষপাল চড়াইত ও অন্যান্য পশু পালন করিত। ক্রীট দ্বীপের অধিবাসীদের প্রধান পেশা ছিল গৃহপালিত পশু লালন পালন করা। এই দ্বীপসমূহের কোন একটির অধিবাসীকে আরব লেখকগণ[৪০] পশুপালক (আস হাবুল বকর) হিসাবে বর্ণনা করায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪১] ক্রীটবাসী দুধ ও মধু প্রচুর[৪২] পরিমাণে উৎপাদন করিত। তাহারা পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহ ও উপকূলীয় শহরের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিত।[৪৩] ক্রীটের অধিবাসীগণ প্রতিবেশীদের তুলনায় নৌশক্তিতে শক্তিশালী হইবার দরুন এইসব দেশের ব্যবসায়ী ও নাবিকগণকে বিনা শুল্কে এজিয়ান সমুদ্রে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা ও জাহাজ চলাচলের অনুমতি দিত না।

ক্রীটবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ অথবা আবু হাফস ও তাহার বংশধরদের শাসন ও প্রশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এমন কি আবু হাফস উমর আল বাল্লুতি[৪৪] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের শাসকদের একটি পূর্ণ তালিকাও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

www.pathagar.com

ক্রীটে মুসলিম নৌঘাটি ঃ মধ্য যুগে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে সিরিয়া, আফ্রিকা ও ক্রীটে মুসলমানদের প্রধান তিনটি নৌঘাটি বিদ্যমান ছিল। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ক্রীটের নৌঘাটি। নবম ও দশম শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরের নৌবাহিনীর ইতিহাসে ক্রীটদের প্রাধান্য বিস্তারের পশ্চাতে আবু হাফস ও তাহার বংশধরদের অবদান অনস্বীকার্য। ক্রীট নবম শতাব্দীর সিকি অংশ হইতে পরবর্তী একশত পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব ভূমধ্যসাগরের সামুদ্রিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।[৪৫] ক্রীট দ্বীপ অধিকারের পর আবু হাফস নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের ভৎর্সনাকে উপেক্ষা করিয়া তিনি চল্লিশটি জাহাজ যোগে প্রতিবেশী দ্বীপসমূহে অভিযান পরিচালনা করেন।[৪৬] মারিয়ানো বলেন, "ক্রীটীয় মুসলমানগণ উপকূলে ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে একের পর এক অভিযান পরিচালনা করিয়া বন্দী আটক ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের সাহায্যে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়।[৪৭] উপর্যুপরি অভিযানে এজিয়ান দ্বীপসমূহ লোকহীন জনপদে পরিণত হয়। প্রচুর সংখ্যক দ্বীপবাসী বন্দী হয় ও অবশিষ্টরা পলায়ন করে। থিসসালোনিকার থিওডোরাও তাঁহার স্বামীর সহিত দেশত্যাগ করেন এবং দ্বীপপুঞ্জে ইসামাইলীদের (ফাতেমী) হস্তগত হয় ও দশম শতাব্দী পর্যন্ত বিরাণ জনপদ হিসাবে থাকে। অনুরূপ ভাবে আরচিপেলের ন্যায় বহু দ্বীপ আফ্রিকান ও ক্রীটদের অভিযানের ভয়ে লোকহীন জনপদে পরিণত হয়। বাইজান্টীয় সম্রাজ্যে ক্রীটবাসীদের একাধিক আক্রমণে বাইজান্টীয় সম্রাটের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি হয়।[৪৮] তিনি কোন কোন সময় সফলতার সহিত প্রতিআক্রমণ পরিচালনা করেন। ৮২৯ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে থাসোসের অদূরে ক্রীটের নৌবহর কর্তৃক আক্রমণে বাইজান্টীয় নৌবহর সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হয়।[৪৯] পরবর্তীকালে বাইজান্টীয় সম্রাট দ্বিতীয় মাইকেল এশিয়া মাইনরের উপকূলে ক্রীটবাসীদের বিরুদ্ধে সত্তরটি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করিয়া বহু আরবকে বন্দী করেন।[৫০] কিন্তু ৮৪৩ খ্রীঃ মার্চ মাসের বাইজান্টীয় অভিযানে দামিয়েত্তা (দিমিয়াত) লুণ্ঠনের সময় ২৩৮ হিঃ /৮৫৩ খ্রীঃ বাইজান্টীয়গণ জাহাজের যন্ত্রপাতির গুদাম জ্বালাইয়া দেয়।[৫১] ৮৬২ খ্রীঃ ক্রীটবাসীরা মিটেলেন্সের দ্বীপ আক্রমণ করিয়া আথোসের সন্ন্যাসীর মঠ (আশ্রয়) ধ্বংস করে এবং ৮৬৬ খ্রীঃ নিওনের ক্ষুদ্র দ্বীপের ক্ষতি সাধন করে। বাইজান্টীয় সম্রাট তৃতীয় মাইকেল ক্রীট অধিকারের উদ্দেশ্যে একাধিক অভিযান পরিচালনা করিয়া ব্যর্থ হন।[৫২] পরবর্তীকালে বাইজান্টীয় সম্রাট ষষ্ঠ লিও এবং সপ্তম কনস্টান্টাইন দশম শতাব্দীতে ক্রীটের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া ব্যর্থ হন। ৯৪৯ খ্রীঃ সপ্তম কনস্টান্টাইনের রাজত্বকালে বাইজান্টীয়দের জোরপূর্বক ক্রীটে অবতরণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। উভয় শাসকই অভিযানসমূহ পরিচালনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কোন কোন সময় একটি অভিযান পরিচালনায় ১,৪০,০০০ পাউন্ড ব্যয় হয়।[৫৩] খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে ক্রীটবাসীগণ গ্রীসের উপকূল দখল করিয়া এথেন্সে বসতি স্থাপন করেন।[৫৪]

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে এখান হইতে একটি কূফী শীলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ক্রীটের জাহাজ শুধু বাইজান্টীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং গ্রীক উপকূলেই অভিযান পরিচালনা করে নাই, উপরন্তু ৮৪১ খ্রীস্টাব্দে এশীয় উপকূলেরও ধ্বংস সাধন করে এবং ৮৬২ খ্রীস্টাব্দে এশিয়া মাইনরের উপকূলেও লুণ্ঠন চালায়। বিশটি গুমারী, সাতটি মালবাহী জাহাজ ও কতিপয় সাটুরা[৫৫] সমন্বয়ে গঠিত ক্রীট নৌবহর এশিয়া মাইনর হইতে নগদ টাকা, বন্দী ব্যক্তি ও প্রচুর লুণ্ঠিত মাল বহন করে।[৫৬]

স্পেনের সহিত বাইজান্টীয়দের সম্পর্ক ঃ বাইজান্টীয় সম্রাটদের পূর্বসীমান্তে আব্বাসী আক্রমণ এবং উপকূল দ্বীপসমূহে ক্রীটবাসীদের নিয়মিত অভিযানে অতিষ্ঠ হইয়া বাইজান্টীয় সম্রাট আন্দালুসিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ৮৪০খ্রীঃ বাইজান্টীয় সম্রাট থিওফিলাস তাহার সহিত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানাইয়া কর্ডোভার তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজপ্রাসাদে আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ জনৈক গ্রীককে প্রেরণ করেন। একই সময়ে তিনি তাহার পূর্ব পুরুষের রাজ্যকে পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এবং আব্বাসী ও তাহাদের অনুগত আগলাবিদদের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। কর্ডোভার নেতা আবু হাফস আল বাল্লুতী কর্তৃক অধিকৃত ক্রীট পুনরুদ্ধার ও সেখানে তাহার অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

আমীরের সহিত যোগাযোগে বিশেষ কোন ফায়দা হয়না এবং তাহার পূর্ব পুরুষের রাজত্ব সম্পর্কিত আবেদন আমীরের সহানুভূতি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের আবেদনে আমীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ও উপহার উপঢৌকনসহ দুইজন সভাসদকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন।[৫৭] থিওফিলাসের উত্তরাধিকারীগণও ক্রিটের বিরুদ্ধে কর্ডোভার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হন। বাইজান্টীয় সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তৃতীয় আবদুর রহমান গ্রীক সম্রাটের সহিত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন যদিও এই চুক্তি দ্বারা রাজনৈতিক কোন উপকার সধিত হয় নাই।

স্পেনের সহিত ক্রীটের সম্পর্ক ঃ বাইজান্টীয় পদক্ষেপকে মোকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে ক্রীট প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলির সহিত মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করে। তাহারা সিরিয়া, উত্তর-আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদিগকে ক্রীটে বসতি স্থাপন এবং আগলাবিদ শাসকদের সাহায্য করিতে আহ্বান জানান, সাহারা, সিসিলি বিজয়ের সময় বাইজান্টানীয়দের শত্রু ছিল।[৫৮] আরব পর্যটক, বিদ্বান ও রাজনীতিবিদদের বিভিন্ন জীবন চরিত হইতে প্রতীয়মান হয় যে ক্রীটে বসতি স্থাপনের পর সেখানকার কর্ডোভাবাসী ও স্পেনের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। ইবনুল ফারাজী বলেন যে,

www.pathagar.com

"কর্ডোভার মারওয়ান বিন আবদুল মালিক বিন আল-ফাখখার (কাজি বাকী বিন মাখলাদের প্রবীণ শিষ্য) প্রাচ্যের বহুদেশ ভ্রমণ করেন এবং খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে আমীর শোয়াব বিন আবু হাফসের রাজত্ব কালে তাহাকে সাদর আমন্ত্রণ জানান হলে তিনি ক্রীটে স্থায়ী বসতিস্থাপন করেন এবং দ্বীপের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। সেখানে তাহার দেশের বহু লোকের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। জীবন চরিতের লেখক আরও বলেন যে, তাহার স্বদেশবাসী স্পেনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহারা ক্রীটে ঘটনার সাথে সম্পর্কিত আল-ফাখখারের কঠিন জীবন সম্পর্কে বর্ণনা দেন। যদিও তিনি যেখানে বিশজন মূল্যবান ক্রীতদাসী, বহু তলা বিশিষ্ট অট্টালিকা এবং ইতিহাস সম্বন্ধে ঐতিহ্যপূর্ণ লাইব্রেরির অধিকারী ছিলেন।[৫৯]

বাইজান্টীয় কর্তৃক ক্রীট পুনর্বিজয় ঃ বাইজান্টীয়দের দ্বারা ক্রীট পুনর্বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে নুয়ারী বলেন, বাইজান্টীয় সম্রাট দ্বিতীয় রোমান নিয়মিত যুদ্ধে ক্রীট দখলে ব্যর্থ হইয়া কূটকৌশল অবলম্বনের চিন্তা করেন এবং ক্রীটের শাসক হাবিরের পুত্র আবদুল আজিজ বিন উমরের নিকট মূল্যবান পোশাক প্রেরণ করেন। কালক্রমে তাহাদের মধ্যে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হয়। পরবর্তীকালে বাইজান্টীয় সম্রাট জনৈক ক্রীটবাসী মুসলিমকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে আবদুল আজিজের দরবারে প্রেরণ করেন। তিনি পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহের পক্ষ হইতে বলেন যে, তাহারা আপনার প্রতিবেশী ও বন্ধু। তিনি আরও বলেন যে, এই সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীগণ খুবই দরিদ্র এবং তাহারা ক্রীটের পুনঃপুনঃ আক্রমণের ফলে স্থায়ীভাবে শান্তিতে বসবাস করিতে পারে নাই।

যে সমস্ত দ্বীপবাসী ক্রীটের আক্রমণের ভয়ে দ্বীপ ত্যাগ করিয়াছিল তাহাদিগকে জানমালের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসনের কার্যে বৈষয়িক সাহায্য প্রদান করিলে তাহারা পুনরায় দ্বীপে ফিরিয়া আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে।[৬০] ক্রীটের রাজা সারা বৎসর অভিযান পরিচালনা করিয়া যে পরিমাণ ধন সম্পদ উপার্জন করিত বাইজেন্টীয় সম্রাট এই শর্তে উহার দ্বিগুণ অর্থ দিতে রাজী হয় যে তাহাদিগকে দ্বীপে পুনর্বাসনের অনুমতি দিতে হইবে এবং দ্বীপসমূহও ক্রীটদের মধ্যে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ দিতে হইবে। ক্রীটরাজ সরল বিশ্বাসে বাইজান্টীয় সম্রাটের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সেইভাবে সম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে বাইজান্টীয় সম্রাট বাৎসরিক প্রচুর কর দিতে রাজি হয়।[৬১]

দ্বিতীয় রোমান নিয়মিত কর প্রদান করেন। গ্রীক ব্যবসায়ীগণ ক্রীটে, পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে ও কনস্টান্টিনোপলের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ হইবার ফলে ক্রীটের ঐশ্বর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং সামরিক ব্যয় হ্রাস পায়। পরবর্তী কালে কনস্টান্টিনোপল দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। গ্রীক সম্রাট দূত প্রেরণ করিয়া আবদুল আজিজকে প্রস্তাব দেন যে, তাহার কিছু আরব অশ্ব আছে, দেশে অনাবৃষ্টি দেখা

দেওয়াতে তিনি ইহা প্রতিপালন করিতে অক্ষম। তিনি মুসলিম রাজার নিকট অশ্ব পালনের চারণভূমির অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে, এই অশ্ব হইতে সৃষ্ট সমস্ত পুরুষ অশ্ব রাজাকে দিবেন। কূটকৌশল অনুধাবন করতে ব্যর্থ হইয়া আবদুল আজিজ এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। ৫০০ অশ্বের চারণভূমি লাভ করিবার পর বাইজান্টীয় সম্রাট দ্বীপ দখলের দুরভিসন্ধি করেন। মহরম ৩৫০ হিঃ/ফেব্রুয়ারী ৯৬১ খ্রীঃ তিনি নিসেফর ফোকাসের[৬২] সেনাপতিত্বে এক সুদক্ষ সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। গ্রীক অশ্বগুলিকে যে দ্বীপে সৈনিকদের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল, যুদ্ধ জাহাজ সেখানে উপস্থিত হয়। মুসলিম রাজা ও প্রজা হতবাক হইয়া যায়। আবদুল আজিজ নিজকে এবং দেশকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু ইহাতে বিফল হন। প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া তাহারা মুসলিম রাজধানী অধিকার করে। রাজাসহ বহু অভিজাত ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ লোককে হত্যা করা হয়। মুসলিম অভিজাত ও সৈনিকদের পরিবার পরিজনকে বন্দী করা হয়। সাধারণ জনগণের উপর কোনরূপ অত্যাচার করা হয় না। অতঃপর দ্বীপটি বাইজান্টীয়দের দ্বারা সুরক্ষিত হয়। ক্রীটবাসীগণ বুঝিতে পারেন যে, বাইজান্টীয়রা আবদুল আজিজকে দ্বিগুণ কর প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া কূটকৌশল ও চাতুরীর মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত দ্বীপ দখল করিতে সক্ষম হইয়াছে।[৬৩]

বাইজান্টীয়দের দ্বারা ক্রীট পুনর্দখলের নুয়ায়রীর বর্ণনা সম্পর্কে মারিয়ানো গাসপার সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইয়াকুত ও ইবনে খালদুনের ন্যায় আরব ঐতিহাসিকগণ সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ৭২০০০ পদাতিক ও ৫০০০ অশ্বারোহী লইয়া নিসেফর ফোকাস জামাদিউল আওয়ালের শেষে ৩৪৯ হিঃ/ জুন ৯৬০ খ্রীঃ ক্রীট দ্বীপ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ক্লান্ত মুসলমানগণ সাত মাসের বিরামহীন অবরোধে খাদ্যের অভাবের দরুন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।[৬৪] ফেব্রুয়ারি মাসে ৯৬১ খ্রীঃ/১৫০ হিঃ মহররম মাসের মাঝামাঝি সময়ে নিসেফোরাস দাঙ্গাহাঙ্গামা ও আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে দ্বীপে অনুপ্রবেশ করিয়া আবদুল আজিজসহ তাহার বহু সৈনিক ও পরিষদবর্গকে বন্দী করেন। প্রচুর লুটের মাল খ্রীস্টানদের হস্তগত হয়। কনস্টান্টিনোপলে যুদ্ধ বন্দীদের আনয়নের জন্য তিনটি জাহাজ ব্যবহৃত হয়।[৬৫] বাইজান্টীয়গণ প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযান অথবা কূটকৌশলের দ্বারা ক্রীট দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল তাহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে অবস্থিত যে দ্বীপ ছিল মুসলিম নৌবাহিনীর শক্তিশালী ঘাটি এবং যাহা সপ্তম কনস্টান্টাইনের ন্যায় বাইজান্টীয় সাম্রাজ্যের অন্তরে ত্রাসের সৃষ্টি করিত সেই দ্বীপ দ্বিতীয় রোমানের স্বল্পকালীন শাসন আমলে কি করিয়া বাইজেন্টীয়দের সহজ শিকারে পরিণত হইল! খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে পরিচালিত বাইজান্টীয় বহু অভিযান সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে এবং এ সম্পর্কে সতর্কতার সহিত গবেষণার প্রয়োজন। ক্রীট পতনের পূর্বে দ্বীপের অভ্যন্তরীণ ও

www.pathagar.com

বাহ্যিক সমস্যাসমূহ আলোচনা করা দরকার। আমরা বাইজান্টীয়দের ক্রীট দখল সম্পর্কে নুয়ায়রীর মতামতকে বাতিল করিলেও আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, বাইজান্টীয় সম্রাট ও ক্রীটের রাজার মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। পুনর্দখল সম্পর্কিত অন্যান্য সূত্র হইতে ইহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় যে, মৈত্রীচুক্তি ক্রীটবাসীদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তিকে সংযত করে এবং তাহাদিগকে সামরিক সংগঠন ও সতর্কতা অবলম্বন করা হইতে বিরত রাখে। অপরদিকে বাইজান্টীয় সম্রাট তাহার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সময় ও সুযোগকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহার করেন। তিনি স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমানের সহিত সুসম্পর্ক গড়িয়া তোলেন। আবদুর রহমান আর কিছু না হইলেও বাইজান্টীয় আক্রমণের মুখে আবদুল আজিজের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাইতে পারিতেন। উপরন্তু তৃতীয় আবদুর রহমান ও মিশরের ফাতেমী খলিফা মুইজের প্রতিদ্বন্দ্বীতাও বাইজান্টীয়দের ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার এবং শেষ পর্যন্ত ক্রীটদ্বীপ বিজয়ের সুযোগ করিয়া দেয়।

ক্রীটবাসী মুসলমানদের খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ ঃ বাইজান্টীয় লেখকের মতে, ক্রীটের শেষ মুসলিম আমীর বন্দী হিসাবে কনস্টান্টিনোপলে আনীত হন এবং সেখানে তিনি প্রাসাদবৃত্তি ভোগ করিতেন ও তাহার পুত্র আনেমাস[৬৬] সাম্রাজের নিজস্ব কর্মচারী হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। মুসলমানদিগকে দ্বীপে বসবাস করিবার অথবা যে কোন দেশে যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। বিখ্যাত ভূগোলবিদ ইসতাখরি যিনি দীর্ঘদিন জ্ঞান অর্জনে নিজেকে ভ্রমণে ব্যাপৃত রাখেন। তিনি খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন এবং ইতিহাস রচনা করেন। তাহার লেখা হইতে জানা যায় যে, ক্রীটের অধিকাংশ অধিবাসী ছিলেন মুসলমান[৬৭] কিন্তু ক্রীট বাইজান্টীয়দের হস্তগত হইবার পর জোরপূর্বক ধর্মান্তর করা শুরু হয়। বাইজান্টীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অতি উৎসাহী পাদ্রিগণ মুসলমাদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করে।[৬৮]

নুয়ায়রী ক্রীট পুনর্দখল সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তিনি মুসলমানদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা সম্পর্কেও একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন। অন্যান্য লেখকদের সমর্থনে তিনি বলেন যে, বাইজান্টীয়দের ক্রীট পুনর্দখলের অব্যবহিত পরেই দ্বীপের মুসলমান নেতাগণকে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইবার আহ্বান জানান হয়। এই সময় একশত মধ্যবিত্ত ক্রীটবাসী কনস্টান্টিনোপলে পৌঁছিবার পর সম্রাট তাহাদিগকে অতি সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে দশ কাপ স্বর্ণ উপহার দেন। তাহারা সুখী ও সন্তুষ্টচিত্তে ক্রীটে প্রত্যাবর্তন করে। পাসকুয়া দে পেন্টিকোস্টেস উৎসবে একই ব্যক্তিবর্গ পুনরায় কনস্টান্টিনোপলে প্রেরিত হয়। এইবার তাহারা সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্রাট তাহাদিগকে পানি ও খাবার ব্যতীত কারাগারে পাঠাইতে আদেশ করেন। পরে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ নতুবা পানি ও খাবার অভাবে মৃত্যুবরণ, ইহার

www.pathagar.com

যে কোন একটা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহার পরে তাহারা সম্রাটের সহৃদয় ব্যবহার লাভ করে। পরিবার পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকে পরিবার পরিজনের সহিত মেলামেশা করিতে নিষেধ করা হয়, কেননা তাহারা তখনও পর্যন্ত মুসলমান ছিল। এখন তাহাদিগকে যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলা হয়। হয় তাহাদের পরিবার-পরিজনকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা তাহাদিগকে কারাগারে পাঠানো হইবে। এইরূপে একদিনের মধ্যে ক্রীটের অবশিষ্ট মুসলমানগণ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে।[৬৯] এখানে পুনরায় নুয়ায়রী যেভাবে মুসলমানদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হয়তো বুদ্ধিগ্রাহ্য নাও হইতে পারে। কিন্তু ইহার পরবর্তী ঘটনা হইতে অনুধাবন করা যায় যে, ক্রীট পুনর্দখলের অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানদিগকে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়।[৭০]

তথ্য নির্দেশ

১। ইবনুল খাতিব, *দ্যা খেলাফত-ই মুয়াহিদীন,* পৃঃ ১৬।

২। বর্তমান ক্যাম্পু ডি ক্যালাটারাভা।

৩। ইবন আল-কুতিয়া (জে রিবেরা) *হিস্ট্রোরিয়া,* মাদ্রিদ ১৯২৬, পৃঃ ৫৫-৫৭; অনুবাদ ৪৪-৪৬।

৪। ইবনে আব্বার, *হুল্লাহ,* পৃঃ ৩৮; ইবন আল-কুতিয়া, *ইফতিতাহ আল-আন্দালুস,* পৃঃ ৫০-৫১: *মাজমুয়া আখবার আল-আন্দালুস,* পৃঃ ১৩০, ১৩২, ১৫৯।

৫। *হিস্ট্রি অব দ্যা মুরিশ ইম্পায়ার ইন ইউরোপ,* ১ম খণ্ড ফিলাডেলফিয়া, ১৯০৪, পৃঃ ৪৬৭-৬৮।

৬। গমেজ. ই. গার্সিয়া, *হিস্ট্রোরিয়া ডি ইস্পানা,* ৪র্থ খণ্ড, মাদ্রিদ ১৯৫০, পৃঃ ১১১।

৭। পি. কে. হিট্টি, *হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস,* পৃঃ ৫১২, টীকা-২।

৮। ক্রেমার. *ডিসক্রিপশান ডি এল আফ্রিকো,* পৃঃ ৬৯।

৯। লেভি প্রভেন্সাল, *লা ফনডেশন,* ১৯৩৮, পৃঃ ২৩-৫৩।

১০। ডজি, *হিস্ট্রোয়ার,* ২য় খণ্ড.পৃঃ ৩৫৫; আলবোরনোজ, *লা ইস্পানা মুসলমানা,* আর্জেন্টিনা. পৃঃ ১৩৬-৭।

১১। স্টোরিয়া ডেল, *মুসলমানি ডি সিসিলিয়া,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০; জি. উইট. এল *ইজিপ্ট-ডি লা কনকুইটি আরব এ লা কনকুইটি অটোম্যান ইন দ্যা হিস্ট্রোয়ার ডেল নেশন ইজিপ্টাইন,* জি. হাউটিয়াক্স, ৪র্থ খণ্ড, প্যারিস, ১৯৩৭, পৃঃ ৬৮-৬৯, ৭১-৭২।

১২। গাসপার ওয়াই রামীর, *নাচিয়াত আল-আরব (ফ্রেঞ্চ অনুবাদ)* ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৪; মাক্কারী, *নাফলুল তিব,* পৃঃ ২১৯; ইবনে আছির, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-৮১।

১৩। রিয়াসত আলী, *দ্যা তারিখ-ই-আন্দালুস,* ১ম খণ্ড, আজমগড়, ১৯৫০, পৃঃ ৩৮৫।

১৪। ই. গার্সিয়া গমেজ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১১।

১৫। ঐ, পৃঃ ১১১; ইবনে খালদুন (ইবার ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১১) আল-জাব্বি, *বাগেয়াত আল-মুলতামিস,* মাদ্রিদ. ১৮৮৫. পৃঃ ৩৯৪।

www.pathagar.com

১৬। কন্দে, *হিস্টোরিয়া*, ১ম খণ্ড, বার্সিলোনা, ১৮৪৪, পৃঃ ২৪৮-৫২ (যদিও ভিন্নতর ঘটনা জানানো হয়েছে)।
১৭। ইবন আল খাতিব, *দ্যা খেলাফত-ই মুয়াহিদ্দীন*, পাণ্ডুলিপি নং ৩৭ (রয়্যাল একাডেমী অব হিস্ট্রি) মাদ্রিদ, পৃঃ ১৪৮। মারিয়ান, পৃঃ ২২৩।
১৮। গমেজ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১১, ১০ বছর; স্কট, ১ম খণ্ড, ৪৬৭-বিশ বৎসরের অধিককাল।
১৯। মারিয়ান, হোমনেজ, পৃঃ ২২৩।
২০। আবদ-আল্লাহ আল-হুমাইদির হইতে কন্দে কর্তৃক উদ্ধৃত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৬।
২১। বাইজেন্স, *ইট লাস আরবস*, ১ম খণ্ড, ব্রুক্সেলেস, ১৯৩৫, পৃঃ ৫৪ টীকা-২।
২২। ইবনে খাল্লিকান, *বায়োগ্রাফিক্যাল ডিকস্‌নারী* (দে স্লান কর্তৃক ফ্রেন্স অনুবাদ) ২য় খণ্ড, প্যারিস ১৮৪৩, পৃঃ ৪৮-৫৩।
২৩। রিয়াসত আলী, *তারিখ-ই-আন্দালুস*, ১৯৫০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬।
২৪। কিন্দি, *কিতাব আল-ওমর*, এইস গেস্ট কর্তৃক সম্পাদিত, লেডেন, ১৯১২, পৃঃ ১৫৮, ১৬১; রিয়াসত আলী, *তারিখ-ই আন্দালুস*, ১ম খণ্ড, *পৃঃ ৩৮৬।*
২৫। *ভ্যাসিলেভ*, পৃঃ ৫৫।
২৬। ইবনে আছির, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৯, ২৮১; আল-মাক্কারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৯; ইবনে খালদুন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭, ১২৭, ২১১; ভ্যাসিলেভ, পৃঃ ৫২, ৫৫।
২৭। মারিয়ান, *হোমনেজ*, পৃঃ ২৪৪; আমীর আলী, *স্যারাসিনস্‌* পৃঃ ২৬৯-৭০।
২৮। ইহা সম্ভাব্য তারিখ, ঐতিহাসিক ভিন্ন তারিখের উল্লেখ করেছেন ২১১-১২ হিঃ/জুন ৮২৬-৮২৭; *ইংলিশ হিস্ট্রোরিক্যাল রিভিউ*, ২৮তম খণ্ড, ১৯১৩, ৪৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ই. ডব্লিউ রুকস কর্তৃক লিখিত *দ্যা আরব অকোপেশন অব দ্যা ক্রীট*, প্রবন্ধ দেখুন।
২৯। *স্টোরিয়া ভেল মুসলমান ডি সিসিলিয়া*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬০, *ভ্যাসিলেভ*, পৃঃ ৫৫।
৩০। মারিয়ান, *হোমনেজ*, পৃঃ ২২৫।
৩১। থিওফোমস্‌ কন্টিনিউয়েটুস, পৃঃ ৭৩-৭৭, ৭৯-৮১; সায়মিয়ন ম্যাজিস্টার, পৃঃ ৬২১-২৪; গিবন (স্পেনিশ অনুবাদ) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪০৬; *হোমনেজ*, পৃঃ ২২৪; ভ্যাসিলেভ, পৃঃ ৫৬, টীকা-৩।
৩২। *হোমনেজ*, পৃঃ ২২৪; *ভ্যাসিলেভ*, পৃঃ ৩৫।
৩৩। *ভ্যাসিলেভ*, পৃঃ ৫৬, টীকা-১; *দ্যা ইংলিশ হিস্ট্রোরিক্যাল রিভিউ*, ২৮তম খণ্ড, ১৯১৩, পৃঃ ৪৩১-৩৪।
৩৪। *ভ্যাসিলেভ*, পৃঃ ৬১।
৩৫। *হোমনেজ*, পৃঃ ২২৫।
৩৬। *বাইজেন্স ইটলাস-আরবস*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬-৫৭।
৩৭। *হোমনেজ*, পৃঃ ২২৫ (ভুলবশতঃ ১৪০ বৎসর গণনা করেছেন)।
৩৮। *ঐ*, পৃঃ ২২৫।
৩৯। *ভ্যাসিলেভ*, পৃঃ ৫৫, টীকা-১।
৪০। *ঐ* পৃঃ ৫৯।
৪১। *ঐ*, পৃঃ ৫৩; *হোমনেজ*, পৃঃ ২২৪, টীকা-৩।
৪২। *হোমনেজ*, পৃঃ ২২৫, রিয়াসত আলী, *দ্যা তারিখ-ই সাকলিয়া*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৮।
৪৩। গার্সিয়া গমেজ, *হিস্ট্রোরিয়া*, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭, টীকা-১৫৫।
৪৪। আলবোরনোজ, *লা ইস্পানা মুসলমানা*, ১ম খণ্ড, আর্জেন্টিনিয়া, ১৯৪৬, পৃঃ ১৩৭।
৪৫। *হোমনেজ*, পৃঃ ২২৫।
৪৬। *ভ্যাসিলেভ*, পৃঃ ৫৭-৮।

www.pathagar.com

৪৭।
ঐ, পৃঃ ৫৮, টীকা-২।
৪৮। *হোমনেজ,* পৃঃ ২২৫।
৪৯। *ভ্যাসিলেভ,* পৃঃ ৬০ টীকা-২।
৫০। আলী-মুহাম্মদ ফাহমী, *মুসলিম সী পাওয়ার ইন দ্যা ইস্টার্ন মেডিটরিয়ান,* লন্ডন, ১৯৫০, পৃঃ ৭২ টীকা-৪, ৫।
৫১। ঐ, পৃঃ ৭৩।
৫২। ঐ, পৃঃ ৩১, টীকা-৪।
৫৩। *ভ্যাসিলেভ,* পৃঃ ২৫৮।
৫৪। ফাহমী, পৃঃ ৯৫ টীকা-৭।
৫৫। হিট্টি, *দ্যা হিস্ট্রি অব দ্যা আরবস,* পৃঃ ৪৫১ টীকা-৪।
৫৬। *এ হিস্ট্রি অব গ্রীস ফরম দ্যা কনকুয়েস্ট বাই দ্যা রোমানস টু দ্যা প্রেজেন্ট টাইম,* অক্সফোর্ড, ১৮৭৭, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯০ টীকা-২; *ভ্যাসিলেভ,* পৃঃ ২৫৮; *এ হিস্ট্রি অব দ্যা ইস্টার্ন রোমান ইম্পায়ার,* লন্ডন, ১৯১২, পৃঃ ২৯৩, টীকা-৫।
৫৭। গার্সিয়া গমেজ, পৃঃ ১৬২, ৩৪৬।
৫৮। ঐ পৃঃ ২২৩।
৫৯। গার্সিয়া গমেজ, পৃঃ ৩৬৭ টীকা-১৫৫।
৬০। *হোমনেজ,* পৃঃ ২৫৫, ২৩২।
৬১। আল বোরনোজ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-৩৮। *হোমনেজ,* পৃঃ ২২৫-২৬, ২৩১-৩২।
৬২। গার্সিয়া গমেজ, পৃঃ ১১৪, *হোমনেজ,* পৃঃ ২২৭।
৬৩। *হোমনেজ,* পৃঃ ২৩১-৩৩; আলবোরনোজ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭-৩৮।
৬৪। সালভাদর ভিলা, *রেনেসাঁস ভেল ইসলাম,* (স্পেঃ অনুবাদ) পৃঃ ১৯।
৬৫। *হোমনেজ,* পৃঃ ২২৭; মাক্কারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৯; কিন্দি, পৃঃ ১৬১-৬৫; মাররাকুশী, পৃঃ ১৩-১৪; ইবনে আব্বার, পৃঃ ৩৯-৪০; ইয়াকুত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭; গমেজ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭ টীকা-১৫৬।
৬৬। *হোমনেজ,* পৃঃ ২২৭; *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম,* ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৭৯।
৬৭। *ভ্যাসিলেভ,* পৃঃ ৫৬-৫৭।
৬৮। *হোমনেজ,* পৃঃ ২২৭।
৬৯। *ঐ,* পৃঃ ২২৭-২৮।
৭০। এস. এম. ইমামউদ্দিন, *জার্নাল অব দ্যা পাকিস্তান হিস্ট্রোরিক্যাল সোসাইটি,* ১৯৬০, পৃঃ ২৯৭-৩১২।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-খ

স্পেনে মুসলিম শাসকদের বংশানুক্রমিক তালিকা

১। কর্ডোভার উমাইয়া আমীরগণ (৭১১—৭৫৬ খ্রীঃ)

	নাম	রাজত্বকাল	প্রাসঙ্গিক তথ্য
১.	তারিক বিন জিয়াদ	(জুলাই ৭১১—মার্চ ৭১২ খ্রীঃ)	স্পেন বিজেতা
২	মুসা বিন নুসায়ের	(মার্চ ৭১২—জানু. ৭১৪ খ্রীঃ)	
৩.	আব্দুল আজিজ বিন মুসা	(৭১৪-৭১৬ খ্রীঃ)	সেভিল রাজধানী ছিল
৪.	আইয়ুব বিন হাবিব আল লাখ্‌মী (মুসার ভাগ্নে)	(৭১৬-খ্রীঃ)	সেনাদের দ্বারা নির্বাচিত
৫.	আল-হুর বিন আবদুর রহমান আল-থাকাফী	(৭১৬-৭১৮ খ্রীঃ)	
৬.	আল-সাম বিন মালিক আল খাওলানী	(৭১৯—৭২১ খ্রীঃ)	সেভিল হইতে কর্ডোভায় সরকারী দপ্তর স্থানান্তর।
৭.	আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-গাফিকী	(৭২১-খ্রীঃ)	সেনাবাহিনী কর্তৃক ৬ মাসের জন্য নির্বাচিত
৮.	আনবাসা বিন সাহিম-আল কালবী	(৭২১—৭২৫ খ্রীঃ)	
৯.	আদরা বিন আবদুল্লাহ	(৭২৫ খ্রীঃ)	সেনাবাহিনী কর্তৃক কয়েক মাসের জন্য নির্বাচিত
১০.	ইয়াহিয়া বিন সালমা আল কালবী	(৭২৫—৭২৬ খ্রীঃ)	
১১.	উসমান বিন আলী উবায়দা	(৭২৬—৭২৭ খ্রীঃ)	সেনাবাহিনী কর্তৃক ৫ মাসের জন্য নির্বাচিত
১২.	উসমান বিন আবী নাস আল-কাছিমী	(৭২৭—৭২৮ খ্রীঃ)	
১৩.	হাদিফাহ্ বিন আল-আহয়াজ আল-কাইসী	(৭২৮—৭২৯ খ্রীঃ)	
১৪.	আল-হাতেম বিন উবায়েদ আল-কালাবী	(৭২৯—৩০ খ্রীঃ)	
১৫.	মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আশজি	(৭৩০ খ্রীঃ)	
১৬.	আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ আল-গাফিকী	(৭৩০—৭৩২ খ্রীঃ)	২য় বার খলিফা কর্তৃক নিয়োগকৃত
১৭.	আব্দুল মালিক বিন আল খাতান আল-ফিহরী	(৭৩২—৭৩৪ খ্রীঃ)	
১৮.	ওকবাহ বিন আল হাজ্জাজ	(৭৩৪—৭৪১ খ্রীঃ)	

www.pathagar.com

	নাম	রাজত্বকাল	প্রাসঙ্গিক তথ্য
১৯.	আব্দুল মালিক বিন আল খাতান আল-ফিহ্‌রী	(৭৪১ খ্রীঃ)	২য় বার সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্বাচিত
২০.	বালজ বিন বাশার আল-কুশায়রী	(৭৪১—৭৪২ খ্রীঃ)	সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্বাচিত
২১.	তালাবা বিন সালামাহ আল-আমিলী	(৭৪২—৭৪৩ খ্রীঃ)	সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্বাচিত
২২.	হাসন বিন দারুর আল-কালবী (আবুল খাত্তার)	(৭৪৩—৭৪৫ খ্রীঃ)	
২৩.	তৈয়ুবা বিন সালামাহ আল-হাদ্দানি	(৭৪৫—৭৪৭ খ্রীঃ)	সেনাবাহিনী কর্তৃক তাহার নির্বাচন দাপ্তরিক ভাবে স্থায়ীকরণ।
২৪.	ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আল-ফিহ্‌রী	(৭৪৭ মে—৭৫৬ খ্রীঃ)	মুজারীদের দ্বারা নির্বাচিত

২। কর্ডোভাতে উমাইয়া শাসকদের বংশলতিকা (৭৫৬-১০৩১ খ্রীঃ/১৩৮-৪২২ হিঃ)

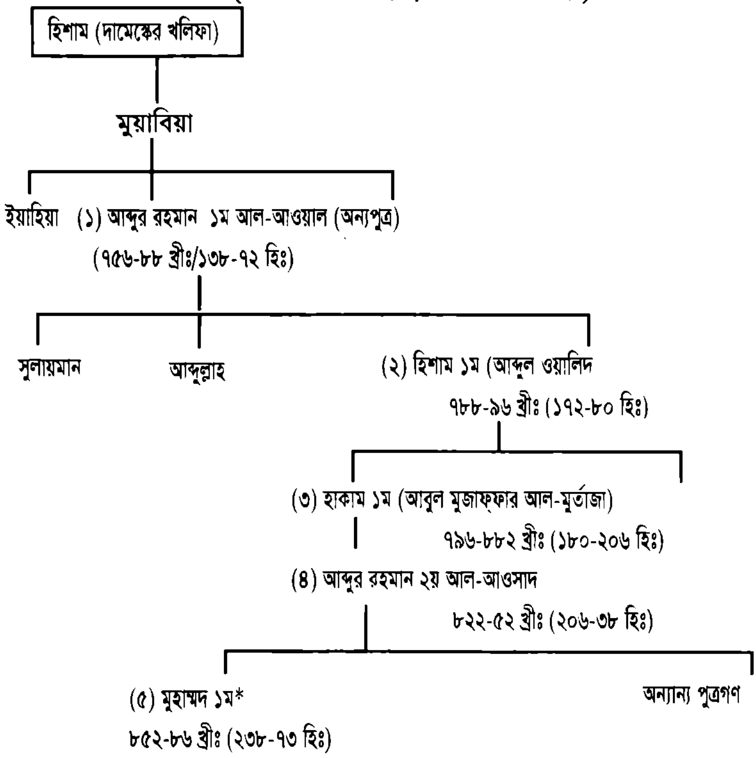

www.pathagar.com

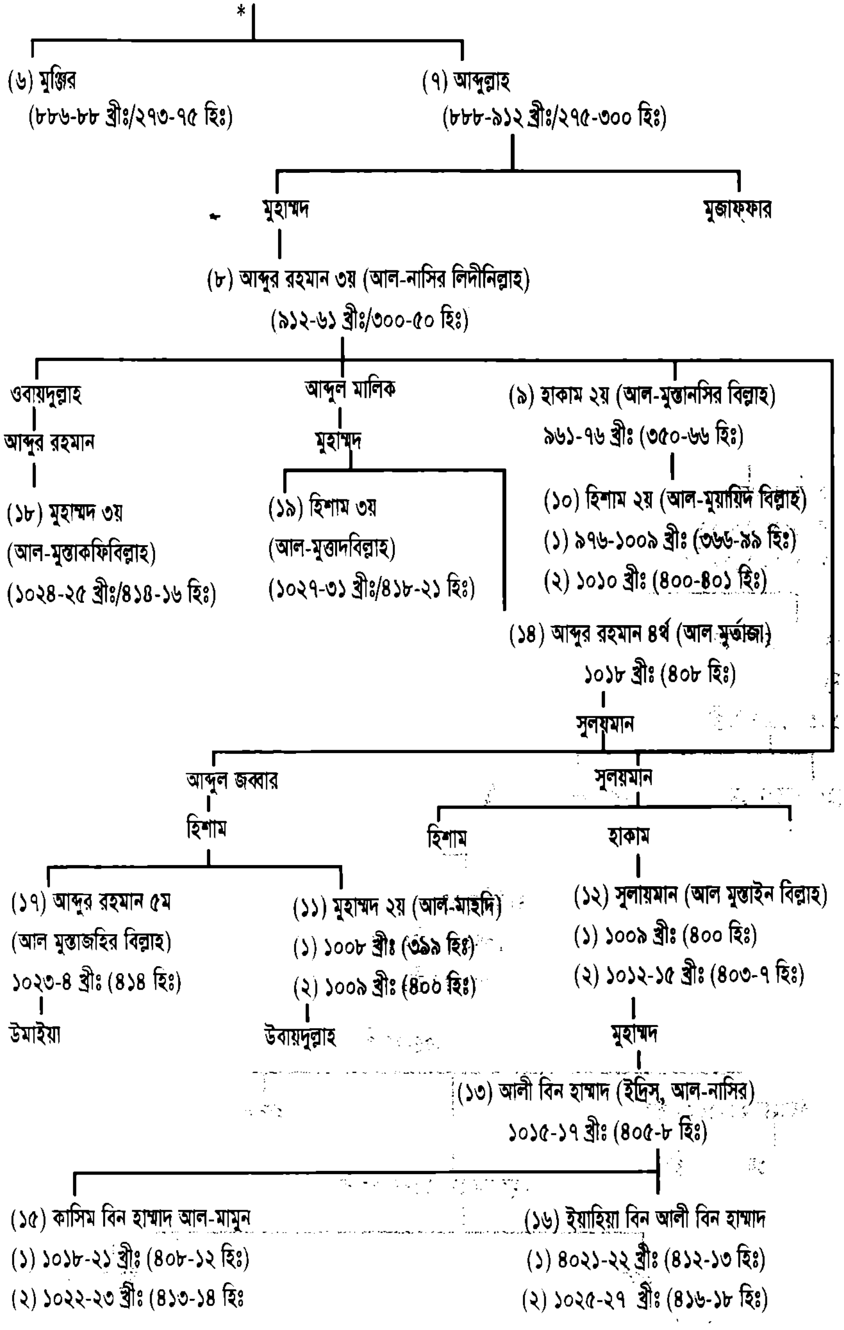
*
(৬) মুন্জির
(৮৮৬-৮৮ খ্রীঃ/২৭৩-৭৫ হিঃ)
(৭) আব্দুল্লাহ
(৮৮৮-৯১২ খ্রীঃ/২৭৫-৩০০ হিঃ)
মুহাম্মদ
মুজাফ্ফার
(৮) আব্দুর রহমান ৩য় (আল-নাসির লিদীনিল্লাহ)
(৯১২-৬১ খ্রীঃ/৩০০-৫০ হিঃ)
ওবায়দুল্লাহ
আব্দুর রহমান
(১৮) মুহাম্মদ ৩য়
(আল-মুস্তাকফিবিল্লাহ)
(১০২৪-২৫ খ্রীঃ/৪১৪-১৬ হিঃ)
আব্দুল মালিক
মুহাম্মদ
(১৯) হিশাম ৩য়
(আল-মুস্তাদবিল্লাহ)
(১০২৭-৩১ খ্রীঃ/৪১৮-২১ হিঃ)
(৯) হাকাম ২য় (আল-মুস্তানসির বিল্লাহ)
৯৬১-৭৬ খ্রীঃ (৩৫০-৬৬ হিঃ)
(১০) হিশাম ২য় (আল-মুয়ায়িদ বিল্লাহ)
(১) ৯৭৬-১০০৯ খ্রীঃ (৩৬৬-৯৯ হিঃ)
(২) ১০১০ খ্রীঃ (৪০০-৪০১ হিঃ)
(১৪) আব্দুর রহমান ৪র্থ (আল মুর্তাজা)
১০১৮ খ্রীঃ (৪০৮ হিঃ)
সুলয়মান
আব্দুল জব্বার
হিশাম
(১৭) আব্দুর রহমান ৫ম
(আল মুস্তাজহির বিল্লাহ)
১০২৩-৪ খ্রীঃ (৪১৪ হিঃ)
উমাইয়া
(১১) মুহাম্মদ ২য় (আল-মাহদি)
(১) ১০০৮ খ্রীঃ (৩৯৯ হিঃ)
(২) ১০০৯ খ্রীঃ (৪০০ হিঃ)
উবায়দুল্লাহ
সুলয়মান
হিশাম
হাকাম
(১২) সুলায়মান (আল মুস্তাইন বিল্লাহ)
(১) ১০০৯ খ্রীঃ (৪০০ হিঃ)
(২) ১০১২-১৫ খ্রীঃ (৪০৩-৭ হিঃ)
মুহাম্মদ
(১৩) আলী বিন হাম্মাদ (ইদ্রিস, আল-নাসির)
১০১৫-১৭ খ্রীঃ (৪০৫-৮ হিঃ)
(১৫) কাসিম বিন হাম্মাদ আল-মামুন
(১) ১০১৮-২১ খ্রীঃ (৪০৮-১২ হিঃ)
(২) ১০২২-২৩ খ্রীঃ (৪১৩-১৪ হিঃ
(১৬) ইয়াহিয়া বিন আলী বিন হাম্মাদ
(১) ৪০২১-২২ খ্রীঃ (৪১২-১৩ হিঃ)
(২) ১০২৫-২৭ খ্রীঃ (৪১৬-১৮ হিঃ)

৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকগণ

১। কর্ডোভার জাওহারিদ বংশ (১০৩১-১০৭০ খ্রীঃ)

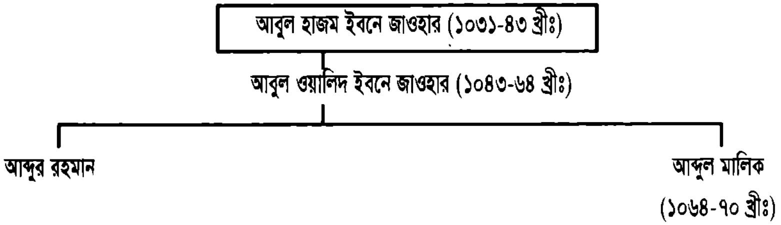

২। আলজেসিরাস ও মালাগার বনু হাম্মাদ বংশ (১০১০-১০৫৭ খ্রীঃ)

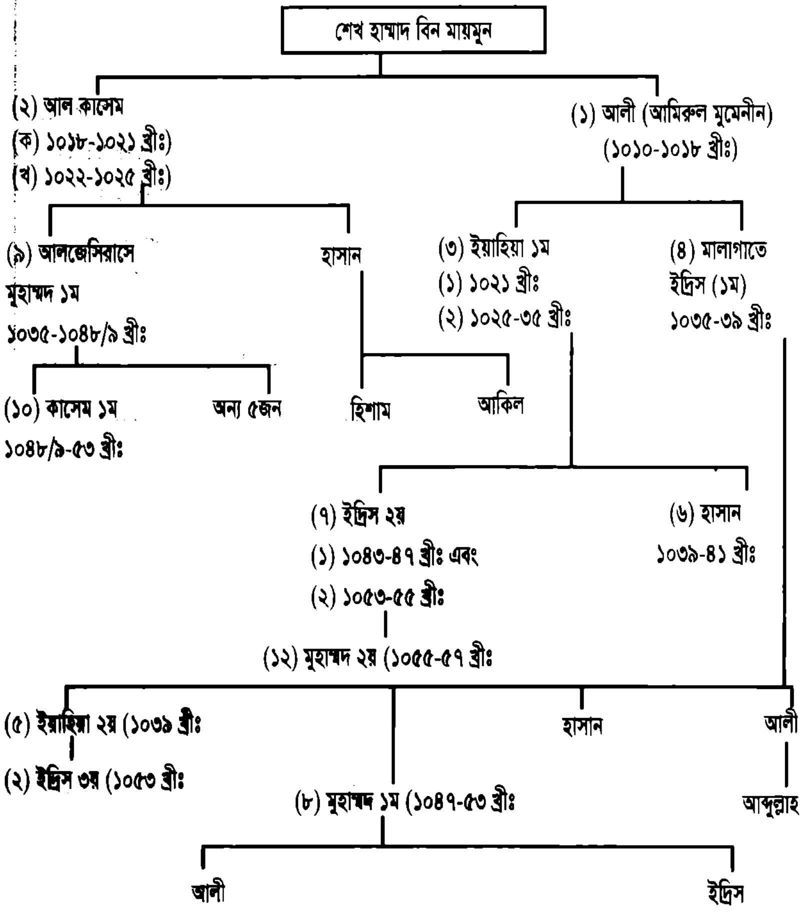

www.pathagar.com

৩। গ্রানাডার বনুজিরি বংশ (১০১২-১০৯০ খ্রীঃ

জিরি

মেকশান

(১) জাওয়ী
(১০১২-১৯ খ্রীঃ

(২) হাব্বুস
১০১৯-৩৮ খ্রীঃ

(৩) বাদিস
১০৩৮-৭৩ খ্রীঃ

৪(ক) গ্রানাডাতে আব্দুল্লাহ
(১০৭৩-৯০ খ্রীঃ)

৪(খ) মালাগাতে তামিম
(১০৭৩-৯০ খ্রীঃ)

৪। আলমেরিয়া, মুরসিয়া, দেনিয়া এবং বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে

শ্লাভ শাসকগণ (সি ১০১৩-১১১৫ খ্রীঃ

(ক) আলমেরিয়াতে খায়রান
(মৃ. ৪১৯/১০২৮)

(খ) মুরসিয়াতে জুহায়ের
(মৃ. ৪২৯/১০৩৮)

(গ) দেনিয়া ও বেলিয়ারিক
দ্বীপপুঞ্জে মুজাহিদ
(মৃ. ৪৩৬/১০৪৫)

(ঘ) এবং
অন্যান্যরা

৫। সারাগোসাতে বনুহুদ বংশ (১০১০-১১১৮ খ্রীঃ)

আলমুঞ্জির (মৃ. ১০২৩ খ্রীঃ)
(৩য় আব্দুর রহমানের সময়ে সারাগোসার তুজবিদ গভর্ণর মুহাম্মদ হাশিমের মহান দৌহিত্র)

ইয়াহিয়া (১০২৩-২৯ খ্রীঃ)

মুঞ্জির ২য় (১০২৯-৩৯ খ্রীঃ লেরিদার গভর্ণর আব্দুল্লা কর্তৃক নিহত)

আবু আইয়ুব সুলায়মান বিন মুহাম্মদ বিন হুদ (মুতাসিম ১ম, ১০৩৯-৪৬ খ্রীঃ)

*

www.pathagar.com

*

আহম্মদ আল-মুকতাদির (১০৪৬-৮১ খ্রীঃ)

ইউসুফ আল-মুতামান (১০৮১-৮৫ খ্রীঃ)

আহম্মদ আল-মুস্তাইন ২য় (১০৮৫-১১১০ খ্রীঃ) আহম্মদ আল-মুক্তাদিরের দৌহিত্র

আব্দুল মালিক ইমাদুদদৌলা (১১১০-১৮ খ্রীঃ)

৬। টলেডোতে বনু দাহুলনান বংশ (১০৩৫-১০৮৫ খ্রীঃ)

আব্দুর রহমান বিন আমীর বিন মুতাররীফ বিন দাহুল নান

ইসমাইল আল-জাফির (১০৩৬-১০৪৩/৪ খ্রীঃ)

আবুল হাসান ইয়াহিয়া আল মামুন (১০৪৩-৭৫ খ্রীঃ)

ইসমাঈল

ইয়াহিয়া আল-কাদির (১০৭৫-৮৫ খ্রীঃ)

৭। সেভিলে বনু আব্বাদ বংশ (১০২৩-১০৯১ খ্রীঃ)

কাজী ইসমাঈল (আব্বাদের মহান দৌহিত্র)

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ১ম (১০২৩-৪২ খ্রীঃ)

ইসমাঈল (১০৩৯ খ্রীঃ নিহত)

আবু আমর আব্বাদ আল-মুত্তাদিদ বিল্লাহ (১০৪২-৬৯ খ্রীঃ)

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ২য় (আল-মুত্তামিদ (১০৬৯-৯১ খ্রীঃ)

www.pathagar.com

৪। উত্তর আফ্রিকার শাসকবৃন্দ ঃ

১। স্পেনে মরক্কোর মুরাবিতুন বংশ (১০৯১-১১৪৭ খ্রীঃ)

(১) আব্দুল্লাহ বিন ইয়াসিন (মৃঃ ২০৫৯ খ্রীঃ, শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ)

(২) আবু বকর বিন উমর (১০৫৯-১০৬১ খ্রীঃ) চাচাকর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ

(৩) ইউসুফ বিন তাশুফিন (১০৬১-১১০৭ খ্রীঃ)

(৪) আলী (১১০৭-৪৩ খ্রীঃ)

(৫) তাশুফিন (১১৪৩-৪৫ খ্রীঃ)

(৬) ইব্রাহিম (১১৪৫ খ্রীঃ)

(৭) ইসহাক (১১৪৬-৪৭ খ্রীঃ)

২। স্পেনে মরক্কোর মুয়াহিদুন বংশ (১১৪৭-১২২৮ খ্রীঃ)

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন তুমার্ত আল-মাহদি
(১১২১/২২-১১২৮ খ্রীঃ, শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ

আব্দুল্লাহ-মুমিন বিন আলী, আমিরুল-মুমেনিন (১১২৮-৬৩ খ্রীঃ)

আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
১১৬৩ খ্রীঃ সিংহাসন চ্যুত পুত্র

আবু ইয়াকুব ইউসুফ
(আমিরুল মুমেনিন, ১১৬৩-৮৪ খ্রীঃ)

আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-মনসুর বিল্লাহ
(১১৮৪-৯৯ খ্রীঃ)

মুহাম্মদ আল-নাসির লিদিনিল্লাহ
(১১৯৯-১২১৩ খ্রীঃ)

ইউসুফ আবু ইয়াকুব আল-মুস্তানসির বিল্লাহ
(১২১৪-২৪ খ্রীঃ)

আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাখলু
(১২২৪ খ্রীঃ)

আবু মুহাম্মদ আল-আদিল
(মৃতঃ ১২২৭ খ্রীঃ)

আবু আলী ইদ্রিস আল-মামুন (আমিরুল মুমেনিন) (১২২৭-৩২ খ্রীঃ)
(১২২৮ খ্রীঃ স্পেন তাহার হাতছাড়া হয় এবং তাহার ৪ জন উত্তরাধিকারী ১২৬৯ খ্রীঃ পর্যন্ত মরক্কো শাসন করেন)

www.pathagar.com

৫। গ্রানাডাতে বনু নসর বংশ (১২৩২-১৪৯২ খ্রীঃ)

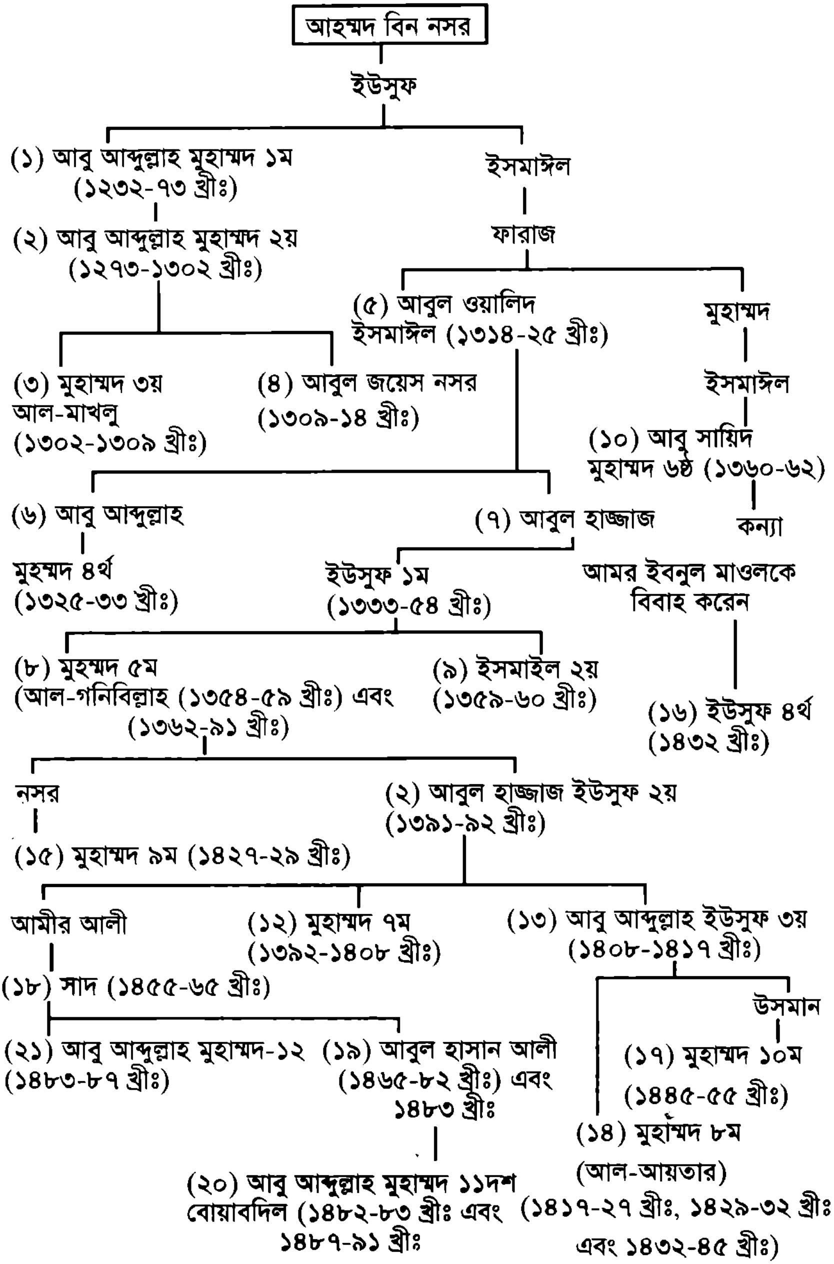

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-গ

উত্তর-স্পেনে খ্রীস্টান শাসকদের কালানুক্রমিক তালিকা

৭১১ খ্রীঃ তারিক কর্তৃক রডরিকের পরাজয়বরণ।

৭১৮ খ্রী ঃ আস্তুরিয়াসে পিলাওর উত্থান ঃ কোভাডাঙ্গা যুদ্ধের সম্ভাব্য তারিখ।

৭৩৯ খ্রীঃ ১ম আলফন্সো কর্তৃক আস্তুরিয়াস সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

৭৫৭ খ্রীঃ পুত্র ১ম ফ্রুয়েলা কর্তৃক ১ম আলফন্সোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৭৬৮ খ্রীঃ আওরেলিয়ো সিলো ও মাওরিগাতো কর্তৃক ফ্রুয়েলাকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ। একের পর অন্য কর্তৃক।

৭৮১ খ্রীঃ ১ম বার্মুদো কর্তৃক ২য় আলফন্সোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৭৯৮ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কিশ অভিজাত বরেল-এর গথিক মার্চে প্রথম শাসন কর্তৃত্ব লাভ; ক্রমান্বয়ে পীরেনীজ থেকে এবরো এবং পাম্পলোনা থেকে বার্সিলোনা পর্যন্ত সম্প্রসারণ।

৮৪২ খ্রীঃ ২য় আলফন্সোর মৃত্যুবরণ।

৮৬৫ খ্রীঃ ১ম উইফ্রেডো এল ভেল্লোসো-র বার্সিলোনায় স্বাধীনতা ঘোষণা।

৮৬৬ খ্রীঃ ৩য় আলফন্সোর আস্তুর লিওন সম্রাজ্যে জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসন আরোহণ।

৮৯৮ খ্রীঃ বার্সিলোনার কাউন্ট ১ম উইফ্রেডো এল ভেল্লোসো তাহার পুত্র বরেল ২য় উইফ্রেডো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯০৫ খ্রীঃ ১ম সাঞ্চো গার্সেসের ভাসকন (নাভাররে) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

৯১০ খ্রীঃ ৩য় আলফন্সোর মৃত্যুবরণ ও তাহার পুত্র ১ম গার্সিয়া কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯১৪ খ্রীঃ বার্সিলোনার কাউন্ট ২য় উইফ্রেডো তাহার ভ্রাতা সুনিয়ের কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ। লিওনের ১ম গার্সিয়ার মৃত্যুবরণ এবং তাহার ভ্রাতা ২য় অর্ডোনো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯২৪ খ্রীঃ লিওনের ২য় অর্ডোনোর মৃত্যুবরণ এবং তাহার ভ্রাতা ২য় ফ্রুয়েলা কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯২৫ খ্রীঃ ২য় ফ্রুয়েলার মৃত্যুবরণ এবং দ্বিতীয় অর্ডোনোর পুত্র ৪র্থ আলফন্সো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯২৬ খ্রীঃ ভাসকন সাম্রাজ্যের ১ম সাঞ্চো গার্সেস তাহার শিশু পুত্র ১ম সানচেজ গার্সিয়া কর্তৃক বিধবা মায়ের কর্তৃত্বাধীনে প্রতিনিধি হিসাবে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ (মৃতঃ ৯৬০)।

www.pathagar.com

সি ৯৩০খ্রীঃ নুনেজ গঞ্জালো-র পুত্র ফারনান গঞ্জালেজের ক্যাস্টাইলে স্বাধীনতা ঘোষণা।

৯৩০ খ্রীঃ লিওনের ৪র্থ আলফন্সোকে তাহার ভ্রাতা ২য় রামিরো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯৫০ খ্রীঃ পুত্র ৩য় অর্ডোনো কর্তৃক ২য় রামিরোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯৫৪ খ্রীঃ বার্সিলোনার কাউন্ট সুনিয়েরকে তাহার পুত্রদ্বয় বরেল (৯৫৪-৯৯২) এবং মিরণ (৯৫৪-৯৬৬) কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯৫৫ খ্রীঃ লিওনের ৩য় অর্ডোনোকে তাহার ভ্রাতা স্থুলকায় ১ম সাঞ্চো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯৫৬ খ্রীঃ ৪র্থ আলফন্সোর পুত্র ৪র্থ অর্ডোনো, স্থুলকায় সাঞ্চোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ৯৬০ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত আস্তুরিয়াসের শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

৯৬৫ খ্রীঃ পুত্র ৩য় রামিরো কর্তৃক স্থুলকায় সাঞ্চোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯৭০ খ্রীঃ পুত্র গার্সিয়া ফারনানদেজ কর্তৃক ক্যাস্টিলের কাউন্ট ফারনান গঞ্জালেজকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ। নাভাররের ১ম সানচেজ গার্সিয়াকে আবারকার ২য় গার্সেস সাঞ্চো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯৮৪ খ্রীঃ লিওনের ৩য় রমিরোকে ৩য় অর্ডোনোর পুত্র ২য় বার্মুদো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

৯৯২ খ্রীঃ বার্সিলোনার বরেলকে র‍্যামন বরেল কর্তৃক উত্তরাধিকার নির্ধারণ (মৃতঃ ১০১৯)।

৯৯৫ খ্রীঃ ২য় সাঞ্চো গার্সেসকে ২য় সানচেজ গার্সিয়া কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ। সাঞ্চো গার্সিয়া কর্তৃক ক্যাস্টিলের গার্সিয়া ফারনানদেজকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ (মৃঃ ১০২১)।

৯৯৯ খ্রীঃ লিওনের ২য় বার্মুদোকে ৫ম আলফন্সো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১০০০ খ্রী ঃ নাভাররের ২য় সানচেজ গার্সিয়াকে মহান ৩য় সাঞ্চো গার্সেস কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ (মৃতঃ ১০৩২)।

১০২৮ খ্রীঃ লিওনের ৫ম আলফন্সোর মৃত্যুবরণ।

১০৩৫ খ্রীঃ ১ম ফার্ডিনান্ডের লিওন ও ক্যাস্টাইলের সিংহাসনে আরোহণ। ১ম রামিরোর আরাগোনের সিংহাসনে আরোহণ।

১০৬৫ খ্রীঃ ১ম ফার্নান্ডোকে লিওনে ৬ষ্ঠ আলফন্সো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১১০৯ খ্রীঃ ৬ষ্ঠ আলফন্সোর মৃত্যুবরণ এবং তাহার কন্যা ডোনা উররাকা কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

www.pathagar.com

১১২৬ খ্রীঃ উররাকার মৃত্যুবরণ এবং বারগুন্ডির র‍্যামন, তাহার প্রথম স্বামীর পুত্র ৭ম আলফন্সো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১১৩৩ খ্রীঃ ৭ম আলফন্সোর নাভাররে এবং ক্যাটালোনিয়ায় সম্রাটরূপে মুকুট ধারণ।

১১৩৪ খ্রীঃ আরাগণের ১ম আলফন্সো, উররাকার দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুবরণ এবং তাহার ভ্রাতা ২য় রামিরো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১১৩৭ খ্রীঃ বার্সিলোনার কাউন্ট, ৪র্থ র‍্যামন বেরেঙ্গার সহিত কন্যা ডোনা পেট্রোনিলার বিবাহ হওয়ায় কন্যার পক্ষে ২য় রামিরোর সিংহাসন ত্যাগ।

১১৫৭ খ্রীঃ ক্যাস্টাইলে সাঞ্চো এবং লিওনে ২য় ফার্নান্ডো কর্তৃক লিওনের ৭ম আলফন্সোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১১৫৮ খ্রীঃ ক্যাস্টিলে ৮ম আলফন্সো কর্তৃক সাঞ্চোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১১৬২ খ্রীঃ আরাগোনের শাসক র‍্যামন বেরেঙ্গারকে ২য় আলফন্সো নামে পরিচিত পেড্রো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১১৮৮ খ্রীঃ লিওনে ৯ম আলফন্সো কর্তৃক ২য় ফার্নান্ডোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১১৯৬ খ্রীঃ ২য় আলফন্সোর মৃত্যুবরণ এবং তাহার পুত্র ২য় পেড্রো কর্তৃক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ যিনি তুলসের নিকটে ১২১৩ খ্রীস্টাব্দে ফ্রেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন।

১২১৩ খ্রীঃ আরাগোনে ১ম জন কর্তৃক ২য় পেড্রোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১২১৪ খ্রীঃ ক্যাস্টিলে তাহার পুত্র ১ম এনরিক কর্তৃক ৮ম আলফন্সোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেন যিনি লিওনে ৯ম আলফন্সোর স্ত্রী তাহার বোন বেরেনগুয়েলার পক্ষে শাসন করিতেন।

১২১৭ খ্রীঃ ৩য় ফার্নান্ডো ক্যাস্টিলে তাহার মাতা বেরেনগুয়েলাকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেন।

১২৩০ খ্রীঃ ৩য় ফার্নান্ডো তাহার পিতা ৯ম আলফন্সোর মৃত্যুর পর লিওন দখল করেন।

১২৫২ খ্রীঃ ১০ম আলফন্সো কর্তৃক লিওনের ৩য় ফার্নান্ডোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১২৭৬ খ্রীঃ ৩য় পিটার কর্তৃক ১ম জেমসকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১২৮৪ খ্রীঃ দুর্ধর্ষ ৪র্থ সাঞ্চো কর্তৃক ১০ম আলফন্সোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১২৮৫ খ্রীঃ ৩য় আলফন্সো কর্তৃক আরাগোনের ৩য় পিটারকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১২৯১ খ্রীঃ ২য় জেমস কর্তৃক আরাগণের ৩য় আলফন্সোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১২৯৬ খ্রীঃ ৪র্থ ফার্নান্ডো কর্তৃক ৪র্থ সাঞ্চোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

www.pathagar.com

১৩১২ খ্রীঃ ১১ দশ আলফন্সো কর্তৃক লিওনের ৪র্থ ফার্নান্ডোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৩২৭ খ্রীঃ ৪র্থ আলফন্সো কর্তৃক আরাগোনের ২য় জেমসকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৩৩৬ খ্রীঃ ৪র্থ পিটার কর্তৃক আরাগোনের ৪র্থ আলফন্সোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৩৫০ খ্রীঃ নিষ্ঠুর পিটার কর্তৃক লিওনের ১১ দশ আলফন্সোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৩৬৮ খ্রীঃ তারাসতামারার ২য় হেনরী কর্তৃক নিষ্ঠুর পিটারকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৩৭৯ খ্রীঃ ১ম জন কর্তৃক লিওনের ২য় হেনরীকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৩৮৭ খ্রীঃ ১ম জন কর্তৃক আরাগোনের ৪র্থ পিটারকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৩৯০ খ্রীঃ ৩য় হেনরী কর্তৃক লিওনের ১ম জনকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৩৯৫ খ্রীঃ মার্টিন (মৃতঃ ১৪১০) কর্তৃক আরাগোনের ১ম জনকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৪০৬ খ্রীঃ ক্যাস্টাইলের ২য় জন কর্তৃক লিওনের ৩য় হেনরীকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৪১২ খ্রীঃ এন্টিকুয়েরার ১ম ফার্ডিনান্ডের আরাগোনের সিংহাসনে আরোহণ।

১৪১৬ খ্রীঃ মহানুভব ৫ম আলফন্সো কর্তৃক ১ম ফার্ডিনান্ডকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৪৫৪ খ্রীঃ গুরুত্বপূর্ণ ৪র্থ হেনরী কর্তৃক ক্যাস্টাইলের ২য় জনকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৪৫৮ খ্রীঃ আরাগোনের ভ্রাতা ১ম জন কর্তৃক ৫ম আলফন্সোকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৪৭৪ খ্রীঃ ক্যাস্টাইলে তাহার বোন ইসাবেলা কর্তৃক ৪র্থ হেনরীকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ।

১৪৭৯ খ্রীঃ ক্যাথলিক ৫ম ফার্ডিনান্ড কর্তৃক ১ম জনকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ। যিনি ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাহার ভাতিজী ক্যাথলিক ইসাবেলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

১৫০৪ খ্রীঃ ইসাবেলার (ফার্ডিনান্ডের রাণী) মৃত্যুবরণ।

১৫১৬ খ্রীঃ ক্যাথলিক ফার্ডিনান্ড মৃত্যুবরণ করেন যিনি ১ম (৫ম) চার্লস কর্তৃক উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্ধারিত হন।

www.pathagar.com

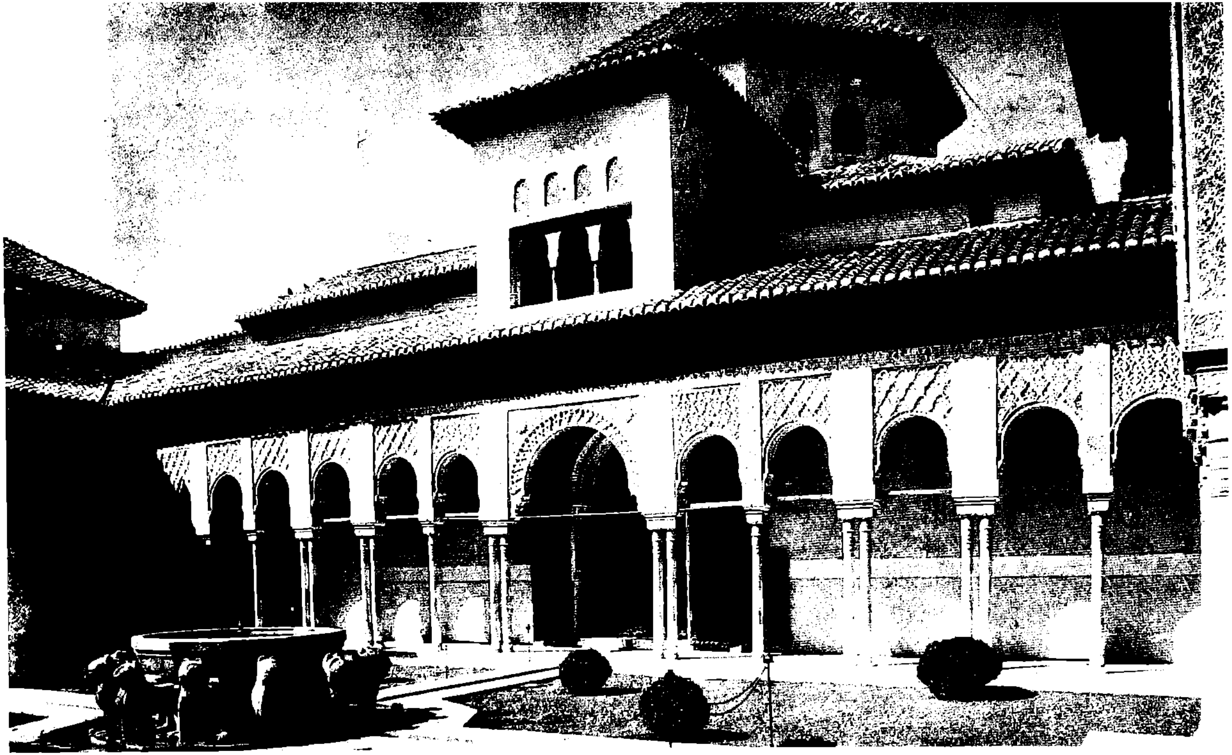

আল-হামরা প্রাসাদ ঃ সিংহ অঙ্গন

www.pathagar.com

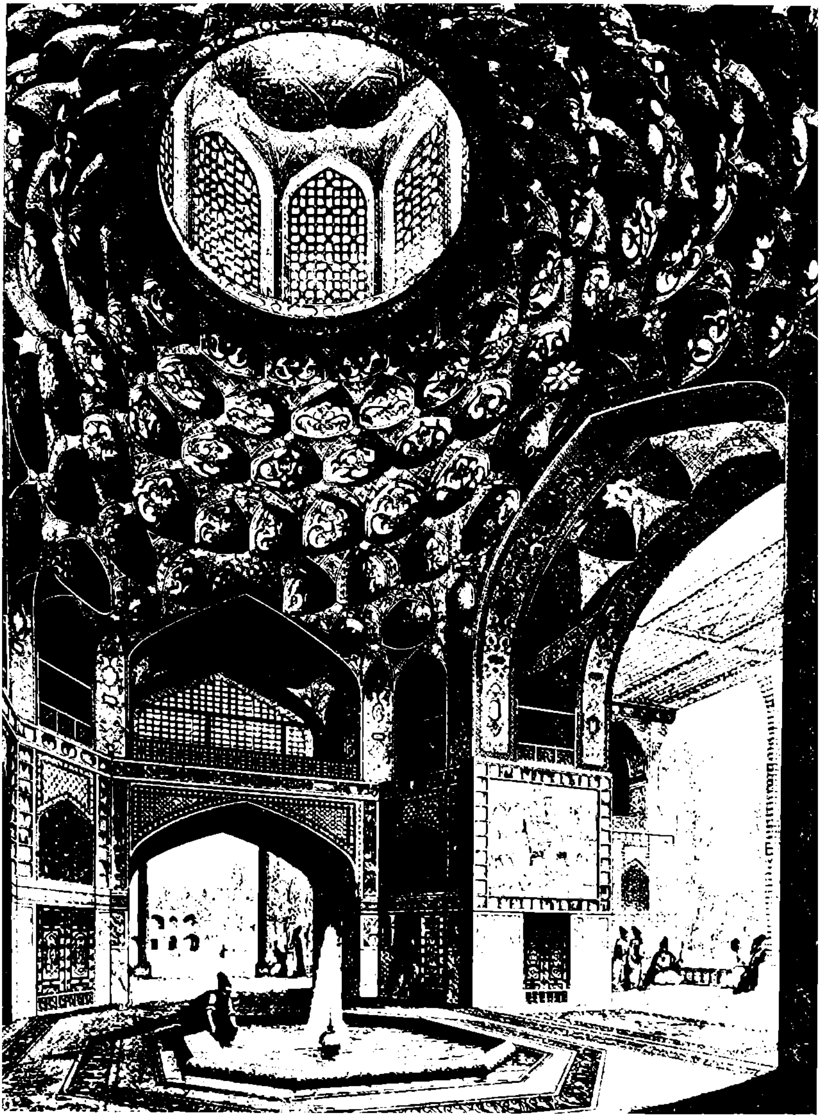

গ্রানাডার রাজপ্রাসাদ

www.pathagar.com

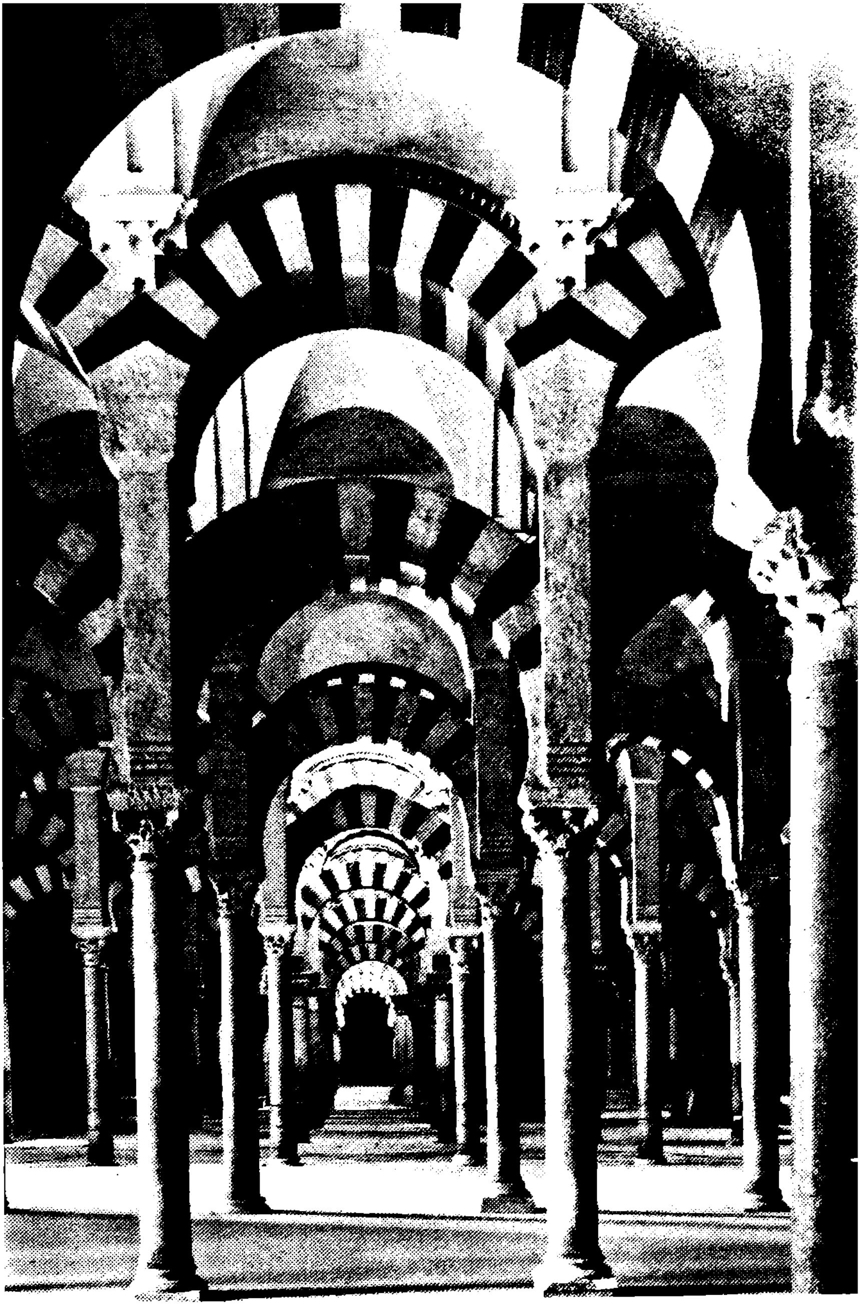

কর্ডোভা মসজিদের অশ্বনালাকৃতি খিলান

www.pathagar.com

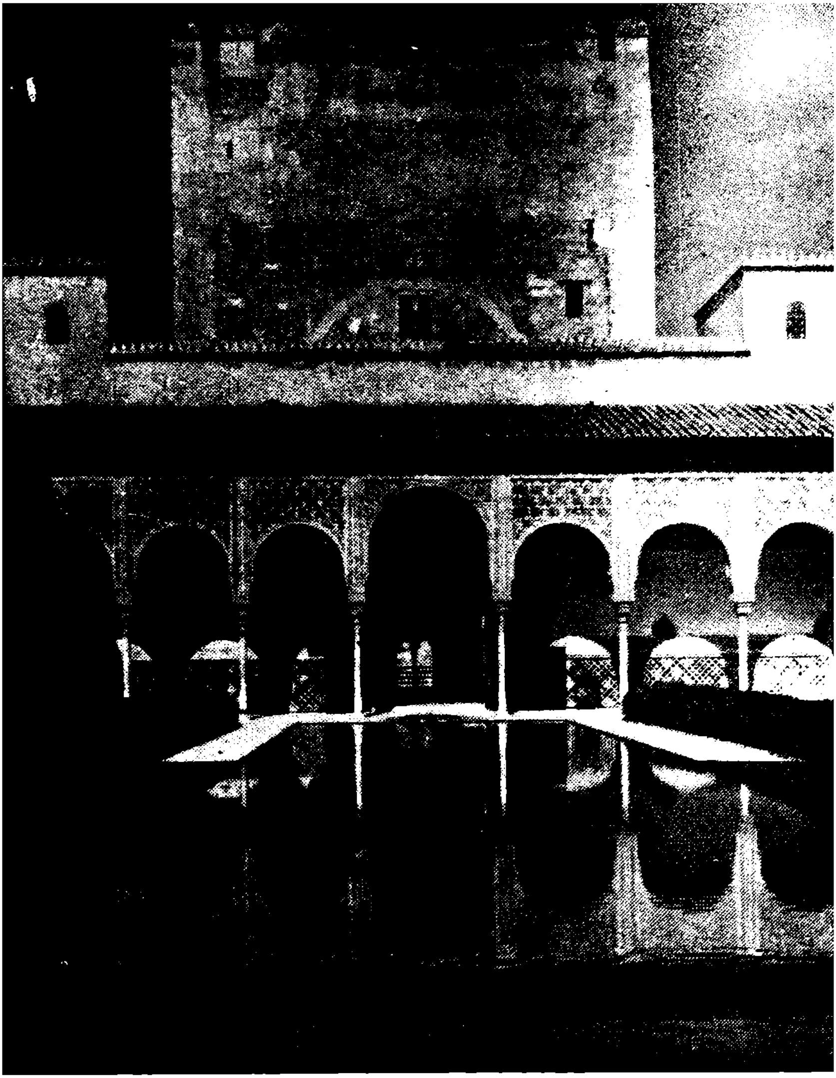

আল-হামরার সুরক্ষিত প্রাসাদ, গ্রানাডা

www.pathagar.com

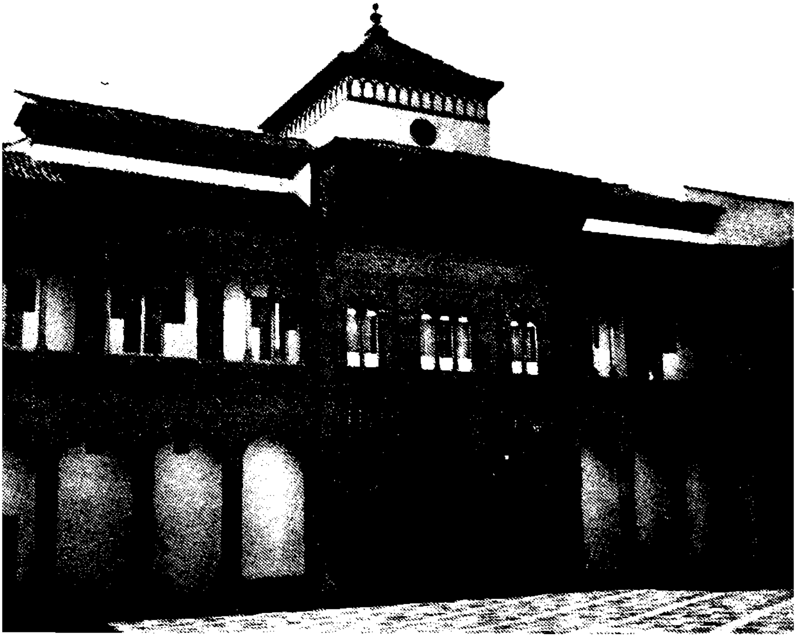

সেভিলের আল-কাজার প্রাসাদ (১৩৬৪ খ্রীঃ পুনর্নির্মিত)

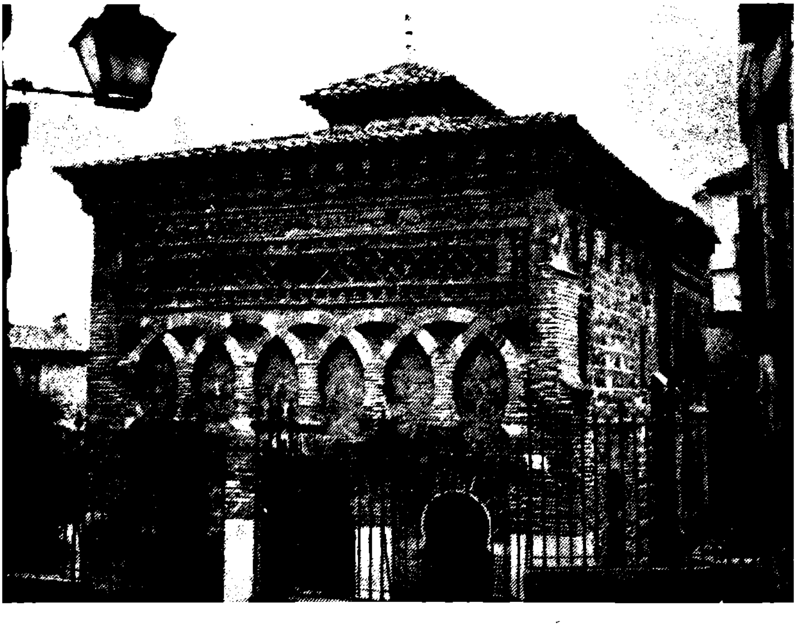

বাব মারদুম এর মসজিদ, টলেডো, ১০০০ খ্রীঃ

www.pathagar.com

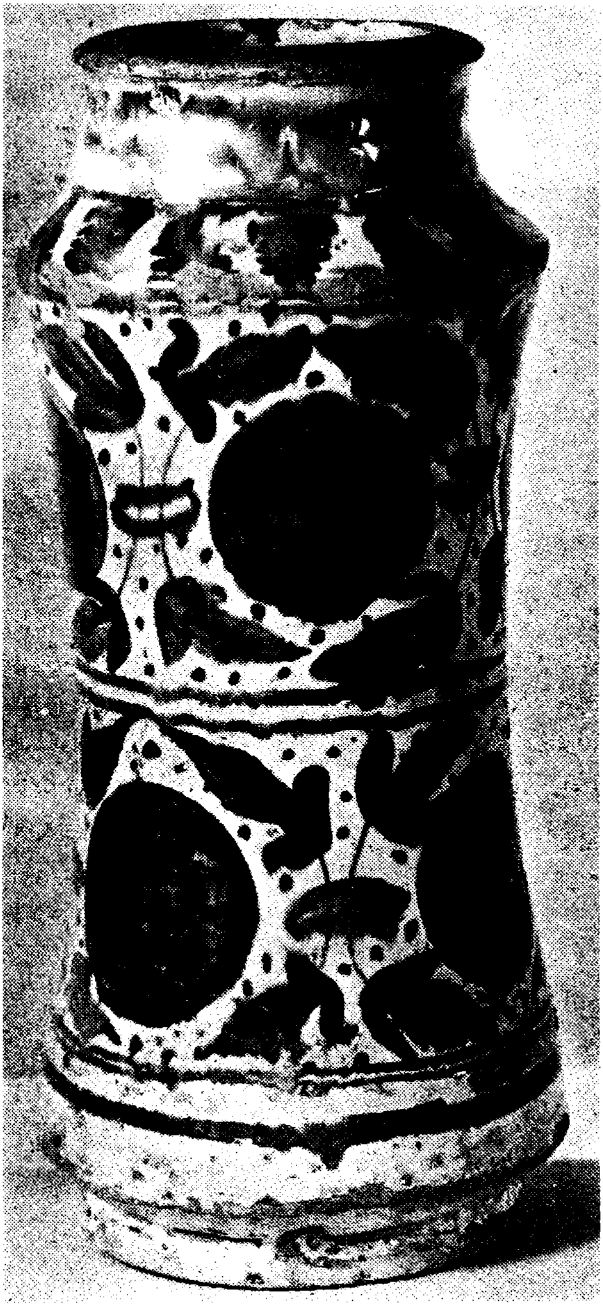

মরিস্কোদের তৈরি রঙিন মৃৎপাত্র

www.pathagar.com

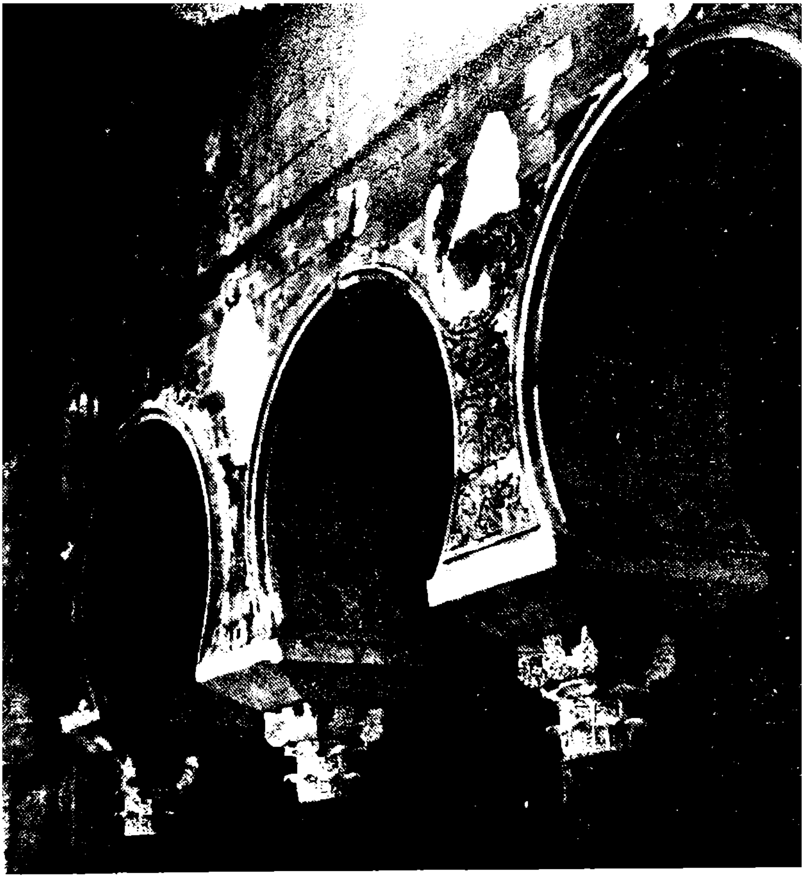

মদীনা আল-জাহ্‌রা প্রাসাদ (৯৩৬-৯৭৬ খ্রীঃ)

www.pathagar.com

মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস

খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি
৯ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০